পুরাণসংগ্রহ।

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত।

মহাভারত।

বন পর্ব্বের জটাসুরবধ অবধি শেষ পর্য্যন্ত।

পঞ্চম খণ্ড।

শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় কর্ত্তৃক
মূল সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত।

" গব্যের মধ্যে নবনীত, দ্বিপদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, বেদচতুষ্টয়ের মধ্যে আরণ্যক, ওষধির মধ্যে অমৃত, হ্রদের মধ্যে সমুদ্র ও চতুষ্পদের মধ্যে ধেনু যাদৃশ শ্রেষ্ঠ, তদ্রূপ এই বেদব্যাসপ্রণীত মহাভারত সমুদায় ইতিহাসের মধ্যে উৎকৃষ্ট। মহাভারত।

কলিকাতা।

পুরাণসংগ্রহ যন্ত্র।

শকাব্দা ১৭৮৩।

PRINTED BY RADHA NAUTH BIDDEARUTTNA

মহাভারতীয় বনপর্ব্বান্তর্গত জটাসুরবধ পর্ব্বাধ্যায় অবধি বন পর্ব্ব সমাপ্তি পর্য্যন্ত প্রকাশিত প্রকরণের সূচিপত্র।

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	স্তম্ভ	পংক্তি
জটাসুরবধ	২৩৯	১	১
পাণ্ডবগণের গন্ধমাদন দর্শন	২৪২	১	১
আষ্টিষেণ-যুধিষ্ঠির-সংবাদ	২৪৫	১	৩৫
মণিমানের নিধন	২৪৬	২	১৭
পাণ্ডবগণের কুবেরদর্শন	২৪৯	১	৫৪
মহর্ষিগণের সহিত পাণ্ডবগণের সাক্ষাৎকার	২৫৩	১	১২
অর্জ্জুনের প্রত্যাগমন	২৫৪	২	৭
ইন্দ্রাগমন	২৫৫	২	৮
অর্জ্জুন-যুধিষ্ঠির-সংবাদ	২৫৬	২	১৮
নিবাতকবচবধ	২৬৪	২	৩৬
হিরণ্যপুর উৎসাদন ও দৈত্যবধ	২৬৬	১	২৩
অস্ত্রদর্শন	২৬৯	১	২৭
লোমশাগমন	২৭০	১	১২
পাণ্ডবগণের পুনরায় দ্বৈতবন প্রবেশ	২৭১	২	৩
অজগর কর্ত্তৃক ভীমের আক্রমণ	২৭২	২	১৬
ভীমের সহিত যুধিষ্ঠিরের সাক্ষাৎকার	২৭৩	২	২৩
অজগরযুধিষ্ঠিরসংবাদ	২৭৬	১	৩
ভীমমোচন	২৭৭	২	২৫
পাণ্ডবগণের কাম্যক বনে প্রত্যাগমন	২৮০	১	৩
মার্কণ্ডেয়কথা	২৮০	২	২
ব্রাহ্মণমাহাত্ম্য কথন	২৮৪	২	২৪
সরস্বতীতার্ক্ষ্যসংবাদ	২৮৭	২	৪
বৈবস্বতোপাখ্যান	২৮৯	১	২৫
মার্কণ্ডেয়প্রশ্ন	২৯১	১	৩০
মার্কণ্ডেয়নারায়ণসংবাদ	২৯৫	২	২৪
কলিকৃত্য কথন	২৯৭	২	২১
যুধিষ্ঠিরানুশাসন	৩০০	২	২২
বামদেবচরিত	৩০২	১	৫
বকশক্রসংবাদ	৩০৬	২	১৬
শিবিরাজার ভাগ্য কথন	৩০৮	১	৬
যযাতিচরিত	৩০৮	২	১৮
শিবিচরিত	৩০৯	১	১৫
ইন্দ্রদ্যুম্নোপাখ্যান	৩১৩	২	২

	পৃষ্ঠা	স্তম্ভ	পংক্তি
দানকথন	৩১৪	২	৩১
ধুন্ধুমারোপাখ্যান	৩২০	১	৩৫
পতিব্রতোপাখ্যান	৩২৪	২	৩৫
ব্রাহ্মণব্যাধসংবাদ	৩২৫	২	২৭
আঙ্গিরসোপাখ্যান	৩৪৪	১	৩৪
স্কন্দোপাখ্যান	৩৫০	১	৬
মনুষ্যগৃহকথন	৩৫৮	২	২৫
স্কন্দযুদ্ধ	৩৬১	১	৩৩
কার্ত্তিকেয়স্তব	৩৩৫	২	২১
দ্রৌপদী-সত্যভামা-সংবাদ	৩৬৬	২	১০
ঘোষযাত্রার উদ্যোগ	৩৭০	২	৩
গন্ধর্ব্ব-দুর্য্যোধন-সংবাদ	৩৭৫	২	১৯
দুর্য্যোধনাদি হরণ	৩৭৮	১	১১
পাণ্ডবগন্ধর্ব্বযুদ্ধ	৩৭৯	২	৩১
দুর্য্যোধনমোক্ষ	৩৮১	২	১৭
কর্ণদ-র্য্যোধনসংবাদ	৩৮২	২	৩১
দুর্য্যোধনের প্রায়োপবেশন	৩৮৬	২	৮
দুর্য্যোধনের পুরপ্রবেশ	৩৮৭	২	২৪
কর্ণের দিগ্বিজয়	৩৮৯	২	২৭
দুর্য্যোধনের যজ্ঞ	৩৯২	১	৫
যুধিষ্ঠিরচিন্তা	৩৯৩	২	২৮
মৃগস্বপ্নোদ্ভব	৩৯৪	২	৩২
ব্রীহিদ্রৌণিক আখ্যান	৩৯৫	২	১৫
দুর্য্যোধনের আলয়ে দুর্ব্বাসার আতিথ্য গ্রহণ	৪০০	২	১
পাণ্ডবগণের আশ্রমে দুর্ব্বাসার আতিথ্য গ্রহণ	৪০১	২	৮
দ্রৌপদীকৌটিক্যসংবাদ	৪০৩	২	৬
জয়দ্রথ কর্ত্তৃক দ্রৌপদীহরণ	৪০৬	১	২৬
জয়দ্রথের সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ, দ্রৌপদীমোক্ষণ ও জয়দ্রথগ্রহণ	৪০৮	১	২
জয়দ্রথবিমোক্ষণ	৪১৩	২	১
রামোপাখ্যান	৪১৫	২	১
রামাদি ও কুবেরের উৎপত্তি	৪১৭	১	৮
রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি	৪১৭	২	২৪
বালরাদির উৎপত্তি	৪১৯	১	৩২
রামের বনবাস	৪২০	১	৮
সীতাহরণ	৪২২	১	২০
বিশ্বাবসুমোক্ষণ	২২৪	১	১৩
সীতার সান্ত্বনা	৪২৬	১	১৭
সীতারাবণসংবাদ	৪৩৮	২	৩৬
হনূমানের সীতান্বেষণ	৪৩০	১	৭
সেতুবন্ধন	৪৩২	২	৩২

	পৃষ্ঠা	স্তম্ভ	পংক্তি
রামের লঙ্কাপ্রবেশ...	৪৩৫	১	৪
রামের সহিত রাবণের যুদ্ধ...	৪৩৬	২	১৩
কুম্ভকর্ণের রণে গমন...	৪৩৭	২	২০
কুম্ভকর্ণবধ	৪৩৮	১	২৬
ইন্দ্রজিতের যুদ্ধে গমন	৪৩৯	১	২৭
ইন্দ্রজিতের নিধন	৪৪০	১	২৬
রাবণবধ	৪৪১	২	৭
রামের রাজ্যাভিষেক	৪৪২	২	১৭
যুধিষ্ঠিরের আশ্বাসন	৪৪৫	১	২৮
সাবিত্রীজন্মবৃত্তান্ত ও স্বয়ম্বর	৪৪৬	১	১
সাবিত্রীর বিবাহে নারদের অনুমতি	৪৪৭	২	২০
সাবিত্রীর বিবাহ	৪৪৯	১	২৭
সাবিত্রীর স্বামী সমভিব্যাহারে অরণ্যানীপ্রবেশ	৪৫০	১	২৬
সত্যবানের মৃত্যু, পুনর্জ্জীবন ও আশ্রমে প্রত্যাগমন	৪৫১	২	৩১
দ্যুমৎসেনের বিলাপ	৪৫৭	১	২৩
দ্যুমৎসেনের রাজ্যলাভ	৪৫৯	২	৫
কর্ণসূর্য্যসংবাদ	৪৬০	১	২৫
কুন্তীর মন্ত্র প্রাপ্তি	৪৬৩	১	৩৪
কুন্তীসূর্য্যসংবাদ	৪৬৬	১	৩৫
কর্ণের জন্ম ও কুন্তী কর্ত্তৃক জলে নিক্ষেপ	৪৬৮	২	২৭
রাধার কর্ণ গ্রহণ	৪৬৯	২	২২
কর্ণের বর্ম্ম কুণ্ডল দান	৪৭০	২	১৯
মৃগ কর্ত্তৃক অরণীহরণ ও পাণ্ডবগণের মৃগান্বেষণ	৪৭২	২	১৩
পাণ্ডবগণের সরোবর দর্শন ও ভীমাদির মৃত্যু	৪৭৩	২	৩৪
যক্ষযুধিষ্ঠিরপ্রশ্নোত্তর	৪৭৭	১	১৪
পাণ্ডবগণের পুনর্জ্জীবন..	৪৮০	২	২১
ব্রাহ্মণকে অরণী প্রদান ও অজ্ঞাত বাসের উদ্যোগ	৪৮২	১	১৬

বন পর্ব্বের সূচিপত্র সম্পূর্ণ।

সপ্তপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পাণ্ডবেরা পার্থের আগমন প্রতীক্ষায় বিশ্বস্ত মনে ব্রাহ্মণগণের সহিত কৈলাস পর্ব্বতে বাস করিতে লাগিলেন। ভীমসেনাত্মজ ঘটোৎকচ ও অন্যান্য রাক্ষসেরা তাঁহাদিগের নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল। ইত্যবসরে দুরাত্মা জটাসুর ভীমের অগোচরে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব ও দ্রৌপদীরে হরণ করিতে একান্ত অভিলাষী হইল এবং তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য হইবার নিমিত্ত পাণ্ডবদিগের ধনু ও তূণীর গ্রহণের সমুচিত অবসর অনুসন্ধান করিতে লাগিল। অনন্তর সে আপনাকে সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ, মন্ত্রকুশল ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় প্রদানপূর্ব্বক প্রতিদিন পাণ্ডবগণের উপাসনা করিতে আরম্ভ করিল। মহারাজ যুধিষ্ঠির তাহাকে ভস্মাচ্ছন্ন অনলের ন্যায় অনুধাবনে অসমর্থ হইয়া পরম সমাদরে ভরণ পোষণ করিতে লাগিলেন।

একদা ভীমসেন মৃগয়ার্থ নির্গত হইলে এবং লোমশ প্রভৃতি মহর্ষিগণ কেহ স্নানার্থ কেহ বা পুষ্পচয়নার্থ গমন করিলে পর এই সুযোগে জটাসুর বিকটাকার পরিগ্রহ করিয়া সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র, পাণ্ডবত্রয় ও দ্রৌপদীকে হরণপূর্ব্বক প্রস্থান করিল। সহদেব সাতিশয় যত্নসহকারে অপসৃত হইয়া বিক্রম প্রকাশপূর্ব্বক শত্রুহস্ত হইতে সাক্ষাৎ কালস্বরূপ কোষনিষ্কাশিত খড়্গ গ্রহণ করিলেন এবং মহাবীর ভীমকে মুক্ত কণ্ঠে আহ্বান করিতে লাগিলেন। তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির জটাসুরকে কহিলেন, রে মূঢ়! তুমি প্রকৃত তত্ত্ব অনুধাবন করিতেছ না, তোমার ধর্ম্ম ক্ষয় হইতেছে; মনুষ্য, পশুপক্ষী, বিশেষত রাক্ষসেরা সকলেই ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়া থাকে; রাক্ষসেরা ধর্ম্মের মূল; তাহারা ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম অনুধাবন করে। এক্ষণে তুমি এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া আমার সমীপে অবস্থান করিতে পার। দেবতা, ঋষি, সিদ্ধ, পিতৃ, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, উরগ, পশু, পক্ষী, অন্যান্য তির্য্যগ্যোনিগত কীট ও পিপীলিকারা মনুষ্যকে আশ্রয় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে; তুমিও সেই মনুষ্য হইতে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছ। মনুষ্যের সমৃদ্ধি দ্বারা তোমরা সুসপন্ন হইতেছ। দেবতারা মনুষ্য কর্ত্তৃক বিধিপূর্ব্বক প্রদত্ত হব্য কব্য দ্বারা পূজিত হইয়া পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকেন; অতএব মানবগণ শোকাভিভূত হইলে দেবতারা অবশ্যই শোকাকুল হইবেন। রাজ্য অরক্ষিত হইলে সুখসম্পত্তি লাভের সম্যক্ ব্যতিক্রম ঘটিয়া উঠে। হে রাক্ষস! এ নিমিত্ত আমরা রাজ্যের রক্ষা করিয়া থাকি। নিরপরাধ ভূপালগণের অবমাননা করা রাক্ষসদিগের নিতান্ত অবিধেয়। আমরা তোমাদিগের বিপ্রিয়াচরণ করি নাই; বরং প্রণতিপর হইয়া শক্ত্যনুসারে ব্রাহ্মণ ও গুরু লোকদিগকে বিঘস ভোজন করাইয়া থাকি। হে দুর্বুদ্ধে! মিত্র ও বিশ্বস্ত ব্যক্তির প্রতি কদাচ অনিষ্টাচরণ করিবে না এবং যাহাদিগের অন্ন ভোজন ও আলয়ে অবস্থান করিতে হয়; তাহাদিগের অপকার করা নিতান্ত গর্হিত ও দোষাবহ। তুমি আমাদিগের আলয়ে পরম সুখে ও সমাদরে বাস করিয়া অন্নপান দ্বারা প্রতিপালিত হইতেছ; অতএব এক্ষণে কি নিমিত্ত আমাদিগকে হরণ করিতে অভিলাষ করিয়াছ? তুমি অতি দুরাচার ও দুর্মতি; তুমি বৃথা বর্দ্ধিত হইয়াছ; তোমার জীবনে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই; অদ্য তোমার মৃত্যু সন্নিকৃষ্ট হইয়াছে। যদি তোমার নিতান্ত মন্দ বুদ্ধি উপস্থিত হইয়া থাকে বা সর্ব্বধর্ম্ম-বিবর্জ্জিত হইয়া থাক; তাহা হইলে এক্ষণে অস্ত্রশস্ত্র প্রদানপূর্ব্বক আমাদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া দ্রৌপদীকে হরণ কর। আর তুমি যদি

অজ্ঞানতা-বশত এই কার্য্য অনুষ্ঠান করিয়া থাক; তাহা হইলেও ইহ লোকে কেবল অধর্ম্মভাগী ও অযশস্বী হইতে হইবে। অদ্য তুমি দ্রৌপদীকে স্পর্শ করিয়া কুম্ভে কালকূট আলোড়ন-পূর্ব্বক পান করিয়াছ।

এই বলিয়া রাজা যুধিষ্ঠির নিতান্ত দুর্ভর ভার ধারণ করিলে রাক্ষস গুরু ভারে একান্ত আক্রান্ত হইয়া পূর্ব্ববৎ শীঘ্র গমন করিতে অসমর্থ হইল। তখন রাজা যুধিষ্ঠির দ্রৌপদী ও নকুলকে কহিলেন, তোমরা রাক্ষস হইতে আর শঙ্কিত হইও না; আমি ইহার গতিশক্তি অপহরণ করিয়াছি; মহাবাহু ভীমসেন অতি দূরবর্ত্তী নহেন, তিনি এই মুহূর্ত্তেই উপস্থিত হইয়া ইহার প্রাণ সংহার করিবেন। অনন্তর সহদেব সেই মূঢ়চেতন রাক্ষসকে লক্ষ্য করিয়া যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন-পূর্ব্বক কলিলেন, মহারাজ! ক্ষত্রিয়েরা যুদ্ধে উদ্যত হইয়া শত্রু বিনাশ বা শরীর পতন করিলে ইহা অপেক্ষা তাঁহাদিগের সৎ কার্য্য আর কি আছে? এক্ষণে রাক্ষস আমাদিগকে বধ করুক বা আমরাই রাক্ষসকে রণস্থলে সংহার করি; যাহা হয়, হইবে। অধুনা যুদ্ধের দেশ কাল সমুপস্থিত; আমাদিগের ক্ষাত্র ধর্ম্মেরও সমুচিত অবসর প্রাপ্ত হইয়াছি; ইহাতে আমরা পরাজয় বা জয় লাভ করি, উভয়েতেই সদ্গতি প্রাপ্ত হইব। অদ্য যদি এই রাক্ষস জীবিত থাকিতে দিবাকর অস্তাচলে গমন করেন; তাহা হইলে আমি আর আপনাকে ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় প্রদান করিব না। অরে দুরাচার রাক্ষস! স্থির হ; আমি পাণ্ডু সুত সহদেব; আমাকে বিনাশ করিয়া দ্রৌপদীকে হরণ কর; নতুবা তোরে সদ্যই বিনষ্ট হইয়া এই স্থলে শয়ন করিতে হইবে।

সহদেব ক্রোধভরে রাক্ষসকে এই রূপ তিরস্কার করিতেছেন; ইত্যবসরে ভীমসেন গদা ধারণপূর্ব্বক সবজ্র বাসবের ন্যায় যদৃচ্ছাক্রমে সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, সহদেব ভূমিস্থ হইয়া রাক্ষসকে তিরস্কার করিতেছেন। পরে কালোপহত-চেতা ইতস্তত ভ্রমণকারী দৈববল বিনিবারিত এক রাক্ষসকে অন্যান্য ভ্রাতৃগণ ও দ্রৌপদীরে হরণ করিতে নিরীক্ষণ করত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সম্বোধন-পূর্ব্বক কহিলেন, রে পাপ! আমি পূর্ব্বে শস্ত্র পরীক্ষা কালেই তোর বলবীর্য্য সম্যক্ অবগত হইয়াছি; আমি ইচ্ছা করিলে তোর প্রাণ সংহার করিতে পারিতাম; কিন্তু যেহেতু তৎকালে তোরে বিনষ্ট করি নাই; এই নিমিত্ত নিশ্চয় জানিবি, তোর প্রতি আমার তাদৃশ আস্থা নাই। তুই ব্রাহ্মণবেশ পরিগ্রহ করিয়া এত দিন প্রচ্ছন্ন ভাবে ছিলি; কদাচ আমাদিগের অপ্রিয়াচরণ করিস নাই; বরং সাধ্যানুসারে আমাদিগের প্রিয় কার্য্য সংসাধন করিয়াছিস। তৎকালে তুই অতিথি বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলি; আমি তখন বিনাপরাধে কি প্রকারে তোরে সংহার করি। এক্ষণে এই রূপ অবস্থায় তোরে নিশ্চয় রাক্ষস বোধ করিয়াও যে বিনাশ করে; তাহার নিশ্চয়ই নরকপাত হয়; কারণ তুই বালক; বালককে বধ করিবার বিধি নাই; কিন্তু যখন তোর এই রূপ বুদ্ধি জন্মিয়াছে; তখন নিশ্চয়ই বোধ হয়, তোর শৈশব কাল অতিক্রান্ত হইয়াছে। যেমন সরোবরস্থ মৎস্য সূত্রাবলম্বিত বড়িশ গ্রাস করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করে; তদ্রূপ তুই আজ কৃতান্তদত্ত কালসূত্র-গ্রথিত দ্রৌপদী-হরণরূপ বড়িশ গ্রাস করিয়াছিস; এক্ষণে কিরূপে প্রাণ রক্ষা করিবি? তুই যে প্রদেশে গমন করিতে উদ্যত হইয়াছিস; তথায় অগ্রেই তোর মন গমন করিয়াছে, তোকে আর গমনক্লেশ স্বীকার করিতে হইবে না; তুই এক্ষণে বকহিড়িম্বের পথে প্রস্থান করিবি।

রাক্ষস ভীমসেন কর্ত্তৃক এই রূপ অভি-

হিত হইয়া ভীত মনে তাঁহাদিগকে পরিত্যাগপূর্ব্বক যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল এবং রোষভরে অধর কম্পিত করিয়া ভীমকে কহিল, রে পাপ! আমি অনায়াসেই যাইতে পারিতাম; কেবল তোর নিমিত্তই বিলম্ব করিতেছি। তুই রণস্থলে যে সমস্ত রাক্ষসকে সংহার করিয়াছিস; অদ্য তোর রুধিরধারায় তাহাদিগের তর্পণ করিব। এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র ভীমসেন সাক্ষাৎ কালান্তক যমের ন্যায় ক্রোধভরে সৃক্কণী লেহন ও বাহ্বাস্ফোটন-পূর্ব্বক রাক্ষসের প্রতি ধাবমান হইলেন। বলি যেমন দেবরাজ ইন্দ্রের অভিমুখে ধাবমান হইয়াছিলেন, রাক্ষসও সেই রূপ ক্রোধাবেশে বারংবার মুখ ব্যাদান ও সৃক্কণী লেহন করিয়া যুদ্ধাভিলাষী ভীমের প্রতি ধাবমান হইল; উভয়ের নিদারুণ বাহুযুদ্ধ হইতে লাগিল। ইত্যবসরে মাদ্রীতনয় নকুল ও সহদেব ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ভীমসেনের সাহায্যের নিমিত্ত ধাবমান হইলেন। বৃকোদর সহাস্যমুখে তাঁহাদিগকে নিবারণ করিয়া কহিলেন, আমি একাকীই রাক্ষসকে সংহার করিতে সমর্থ হইব; তোমরা উভয়ে কেবল অবলোকন কর। আমি এক্ষণে আত্মা, ভ্রাতৃগণ, ধর্ম্ম, সুকৃত ও যজ্ঞ দ্বারা শপথ করিয়া কহিতেছি, নিশ্চয়ই এই রাক্ষসকে বিনাশ করিব।

অনন্তর মহাবল পরাক্রান্ত বীরদ্বয় স্পর্দ্ধা করিয়া পরস্পর পরস্পরকে বাহু দ্বারা বেষ্টন করিলেন এবং একান্ত অসহমান হইয়া ক্রোধভরে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা জলধরের ন্যায় গভীর গর্জ্জন ও সিংহনাদ পরিত্যাগ করত অন্যোন্যের প্রতি বৃক্ষোৎপাটন-পূর্ব্বক নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা কখন কখন ক্রোধে একান্ত অধীর ও পরস্পরের বধে কৃতসংকল্প হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন; তাঁহাদিগের উরুদেশের আঘাতে বৃক্ষ সকল ভগ্ন হইতে লাগিল। পূর্ব্বে যেমন বালী ও সুগ্রীব ভার্য্যার্থী হইয়া ঘোরতর সংগ্রাম করিয়াছিলেন; সেই রূপ ইহাঁরাও উভয়ে মহীরুহ-বিনাশন বৃক্ষযুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা মুহুর্মুহু সিংহনাদ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক মহীরুহ সকল বিঘূর্ণিত করিয়া মুহূর্ত্ত কাল পরস্পর পরস্পরকে প্রহার করিলেন। এই রূপে তত্রস্থ বৃক্ষ সমুদায় নিপতিত ও জর্জ্জরিত হইল। অনন্তর যেমন পর্ব্বতযুগল জলধরজাল দ্বারা যুদ্ধ করে; সেই রূপ তাঁহারাও ক্রোধাভিভূত হইয়া তীব্রবেগ বজ্রের ন্যায় উগ্ররূপ অতি প্রকাণ্ড উপলখণ্ড দ্বারা প্রহার করিতে লাগিলেন। পরে মাতঙ্গের ন্যায় বলদৃপ্ত ও ধাবমান হইয়া বাহুযুগল দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ ও দৃঢ়তর মুষ্টি দ্বারা প্রহার করিতে আরম্ভ করিলে রণস্থলে অনবরত কটকটা শব্দ শ্রুত হইতে লাগিল।

ইত্যবসরে মহাবীর ভীমসেন পঞ্চশীর্ষ উরগের ন্যায় মুষ্টি সঙ্কুচিত করিয়া মহাবেগে রাক্ষসের গ্রীবাদেশে প্রহার করিলেন এবং প্রহারবেগে তাহাকে একান্ত ক্লান্ত ও নিতান্ত পরিশ্রান্ত অবলোকন করিয়া সমধিক উৎসাহযুক্ত হইলেন। পরে রাক্ষসকে উৎক্ষিপ্ত ও পৃথিবীতে নিষ্পেষিত করিয়া তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল চূর্ণীকৃত করত তলপ্রহার দ্বারা শিরশ্ছেদন করিলেন। জটাসুরের সন্দষ্টাধর ও বিবৃত্তনয়ন-সংযুক্ত মস্তক শোণিতলিপ্ত হইয়া বৃক্ষের ফলের ন্যায় ধরাতলে নিপতিত হইল। তখন ভীমসেন ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্রের ন্যায় দ্বিজাতিগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরসন্নিধানে আগমন করিলেন।

জটাসুরবধ পর্ব্ব সমাপ্ত।

যক্ষযুদ্ধ পর্ব্বাধ্যায়।

অষ্টপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! এই রূপে সেই রাক্ষস নিহত হইলে পর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই বদরিকাশ্রমে আগমনপূর্ব্বক পুনরায় বাস করিতে লাগিলেন। তিনি একদা আপনার ভ্রাতৃগণ ও দ্রৌপদীরে সমীপে আনয়ন পূর্ব্বক অর্জ্জুনকে স্মরণ করিয়া তাঁহাদিগকে কহিতে লাগিল; আমরা বনে বনে ভ্রমণ করিয়া নির্বিঘ্নে চারি বৎসর অতিবাহিত করিলাম। মহাবীর ধনঞ্জয় পঞ্চম বৎসরে আমাদের নিকটে আসিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়া গিয়াছেন। আমরা এক্ষণে পুষ্পিত দ্রুম সমুদায়ে সুশোভিত; মত্ত কোকিল, ষট্‌পদতচাতকগণে পরিবৃত; ব্যাঘ্র, বরাহ, মহিষ, গবয় ও হরিণ কুলসঙ্কুল; বিবিধ হিংস্র শ্বাপদ ও রুরু সমূহে ব্যাপ্ত; প্রফুল্ল সহস্রদল ও শতদল পদ্ম, নীলোৎপল এবং অন্যান্য বিবিধ উৎপলে সুশোভিত; পরম পবিত্র; সুরাসুরগণনিষেবিত নিত্যোৎসব-পরিপূর্ণ; গিরিবরাগ্রগণ্য এই কৈলাস পর্ব্বতে সেই অর্জ্জুনের দর্শনাভিলাষে ও উদ্দেশে আগমন করিয়াছি। অমিততেজা ধনঞ্জয় আমার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া গিয়াছেন যে, তিনি বিদ্যাশিক্ষার্থ পঞ্চ বৎসর সুরলোকে বাস করিবেন; এখন আমরা এই স্থানে অবস্থিতি করিয়া সংগৃহীতাস্ত্র অরাতিনিপাতন গাণ্ডীবধন্বা ধনঞ্জয়কে দেবলোক হইতে মর্ত্ত্যলোকে পুনরায় আগমন করিতে দেখিব।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির প্রণয়িনী-সমবেত স্বীয় ভ্রাতৃগণকে এই রূপ কহিয়া তপোধন ব্রাহ্মণকে আমন্ত্রণপূর্ব্বক তাঁহাদিগের সমীপে ও আপনাদের সেই পর্ব্বতে সমাগমনের কারণ নিবেদন করিলেন। তখন পাণ্ডুনন্দনগণ পরম প্রীত উগ্রতপা তপোধনগণকে প্রদক্ষিণ করিলে তাঁহারা যুধিষ্ঠিরের বাক্যে অনুমোদন করত কহিতে লাগিলেন, হে রাজন্! তোমার এই ক্লেশ চিরস্থায়ী নহে; তুমি পরিণামে পরম সুখ সম্ভোগ করিবে; তুমি ক্ষাত্রধর্ম্ম-প্রভাবে অচিরাৎ এই দুঃখসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইয়া পৃথিবী পরিপালন করিবে।

এই রূপে ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মনন্দন তপোধনগণের সেই সমুদায় বাক্য শ্রবণানন্তর সেই সকল ব্রাহ্মণ ও স্বীয় ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে মহর্ষি লোমশ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া গমন করিলেন। রাক্ষসগণ তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল। ভ্রাতৃগণ-সমবেত মহারাজ যুধিষ্ঠির কোন কোন স্থানে পদব্রজে কোথাও বা রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক উহ্যমান হইয়া গমন করিতে লগিলেন। তিনি বহুবিধ ক্লেশ চিন্তা করত সিংহ, ব্যাঘ্র ও গজ সমুদায়ে সমাকীর্ণ উত্তর দিকে গমন করিলেন। তিনি তৎকালে কৈলাশ গিরি, মৈনাক পর্ব্বত, গন্ধমাদনের প্রত্যন্ত পর্ব্বত, হিমাচল ও অন্যান্য শৈল সমুদায়ের উপরিস্থ নদী সকল অবলোকন করিয়া পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন। এই রূপে পাণ্ডবগণ ক্রমাগত উত্তর মুখে গমন করিয়া সপ্তদশ দিবসে পরম পবিত্র হিমাচলের পৃষ্ঠদেশে সমুপস্থিত হইলেন। তথায় গন্ধমাদনের সমীপস্থ বিবিধ পুষ্পিত দ্রুম ও সলিলাবর্ত্ত সমুদায়ে সমাবৃত পরম পবিত্র রাজর্ষি বৃষপর্ব্বার আশ্রম অবলোকন করিলেন। তখন অরাতি-নিপাতন পাণ্ডবগণ সেই ধর্ম্মাত্মা রাজর্ষির সমীপে গমনপূর্ব্বক আত্মপরিচয় প্রদান করিলেন এবং তৎকর্ত্তৃক পুত্রবৎ অভিনন্দিত ও সৎকৃত হইয়া তথায় সপ্ত রাত্রি বাস করিলেন। অষ্টম দিবস সমুপস্থিত হইলে তাঁহারা লোকবিশ্রুত রাজর্ষি বৃষপর্ব্বাকে আমন্ত্রণপূর্ব্বক তথা হইতে প্রস্থান করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিলেন। তাঁহারা সেই পারিবর্হ ও এক এক করিয়া সমু-

দায় বিপ্রগণকে বৃষপর্ব্বার নিকট ন্যস্ত করিয়া তাঁহার আশ্রমে সমুদায় যজ্ঞপাত্র, রত্ন ও আভরণ সকল রাখিলেন। অনন্তর ত্রিকালজ্ঞ সর্ব্বধর্ম্মবিৎ ধর্ম্মাত্মা বৃষপর্ব্বা তাঁহাদিগকে গমনের অনুমতি করিলেন।

তখন মহাত্মা পাণ্ডবগণ উত্তর দিকে গমন করিলে মহামতি বৃষপর্ব্বা তাঁহাদের অনুগমন করিতে লাগিলেন। তিনি কিয়ৎক্ষণ পরে বিপ্রগণের সন্নিধানে পাণ্ডবগণকে ন্যস্ত করিয়া তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ ও পথোপদেশ প্রদান করত প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। অনন্তর সত্যবিক্রম যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে পাদচারে গমন করিতে লাগিলেন। এই রূপে তথা হইতে প্রস্থান করিয়া নানা দ্রুমযুক্ত শৈলশৃঙ্গে বাস করত চতুর্থ দিবসে কৈলাস পর্ব্বতে প্রবেশ করিলেন। ঐ পর্ব্বতের আকার ঘনঘটার ন্যায়; উহাতে নানা স্থানে জলাশয় এবং বহুবিধ মণি, কাঞ্চন ও রৌপ্যের স্তূপ সকল শোভমান হইতেছে।

পাণ্ডবগণ বৃষপর্ব্বোপদিষ্ট পথে সমুপস্থিত হইয়া বিবিধ পর্ব্বত অবলোকন করত আপনাদিগের গন্তব্য প্রদেশাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। মহর্ষি ধৌম্য, লোমশ, দ্রৌপদী ও পাণ্ডুতনয়গণ একত্র মিলিত হইয়া ক্রমে উপর্য্যুপরিস্থ গিরিগুহা সমুদয় ও অন্যান্য সুদুর্গম প্রদেশ সকল পরম সুখে অতিক্রম করিয়া গমন করিলেন। উহাঁদের মধ্যে কেহই সেই সুদুর্গম প্রদেশাতিক্রমণে অবসন্ন হইলেন না; অবশেষে নানাবিধ মৃগ, পক্ষী, বৃক্ষ, লতা, শাখামৃগ, বিবিধ পদ্মযুক্ত সরোবর ও পল্বলে সঙ্কীর্ণ সুমনোহর মাল্যবান্ পর্ব্বতে সমুপস্থিত হইলেন।

পরে গন্ধমাদন পর্ব্বত তাঁহাদিগের নয়নগোচর হইল। ঐ পর্ব্বত কিম্পুরুষ, সিদ্ধ ও চারণগণের আবাসস্থান; বিদ্যাধর ও কিন্নরীগণ উহাতে সতত বিচরণ করিতেছে; সিংহ, ব্যাঘ্র ও গজ সকল নিরন্তর পরিভ্রমণ করিতেছে; শরভগণ ঘোরতর নিনাদ করিতেছে ও নানাবিধ মৃগগণ ইতস্তত সঞ্চরণ করিতেছে। দ্রৌপদী-সমবেত পাণ্ডুতনয়গণ পরম পরিতুষ্ট চিত্তে বিপ্রগণ সমভিব্যাহারে সেই মনোহর হৃদয়নন্দন নন্দনবনতুল্য গন্ধমাদনবনে ক্রমে ক্রমে প্রবেশ করিলেন; তথায় বিহগমুখ-সমীরিত শ্রোত্ররম্য মনোহর সুমধুর ধ্বনি শ্রবণ করিতে লাগিলেন এবং বহুবিধ সুমধুর ফলভারাবনত আম্র, আম্রাতক, কর্ম্মরঙ্গ, নারিকেল, তিন্দুক, মুঞ্জাতক, আঞ্জীর, দাড়িম, বীজপূরক, পনস, লকুচ, কদলী, খর্জ্জুর, অনম্ল বেতস, পারাবত, চম্পক, নীপ, বিল্ব, কপিত্থ, জম্বু, কুঙ্কুম, বদরী, প্লক্ষ, উড়ুম্বর, বট, অশ্বত্থ, ক্ষীরিক, ভল্লাতক, আমলকী, হরীতক, বিভীতক, ঈঙ্গুদ, করমর্দ্দ এবং প্রভূত পুষ্পসুশোভিত চম্পক, অশোক, কেতক, বকুল, পুন্নাগ, সপ্তপর্ণ, কর্ণিকার, পাটল, কুটজ, মন্দার, ইন্দীবর, পারিজাত, কোবিদার, দেবদারু, শাল, তাল, তমাল, পিপ্পল, হিঙ্গুক, শাল্মলী, কিংশুক, শিংশপা, সরল ও অন্যান্য বৃক্ষ সমুদয়ে উহার সানুপ্রদেশ শোভিত দেখিলেন। ঐ সমুদায় বৃক্ষে চকোর, শতপত্র, ভৃঙ্গ, শুক, কোকিল, কলবিঙ্ক, হারীত, জীবঞ্জীবক, প্রিয়ক, চাতক প্রভৃতি নানাবিধ পক্ষিগণ সুমধুর স্বরে গান করিতেছে; স্থানে স্থানে সুশীতল জলশালী সরোবর সকলে কুমুদ, কহ্লার, কোকনদ, কমল ও পুণ্ডরীক প্রভৃতি বিবিধ জলজ পুষ্প শোভিত হইতেছে; তাহাতে কাদম্ব, কুরর, কারণ্ডব, চক্রবাক, জলকুক্কুট, প্লব, হংস, বক, মদ্গু প্রভৃতি জলচর পক্ষী সকল ইতস্তত বিচরণ করিতেছে। পদ্মষণ্ডমণ্ডিত কমলাকর সমূহে তামরস-রস পানে উন্মত্ত, পদ্মোদরচ্যুত, কিঞ্জল্করাগে রঞ্জিত মধুকরগণ মধুর স্বরে গুণ্ গুণ্ ধ্বনি

করিতেছে। অদূরে পর্ব্বতসানুস্থ লতামণ্ডলে সবিলাস মদাকুল ময়ূরকুল মেঘনির্ঘোষ শ্রবণে মদনোন্মত্ত হইয়া প্রিয়া সমভিব্যাহারে বিচিত্র কলাপ সমুদায় বিস্তার করত নৃত্য করিতেছে। কোন কোন ময়ূর প্রণয়িনী সমভিব্যাহারে ভ্রমণ করিতেছে; কতকগুলি লতাসঙ্কীর্ণ কুটজ বৃক্ষের শাখায় উদ্ধতের ন্যায় উপবিষ্ট হইয়া কলাপনিচিত মুকুটের ন্যায় শোভা পাইতেছে এবং কতকগুলি তরুকোটরে বাস করিতেছে। গিরিশৃঙ্গে সুবর্ণবর্ণ, কুসুমসম্পন্ন সিন্ধুবার সমুদায় শোভা পাইতেছে; দেখিলে বোধ হয়, যেন মন্মথের তোমর সকল সন্নিবেশিত রহিয়াছে। স্থানে স্থানে অত্যুৎকৃষ্ট কর্ণপূর সমুদায়ের ন্যায় বিকসিত কর্ণিকার ও কন্দর্পশর সমুদায়ের ন্যায় কামিজনগণের ঔৎসুক্যজনক প্রফুল্ল কুরুবক সকল পর্ব্বতের শোভা সম্পাদন করিতেছে। কোথাও তিলকের ন্যায় তিলক কুসুম শোভা পাইতেছে; কোথাও মনোহর সহকারমঞ্জরী সকল অনঙ্গশরের ন্যায় শোভিত হইতেছে ও ভ্রমরকুল ঐ সমুদয়ের উপর উপবেশন করিয়া গুণ্ গুণ্ স্বরে ধ্বনি করিতেছে; কোথাও তরু সমুদায় লোহিত, কৃষ্ণ, পীত প্রভৃতি নানাবর্ণ পুষ্পে অতীব শোভমান হইতেছে। শাল, তমাল, পাটল, বকুল প্রভৃতি বৃক্ষ সমুদায় মালার ন্যায় শৈলশিখরে সংসক্ত রহিয়াছে। সানুতে বিমল স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ, কলহংস প্রভৃতি পাণ্ডুরচ্ছদ পক্ষী সমুদয়সঙ্কুল, সারসগণ-নিনাদিত, পদ্ম ও উৎপল প্রভৃতি জলপুষ্পে সুশোভিত, সুশীতল জলসম্পন্ন সরোবর সকল শোভা পাইতেছে।

এই রূপে মহাবীর পাণ্ডুনন্দনগণ চতুর্দ্দিকে সুগন্ধি মাল্য, সুস্বাদু ফল, মনোহর সরোবর ও রমণীয় তরুরাজি দর্শন করত বিস্ময়বিকসিত লোচনে গন্ধমাদনবনে প্রবেশ করিলেন। কমল, কহ্লার, উৎপল ও পুণ্ডরীকের সুবাসে সুবাসিত ও সুখস্পর্শ সমীরণ তাঁহাদের অঙ্গ স্পর্শ করিতে লাগিল।

তখন মহারাজ যুধিষ্ঠির ভীমসেনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে ভীম! এই গন্ধমাদন-কাননের কি অপূর্ব্ব শোভা! এই মনোহর বনে ফল-পুষ্পোপশোভিত বিবিধ কাননজ দিব্য দ্রুম ও লতা সমুদায়ের উপরিভাগে পুংস্কোকিলকুল সুমধুর ধ্বনি করিতেছে; এই গন্ধমাদন-সানুতে কোন বৃক্ষই কণ্টকিত বা অপুষ্পিত নাই; সমুদায় বৃক্ষেরই ফল ও পত্র স্নিগ্ধ। প্রফুল্ল পঙ্কজোপরি ভ্রমরকুল গুণ্ গুণ্ স্বরে ধ্বনি করিতেছে; করিকুল করেণুগণ সমভিব্যাহারে নলিনীদল বিলোড়ন করিতেছে। এই গন্ধমাদনে নানা কুসুমগন্ধযুক্ত বনরাজিতে অলিকুল উপবিষ্ট হইয়া মনোহর স্বরে গান করিতেছে। ঐ দেখ, দেবগণের ক্রীড়াভূমি বিরাজমান রহিয়াছে; হায়! আমরা মানবজাতির অগম্য স্থানে আসিয়াছি; আমরা সিদ্ধ হইয়াছি! হে বৃকোদর! ঐ দেখ, গন্ধমাদন-সানুতে পুষ্পিতাগ্র লতা সসমুদায় কুসুমভারাবনত বৃক্ষে সংসক্ত রহিয়াছে; ঐ ময়ূর সকল ময়ূরীগণ সমভিব্যাহারে কেকারব করিতেছে। চকোর, শতপত্র, মত্ত কোকিল ও সারিকা প্রভৃতি পক্ষিগণ এই সমুদয় সুপুষ্পিত বৃক্ষের প্রতি ধাবমান হইতেছে। রক্ত, পীত প্রভৃতি নানা বর্ণে সুশোভিত বহুবিধ বিহঙ্গমগণ ও চকোরকুল পাদপের অগ্র ভাগে অবস্থিতি করিয়া পরস্পর পরস্পরকে অবলোকন করিতেছে। ঐ হরিতারুণবর্ণ শাদ্বলের সমীপবর্ত্তী শৈলপ্রস্রবণে সারসগণ বিচরণ করিতেছে। ভৃঙ্গরাজ, চক্রবাক ও কঙ্ক পক্ষিগণ সর্ব্বভূত-মনোরম সুমধুর ধ্বনি করিতেছে। করেণুসমবেত চতুর্দ্দন্ত কুঞ্জরকুল বৈদূর্য্যবর্ণ মহাসরোবর ক্ষোভিত করিতেছে। শৈল-

শিখরস্থিত নানাবিধ প্রস্রবণ হইতে তাল তরুসদৃশ বারিধারা নিপতিত হইতেছে। ভাস্কর-করনিকরের ন্যায়, শারদ পয়োধর-পুঞ্জের ন্যায় রজতাদি নানা ধাতু এই মহা-শৈলকে শোভিত করিতেছে। কোথাও অঞ্জনবর্ণ, কোথাও কাঞ্চনসন্নিভ, কোথাও হরিতালসদৃশ, কোথাও বা হিঙ্গুলবর্ণ ধাতু সকল শোভমান হইতেছে। রজতাদি নানা ধাতুপরিপূর্ণ, সন্ধ্যাভ্রসদৃশ মনঃশিলা ও গুহা সমুদায় এই মহাপর্ব্বতের শোভা সম্পাদন করিতেছে। শ্বেত লোহিতবর্ণ গৈরিক ধাতু এবং সিত, অসিত ও বাল-সূর্য্যসদৃশ অন্যান্য বহুবিধ ধাতু সকল এই পর্ব্বতের সুষমা বিস্তার করিতেছে। ঐ দেখ, গন্ধর্ব্ব সকল স্ব স্ব প্রণয়িনী ও কিন্নরগণ সমভিব্যাহারে বিহার করিতেছে। তান লয়-বিশুদ্ধ সর্ব্বভূতমনোহর সঙ্গীত ও সাম গীত-শ্রুত হইতেছে। ঐ দেখ, কলহংসগণ-সঙ্কীর্ণ ঋষিকিন্নর-সেবিত পরম পবিত্র দেবনদী মহাগঙ্গা বিরাজিত হইতেছেন। হে ভীমসেন! বিবিধ ধাতু, সরিৎ, কিন্নর, মৃগ, পক্ষী, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, মনোহর কানন ও বিবিধাকার শতশীর্ষ সর্পকুলে আকীর্ণ এই শৈলরাজ গন্ধমাদন অবলোকন কর।

অনন্তর প্রীতিপ্রফুল্লচিত্ত, অরাতিনিপাতন, মহাবল পরাক্রান্ত পাণ্ডুতনয়গণ বারংবার সেই গন্ধমাদন পর্ব্বত অবলোকন করিয়াও পরিতৃপ্ত হইলেন না। তৎপরে তাঁহারা বিবিধ ফলশালী মহীরুহ ও মাল্য সমূহে পরিশোভিত, উগ্রতপা, তপঃকৃশ, ধমনিব্যাপ্তকলেবর, সর্ব্বধর্ম্মপারগ রাজর্ষি আর্ষ্টিষেণের আশ্রম অবলোকন করিয়া তাঁহার সমীপে গমন করিলেন।

একোনষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, সেই তপঃপ্রভাব-সম্পন্ন রাজর্ষি আর্ষ্টিষেণের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া আপনার নাম কীর্ত্তনপূর্ব্বক তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। তৎপরে দ্রৌপদী, ভীমসেন, নকুল ও সহদেব সেই রাজর্ষিকে অভিবাদন-পূর্ব্বক তাঁহার চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান রহিলেন। পাণ্ডবপুরোহিত ধর্ম্মজ্ঞ ধৌম্য ও সেই শংসিতব্রত রাজর্ষিকে যথাযোগ্য সম্মান করিলেন। ধর্ম্মাত্মা রাজর্ষি আর্ষ্টিষেণ স্বীয় দিব্য চক্ষুঃপ্রভাবে পাণ্ডুনন্দন বোধে তাঁহাদিগকে উপবেশন করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন।

মহারাজ যুধিষ্ঠির রাজর্ষির আদেশানুসারে ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে উপবেশন করিলে ধর্ম্মাত্মা আর্ষ্টিষেণ তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য সমাদরপূর্ব্বক অনাময় প্রশ্ন করিয়া যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করত কহিতে লাগিলেন, হে ধর্ম্মনন্দন! আপনার ত অধর্ম্মে মতি নাই? সর্ব্বদাই ত ধর্ম্মে প্রবৃত্তি আছে? মাতাপিতার আজ্ঞা পালন ও শ্রদ্ধাদি সম্পাদনে ত পরাঙ্মুখ হন না? আপনি ত বিদ্বান্, বৃদ্ধ, গুরুজন ও বেদপারগদিগকে পূজা করিয়া থাকেন? পাপকর্ম্মে ত মতি নাই? আপনি ত পুণ্য কর্ম্মের সমাদর ও পাপ কর্ম্মের পরিহার করিয়া থাকেন? আত্মশ্লাঘা ত কখন করেন না? সাধুগণকে ত যথাযোগ্য সম্মান করিয়া আনন্দিত করেন? বনে বাস করিয়াও ত ধর্ম্মপথাবলম্বী রহিয়াছেন? মহাত্মা ধৌম্য ত আপনার আচার সন্দর্শনে পরিতপ্ত হন না? আপনি স্বীয় পূর্ব্বপুরুষাচরিত দান, ধর্ম্ম, তপঃ, শৌচ, আর্জ্জব ও তিতিক্ষায় ত নিয়ত রত রহিয়াছেন? রাজর্ষিগণপ্রস্থিত মার্গে ত গমন করিয়া থাকেন? হে ধর্ম্মনন্দন! পিতৃগণ স্ব স্ব কুলসম্ভূত পুত্রপৌত্রাদির অসৎ ও সৎ কর্ম্ম সন্দর্শনে ইহাদিগের অধর্ম্মে আমাদিগকে সাতিশয় দুঃখ ভোগ করিতে হইবে ও ইহাদিগের ধর্ম্মবলে আমরা অতুল

সুখসম্পত্তি সম্ভোগ করিব; এই মনে করিয়া শোক ও আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি পিতা, মাতা, অগ্নি, গুরু ও আত্মা এই পাঁচ জনকে পরিতুষ্ট করিতে পারে, তাহার উভয় লোক জয় করা হয়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে ভগবন্! আপনি আমাকে যেরূপ ধর্ম্ম কহিলেন; আমি স্বীয় সাধ্যানুসারে বিধিবৎ তাহার অনুষ্ঠান করিয়া থাকি।

আর্ষ্টিষেণ কহিলেন, হে যুধিষ্ঠির! জলপায়ী, বায়ুভক্ষ ও গগনচারী মহর্ষিগণ প্রতি পর্ব্বসন্ধিতে এই পর্ব্বতে আগমন করিয়া থাকেন। পরস্পরানুরক্ত নায়কনায়িকাগণ এই পর্ব্বতশৃঙ্গে কিম্পুরুষগণের ন্যায় পরম সুখে বাস করে। বহুসংখ্যক অপ্সরা ও গন্ধর্ব্বগণ নানাবিধ পরিষ্কৃত বসনাভরণভূষিত হইয়া বিচরণ করে। মাল্যধারী প্রিয়দর্শন বিদ্যাধরগণ, মহোরগ সকল ও সুপর্ণ সমুদায় এই স্থানে সতত অবস্থান করে। এই পর্ব্বতের উপরিভাগে প্রতি পর্ব্বসন্ধিতে ভেরী, পণব, শঙ্খ ও মৃদঙ্গের ধ্বনি হইয়া থাকে; উহা এই স্থানে অবস্থিতি করিয়াই শ্রবণ করুন; তথায় যাইবার বাসনা করিবেন না; কারণ সে স্থান অতি দুর্গম। ইহার পর দেববৃন্দের বিহারস্থান; তথায় মনুষ্যগণের গমন করিবার শক্তি নাই। ঈষৎ অব্যবস্থিতচিত্ত ব্যক্তিও ঐ স্থানে গমন করিলে তত্রত্য প্রাণিগণ তাহাদিগকে দ্বেষ করে ও রাক্ষসগণ তাড়ন করে। হে যুধিষ্ঠির! এই কৈলাস পর্ব্বতের শিখর অতিক্রম করিলে পর পরম সিদ্ধ দেবর্ষিগণের স্থান দৃষ্ট হয়। যদি কোন মনুষ্য চপলতা প্রযুক্ত ঐ স্থানে গমন করে; তাহা হইলে রাক্ষসগণ শূল প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্র দ্বারা তাহাকে তাড়ন করে। ধনাধিপতি কুবের প্রতি পর্ব্বসন্ধিতে অপ্সরোগণে পরিবৃত হইয়া এই স্থানে সমুপস্থিত হইলে সমুদায় প্রাণিগণ তাঁহাকে সমুদিত সূর্য্যের ন্যায় নিরীক্ষণ করে। সেই সময় গুহ্যকেশ্বরের উপাসনার্থ সমাগত গাথকশ্রেষ্ঠ তুম্বুরুর গীত ও সামধ্বনি শ্রুত হইয়া থাকে। হে যুধিষ্ঠির! এই স্থানে সমুদায় প্রাণিগণ প্রতি পর্ব্বসন্ধিতে এই রূপ নানাবিধ বিচিত্র বস্তু দর্শন করে।

হে পাণ্ডবগণ! যত দিন আপনারা অর্জ্জুনের দর্শন প্রাপ্ত না হইবেন; তাবৎকাল এই সমুদায় মুনিভোজ্য সুরস ফল ভক্ষণ করত এই স্থানে বাস করুন। এই স্থানে আগমন করিয়া চঞ্চল হওয়া অতি অকর্ত্তব্য। হে বৎসগণ! আপনারা এক্ষণে এই স্থানে কিয়দ্দিন স্বেচ্ছানুসারে বাস ও বিহার করিয়া পরিশেষে স্বীয় শস্ত্রবলে পৃথিবী জয় করত পালন করিবেন।

ষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়।

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মুনিসত্তম! আমার পূর্ব্ব পিতামহ মহাত্মা পাণ্ডুতনয়েরা গন্ধমাদন পর্ব্বতস্থ ভগবান্ আর্ষ্টিষেণের আশ্রমে কত কাল বাস করিয়াছিলেন? তথায় সেই মহাবল পরাক্রান্ত বীর পুরুষেরা কি কি কর্ম্ম করিয়াছিলেন এবং কোন্ কোন্ দ্রব্য আহার করিতেন তৎসমুদায় সংকীর্ত্তন করুন। মহাবীর্য্য ভীমসেন হিমাচলে যে যে অদ্ভুত কার্য্য করিয়াছিলেন; তাহা সবিস্তরে বর্ণন করুন। হে দ্বিজোত্তম! তাঁহার সহিত যক্ষদিগের কি পুনর্ব্বার যুদ্ধ হয় নাই? তাঁহারা কি বৈশ্রবণের সহিত মিলিত হইয়াছেন? আর্ষ্টিষেণ কহিয়াছেন, তথায় কুবের আগমন করিয়া থাকেন। হে তপোধন! আমি এই সমস্ত বৃত্তান্ত সবিস্তর শ্রবণ করিতে বাসনা করি; তাঁহাদিগের অলৌকিক কার্য্য সকল যত বার শ্রবণ করি; ততই শুশ্রূষার বৃদ্ধি হইতে থাকে, কোন ক্রমেই তৃপ্তি লাভ হয় না; অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া সেই সকল বর্ণন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভরতর্ষভ! পাণ্ডবেরা মহর্ষি আর্ষ্টিষেণের উপদেশ আপনাদিগের পরম হিতকর জানিয়া সর্ব্বদা তদনুসারে কার্য্য করিতেন। তাঁহারা মুনিভোজ্য সুরস ফল মূল এবং বিশুদ্ধ শরনিহত মৃগমাংস ভোজন ও হিমাচলসম্ভূত বিবিধ পবিত্র মধু পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইতেন। এই রূপে তথায় লোমশোক্ত বিবিধ বাক্য শ্রবণ করত পঞ্চম বৎসর অতীত হইল। ইতি পূর্ব্বে ঘটোৎকচ যে স্থানে "কার্য্যকালে আমি উপস্থিত হইব" এই কথা বলিয়া রাক্ষসগণের সহিত প্রস্থান করিয়াছিলেন; মহর্ষি আর্ষ্টিষেণের সেই আশ্রমে পাণ্ডবগণের অনেক মাস বিগত হইল। তাঁহারা তথায় কত শত অদ্ভুত বস্তু অবলোকন করত পরম সুখে সময়াতিপাত করিতে লাগিলেন।

অনন্তর বিশুদ্ধস্বভাব সংযতব্রত মুনি ও চারণগণ পাণ্ডবদিগের প্রতি প্রীত হইয়া সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত তাঁহাদিগের নিকট আগমন করিলেন। পাণ্ডবেরাও সমাগত তপোধনদিগের সহিত নানাপ্রকার কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিলেন। এই রূপে কতিপয় দিবস অতীত হইলে একদা পক্ষিপ্রধান গরুড় মহাহ্রদ-নিবাসী এক মহানাগকে গ্রাস করিয়া সহসা সেই স্থানে সমুপস্থিত হইল। তাহার পদভরে ভূধর কম্পিত ও মহীরুহ সকল আন্দোলিত হইতে লাগিল। তত্রত্য প্রাণিবর্গ ও পাণ্ডবগণ সেই অত্যদ্ভুত বৃত্তান্ত নয়নগোচর করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। পরে সমীরণ দ্বারা শৈলাগ্র হইতে শুভজনক সৌগন্ধশালী এক মাল্য পাণ্ডবদিগের সম্মুখে সহসা পতিত হইল। পাণ্ডবগণ, তাঁহাদিগের সুহৃদ্বর্গ এবং যশস্বিনী দ্রৌপদী সকলেই সেই মাল্যদামগ্রথিত পঞ্চবর্ণ দিব্য কুসুম সমূহ সন্দর্শন করিয়া চমৎকৃত হইলেন।

অনন্তর দ্রৌপদী উপযুক্ত সময়ে পর্ব্বতের নিভৃত প্রদেশোপবিষ্ট ভীমসেনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে ভরতর্ষভ! গরুড়ের পক্ষবাতবেগে ভূধরশিখর হইতে পঞ্চবর্ণ বাষ্পরাশি নিপতিত হইতেছে; বোধ হয়, ঐ স্থান অতি বিস্ময়কর ও পরম রমণীয়; উহা অবলোকন করিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ জন্মিয়াছে। দেখ, পূর্ব্বে ত্বদীয় ভ্রাতা অর্জ্জুন অশ্বরথা নদীতীরে খাণ্ডবদাহ সময়ে সর্ব্বভূত-সমক্ষে দেবরাজকে পরাভূত, গন্ধর্ব্ব, উরগ ও রাক্ষস সকলকে নিবারিত এবং উগ্রস্বভাব মায়াবিগণকে নিহত করিয়া অলৌকিক গাণ্ডীব শরাসন উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। এক্ষণে তোমার অপ্রতিহত প্রভাব এবং অসামান্য ভুজবল সকলেরই দুর্ব্বিষহ ও বিষম ভয়াবহ। তোমার ভুজবলে নিশাচরদল ভীত ও মহীধর হইতে দূরীকৃত হইয়া দিগ্ দিগন্তে পলায়ন করিলে সুহৃদ্বর্গ অশঙ্কিত চিত্তে মনের উল্লাসে সর্ব্বশুভাস্পদ পরম রমণীয় অদ্রিশিখরে আরোহণ-পূর্ব্বক কত শত অদ্ভুত বস্তু অবলোকন করিতে সমর্থ হইবেন এবং আমিও সতৃষ্ণ নয়নের তৃপ্তি লাভ করিব।

মহাবল পরাক্রান্ত মত্তমাতঙ্গবিক্রম বৃকোদর দ্রৌপদীর বাক্যে উত্তেজিত হইয়া শর শরাসন ধারণ ও তূণীর গ্রহণপূর্ব্বক অকুতোভয় মৃগেন্দ্রের ন্যায় দ্রুতপদ সঞ্চারে পর্ব্বতাভিমুখে গমন করিলেন। তত্রত্য জীবজন্তু সকল তাঁহাকে মদোৎকট বারণেন্দ্রসদৃশ বোধ করিয়া সাতিশয় উদ্বিগ্ন হইল। লোহিতাক্ষ শালশিশুসম উন্নত ভীমসেন ভয় মোহ পরিত্যাগপূর্ব্বক গদা গ্রহণ করিয়া শৈলরাজে উপনীত হইলে দ্রৌপদীর আহ্লাদের আর সীমা রহিল না। কারণ তিনি সর্ব্বতোভাবে গ্লানিশূন্য ও অবিচলিত উৎসাহসম্পন্ন ছিলেন; নৈসর্গিক মৎসরতা-প্রভাবে অন্যের উৎকর্ষ নিতান্ত দুর্ব্বিষহ বোধ করিতেন; কাতরতা কদাপি তাঁহাকে আশ্রয় করিতে সমর্থ হয় নাই।

তিনি অত্যল্পমাত্র পরিসর এক বঙ্কুর পথ দ্বারা অত্যুন্নত গিরিশিখরে আরোহণ-পূর্ব্বক বৈশ্রবণের আবাসস্থান দর্শন করিলেন। সেই বাসভূমি কাঞ্চন ও স্ফটিকময় গৃহসমূহে সুশোভিত; তাহার চতুর্দ্দিক্ সুবর্ণনির্ম্মিত প্রাচীর-পরিবেষ্টিত; কোন কোন প্রদেশ মনোহর উদ্যানে পরম রমণীয়; পর্ব্বতশিখর অপেক্ষাও উন্নত তাহার প্রাসাদশিখর সকল আশ্চর্য্য শোভা সম্পাদন করিতেছে; দ্বারতোরণ সমীরণ-সঞ্চালিত পতাকায় বিভূষিত হইতেছে; বিলাসিনীগণ ইতস্তত নৃত্য করিতেছে; গন্ধমাদনসম্ভূত গন্ধবহ মন্দ মন্দ সঞ্চরণ করিতেছে; নানাবিধ পাদপ সকল মঞ্জরিত হইয়া অচিন্তনীয় শোভা ধারণ করিতেছে। ভীমসেন তখন বক্রীভূত বাহু দ্বারা ধনুষ্কোটী অবলম্বন করিয়া ধনাধিপতির পুরশোভা সন্দর্শনে স্বীয় পূর্ব্বসম্পত্তি স্মরণ করত নিতান্ত দুঃখিত হইলেন।

অনন্তর মহাবাহু ভীমসেন রত্নজাল-সমাবৃত বিচিত্র মাল্যবিভূষিত রাক্ষসাধিপতির আবাসস্থান অবলোকন করত গদা, খড়্গ ও শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক পর্ব্বতের ন্যায় অচল ও নিশ্চেষ্ট হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। পরে লোমহর্ষণ শঙ্খধ্বনি, জ্যাঘোষ ও তলশব্দ দ্বারা প্রাণী সকলকে মোহিত করিলেন। যক্ষ, রাক্ষস ও গন্ধর্ব্বগণ পুলকিত কলেবরে অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক সেই শব্দ লক্ষ্য করিয়া পাণ্ডবসমীপে সমুপস্থিত হইল। তাহাদিগের হস্তস্থিত গদা, পরিঘ, শূল, শক্তি এবং পরশু প্রভৃতি অস্ত্র সকল প্রদীপ্ত হইতে লাগিল।

অনন্তর যক্ষরাক্ষসগণের সহিত ভীমসেনের যুদ্ধ আরম্ভ হইলে তিনি তখন শত্রুপ্রযুক্ত শূল, শক্তি ও পরশু প্রভৃতি অস্ত্র সকল মহাবেগ ভল্লাস্ত্র দ্বারা ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিলেন এবং শর দ্বারা অন্তরীক্ষগত ও ভূতলস্থ গর্জ্জনকারী সমস্ত রাক্ষসের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল ক্ষত বিক্ষত করিলেন। তাহাদিগের শরীর হইতে অনবরত প্রবল বেগে শোণিতধারা বিগলিত হইতে লাগিল এবং ভীমভুজোৎসৃষ্ট আয়ুধ দ্বারা রাক্ষসশরীর ও মস্তক সকল ছিন্ন হইয়া ইতস্তত নিপতিত হইতে লাগিল। রাক্ষসেরা প্রিয়দর্শন পাণ্ডবকে পরিবেষ্টন করিলে বোধ হইল যেন, সূর্য্যবিম্ব নিবিড় জলদজালে আচ্ছন্ন হইয়াছে। দিনকর যেমন তিগ্মরশ্মি দ্বারা ঘনাবলীর নিরাকরণ করেন; তদ্রূপ ভীমসেন শরজাল বিস্তারপূর্ব্বক নিশাচরদলকে দূরীকৃত করিলেন। রাক্ষসেরা তখন ঘোরতর নিনাদে নানাপ্রকার তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিল; কিন্তু তাহাতে প্রিয়সাহস পাণ্ডবের অণুমাত্রও চিত্তচাপল্য সমুপস্থিত হইল না।

অনন্তর বিকৃতকলেবর যক্ষ সকল ভীমভয়ে ভীত হইয়া সাতিশয় আর্ত্তনাদ করত গদা, শূল, অসি, শক্তি ও পরশু প্রভৃতি আয়ুধ সকল পরিত্যাগ-পূর্ব্বক দক্ষিণাভিমুখে প্রস্থান করিল। তথায় বৈশ্রবণের সখা মণিমান্ নামে এক মহাবীর গৃহীতাস্ত্র রাক্ষস ছিল; সে অন্যান্য সকলকে তখন স্বীয় অধিকার ও পৌরুষ প্রদর্শনপূর্ব্বক তাহাদিগকে পরাবৃত্ত নিরীক্ষণ করিয়া সহাস্য আস্যে কহিল, তোমরা এক জন মনুষ্যের নিকট যুদ্ধে পরাজিত হইয়া প্রস্থান করিতেছ; এক্ষণে বৈশ্রবণের আবাসে আসিয়া তাঁহাকে কি কহিবে? রাক্ষস এই কথা বলিয়া রোষাবেশে অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক ভীমের প্রতি ধাবমান হইল। তখন ভীমসেন মদস্রাবী মাতঙ্গের ন্যায় তাহাকে বেগে আসিতে দেখিয়া তিনটি বৎসদন্ত অস্ত্র দ্বারা তাঁহার পার্শ্বদেশে আঘাত করিলেন। মহাবল মণিমানও মহতী গদা গ্রহণপূর্ব্বক ভীমসেনকে প্রহার করিল। বৃকোদর তখন বিদ্যুতের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন অতিভীষণা সেই

গদা নিবারণার্থ আকাশপথে বহুসংখ্যক শাণিত শর নিক্ষেপ করিলেন; কিন্তু বিক্ষিপ্ত সায়ক সকল গদায় সংলগ্ন হইবামাত্র তাহার বেগ ধারণ করিতে অসমর্থ হইয়া প্রবল বেগে প্রতিহত হইল দেখিয়া গদাযুদ্ধের রীত্যনুসারে যুদ্ধ করত রাক্ষসকৃত প্রহার বিফল করিলেন।

অনন্তর রাক্ষস ক্রোধভরে রুক্মদণ্ড লৌহময় শক্তি প্রহার করিল। অগ্নির ন্যায় জাজ্বল্যমান মহারৌদ্র শক্তি ভীমরবে ভীমের দক্ষিণাঙ্গ বিদারণ করিয়া সহসা ভূতলে পতিত হইল। অমিতবিক্রম বৃকোদর শক্তি দ্বারা অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া রোষকষায়িত লোচনে সগভীর গর্জ্জনে অরাতিভয়বর্দ্ধিনী শত্রুঘাতিনী গদা গ্রহণপূর্ব্বক মণিমানের প্রতি বেগে ধাবমান হইলেন। মণিমান্‌ও দেদীপ্যমান শূল দ্বারা ভীমকে প্রহার করিল; তখন গদাযুদ্ধ-বিশারদ পাণ্ডব গদাগ্র দ্বারা সেই শূল ভগ্ন করিলেন। গরুড় যেরূপ ভুজঙ্গের প্রতি ধাবমান হয়; তদ্রূপ রাক্ষসের প্রাণ সংহার করিবার মানসে সত্বরে তদভিমুখে গমন করিলেন ও অন্তরীক্ষে লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক গদা ঘূর্ণিত করিয়া রণক্ষেত্রে নিক্ষেপ করিলেন। ইন্দ্রবিসৃষ্ট অশনির ন্যায় অতি বেগবতী গদা রাক্ষসের প্রাণ সংহার করিয়া ভূতলে নিপতিত হইল। সিংহ যেমন গজপতিকে নিহত করে; সেই প্রকার ভীম রাক্ষসকে নিপাতিত করিলেন। হতাবশিষ্ট নিশাচরেরা তাহাকে নিহত ও সমরশায়ী নিরীক্ষণ করিয়া ভয়ঙ্কর আর্ত্ত স্বর পরিত্যাগ-পূর্ব্বক পূর্ব্বদিগ্‌ভাগে প্রস্থান করিল।

একষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! রাজা যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব, দ্রৌপদী, তাঁহাদিগের বন্ধুবর্গ, ধৌম্য ও অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ বহুবিধ শব্দে গিরিগুহা প্রতিধ্বনিত হইতেছে শ্রবণ করিয়া ভীমের অদর্শনে সাতিশয় উদ্বিগ্ন হইলেন। অনন্তর কৃষ্ণারে আর্ষ্টিষেণের নিকট সমর্পণ করিয়া সকলে অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক পর্ব্বতোপরি আরোহণ করিলেন। তথায় তাঁহারা ইতস্তত দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন যে, বৃকোদর দেবরাজের ন্যায় গদা, খড়্গ ও শরাসন ধারণ করিয়া শোভা পাইতেছেন এবং তৎ কর্ত্তৃক নিপাতিত মহাবল পরাক্রান্ত গতজীবিত রাক্ষস সকল ভূপৃষ্ঠে বিলুণ্ঠিত হইতেছে। তখন তাঁহারা ভ্রাতারে আলিঙ্গন ও তথায় উপবেশন করিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিলেন। মহাভাগ লোকপালগণের সান্নিধ্যে যেমন স্বর্গের শোভা হয়; সেই রূপ ভ্রাতৃচতুষ্টয় দ্বারা ভূধরশিখরের অতি আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য সমুদ্ভূত হইল।

রাজা যুধিষ্ঠির কুবেরসদন ও ধরাশায়ী রাক্ষসগণকে নিরীক্ষণ করিয়া ভীমসেনকে কহিলেন; হে বৃকোদর! সাহস অথবা মোহবশত নিরর্থ এই প্রাণিবধ করা তোমার অনুরূপ কার্য্য হয় নাই; ইহাতে তুমি নিশ্চয়ই পাপগ্রস্ত হইয়াছ। ধর্ম্মবেত্তারা কহিয়া থাকেন, রাজার অনভিমত কার্য্য করা অনুচিত; কিন্তু তুমি আজি যে কর্ম্ম করিয়াছ; কি দেব কি নরপতি সকলেরই অনভিমত। যে ব্যক্তি ধর্ম্মার্থের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া পাপে আসক্ত হয়; সে অবশ্যই সেই পাপের ফল ভোগ করে, তাহার সন্দেহ নাই। হে পার্থ! তুমি যদি আমার প্রিয়চিকীর্ষু হও; তাহা হইলে কদাপি এরূপ সাধুবিগর্হিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইও না।

ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির এই রূপে ভ্রাতারে উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক নিস্তব্ধ হইয়া সেই সকল বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। এ দিকে হতাবশিষ্ট রাক্ষসগণ দ্রুতবেগে কুবেরের আলয়ে উপনীত হইয়া ভীমভয়ে অতি কঠোর আর্ত্তস্বর করিয়া উঠিল। তাহাদিগের হস্তে আয়ুধ নাই; সর্ব্বাঙ্গ শোণিতসিক্ত;

শরীর অবসন্ন এবং শিরোরুহ সকল বিপ্রকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে। পরে তাহারা নিতান্ত ক্লান্ত বচনে যক্ষাধিপতিকে নিবেদন করিল, দেব! আপনার যে সকল যোদ্ধৃপুরুষেরা গদা, পরিঘ, নিস্ত্রিংশ, তোমর ও প্রাশ লইয়া যুদ্ধ করিত; সেই সমস্ত প্রধান প্রধান যক্ষ ও রাক্ষসেরা এক জন মহাবল পরাক্রান্ত মনুষ্য কর্ত্তৃক সমরে নিহত হইয়া ধরাতলে শয়ান রহিয়াছে; কেবল আমরা এই কএক জন পরিত্রাণ পাইয়াছি। আপনার সখা মণিমানও ভীষণ শমনবদনে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। এই দারুণ কার্য্য এক জন মনুষ্য কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইয়াছে; এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য হয়, করুন।

যক্ষাধিপতি কুবের তাহাদের মুখে ভীমসেনের এই অদ্বিতীয় অপরাধ শ্রবণে একবারে ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন। তাঁহার নেত্রদ্বয় রক্তবর্ণ হইল। মুখমণ্ডলে ক্রোধের লক্ষণ সকল লক্ষিত হইতে লাগিল। তিনি তখন রোষভরে সত্বরে রথ যোজন করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন। অনুচরগণ তাহার অনুমতি প্রাপ্তিমাত্র হেমমাল্যধারী অশ্বগণযুক্ত অভ্রপুঞ্জসদৃশ গিরিশৃঙ্গের ন্যায় সমুন্নত রথ যোজন করিল। সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন নানারত্নবিভূষিত মনোমারুতগামী অশ্বগণ রথে যোজিত হইয়া বিজয়াবহ হ্রেষারব করিতে লাগিল। ভগবান্ গুহ্যকেশ্বর সেই রথবরে আরোহণ করিয়া গমন করিলে দেবগণ ও গন্ধর্ব্বগণ তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন। সমুদায় রক্তনয়ন সুবর্ণবর্ণ মহাবল পরাক্রান্ত মহাকায় যক্ষগণ কুবেরকে গমন করিতে দেখিয়া অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক গগনমার্গে মহাবেগে সেই ধনাধিপতি-পালিত গন্ধমাদন পর্ব্বতে গমন করিতে লাগিল। পরে পাণ্ডবগণ লোমাঞ্চিত কলেবরে সেই যক্ষগণপরিবৃত প্রিয়দর্শন মহাত্মা কুবেরকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। দেবকার্য্যচিকীর্ষু যক্ষাধিপতি কুবেরও সেই মহাসত্ত্ব পাণ্ডুনন্দনগণকে গৃহীতাস্ত্র অবলোকনে মনে মনে পরম পরিতুষ্ট হইলেন।

অনন্তর ধনেশ্বরপ্রমুখ সেই যক্ষগণ পক্ষিকুলের ন্যায় গগন হইতে গন্ধমাদনশৃঙ্গে পাণ্ডবগণের সমীপে অবতীর্ণ হইলেন। সমুদায় যক্ষ ও গন্ধর্ব্বগণ কুবেরকে পাণ্ডবগণের প্রতি প্রসন্ন দেখিয়া নির্ব্বিকার চিত্তে রহিল। তখন ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির, নকুল ও সহদেব যক্ষাধিপতিকে প্রণাম করিয়া অপরাধীর ন্যায় কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। যক্ষাধিপতি কুবের বিশ্বকর্ম্ম-বিনির্ম্মিত বিচিত্র আসনশ্রেষ্ঠ পুষ্পকে উপবেশন করিলে পর মহাকায় শঙ্কুকর্ণ সহস্র সহস্র যক্ষ, রাক্ষস, অপ্সরা ও গন্ধর্ব্বগণ তাঁহার চতুর্দ্দিকে উপবেশন করাতে বোধ হইতে লাগিল যেন, সুররাজ শতক্রতু দেবগণে পরিবৃত হইয়া রহিয়াছেন। মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন মস্তকে সুবর্ণময়ী মালা এবং করে পাশ, খড়্গ ও শরাসন ধারণপূর্ব্বক কুবেরকে অবলোকন করিতে লাগিলেন। রাক্ষসগণের দারুণ প্রহারে তাঁহার শরীর ক্ষত বিক্ষত হইলেও রাক্ষসগণপরিবৃত কুবেরকে সম্মুখীন নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার মনে গ্লানির লেশমাত্রও উদিত হইল না।

যক্ষাধিপতি জনেশ্বর শাণিতশরধারী ভীমসেনকে যুদ্ধাভিলাষী দেখিয়া ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, হে কৌন্তেয়! সকলেই তোমাকে সর্ব্বভূতহিতাকাঙ্ক্ষী বলিয়া অবগত আছে; তুমি ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে নির্ভয় চিত্তে এই শৈলশৃঙ্গে বাস কর; ভীমসেনের প্রতি কদাচ ক্রুদ্ধ হইবে না। আমার অধিকৃত লোকগণ কাল কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে; তোমার অনুজ কেবল নিমিত্তমাত্র। এই সমুদায় যক্ষরাক্ষস নিহত হইয়াছে বলিয়া

লজ্জা করিও না। পূর্ব্বে দেবগণ-সমক্ষে যে সকল যক্ষ ও রাক্ষস বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল; তন্নিমিত্ত আমি ভীমসেনের প্রতি ক্রুদ্ধ হই নাই, প্রত্যুত পরম পরিতুষ্টই হইয়াছি; এবং উহার কার্য্য দ্বারা পূর্ব্বেও সাতিশয় প্রীত হইয়াছিলাম।

যক্ষরাজ রাজা যুধিষ্ঠিরকে এই সকল কথা বলিয়া ভীমসেনকে কহিলেন, হে বৃকোদর! তুমি যে কৃষ্ণার প্রীতি সাধনার্থ এই অলৌকিক ও পরম সাহসিক কার্য্য করিয়াছ; তন্নিমিত্ত আমি কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হই নাই। তুমি আমাকে ও দেবগণকে উপেক্ষা করিয়া যে আপনার বাহুবলে রাক্ষস ও যক্ষগণের প্রাণ সংহার করিয়াছ; ইহাতে আমি তোমার প্রতি পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি। হে ভীমসেন! অদ্য আমি তোমার নিমিত্তই দারুণ শাপ হইতে মুক্ত হইলাম। পূর্ব্বে কোন অপরাধবশত মহর্ষি অগস্ত্য ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকে শাপ প্রদান করেন; তাহাতে আমি সকল লোকসমক্ষে বিস্তর ক্লেশ ভোগ করিয়াছি; আজি তুমি তাহার নিষ্কৃতি করিলে; হে বীরবর! ইহাতে তোমার কিছুমাত্র অপরাধ নাই।

অনন্তর যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে ভগবন্! মহাত্মা অগস্ত্য কি নিমিত্ত আপনারে শাপ প্রদান করিয়াছিলেন? আপনি যে সেই ধীমান্ মহর্ষির ক্রোধানলে সসৈন্য সানুচরবর্গে ভস্মসাৎ হন নাই; ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে এবং শ্রবণ করিতেও আমার সাতিশয় অভিলাষ জন্মিয়াছে; অতএব তৎ সমুদায় বর্ণন করুন।

কুবের কহিলেন, হে নরনাথ! একদা কুশাবতী নগরীতে দেবগণের মন্ত্রণা হইয়াছিল; আমিও আমন্ত্রিত হইয়া ঘোররূপী বিবিধায়ুধধারী ত্রিশত পদ্মসংখ্যক যক্ষ সমভিব্যাহারে তথায় গমন করিতেছিলাম। পথিমধ্যে নিরীক্ষণ করিলাম যে, ঋষিসত্তম অগস্ত্য নানা পক্ষিগণ-সমাকীর্ণ পুষ্পিত দ্রুম-সুশোভিত যমুনাতীরে ঊর্দ্ধহস্তে সূর্য্যাভিমুখে অবস্থিতি করিয়া অতি কঠোর তপস্যা করিতেছিলেন; দেখিলে বোধ হয় যেন হুতাশন জাজ্বল্যমান হইয়া রহিয়াছেন। আমার সখা মণিমান্ নামে এক প্রধান রাক্ষস আমার সমভিব্যাহারে ছিল; সে মূর্খত্ব, অজ্ঞানতা, দর্প বা মোহবশত অন্তরীক্ষ হইতে সেই মহর্ষির মস্তকে নিষ্ঠীবন করিল। তখন মহর্ষি অগস্ত্য ক্রোধকম্পিত-কলেবরে আমারে কহিলেন, তোমার এই সখা নিতান্ত দুরাত্মা; এ নিরপরাধে তোমার সমক্ষে আমার অবমাননা করিল; এই অপরাধে এই দুরাত্মা তোমার এই সমস্ত সৈন্য সমভিব্যাহারে মনুষ্যহস্তে বিনষ্ট হইবে। তুমি এই সমুদায় সৈন্যের নিধনে যৎপরোনাস্তি ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়া পরিশেষে সেই মনুষ্যকে অবলোকন করিয়া পাপ হইতে বিমুক্ত হইবে এবং তোমার সৈন্যগণও পুত্রপৌত্র সমভিব্যাহারে পুনর্জ্জীবিত হইয়া চির কাল তোমার আজ্ঞা প্রতিপালন করিবে।

হে ধর্ম্মনন্দন! পূর্ব্বে আমি মহর্ষি অগস্ত্যের নিকট এই রূপ অভিশপ্ত হইয়াছিলাম; এক্ষণে তোমার অনুজ ভীমসেন সেই পাপ হইতে বিমুক্ত করিলেন।

দ্বিষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়।

কুবের কহিলেন, হে যুধিষ্ঠির! লোকযাত্রা বিধানের ধৈর্য্য, দক্ষতা, দেশ, কাল ও পরাক্রম এই পঞ্চপ্রকার বিধি আছে। সত্যযুগে মনুষ্যেরা ধৈর্য্যশালী, পরাক্রমবিধানজ্ঞ ও আত্মকর্ম্মে সুনিপুণ ছিল। সর্ব্বধর্ম্মবিধিবেত্তা দেশকালবিৎ ও ধৈর্য্যগাম্ভীর্য্যসম্পন্ন ক্ষত্রিয়ই চির কাল এই পৃথিবী শাসন করিয়া থাকেন। হে মহারাজ! যিনি এই রূপ বিধানানুসারে সমুদায় কার্য্য নির্ব্বাহ করেন; তাঁহার ইহ লোকে যশ ও পরলোকে সদ্গতি

লাভ হইয়া থাকে। দেখুন, দেশকালাভিজ্ঞ দেবরাজ ইন্দ্র বসুগণের সহিত পরাক্রম প্রকাশপূর্ব্বক দেবলোকের আধিপত্য লাভ করিয়াছেন। যে ব্যক্তি একমাত্র ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া আপনার অনিষ্টপাতের প্রতি দৃষ্টিপাত না করে; যে ব্যক্তি একান্ত পাপবুদ্ধি, পাপাত্মা ও কার্য্যবিভাগানভিজ্ঞ হইয়া পাপেরই অনুবর্ত্তী হয়; যে ব্যক্তি কার্য্যবিশেষানভিজ্ঞ, নিতান্ত মন্দবুদ্ধি, অকালজ্ঞ, বৃথাচার ও বৃথাসমারম্ভ; সেই ব্যক্তিকে ইহ কাল ও পরকালে অশেষ ক্লেশে কাল যাপন করিতে হয় আর যে ব্যক্তি সাহসপ্রিয়, সামর্থ্যাভিলাষী, প্রবঞ্চনাপর ও দুরাত্মা; সে নিশ্চয়ই পাপপঙ্কে নিমগ্ন হয়।

হে মহারাজ! ভীমসেন নিতান্ত বালস্বভাব, অধর্ম্মপরায়ণ, অহঙ্কৃত ও নির্ভীক; এক্ষণে উহাকে শাসন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। তুমি এখন শোক ভয় পরিত্যাগ-পূর্ব্বক পুনরায় রাজর্ষি আর্ষ্টিষেণের আশ্রমে অবস্থিতি করিয়া এই অসিত পক্ষ অতিবাহিত কর। অলকাধিবাসী যক্ষ ও পার্ব্বতীয়েরা আমার আদেশানুসারে গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরগণ সমভিব্যাহারে তোমাকে ও বিপ্র সকলকে রক্ষা করিবে। আমার অনুগত ভৃত্যগণ সর্ব্বদা তোমাদিগের রক্ষণাবেক্ষণ, সেবা শুশ্রূষা ও নানাবিধ সুস্বাদু অন্নপান আহরণ করিবে। দেবরাজের অর্জ্জুন, বায়ুর ভীম, ধর্ম্মের তুমি এবং অশ্বিনীকুমারের নকুল সহদেব যেমন নিয়োগোৎপন্ন পুত্র বলিয়া নিরন্তর রক্ষণীয়; তদ্রূপ তোমরাও আমার সতত রক্ষণীয় হইয়াছ।

অর্থতত্ত্ববিধানজ্ঞ, সর্ব্বধর্ম্মবেত্তা অর্জ্জুন দেবলোকে কুশলে আছেন। যে সমস্ত পরম সম্পত্তি স্বর্গ প্রাপ্তির সোপান বলিয়া কীর্ত্তিত আছে; তৎসমুদয় জন্মাবধিই অর্জ্জুনে বিদ্যমান রহিয়াছে এবং দম, দান, বল, বুদ্ধি, লজ্জা, ধৃতি ও তেজ এই সমস্ত উত্তম গুণ মহাসত্ত্ব অর্জ্জুনে বিরাজমান আছে। তিনি কদাচ মোহাবিষ্ট হইয়া অন্যায্য ও গর্হিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন না; কাহাকেও তাঁহার মিথ্যাবাদ কীর্ত্তন করিতে দেখি না; তিনি দেব, গন্ধর্ব্ব ও পিতৃলোক কর্ত্তৃক সমাদৃত হইয়া অমরাবতীতে অস্ত্র শিক্ষা করিতেছেন। যিনি ধর্ম্মানুসারে সমস্ত মহীপালদিগকে পরাজিত ও বশীভূত করিয়াছিলেন; কুলধুরন্ধর অর্জ্জুন এখন দেবলোকস্থ তোমার সেই প্রপিতামহ মহারাজ শান্তনুকে প্রীত ও প্রসন্ন করিতেছেন। যিনি পিতৃ, দেব, ঋষি ও বিপ্রগণকে অর্চ্চনা করিয়া যমুনাতীরে সপ্ত অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছিলেন। এক্ষণে ইন্দ্রলোকস্থ স্বর্গজিৎ সেই অধিরাজ শান্তনু ধনঞ্জয়কে তোমার কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

পাণ্ডবগণ কুবেরমুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া সাতিশয় হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হইলেন। অনন্তর বৃকোদর গদা ও শক্তি গ্রহণ, শরাসনে জ্যারোপণ ও অসি কোষনিষ্কাশিত করিয়া ধনাধ্যক্ষ কুবেরকে নমস্কার করিলেন। তখন শরণ্য কুবের শরণাগত ভীমকে কহিতে লাগিলেন, হে ভীমসেন! তুমি শত্রুগণের মান হানি ও সুহৃদ্গণের সমৃদ্ধি বর্দ্ধন কর; তোমরা যখন স্বীয় সুরম্য হর্ম্ম্যপৃষ্ঠে বাস করিবে; তখন যক্ষেরা অবশ্যই তোমাদিগের অভিলাষ সকল সাধন করিবে; আর অর্জ্জুনও অস্ত্র শিক্ষায় দক্ষ হইয়া দেবরাজের নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক শীঘ্রই প্রত্যাগমন করিবেন।

গুহ্যকেশ্বর কুবের পাণ্ডবগণকে এই রূপ কহিয়া স্বগৃহাভিমুখে যাত্রা করিলে সহস্র সহস্র রাক্ষস ও যক্ষেরা বিচিত্র কম্বলসংস্তীর্ণ বিবিধ রত্নবিভূষিত যানে আরোহণ করিয়া কুবেরের অনুগমন করিল। তখন অশ্বের হ্রেষারব ও যক্ষরাক্ষসের কোলাহল শব্দে অলকা পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। কুবেরের

তুরঙ্গমগণ যেন মারুত পান ও ঘনজাল আকর্ষণ করিয়াই মহাবেগে গগনমার্গে গমন করিতে লাগিল। অনন্তর যক্ষেরা কুবেরের আদেশানুসারে অচলশিখর হইতে রাক্ষসদিগের মৃত কলেবর সকল অপসারিত করিল ও ভগবান্ অগস্ত্যনির্দ্দিষ্ট যক্ষরাক্ষসদিগের শাপেরও অবসান হইল। পাণ্ডবেরা যক্ষরাক্ষসগণ কর্ত্তৃক সমাদৃত ও সৎকৃত হইয়া নিরুদ্বিগ্ন মনে কুবেরনিকেতনে কতিপয় যামিনী অতিবাহিত করিলেন।

ত্রিষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! অনন্তর দিনকর উদয় হইলে মহর্ষি ধৌম্য দৈনন্দিন ক্রিয়াকলাপ সমাপনপূর্ব্বক আর্ষ্টিষেণের সহিত পাণ্ডবগণের নিকট উপনীত হইলেন। তাঁহারা ভক্তিসহকারে সমাগত মহর্ষিযুগলের চরণ অভিবাদন ও কৃতাঞ্জলিপুটে অন্যান্য ব্রাহ্মণদিগের সমুচিত সৎকার করিলেন। পরে মহর্ষি ধৌম্য ধর্ম্মরাজের দক্ষিণ কর গ্রহণ-পূর্ব্বক পূর্ব্ব দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, মহারাজ! ঐ দেখুন, পরম রমণীয় মন্দর ভূধর সাগরাম্বরা বসুন্ধরারে আবৃত করিয়া রহিয়াছে; দেবরাজ ইন্দ্র ও বৈশ্রবণ গিরিরাজি-বিরাজিত বনবনান্ত-পরিশোভিত এই দিক্ রক্ষা করিতেছেন। মনীষী ঋষিগণ এই গিরিবরকে সুররাজের ও বৈশ্রবণের আলয় বলিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ, ঋষি, সিদ্ধ, সাধ্য ও দেবতা সকলে উদয়াচল-চূড়োপবিষ্ট সূর্য্যদেবের উপাসনা করিয়া থাকেন।

প্রাণিগণের প্রভু করাল কৃতান্ত মৃতজীবের আশ্রয় এই দক্ষিণ দিক্ অধিকার করিয়া রহিয়াছেন। প্রেতরাজের নানা সমৃদ্ধিসম্পন্ন, অতি অদ্ভুতদর্শন, পবিত্র ঐ সংযমনাখ্য বাসভবন নয়নগোচর হইতেছে। ভুবনপ্রকাশক ভগবান্ মরীচিমালী যে পর্ব্বতে নিয়মিত রূপে প্রত্যহ অবস্থিতি করেন; সেই এই অস্তাচল দৃষ্টিগোচর হইতেছে। বরুণদেব এই পশ্চিমাচল এবং মহোদধিতে অধিষ্ঠান করত সর্ব্বভূতের রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন। ব্রহ্মবাদীর অদ্বিতীয় গতি, পরম মঙ্গলালয় এই মহামেরু উত্তর দিক্ উদ্দীপিত করিয়া রহিয়াছে; যে স্থানে চরাচরস্রষ্টা ভূতাত্মা প্রজাপতি অবস্থিতি করিতেছেন এবং দক্ষ প্রভৃতি ব্রহ্মার মানস পুত্রেরাও নিরুপদ্রবে বাস করিয়া থাকেন; বশিষ্ঠপ্রমুখ সপ্ত দেবর্ষি এই স্থানেই প্রতিষ্ঠিত আছেন ও পুনর্ব্বার এই স্থানেই উদিত হইতেছেন। দেখুন, সুমেরুর রজোরহিত শিখরদেশ কি উত্তম স্থান; ঐ স্থানে দেবগণ ও পিতামহগণ সতত বাস করিয়া থাকেন। যিনি সর্ব্বপ্রাণীর পঞ্চভূতাত্মিকা প্রকৃতির উপাদান, অনাদি, অনন্ত ও সকলের ঈশ্বর; মেরুর পূর্ব্ব ভাগে সেই নারায়ণের বাসস্থান ব্রহ্মসদন অপেক্ষাও অধিকতর শোভা পাইতেছে; দেবতারাও যে ভবন সন্দর্শন করিতে অসমর্থ হন; যাহা অনল ও আদিত্য অপেক্ষাও প্রদীপ্ত; যাহা স্বীয় প্রভাপ্রভাবে দেবদানবদলেরও দুর্নিরীক্ষ্য; তথায় ভূতেশ্বর জগৎকর্ত্তা আত্মভূ চরাচর সকল উদ্ভাসিত করত সাতিশয় শোভা পাইতেছেন। হে কুরুসত্তম! ঐ স্থানে ব্রহ্মর্ষিদিগেরও গমনাধিকার নাই; অতএব মহর্ষিগণ কি রূপে যতিলভ্য পরম গতি লাভ করিবেন? ঐ স্থানে কোন প্রকার জ্যোতিঃপদার্থেরই প্রতিভা থাকে না; কেবল সেই ভগবান্ অচিন্ত্যাত্মাই উজ্জ্বলতর রূপে দেদীপ্যমান রহিয়াছেন। যে সকল তপোবল-সম্পন্ন বিশুদ্ধকর্ম্মা যতিগণ অবিচলিত ভক্তিসহকারে নারায়ণ দর্শনে ঐ স্থানে গমন করেন; তাঁহাদিগকে আর নরলোকে প্রত্যাগত হইতে হয় না। উহা অতি পবিত্র, ঈশ্বরাধিকৃত, সনাতন ও অক্ষয় স্থান; আপনি উহারে প্রণাম করুন।

হে কুরুনন্দন! চন্দ্রসূর্য্য মেরুকে অহরহ প্রদক্ষিণ করিতেছেন; জ্যোতিষ্কমণ্ডল সকল ভগবান্ দিবাকরের আকর্ষণে তাহার চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে। দিননাথ অস্তগত হইয়া সন্ধ্যা অতিক্রম করত উত্তর দিকে গমন করিতে থাকেন; পরে উত্তরাশার পরাকাষ্ঠা পর্য্যন্ত গমন করিয়া পুনরায় প্রাঙ্মুখে প্রত্যাবৃত্ত হন। এই রূপে সর্ব্বভূতহিতৈষী ভগবান্ সহস্ররশ্মি সুমেরুকে প্রদক্ষিণ করত পর্ব্বসন্ধি ও কালক্রমে মাস বিভক্ত করিতেছেন এবং সমস্ত জগতে সতত আলোক বিস্তার করিয়া পুনরায় মন্দর ভূধরে গমন করেন। ভূতভাবন ভগবান্ চন্দ্রমাও ঐ রূপে নক্ষত্রমণ্ডল সমভিব্যাহারে সুমেরু প্রদক্ষিণ করিতেছেন। তিমিরারি ভগবান্ আদিত্য জগতে কিরণজাল বিস্তার করত এই অসম্বাধ পথে নিরন্তর পর্য্যটন করেন এবং ভূতল শীতল করিবার মানসে দক্ষিণাশা ভজনা করিলে শিশির কাল সমুপস্থিত হয়।

অনন্তর বিভাবসু দক্ষিণ দিক্ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া স্বীয় তেজঃপ্রভাবে স্থাবর জঙ্গম প্রভৃতি সকলেরই তেজোভাগ গ্রহণ করিতে আরম্ভ করেন। তৎকালে প্রাণী সকল নিতান্ত ক্লান্ত, গ্লানিযুক্ত, ঘর্ম্মাক্তকলেবর ও সাতিশয় তন্দ্রাপরতন্ত্র হইয়া উঠে এবং সর্ব্বদাই স্বপ্নাভিভূত হইয়া থাকে। ভগবান্ আদিত্য এই রূপে অন্তরীক্ষে পরিভ্রমণ করত প্রজাদিগের সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত পুনরায় বর্ষার সৃষ্টি করেন। অনন্তর তিনি সুধাময় বৃষ্টিধারা, মন্দ মন্দ সমীরণ ও সুখসেব্য সন্তাপ দ্বারা স্থাবর জঙ্গম সকল পরিবর্দ্ধিত করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হন। হে পার্থ! সবিতা অতন্দ্রিত হইয়া নিরন্তর এই রূপে কালচক্রে ভ্রমণ করিতেছেন; তাঁহার গতি অবিচ্ছিন্ন; তিনি জড় পদার্থের ন্যায় কখনই এক স্থানে অবস্থিতি করেন না; তিনি সর্ব্বভূতের তেজোভাগ গ্রহণ করিয়া পুনর্ব্বার তাহা প্রদান করেন; তিনি সর্ব্বভূতের পরমায়ু ও ভিন্ন কার্য্যের বিভাগ করিতেছেন, এবং দিবা, রাত্রি, কলা ও কাষ্ঠা নির্দ্দিষ্ট করিতেছেন।

চতুঃষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! সত্যপরায়ণ ধৈর্য্যশালী ব্রতাচারকুশল মহাত্মা পাণ্ডবেরা সেই পর্ব্বতে অর্জ্জুনের দর্শন প্রতীক্ষায় প্রমুদিত মনে পরম সুখে কাল ক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

একদা বহুসংখ্যক গন্ধর্ব্ব ও মহর্ষিগণ প্রীত হইয়া তাঁহাদিগের নিকট আগমন করিলেন। যেমন স্বর্গ প্রাপ্ত হইলে সুরগণের অনির্ব্বচনীয় চিত্তপ্রসাদ জন্মে, তদ্রূপ সুপুষ্পিত পাদপশোভিত সেই নগোত্তম সন্দর্শন করিয়া মহাবীর পাণ্ডবগণের আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। তাঁহারা মহীধরবরের শিখরদেশে অধিরূঢ় হইয়া ময়ূরের কেকা বাণী ও হংসকুলের কলরব শ্রবণ এবং নানাজাতীয় কুসুমের সুষমা সন্দর্শনে অপার আনন্দপ্রবাহে নিমগ্ন হইলেন। তথায় কুবেররক্ষিত কত শত সুরম্য সরোবর তাঁহাদিগের নয়নগোচর হইল; সেই সকল সরসীতে সর্ব্বদাই হংস কারণ্ডব প্রভৃতি জলচর পক্ষিগণ ক্রীড়া করিতেছে; উৎপল সকল বিকশিত হইয়া রহিয়াছে ও শৈবাল দ্বারা তীরভূমি সকল সম্বৃত রহিয়াছে। তত্রত্য ক্রীড়াপ্রদেশ সকল অতি রমণীয় সুবিচিত্র মাল্যদামে সুশোভিত, নানাবিধ মণিনিচয়ে অলঙ্কৃত ও ধনাধিপতি কুবেরের ঐশ্বর্য্যানুরূপ সুসমৃদ্ধ ছিল। মুনিগণ ইহার সুগন্ধি কুসুমসমূহ-শোভিত নানাবিধ পাদপে সমাকীর্ণ শৃঙ্গ সকলে সুখসচ্ছন্দে মনের আনন্দে বিচরণ করেন।

হে পুরুষপ্রবীর! সেই নগোত্তমের স্বীয় তেজ ও মহৌষধির প্রভাবে তথায় দ্বি-

বসরঁজনীর কোন বিশেষ নয়নগোচর হইত না। বহ্নি যাঁহার সাহায্যে যামিনীযোগে চরাচর জগৎ উদ্ভাসিত করেন; পর্ব্বতস্থ মহাপুরুষ পাণ্ডবেরা সেই সূর্য্যের উদয় ও অস্ত সন্দর্শন করিতেছেন। হে বীরগণ! তোমরা তিমিরারির কিরণজাল-সমুদ্ভাসিত দিক্ দিগন্ত এবং তাহার উদয় ও অস্তগমনস্থান অবলোকন করত স্বাধ্যায়সম্পন্ন, শুচিব্রত ও সত্যপরায়ণ হইয়া এই স্থানেই মহারথ পার্থের সমাগম প্রতীক্ষায় কাল ক্ষেপ কর; আমরা আশীর্ব্বাদ করিতেছি; তোমরা অচিরাৎ সংগৃহীতাস্ত্র ধনঞ্জয়ের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া সাতিশয় হর্ষিত হইবে, সন্দেহ নাই।

পাণ্ডবেরা মহর্ষিগণের আদেশে তপস্যা ও যোগানুষ্ঠান করিতে লাগিলেন; পর্ব্বতস্থ বিচিত্র বনরাজি নিরীক্ষণ করিয়া নিরন্তর অর্জ্জুনকে চিন্তা করাতে দিবারাত্র সম্বৎসরের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। অর্জ্জুন যখন ধৌম্যের অনুমতিক্রমে জটা ধারণপূর্ব্বক প্রব্রজিত হইয়াছেন, তদবধি তাঁহাদিগের হর্ষ বিলুপ্ত হইয়াছে; এক্ষণে কেবল অর্জ্জুনচিন্তায় তাঁহাদিগের চিত্ত ব্যাসক্ত রহিয়াছে; অতএব কিরূপেই বা মনের সন্তোষ হইবে? গজেন্দ্রগামী জিষ্ণু জ্যেষ্ঠের আদেশক্রমে যে অবধি কাম্যক বন পরিত্যাগপূর্ব্বক ইন্দ্রসকাশে গমন করিয়াছেন; তদবধি সকলেই শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহারা তখন সেই পর্ব্বতে অবস্থিতি করিয়া দিন যামিনী কেবল সেই অর্জ্জুনকে চিন্তা করত অতি কষ্টে এক মাস অতিবাহিত করিলেন।

এ দিকে ধনঞ্জয় ইন্দ্রালয়ে পঞ্চ বর্ষ বাস করিয়া তাঁহার নিকট আগ্নেয়, বারুণ, সৌম্য, বায়ব্য, বৈষ্ণব, ঐন্দ্র, পাশুপত, ব্রাহ্ম, পারমেষ্ঠ্য, যাম্য, ধাত্র, সাবিত্র ও বৈশ্রবণের অস্ত্র শস্ত্র লাভ করিয়া শতক্রতুরে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ-পূর্ব্বক তৎকর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া প্রীতিপ্রফুল্ল মনে গন্ধমাদনে পুনরায় প্রত্যাগমন করিলেন।

যক্ষযুদ্ধ পর্ব্ব সমাপ্ত।

নিবাতকবচযুদ্ধ পর্ব্বাধ্যায়।

পঞ্চষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! মহাবীর অর্জ্জুন মস্তকে কিরীট, গলদেশে মালা ও অঙ্গে নানাবিধ অভিনব আভরণ ধারণ করত ক্ষণপ্রভার ন্যায় প্রভাসম্পন্ন মাতলিপরিচালিত ইন্দ্ররথে আরোহণ পূর্ব্বক জলদের অভ্যন্তরবর্ত্তিনী মহতী উল্কার ন্যায়, ধূমসম্পর্ক-শূন্য প্রজ্বলিত অগ্নিশিখার ন্যায় স্বীয় দীপ্যমান মূর্ত্তিতে নভোমণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া সহসা গন্ধমাদন পর্ব্বতে আগমন করিলেন। নিতান্ত চিন্তাপরায়ণ পাণ্ডবগণ সেই ইন্দ্ররথ অবলোকন করিয়া অসীম আনন্দ প্রাপ্ত হইলেন। কিরীটমালী ইন্দ্রনন্দন রথ হইতে অবরোহণ-পূর্ব্বক অতিনম্র ভাবে তাঁহাদের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন ও যথাক্রমে ধৌম্য, যুধিষ্ঠির ও বৃকোদরের পাদ বন্দন করিয়া স্বীয় প্রণয়িনীরে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন; পরে নকুল ও সহদেব উভয়ে আসিয়া তাঁহারে অভিবাদন করিলেন। পাণ্ডবগণ ধনঞ্জয়কে প্রাপ্ত হইয়া যেরূপ পরমানন্দ লাভ করিয়াছিলেন; ধনঞ্জয়ও তাঁহাদিগকে অবলোকন করিয়া সেই রূপ আনন্দিত হইলেন।

নমুচিনিসূদন যাহাতে আরোহণ করিয়া দলবদ্ধ সপ্ত দানবকুলের প্রাণ সংহার করিয়াছিলেন; সত্ত্বশালী পাণ্ডবগণ সেই ইন্দ্ররথের সমীপবর্ত্তী হইয়া তাহারে প্রদক্ষিণ করিলেন; এবং মাতলির প্রতি সুরেন্দ্রোচিত সমাদর প্রদর্শনপূর্ব্বক যথাক্রমে দেবগণের কুশল জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

মাতলিও পিতার ন্যায় পাণ্ডবগণকে উপদেশসহকারে অভিনন্দন করিয়া সেই অপ্রতিম রথে আরোহণ-পূর্ব্বক পুনরায় ত্রিদিবনাথের সকাশে প্রস্থান করিলেন। মাতলি প্রস্থান করিলে পর শক্রঋষিপ্রমাথী শক্রনন্দন শক্রদত্ত মহামূল্য আভরণ সকল প্রিয়তমা পাঞ্চালনন্দিনীরে প্রদান করিলেন।

অনন্তর মহাত্মা ধনঞ্জয় কুরুকুল-তিলক পাণ্ডবগণ ও সূর্য্যাগ্নিসদৃশ প্রভাসম্পন্ন ব্রহ্মর্ষিগণের মধ্যে উপবেশন-পূর্ব্বক আমি এই প্রকারে ইন্দ্র, বায়ু ও মহাদেবের নিকট অস্ত্র শিক্ষা করিয়াছি; দেবগণ আমার চরিত্র ও সমাধিতে পরম পরিতুষ্ট হইয়াছেন, ইত্যাদি সমুদায় স্বর্গবাস-বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া সানন্দচিত্তে নকুল ও সহদেবের সহিত সেই আশ্রমে শয়ন করিলেন।

ষট্‌ষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! রাত্রি প্রভাত হইলে ধনঞ্জয় প্রভৃতি ভ্রাতৃবর্গ রাজা যুধিষ্ঠিরকে অভিবাদন করিতেছেন, এমন সময়ে অন্তরীক্ষে মৃগ, ব্যাল ও পক্ষীগণের কোলাহলের ন্যায় বিবিধ বাদ্যধ্বনি, দেবগণের তুমুল কলরব, রথনেমি-নিস্বন ও ঘণ্টাশব্দ সমুত্থিত হইল। অনন্তর দিব্যকান্তি, সমুজ্জ্বল-কলেবর পুরন্দর বিমানারূঢ় অপ্সরোগণে পরিবৃত হইয়া কাঞ্চনের ন্যায় পরিষ্কৃত মেঘের ন্যায় শব্দায়মান অশ্বযোজিত রথে আরোহণপূর্ব্বক কৌন্তেয়দিগের অন্তিকে আগমন করিলেন।

পাণ্ডবগণ মহাত্মা সুররাজকে অবলোকন করিবামাত্র প্রত্যুদ্গমন-পূর্ব্বক ভূরি দক্ষিণাসহকারে বিধিবিহিত রূপে পূজা করিয়া পরম প্রীত হইলেন। তেজস্বী ধনঞ্জয় দেবরাজকে প্রণিপাত করিয়া তাহার সমীপে ভৃত্যবৎ দণ্ডায়মান রহিলেন। মহাতেজা যুধিষ্ঠির ধনঞ্জয়কে বিনীত ভাবে পবিত্র তাপসবেশে দেবরাজের সকাশে দণ্ডায়মান দেখিয়া প্রীতমনে তাঁহার মস্তকাঘ্রাণ করিলেন। ধীমান্ পুরন্দর অদীনমনা যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, হে রাজন্! আপনি এই অখণ্ড ভূমণ্ডলের শাসনকর্ত্তা হইবেন; তাহার সন্দেহ নাই। আপনার কল্যাণ হউক; এক্ষণে আপনি পুনরায় কাম্যকাশ্রমে গমন করুন। ধনঞ্জয় আমার নিকট হইতে সমুদায় অস্ত্র লাভ করিয়া আমার মহৎ প্রিয় কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। সহস্রলোচন এই কথা কহিয়া অপ্সরা ও গন্ধর্ব্বগণ সহ অমরাবতী প্রস্থান করিলেন।

যে বিদ্বান্ সম্বৎসর ব্রহ্মচারী ও ব্রতধারী হইয়া ইন্দ্রের সহিত ধনেশ্বরগৃহবাসী পাণ্ডবগণের এই সমাগম অধ্যয়ন করেন; সে ব্যক্তি নির্ব্বিঘ্নে পরম সুখে শত বর্ষ জীবিত থাকেন।

সপ্তষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পুরন্দর প্রস্থান করিলে ধনঞ্জয় কৃষ্ণা ও ভ্রাতৃগণের সহিত ধর্ম্মপুত্রকে অভিবাদন করিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহার মস্তকাঘ্রাণ করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে গদ্গদ বচনে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভ্রাতঃ! কি প্রকারে তোমার এতাবৎ কাল সুরলোকে অতিবাহিত হইল? কি প্রকারে শতক্রতুরে পরিতুষ্ট করিয়া অস্ত্র সমস্ত গ্রহণ করিলে? তুমি কি সমুদায় অস্ত্রে সম্যক্ শিক্ষিত হইয়াছ? মহেন্দ্র ও মহাদেব কি তোমার প্রতি প্রীত হইয়াই তোমারে এই সকল অস্ত্র প্রদান করিয়াছেন? হে অরিন্দম! তুমি ভগবান্ ইন্দ্রের এমন কি প্রিয় কার্য্য সম্পাদন করিয়াছ যে, তিনি তোমারে প্রিয়কারী বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। যে প্রকারে ভগবান্ পুরন্দর ও পিনাকধৃক্ তোমার দর্শনগোচর হইলেন; তুমি যে প্রকারে অস্ত্র সমুদায় হস্তগত করিলে; যে প্রকারে তাঁহাদিগের আরাধনা করিয়াছ এবং দেবরাজের

যে সকল প্রিয় কার্য্য অনুষ্ঠান করিয়াছ; তৎসমুদায় বিস্তারিত রূপে শ্রবণ করিবার নিমিত্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছি; অতএব তুমি তাহা আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা কর।

অর্জ্জুন কহিলেন, মহারাজ! আমি যেরূপ অনুষ্ঠানের অনুবর্ত্তী হইয়া সুরেশ্বর ও শঙ্করের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলাম; তাহা শ্রবণ করুন। আমি আপনার নিকটে সেই বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়া আপনার আদেশানুসারে কাম্যক কানন হইতে ভৃগুতুঙ্গে গমনপূর্ব্বক তপস্যা আরম্ভ করিলাম। এক রাত্র বাসের পরে পথিমধ্যে এক ব্রাহ্মণের সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি আমারে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে কৌন্তেয়! তুমি কোথায় গমন করিবে? আমি তাঁহার নিকট সমুদায় বৃত্তান্ত অবিকল বর্ণন করিলাম। তিনি আমার বাক্য শ্রবণে আমার প্রতি প্রীতিমান্ হইয়া সৎকারপূর্ব্বক কহিলেন, হে ভারত! প্রফুল্ল হইয়া তপশ্চর্য্যা কর; তুমি অচির কালমধ্যেই সুররাজের সাক্ষাৎকার লাভ করিবে।

আমি তাঁহার বাক্যে হিমালয় পর্ব্বতে আরোহণ-পূর্ব্বক প্রথম মাস ফলমূল ভোজনে, দ্বিতীয় মাস জলমাত্র পানে, তৃতীয় মাস নিরশনে ও চতুর্থ মাস ঊর্দ্ধবাহু হইয়া অতিবাহন করিলাম; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাহাতেও আমার প্রাণ বিয়োগ হইল না। অনন্তর পঞ্চম মাসের প্রথম বাসর অতীত হইলে অবলোকন করিলাম, এক বরাহ মুহুর্ম্মুহু বিবর্ত্তিত হইয়া পোত্র ও চরণ দ্বারা ধরাতল বিদারণ এবং জঠর দ্বারা সংমার্জ্জন করত আমার অভিমুখে আগমন করিতেছে। কিরাতবেশধারী এক পুরুষ স্ত্রীগণে পরিবৃত হইয়া ধনুর্ব্বাণ ও খড়্গ ধারণপূর্ব্বক তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আগমন করিতেছে। আমি যে সময়ে ধনু ও অক্ষয় তূণীরদ্বয় গ্রহণ করিয়া সেই ভীষণ জন্তুরে আঘাত করিলাম; সেই সময়ে সেই কিরাতও শরাসন আকর্ষণ পূর্ব্বক যেন আমার হৃৎকম্প উৎপাদন করিয়াই তাহারে দৃঢ়তর রূপে তাড়না করিল; এবং উচ্চৈঃস্বরে আমারে আহ্বান করিয়া কহিল, তুমি মৃগয়াধর্ম্মের প্রথা পরিত্যাগ করিয়া কি নিমিত্ত আমার পূর্ব্ব পরিগ্রহ লক্ষ্যের প্রতি শরাঘাত করিলে? অতএব এক্ষণে এই নিশিত শরজালে তোমার দর্প চূর্ণ করিতেছি। সেই মহাকায় ধনুর্দ্ধর এই কথা কহিয়া শর বর্ষণপূর্ব্বক আমারে আচ্ছাদন করিল। আমিও তাহার উপরে শর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলাম। পর্ব্বত যেমন বজ্রপরম্পরা দ্বারা আহত হয়; কিরাতের কলেবরও সেই রূপ আমার যন্ত্রিত, অনুমন্ত্রিত, দীপ্তমুখ শর সমূহ দ্বারা বিদ্ধ হইল; পরে তাহার সেই শরীর শত সহস্র প্রকার হইয়া উঠিল; তথাপি আমি তাহার তাদৃশ ভিন্ন ভিন্ন শরীরেও শরাঘাত করিতে লাগিলাম; কিন্তু সেই সকল শরীর পুনরায় একীভূত হইয়া গেল; ইহা দেখিয়াও আমি শরাঘাত করিতে নিরস্ত হইলাম না। পরে সেই কিরাত আমার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া কখন শরীর সূক্ষ্ম ও মস্তক বৃহৎ, কখন বা শরীর বৃহৎ ও মস্তক ক্ষুদ্র, কখন বা একীভূত হইয়া রণভূমিতে বিচরণ করিতে লাগিল।

আমি বারংবার শরনিকর বর্ষণেও তাহারে পরাভব করিতে না পারিয়া শরাসনে বায়ব্যাস্ত্র সংযোজনা করিলাম, কিন্তু তদ্দ্বারাও তাহারে পরাভব করিতে সমর্থ হইলাম না; প্রত্যুত সেই মহাস্ত্র প্রতিহত হইল দেখিয়া একবারে বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইলাম। মহারাজ! আমি পুনর্ব্বার দীপ্যমান শঙ্কুকর্ণ, বারুণ শরবর্ষ, প্রস্তরবর্ষ ও প্রকাণ্ড শলভাস্ত্র গ্রহণ করিয়া তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলাম; কিন্তু কিরাত সেই সমুদায় অস্ত্রই গ্রাস করিয়া ফেলিল। তখন আমি শরাসনে ব্রহ্মাস্ত্র সংযোজনা করি-

লাম। সেই সংযোজিত ব্রহ্মাস্ত্র প্রজ্বলিত শর সমূহ প্রসব করত বর্দ্ধিত হইতে লাগিল; তাহার তেজঃপ্রভাবে ক্ষণমাত্রে সমুদায় লোক সন্তাপিত হইল এবং দিঙ্মণ্ডল ও নভোমণ্ডল এককালে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু মহাতেজা কিরাত তাহাও বিনষ্ট করিল, দেখিয়া আমার অন্তঃকরণে সাতিশয় ভয় সঞ্চার হইল; তথাপি ধনু ও অক্ষয় তূণীরদ্বয় গ্রহণপূর্ব্বক তাহারে আঘাত করিলাম; কিন্তু সে সহসা সে সকল অস্ত্রও ভক্ষণ করিয়া ফেলিল। এই রূপে সমুদায় অস্ত্রপ্রয়োগ বিফল হইল অবলোকন করিয়া তাহার সহিত বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলাম। কিন্তু মুষ্ট্যাঘাত ও তল প্রহার-পূর্ব্বক ব্যায়াম করিয়াও তাহারে পরাভূত করিতে পারিলাম না; প্রত্যুত আমিই অবসন্ন হইয়া ধরাতলে পতিত হইলাম।

অনন্তর সেই কিরাত হাস্য করিয়া আমার সমক্ষেই স্ত্রীগণের সহিত অন্তর্হিত হইলেন; পরে কিরাতমূর্ত্তি পরিহারপূর্ব্বক দিব্যাম্বর-শোভিত ভুজঙ্গভূষিত পিনাকপাণি-বিগ্রহ পরিগ্রহ করিয়া পরক্ষণেই উমা সমভিব্যাহারে আবির্ভূত হইলেন। আমি তৎকাল পর্য্যন্তও পূর্ব্বের ন্যায় সমরভূমিতে সম্মুখীন হইয়া রহিয়াছি, দেখিয়া তিনি আমার সমীপে আগমনপূর্ব্বক কহিলেন, হে পরন্তপ! আমি তোমার প্রতি সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি; এই ধনু ও অক্ষয় তূণীরদ্বয় গ্রহণ কর; ইহা কহিয়া সেই শরাসন ও অক্ষয় তূণীরদ্বয় আমারে প্রদান করিলেন; পরে পুনরায় কহিলেন, হে কৌন্তেয়! আমি তোমার প্রতি একান্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি; তোমার প্রার্থনীয় কি? ব্যক্ত কর; আমি তোমাকে অমরত্ব ভিন্ন আর সমুদায় বর প্রদান করিব। তখন আমি তাঁহাকে মনে মনে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলাম, ভগবন! যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন; তাহা হইলে আমারে সমুদায় দৈব অস্ত্র প্রদান করুন; ইহাই আমার প্রার্থনা।

অনন্তর ভগবান্ ত্রিলোচন কহিলেন, হে পাণ্ডব! আমি তাহা প্রদান করিলাম; আমার রৌদ্রাস্ত্র তোমারে নিরন্তর উপাসনা করিবে; কিন্তু এই সনাতন অস্ত্র কদাপি মানবের প্রতি প্রয়োগ করিও না; ইহা দুর্ব্বলের প্রতি প্রয়োগ করিলে সমস্ত জগৎ ভস্মসাৎ করিবে। যখন তুমি নিতান্ত পীড্যমান হইবে ও অন্যান্য অস্ত্র সমূহ প্রতিহত করিবার মানস করিবে; তখন ইহা প্রয়োগ করিও। তিনি এই কথা কহিয়া প্রীতিপ্রফুল্ল চিত্তে পাশুপত অস্ত্র প্রদান করিলেন।

এই রূপে দেবদেব মহাদেব প্রসন্ন হইলে অরাতিগণের উৎসাদন, পরসেনার নিকর্ত্তন, সুর, দানব ও রাক্ষসগণের দুঃসহ মূর্ত্তিমান্ পাশুপত অস্ত্র তৎক্ষণাৎ আমার পার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত হইল। অনন্তর আমি তাঁহার আজ্ঞানুসারে সেই স্থানে উপবেশন করিলে তিনি আমার সমক্ষেই অন্তর্হিত হইলেন।

অষ্টষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়।

অর্জ্জুন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর আমি দেবাদিদেব মহাদেবের অনুগ্রহে সেই স্থলে প্রীত ও প্রসন্ন চিত্তে এক রজনী অবস্থিতি করিলাম। পর দিন প্রভাতে প্রাতঃকৃত্য সমাধান-পূর্ব্বক সেই দৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিজশ্রেষ্ঠকে সন্দর্শন ও আদ্যোপান্ত সমুদায় বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া কহিলাম, হে ব্রহ্মন্! আমি ভগবান্ ভবানীপতির সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছি। ব্রাহ্মণ এই কথা শ্রবণ করিয়া প্রীত মনে কহিলেন, হে অর্জ্জুন! তুমি যেরূপে ভগবান্ ভবানীপতিকে সন্দর্শন করিয়াছ; তাহা অন্যের অদৃষ্টে কদাচ সম্ভবে না; এক্ষণে বৈবস্বতপ্রমুখ লোকপালবর্গের সহিত সমবেত হইয়া দেবরাজ ইন্দ্রকে সন্দর্শন করিলে তিনিও তোমাকে অস্ত্র প্রদান করি-

বেন। এই বলিয়া ব্রাহ্মণ আমাকে বারংবার আলিঙ্গন-পূর্ব্বক যদৃচ্ছাক্রমে গমন করিলেন।

অনন্তর সেই দিন অপরাহ্নে সুশীতল সমীরণ পৃথিবীস্থ সমস্ত লোককে নবীকৃত করত হিমালয়ের প্রত্যন্ত পর্ব্বতে প্রাদুর্ভূত হইল; সুগন্ধি দিব্য মাল্য সকল নয়নগোচর হইতে লাগিল, এবং ঘোরতর দিব্য বাদ্য ও ইন্দ্রবিষয়ক অতি মনোহর স্তুতিবাদ শ্রুতিগোচর হইয়া উঠিল। গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ মহাদেবের সম্মুখে সঙ্গীত আরম্ভ করিল। মহেন্দ্রানুচর, তন্নিলয়নিবাসী স্ত্রীবাল-বৃদ্ধ ও দেবগণ দিব্য বিমানে আরোহণ-পূর্ব্বক তথায় আগমন করিলেন। পরে দেবরাজ ইন্দ্র অলঙ্কৃত অশ্বগণ-যোজিত রথে আরোহণ করিয়া শচী দেবীর সহিত তথায় উপস্থিত হইলেন। ইত্যবসরে অসাধারণ রাজশ্রীসম্পন্ন নরবাহন কুবের ও তথায় আগমন করিলেন। পরে দক্ষিণ দিগ্বিভাগে অবস্থিত যমরাজ এবং যথাস্থানস্থ বরুণ ও দেবরাজ ইন্দ্রকে নিরীক্ষণ করিলাম।

অনন্তর লোকপালগণ আমাকে সান্ত্ববাদ প্রয়োগপূর্ব্বক কহিলেন, হে অর্জ্জুন! তুমি সুরকার্য্য নির্ব্বাহার্থ ভগবান্ ত্রিলোচনকে নেত্রগোচর করিয়াছ। এক্ষণে আমাদিগকে অবলোকন কর; আমরা প্রসন্ন হইয়া তোমারে দিব্যাস্ত্র সকল প্রদান করিতেছি; যথা বিধানে গ্রহণ কর। আমি এই কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগকে অভিবাদনপূর্ব্বক প্রযতমনে মহাস্ত্র সকল বিধিবৎ গ্রহণ করিলাম। তখন দেবগণ আমারে গমন করিতে অনুমতি প্রদানপূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর দেবরাজ ইন্দ্র রথারোহণ-পূর্ব্বক আমারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে অর্জ্জুন! আমি এস্থানে আগমন করিবার পূর্ব্বেই তোমারে অবগত হইয়াছি; কিন্তু পরে তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। পূর্ব্বে তুমি বহুতর তীর্থে বারংবার স্নান ও অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান করিয়াছ; তন্নিমিত্ত দেবগণ ও মহাত্মা মুনিগণ তোমার প্রভাব বিদিত হইয়াছেন; এক্ষণে পুনর্ব্বার তপোনুষ্ঠান করিয়া সুরলোকে গমন করিতে হইবে। মাতলি আমার আদেশানুসারে তৎকালে এই স্থানে আগমনপূর্ব্বক তোমারে লইয়া দেবলোকে গমন করিবে।

অনন্তর আমি কহিলাম, ভগবন্! আমি অস্ত্র লাভার্থ আপনারে আচার্য্যরূপে বরণ করিতেছি; আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।

ইন্দ্র কহিলেন, বৎস! তুমি অস্ত্র শিক্ষা করিলে নিতান্ত ক্রূরকর্ম্মা হইবে; অতএব অস্ত্র শিক্ষা করিবার প্রয়োজন নাই; এক্ষণে যে কারণে অস্ত্র শিক্ষা করিতে উদ্যত হইয়াছ, তোমার সে মনোরথ অচিরাৎ সম্পূর্ণ হইবে। আমি কহিলাম, হে দেবরাজ! আমি শত্রুপ্রযুক্ত অস্ত্র সমুহ নিবারণ ব্যতিরেকে কদাচ মনুষ্যের প্রতি দিব্যাস্ত্রজাল প্রয়োগ করিব না। আপনি এক্ষণে প্রসন্ন হইয়া সেই সমস্ত অস্ত্র প্রদান করুন; পরে আমি তাহার প্রভাবে নিখিল লোক লাভ করিব।

ইন্দ্র কহিলেন, বৎস! আমি তোমার পরীক্ষার নিমিত্ত এই রূপ কহিতেছিলাম; ফলত আমার পুত্র হইয়া যেরূপ কহিতে হয়; তুমি তাহাই কহিয়াছ; এক্ষণে মন্নিকেতনে গমন করিয়া বায়ু, অগ্নি, অষ্ট বসু, বরুণ ও মরুদ্গণ হইতে সর্ব্বপ্রকার অস্ত্র শিক্ষা কর, এবং সাধ্য, পৈতামহ, গান্ধর্ব্ব, ঔরগ, রাক্ষস, বৈষ্ণব, নৈঋত ও ঐন্দ্র অস্ত্র সমুদায়ও তথায় অবগত হইতে সমর্থ হইবে। এই বলিয়া দেবরাজ ইন্দ্র সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন এবং লোকপাল সকল স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর মাতলি ইন্দ্রের অধিকৃত অতি

পবিত্র মায়াময় এক রথ আনয়ন করিয়া আমাকে কহিলেন, হে মহাবল! দেবরাজ ইন্দ্র আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে নিতান্ত অভিলাষী হইয়াছেন; অতএব আপনি কার্য্যাবশেষ সংসাধন করিয়া সত্বরে প্রস্তুত হউন; অদ্যই সশরীরে সুরলোকে যাইয়া অতি পবিত্র লোক সকল অবলোকন করিবেন।

আমি মাতলি কর্ত্তৃক এই রূপ অভিহিত হইয়া হিমাচলকে আমন্ত্রণ করত প্রদক্ষিণপূর্ব্বক দিব্য রথে আরোহণ করিলাম। অশ্ববিজ্ঞানবিৎ মহাত্মা মাতলি মনোমারুতগামী তুরঙ্গম সকলকে মহাবেগে চালনা করাতে রথবর বায়ুবেগে গমন করিতে লাগিল। ইত্যবসরে মাতলি বিস্ময় বিস্ফারিত লোচনে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, কি আশ্চর্য্য! আমি প্রতিদিনই প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে, অশ্বগণ ধাবমান হইবামাত্র দেবরাজ বিচলিত হইয়া থাকেন, কিন্তু আপনি অণুমাত্রও বিচলিত বা চকিত হইলেন না, প্রত্যুত রথমধ্যে স্থিরভাবেই অবস্থান করিয়া রহিলেন, বলিতে কি, আপনার এই সমস্ত কার্য্য দেবরাজের কার্য্য সকল অতিক্রম করিয়াছে! এই বলিয়া মাতলি নভোমণ্ডলে উত্থিত হইয়া বিমান ও দেবালয় সকল দর্শন করাইলেন। ঐন্দ্র রথ ক্রমে ক্রমে ঊর্দ্ধে উত্থিত হইলে দেখিলাম যে, তথায় মহর্ষিগণ ও দেবতারা সকলে স্বীয় অভীষ্ট দেবের অর্চ্চনা করিতেছেন। অনন্তর দেবর্ষিদিগের কাম্য লোক সমুদায় এবং গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণের প্রভাব আমার নয়নপথে নিপতিত হইল। পরে ইন্দ্রসারথি মাতলি নন্দন প্রভৃতি দিব্য বন ও উপবন সকল অবলোকন করাইলেন।

পরিশেষে কল্প পাদপোপশোভিত দিব্যরত্ন-বিভূষিত ইন্দ্রনগরী অমরাবতী নিরীক্ষণ করিলাম। যে স্থানে সূর্য্যের উত্তাপ নাই, শীত নাই, গ্রীষ্ম নাই, ক্লান্তি নাই ও ধূলিজাল-জনিত ক্লেশের লেশ নাই, যে স্থানে জরা নাই, শোক নাই এবং দৈন্য ও দৌর্ব্বল্যের প্রাদুর্ভাব নাই; যে স্থানে গ্লানি, ক্রোধ ও লোভের অনুভব হয় না ও সকল প্রাণী নিত্য সন্তুষ্ট; যে স্থানে হরিদ্বর্ণ পলাশালঙ্কৃত পাদপাবলী সততই ফলপুষ্পে সুশোভিত রহিয়াছে; যে স্থানে বিকশিত পদ্মগন্ধামোদিত স্বচ্ছসলিল সরোবর সকল শোভা পাইতেছে; সুশীতল পরিশুদ্ধ জগৎপ্রাণ সমীরণ অনবরত মন্দ মন্দ সঞ্চরণ করিতেছে; যে স্থানে ভূমি সকল নানাবিধ রত্নরাগে রঞ্জিত ও কুসুম সমূহে সুশোভিত হইতেছে; যে স্থানে বহুতর মনোহর পক্ষিকুল মধুর স্বরে গান ও মৃগগণ সঞ্চরণ করিতেছে; এবং যে স্থানে বহুবিধ বিমানগামী প্রাণী সকল সতত পরিদৃশ্যমান হইতেছে।

আমি তথায় বসু, রুদ্র, সাধ্য, মরুদ্গণ, আদিত্য ও অশ্বিনীতনয়-দ্বয়কে অর্চ্চনা করিলে তাঁহারা আমারে "তোমার বল, বীর্য্য, তেজ, যশ ও অস্ত্র অক্ষয় এবং সমরে জয় লাভ হইবে," বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। পরে আমি অমরপুরী প্রবেশ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দেবরাজকে নমস্কার করিলে তিনি প্রীতমনে আমারে নিজ আসনার্দ্ধ প্রদান করিলেন এবং স্নেহবশত স্বকীয় করকমল দ্বারা বারংবার আমার গাত্র স্পর্শ করিতে লাগিলেন। আমি তখন অস্ত্র শিক্ষার নিমিত্ত মহাত্মা দেব ও গন্ধর্ব্বগণের সহিত সুরলোকে বাস করিতে লাগিলাম। অস্ত্রশিক্ষাপ্রসঙ্গে বিশ্বাবসুর পুত্র চিত্রসেনের সহিত আমার সাতিশয় সৌহার্দ্দ জন্মিলে তিনি আমারে সমস্ত নৃত্য, গীত ও বাদ্য শিক্ষা করাইলেন। হে মহারাজ! এই রূপে আমি পূর্ণমনোরথ হইয়া পরম সুখ সমাদরে পাকশাসনপুরে অবস্থিতি করিতে লাগিলাম। তথায় প্রতিদিন সুমধুর গীত ও তূর্য্যঘোষ

শ্রবণ এবং অপ্সরোগণের নৃত্য সন্দর্শন করত তাহাতে অবজ্ঞা বা অশ্রদ্ধা প্রদর্শন না করিয়া বরং তাহার তত্ত্বানুসন্ধানে রত থাকিতাম; এ দিকে আবার পুরুষার্থ বোধে অস্ত্র শিক্ষাবিষয়েও সবিশেষ মনোনিবেশ করিয়া তাহার পর্য্যালোচনা করিতাম; এই কারণে দেবরাজ ইন্দ্র আমার প্রতি সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন।

হে মহারাজ! এই রূপে কিছু কাল অতিক্রান্ত হইলে একদা সুররাজ আমার মস্তকে পাণি প্রদান করিয়া কহিলেন, বৎস! দুর্ব্বল মানবজাতির কথা দূরে থাকুক; অদ্যাবধি দেবগণও তোমারে যুদ্ধে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবেন না। তুমি সংগ্রামে অপ্রমেয়, অধৃষ্য ও অপ্রতিম হইবে; অস্ত্রযুদ্ধে কেহই তোমার সমকক্ষ হইতে পারিবে না; তুমি সকল বিষয়েই দক্ষ, সর্ব্বদাই অপ্রমত্ত, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, বেদবেত্তা ও মহাবীর; তুমি আমার নিকট পঞ্চদশ অস্ত্র লাভ করিয়াছ; এবং অস্ত্রের প্রয়োগ, সংহার, আবৃত্তি, প্রায়শ্চিত্ত ও প্রতিঘাত এই পঞ্চবিধ বিধিবিজ্ঞানবিষয়েও আর কেহ তোমার সহিত তুল্য রূপে পরিগণিত হইবে না। এক্ষণে তোমার গুরুদক্ষিণার কাল সমুপস্থিত হইয়াছে; অতএব তুমি প্রথমত অঙ্গীকার কর; পশ্চাৎ আমি দক্ষিণা নিরূপণ করিয়া দিব।

এই কথা শ্রবণ করিয়া আমি সুররাজকে কহিলাম, হে দেবাধিপ! যে কার্য্য আমার কৃতিসাধ্যে সম্পন্ন হইবার যোগ্য; তাহার সংসাধনে কোন মতেই ত্রুটি করিব না; আপনি নিশ্চয় বোধ করিবেন, উহা সম্পন্ন হইয়াছে। তখন ভগবান্ পাকশাসন স্মিতমুখে আমারে কহিলেন, হে অর্জ্জুন! ত্রিভুবনে আজি তোমার অসাধ্য কিছুই নাই। এক্ষণে নিবাতকবচ নামক কতক গুলি দুর্দ্দান্ত দানবেরা আমার পরম শত্রু, তাহারা সাগরগর্ভে দুর্গ নির্ম্মাণপূর্ব্বক অবস্থান করিতেছে; তাহাদিগের রূপ, বল ও প্রভা একই প্রকার, সংখ্যা তিন কোটি; তুমি তাহাদিগকে বিনাশ কর; তাহা হইলে তোমার গুরুদক্ষিণাদান সম্পাদিত হইবে।

অনন্তর দেবরাজ পূর্ব্বে যে রথে আরোহণ করিয়া বিরোচননন্দন বলিরে পরাজয় করিয়াছিলেন; ময়ূরপক্ষসদৃশ রোমপরিবৃত, অশ্বযোজিত, মাতলি-পরিচালিত, প্রভাসম্পন্ন সেই দিব্য রথ প্রদান করিয়া আমার মস্তকে স্বহস্তে কিরীট বন্ধন করিয়া দিলেন এবং লাবণ্যানুরূপ তাঁহার অঙ্গের অলঙ্কার সকল ও অভেদ্য সুখস্পর্শ কবচ প্রদানপূর্ব্বক গাণ্ডীবে অজরা জ্যা যোজনা করিলেন। আমি সেই রথবরে অধিরূঢ় হইয়া যাত্রা করিলাম। তখন দেবগণ রথের ঘর্ঘর শব্দে প্রতিবোধিত হইয়া ইন্দ্র বোধে আমারে অবলোকন করিতে আগমন করিলেন। পরে নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, হে ফাল্গুন! তুমি কোন্ কার্য্য সাধনার্থে গমন করিতেছ? আমি কহিলাম, হে দেবগণ! আমি নিবাতকবচগণকে যুদ্ধে বিনাশ করিবার নিমিত্ত গমন করিতেছি; এক্ষণে আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন। তখন দেবগণ সন্তুষ্ট হইয়া দেবরাজের ন্যায় আমারও স্তুতিবাদ করিতে লাগিলেন, হে অর্জ্জুন! এই রথে আরোহণ করিয়া দেবরাজ রণস্থলে শম্বর, নমুচি, বল, বৃত্র, প্রহ্লাদ ও নরক প্রভৃতি শতসহস্র অসুরগণকে সংহার করিয়াছেন; তুমিও তদ্রূপ ইহাতে অধিরূঢ় হইয়া নিবাতকবচগণকে বিনাশ করিবে, তাহার সন্দেহ নাই। আর আমরা তোমারে এই এক পরমোৎকৃষ্ট শঙ্খ প্রদান করিতেছি, তুমি ইহা দ্বারা দানবগণকে অনায়াসে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে; বলিতে কি, ত্রিদশনাথ এই শঙ্খপ্রভাবেই দেব দানব প্রভৃতি সমস্ত লোক আত্মসাৎ করিয়াছিলেন।

তখন আমি জয় লাভার্থ সেই দেবদত্ত শঙ্খ গ্রহণ করত অমরগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া শঙ্খ, কবচ, বাণ ও শরাসন ধারণপূর্ব্বক সংগ্রামাভিলাষে দানবগণোদ্দেশে সাগর-গর্ভে গমন করিলাম।

একোনসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়।

অর্জ্জুন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর আমি অনেকানেক স্থানে মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া মহাসাগর সন্দর্শন করিলাম। তথায় বহুল ফেনপরিপ্লুত, সংহত ও অত্যুন্নত তরঙ্গনিকর উত্তুঙ্গ পর্ব্বতের ন্যায় পরিদৃশ্যমান হইতেছে; চতুর্দ্দিকে রত্নপরিপূর্ণ শতসহস্র তরণী প্লবমান হইতেছে; তিমিঙ্গিল, তিমিতিমিঙ্গিল, মকর ও কচ্ছপ সমুদায় জলমগ্ন শৈলের ন্যায় শোভা পাইতেছে; সলিলমধ্যে শতসহস্র শঙ্খ অল্পাভ্রপটলসংবৃত তারকাস্তবকের ন্যায় সুশোভিত হইতেছে; প্রভাসম্পন্ন বহুবিধ রত্নজাত নিমগ্ন রহিয়াছে; এবং অতি ভীষণ সমীরণ প্রবল বেগে আশ্চর্য্যরূপে ঘূর্ণমান হইতেছে।

আমি এবম্বিধ অম্ভোনিধি নিরীক্ষণ করিয়া পরিশেষে তন্মধ্যস্থিত দানবালয় অবলোকন করিলাম। অনন্তর রথযোগবেত্তা মাতলি অনতিবিলম্বে পাতালতলে অবতীর্ণ হইয়া রথঘর্ঘর শব্দে তত্রত্য সমস্ত লোকের অন্তঃকরণে ভয় সঞ্চার করত দানবপুরীর অভিমুখে বায়ুবেগে অশ্ব চালনা করিতে লাগিলেন। তখন দানবেরা নভোমণ্ডলবর্ত্তী নীরদনিনাদের ন্যায় সেই রথনির্ঘোষ শ্রবণ করিয়া দেবরাজ ইন্দ্র বোধে নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল এবং শশব্যস্ত হইয়া অসি, শূল, পরশু, গদা, মুষল, শর ও শরাসন ধারণপূর্ব্বক শঙ্কিত মনে পুরদ্বার রোধ করত তথায় রক্ষক নিযুক্ত করিয়া অদৃশ্য ভাবে রহিল।

অনন্তর আমি দেবপ্রদত্ত মহাস্বন শঙ্খ গ্রহণপূর্ব্বক প্রফুল্ল মনে মন্দ মন্দ ধ্বনি করিতে আরম্ভ করিলে তাহার প্রতিশব্দে অন্তরীক্ষ স্তব্ধ হইয়া উঠিল; প্রাণিগণ সংত্রস্ত চিত্তে ইতস্তত লুক্কায়িত হইতে লাগিল; ইত্যবসরে সহস্র সহস্র নিবাতকবচগণ বর্ম্ম ধারণ ও লৌহনির্ম্মিত মহাশূল, গদা, মুষল, পট্টিশ, করবাল, রথচক্র, শতঘ্নী, ভুশুণ্ডি এবং বিচিত্র অলঙ্কৃত খড়্গ গ্রহণপূর্ব্বক নির্গত হইতে লাগিল। মাতলি বারংবার বিচার করিয়া সমতল প্রদেশে অশ্ব চালনা করিলে অশ্বেরা এরূপ দ্রুতপদে গমন করিতে লাগিল যে, তৎকালে কিছুই লক্ষিত হইল না; ফলত উহা আমার পক্ষে নিতান্ত অদ্ভুত বোধ হইয়াছিল। পরে নিবাতকবচগণ সহস্র সহস্র বিকৃত স্বর ও বিকৃতাকার বাদ্য বাদন করিতে আরম্ভ করিলে সেই ঘোরতর শব্দপ্রভাবে সাগরগর্ভে পর্ব্বতোপম মৎস্যগণ উদ্ভ্রান্ত মনে দ্রুতগমনে ইতস্তত সঞ্চরণ করিতে লাগিল। অনন্তর দানবেরা শাণিত বাণ বর্ষণ করিতে করিতে আমার প্রতি ধাবমান হইলে যুদ্ধ আরম্ভ হইল; ক্রমে ক্রমে সেই নিবাতকবচান্তক যুদ্ধ অতি তুমুল হইয়া উঠিল। পূর্ব্বে দানবযুদ্ধে যেমন দেবগণ দেবরাজ ইন্দ্রকে স্তব করিয়াছিলেন; সেই রূপ দেবর্ষি, দানবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি ও সিদ্ধগণ সংগ্রাম দর্শনার্থ আগমন করিয়া আমার স্তব করিতে লাগিলেন।

সপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে রাজন্! অনন্তর নিবাতকবচগণ বহুবিধ আয়ুধ ধারণপূর্ব্বক মহাবেগে আমার প্রতি ধাবমান হইল এবং আমার রথের পথ রোধ ও পরিবেষ্টন করিয়া চারি দিক্ হইতে আমার প্রতি আক্রোশ প্রকাশ এবং অনবরত শর বর্ষণ করিতে লাগিল। পরে অন্যান্য মহাবল পরাক্রান্ত দুর্দ্দান্ত দানবেরা শূল পট্টিশ প্রভৃতি সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র শস্ত্র হস্তে লইয়া আমার প্রতি নিক্ষেপ করিল এবং আমার রথোপরি গদা, শক্তি

ও সুমহৎ শূলবৃষ্টি করিতে লাগিল। অনন্তর রণস্থলে কালরূপী মহাঘোর প্রহরণধারী নিবাতকবচগণকে একে একে গাণ্ডীবমুক্ত অজিহ্মগ দশ দশ বাণ দ্বারা বিনাশ করিলাম। এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া অবশিষ্ট সকলেই পলায়ন করিল।

তখন মাতলি বায়ুবেগে সুপ্রণালীক্রমে অশ্ব চালনা করিলে তাহারা বহুবিধ পথ পর্য্যটন করিয়া অসুরগণকে মন্থন করিতে লাগিল। সেই রথে শত শত অশ্ব যোজিত ছিল; কিন্তু তৎকালে মাতলির সুকৌশলে পরিচালিত হইয়া তাহাদিগকে নিতান্ত অল্পসংখ্যক বলিয়া বোধ হইল, কোন ক্রমেই বিশৃঙ্খল হইল না। অশ্বের চরণপাত, রথচক্রের ঘর্ঘর শব্দ ও আমার শর বর্ষণে শত শত অসুরেরা প্রাণ পরিত্যাগ করিল। তখন অশ্বেরা গৃহীতশরাসন, ধরাতলপতিত, গতাসু অসুর ও সারথিদিগকে চরণ দ্বারা আকর্ষণ করিতে লাগিল। অনন্তর নিবাতকবচগণ দিক্‌বিদিক্ সকল রোধ করিয়া আমার প্রতি বহুবিধ অস্ত্র ক্ষেপ করিতে লাগিল। তখন আমার মন সাতিশয় উৎকণ্ঠাকুল হইয়া উঠিল, কিন্তু মাতলির কি আশ্চর্য্য শিক্ষাকৌশল ও অদ্ভুত বীর্য্য! তিনি অনায়াসেই সেই মহাবেগে ধাবমান তুরগগণের রশ্মি সংযত করিলেন। পরে আমি আশুগামী বিচিত্র অস্ত্র দ্বারা শতসহস্র অস্ত্রধারী অসুরগণকে ছিন্ন ভিন্ন করিলাম।

ইন্দ্রসারথি মাতলি যুদ্ধে আমার এই রূপ অসাধারণ নৈপুণ্য সন্দর্শন করিয়া সাতিশয় প্রীত হইলেন। অসুরেরা অনেকেই অশ্ব ও রথ দ্বারা বিনষ্ট হইল; কতকগুলি পলায়ন করিল; কেহ কেহ বা শরপীড়িত ও আমাদিগের কর্ত্তৃক ভর্ৎসিত হইয়া শরজাল বিস্তারপূর্ব্বক আমারে আচ্ছন্ন করিল। তখন আমি অবিলম্বেই মন্ত্রপূত ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা শতসহস্র অসুরগণকে দগ্ধ করিলাম। তাহারা একান্ত নিপীড়িত হইয়া ক্রোধভরে শক্তি, শূল ও অসি বর্ষণ দ্বারা পুনরায় আমারে নিতান্ত উত্যক্ত করিলে পর আমি সুতীক্ষ্ণ তেজঃসম্পন্ন দেবরাজের দয়িত মাধব নামক এক উৎকৃষ্ট অস্ত্র গ্রহণ করিয়া সহস্র সহস্র তোমর প্রভৃতি শত্রুপ্রযুক্ত অস্ত্র শস্ত্র সকল খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলাম।

অনন্তর রোষপরবশ হইয়া দশ দশ বাণ দ্বারা অসুরদিগের এক এক জনকে বিদ্ধ করিতে লাগিলাম। তৎকালে আমার গাণ্ডীব হইতে ভ্রমরমালার ন্যায় শরনিকর নির্গত হইলে মহাত্মা মাতলি ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন এবং অসুরেরা যে সমস্ত বাণ প্রয়োগ করিল; তিনি তাহারও সমুচিত প্রশংসা করিলেন। অসুরেরা পুনরায় আমার প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপ করিলে আমিও অসুরগণকে বিদ্ধ করিতে লাগিলাম। অনন্তর যেমন জলদকালে পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে অবিরল জলধারা নিপতিত হইতে থাকে; তদ্রূপ অসুরদিগের ক্ষত বিক্ষত গাত্র হইতে শোণিতধারা বিগলিত হইতে লাগিল। পরে দানবেরা অশনিসমস্পর্শ অতি বেগগামী অজিহ্মগ মদীয় বাণ দ্বারা বধ্যমান হইয়া নিতান্ত উদ্বিগ্ন চিত্তে আমার সহিত মায়াযুদ্ধ আরম্ভ করিল।

একসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়।

অর্জ্জুন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর চারি দিক্ হইতে শিলাবৃষ্টি আরম্ভ হইল। আমি পর্ব্বতপ্রমাণ শিলাস্তম্ভ দ্বারা একান্ত নিপীড়িত হইয়া মাহেন্দ্রাস্ত্রপ্রেরিত বজ্রসঙ্কাশ শরনিকর দ্বারা শিলা সকল চূর্ণ করিতে লাগিলাম। তাহাতে তৎক্ষণাৎ অগ্নি উত্থিত হইল এবং অনলকণার ন্যায় সেই অশ্মচূর্ণ সকল নিপতিত হইতে লাগিল। এই রূপে শিলাবৃষ্টি নিবৃত্ত হইলে জলধারা সকল মুষলধারে দশ দিক্ আচ্ছন্ন করিয়া নভোমণ্ডল হইতে নিপতিত হইতে লাগিল।

অবিরল ধারাপাত, প্রখর ঝঞ্ঝাবাত ও দৈত্যগণের ভয়ঙ্কর গভীর গর্জ্জনে এককালে সকল আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল; আর কিছুই অনুভূত হইল না। ভূলোক হইতে দ্যুলোক পর্য্যন্ত সম্বদ্ধ বিশাল জলধারা সকল নিরন্তর নিপতিত হইয়া আমাদিগকে বিমোহিত করিল। তখন আমি ইন্দ্রোপদিষ্ট ঘোরতর অতি প্রদীপ্ত বিশোষণ নামক এক দিব্য অস্ত্র প্রয়োগ করিলাম; তাহাতেই সেই সকল জল তৎক্ষণাৎ বিশোষিত হইয়া গেল।

অনন্তর দানবেরা আমার প্রতি মায়াময় আগ্নেয় ও বায়ব্য অস্ত্র প্রয়োগ করিলে আমি তৎক্ষণাৎ সলিলাস্ত্র দ্বারা অগ্নি নির্ব্বাণ ও শৈলাস্ত্র দ্বারা বায়ুবেগ নিবারণ করিলাম। এই রূপে আগ্নেয় ও বায়ব্য অস্ত্র বিনষ্ট হইলে পর যুদ্ধদুর্ম্মদ দানবগণ এককালে বহুবিধ মায়া প্রকাশ করিয়া ঘোররূপ লোমহর্ষণ অস্ত্র, অগ্নি ও শিলাবৃষ্টি আরম্ভ করিল; এবং প্রবল বেগে বায়ু বহিতে লাগিল; সেই মায়াময়ী বৃষ্টি আমারে নিতান্ত নিপীড়িত করিল। পরে চারি দিক হইতে ঘোরতর নিবিড় অন্ধকার প্রাদুর্ভূত হইলে অশ্বেরা বিমুখ ও মাতলি স্খলিত হইলেন। তাঁহার হস্ত হইতে হিরণ্ময় প্রতোদ ভূতলে নিপতিত হইল; তিনি তখন নিতান্ত ভীত হইয়া 'অর্জ্জুন কোথায়' ইহা বারংবার বলিতে লাগিলেন। তাঁহারে বিচেতনপ্রায় অবলোকন করিয়া আমারও হৃদয়ে সাতিশয় ভয় সঞ্চার হইল।

অনন্তর তিনি একান্ত শঙ্কিত মনে আমারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে অর্জ্জুন! পূর্ব্বে অমৃতের নিমিত্ত সুরাসুরের ঘোরতর সংগ্রাম হইয়াছিল; আমি তাহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি; সম্বরবধে ভয়ানক যুদ্ধ ঘটনা হইয়াছিল; আমি সে স্থানেও দেবরাজের সারথ্য কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়াছি; বৃত্রাসুর সংহারে আমিই অশ্ব চালনা করিয়াছি; বৈরোচনি বলির অতি বিষম সমরও নয়নগোচর করিয়াছি। এই সকল মহাঘোর সংগ্রাম প্রত্যক্ষ করিয়াও কদাচ সংজ্ঞাশূন্য হই নাই। আজি বোধ হয়, সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা নিশ্চয়ই প্রকৃতিবর্গের বিনাশ কল্পনা করিয়াছেন; অন্যথা এই রূপ সংসার-নাশকারী অভূতপূর্ব্ব সমরঘটনা নিতান্ত অসম্ভব।

আমি এই কথা শ্রবণ করত শঙ্কাশূন্য হইয়া দানবগণের মায়াবল নিরাকরণ করিবার নিমিত্ত নিতান্ত ভীত মাতলিকে কহিলাম, হে ইন্দ্রসারথে! অদ্য আপনি আমার ভুজবল, অস্ত্র ও গাণ্ডীব শরাসনের প্রভাব প্রত্যক্ষ করুন। আজি আমি অস্ত্রমায়া দ্বারা দানবগণের নিদারুণ মায়া ও গাঢ়তর অন্ধকার নিরাকরণ করিব; আপনি অণুমাত্র ভীত বা ব্যস্ত হইবেন না। এই বলিয়া আমি দেবগণের হিত সাধনার্থ সর্ব্বভূত-বিমোহিনী অস্ত্রমায়া সৃষ্টি করিলাম। তখন অসুরেরা আপনাদিগের মায়াজাল উচ্ছিন্ন হইল দেখিয়া পুনরায় বহুবিধ মায়া প্রকাশ করিতে লাগিল। কখন প্রচুর আলোক, কখন ঘোরতর অন্ধকার, কখন লোক সকল দৃষ্টিগোচর হইয়া উঠিল; কখন বা সমস্ত সংসার অগাধ জলে নিমগ্ন হইয়া গেল। পরে ইন্দ্রসারথি মাতলি আলোক লাভ করিয়া রণস্থলে অশ্ব চালনা করিতে লাগিলেন। এই অবসরে নিবাতকবচগণ পুনরায় আমারে আক্রমণ করিলে আমিও কোন প্রকার কৌশলে তাহাদিগকে শমনসদনে প্রেরণ করিলাম। পরে সেই নিবাতকবচান্তকারী সংগ্রামে মায়াপরিবৃত দানবগণকে আর অবলোকন করিতে পাইলাম না।

দ্বিসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়।

অর্জ্জুন কহিলেন, মহারাজ! দৈত্যগণ মায়াপ্রভাবে অলক্ষিত হইয়া যুদ্ধ করিতে

লাগিল; আমিও অদৃশ্যমান অস্ত্রসহকারে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলাম। আমার গাণ্ডীবোন্মুক্ত শর সমূহে ভূরি ভূরি দানবের মস্তক ছেদন হইলে তাহারা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। এই রূপে নিবাতকবচগণের প্রাণ সংহার করিলে তাহারা প্রকটিত মায়া উপসংহার করিয়া আত্মপুরী-মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহাদিগের অপসারণে দৃষ্টিপথ প্রকাশিত হইলে দেখিলাম, শত সহস্র দানব নিহত হইয়া রণভূমিতে পতিত রহিয়াছে; তাহাদিগের অস্ত্র, আভরণ, গাত্র ও কবচ সকল চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। তাহাদের মধ্যে এরূপ স্থান নাই যে, তুরঙ্গমগণ এক পদ গমন করে।

আমি এই সকল অবলোকন করিতেছি; এমন সময়ে নিবাতকবচগণ সহসা অলক্ষিতরূপে নভোমণ্ডল আচ্ছাদিত করিয়া শিলোচ্চয় সমূহ বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। কতকগুলি ভয়ানক দানব মৃত্তিকার অভ্যন্তরে বিলীন হইয়া অশ্বের চরণ ও রথের চক্র ধারণ করিয়া রহিল। এই রূপে তাহারা সমরসময়ে অশ্ব ও রথ আকর্ষণপূর্ব্বক অচল সমূহে দিক্ সকল অবরুদ্ধ করিলে সেই স্থান পর্ব্বতগুহার ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল।

অনন্তর আমরা দানব কর্ত্তৃক নিতান্ত আক্রান্ত এবং পর্ব্বতাচ্ছন্ন হইয়া সাতিশয় কাতর ও ভীত হইয়াছি নিরীক্ষণ করত মহাত্মা মাতলি কহিলেন, অর্জ্জুন! তুমি ভীত হইও না; বজ্র গ্রহণ কর। আমি মাতলির বাক্য শ্রবণ করত দৃঢ়তররূপে দণ্ডায়মান হইয়া গাণ্ডীবকে আমন্ত্রণপূর্ব্বক সুররাজের প্রিয়তম অতি ভীষণ বজ্র উদ্যত করিলাম। পরে সেই বজ্র হইতে বজ্রস্বরূপ লৌহনির্ম্মিত বাণসমূহ বহির্গত হইয়া সেই সমস্ত মায়াময় পদার্থ ও নিবাতকবচগণের মধ্যে প্রবেশ করিলে তাহারা নিহত ও পরস্পর সংশ্লিষ্ট হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইল। যে সকল দানব পৃথিবীর অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া অশ্ব ও রথ আকর্ষণ করিয়াছিল; আমার শর সকল তথায় প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকেও শমনসদনে প্রেরণ করিল।

এই রূপে পর্ব্বতোপম নিবাতকবচগণ নিহত ও ধরাশায়ী হইলে সেই স্থান গিরিবরাকীর্ণ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! অশ্বগণ, রথ, মাতলি অথবা আমার কিছুমাত্র ক্ষতি বা অপকার হইল না! অনন্তর মাতলি সহাস্য বদনে কহিলেন, অর্জ্জুন! তোমার যেরূপ বলবীর্য্য অবলোকন করিলাম; বোধ হয়, দেববৃন্দেরও তদ্রূপ বলবীর্য্য নাই।

এ দিকে দানবগণ জীবনযাত্রা সম্বরণ করিলে নগরমধ্যে দানবযোষা সকল শারদীয় সারসকুলের ন্যায় উচ্চস্বরে রোদন করিতে লাগিল। আমি তখন রথশব্দে তাহাদিগের ভয়োৎপাদন পূর্ব্বক মাতলি সমভিব্যাহারে পুরমধ্যে প্রবেশ করিলাম।

দানবগণ ময়ূরসদৃশ দশ সহস্র অশ্ব ও সূর্য্যসদৃশ রথ অবলোকন করত দলবদ্ধ হইয়া পলায়নপূর্ব্বক আপন আপন রত্নচয়মণ্ডিত স্বর্ণময় গৃহে প্রবেশ করিল। তৎকালে ভয়ব্যাকুল কুলবধূকুলের অলঙ্কারঝঙ্কার শৈলোপরি নিপতিত শিলার ন্যায় মধুর ধ্বনি উৎপাদন করিতে লাগিল।

অনন্তর আমি সেই বিচিত্র দানবনগরী অমরপুরী অপেক্ষাও উৎকৃষ্টতর নিরীক্ষণ করিয়া মাতলিরে জিজ্ঞাসা করিলাম, মহাশয়! এই অসুরনগর দেবনগর অপেক্ষাও সমধিক সৌন্দর্য্যশালী দেখিতেছি; অতএব কি নিমিত্ত দেবগণ এবম্বিধ মনোহর নগরে অধিবাস করেন না?

মাতলি কহিলেন, হে পার্থ! প্রথমে আমাদিগের দেবরাজেরই এই নগর ছিল; পরে নিবাতকবচগণ তীব্রতর তপোনুষ্ঠানপূর্ব্বক পিতামহকে প্রসন্ন করিয়া এই স্থানে অধিবাস ও যুদ্ধে দেবগণ হইতে অভয় প্রা-

র্থনা করে; তাহাতে কৃতকার্য্য হইয়া নগর হইতে দেবগণকে অপসারিত করিয়া দেয়। অনন্তর দেবরাজ ইন্দ্র আত্মহিতার্থ তাঁহাদিগকে সংহার করিবার নিমিত্ত ভগবান্ কমলযোনিরে অনুরোধ করেন; তাহাতে তিনি কহিলেন, হে শক্রহন! তুমি দেহান্তরে অবতীর্ণ হইয়া উহাদিগকে সংহার করিবে।

দেবরাজ ব্রহ্মার নিকট সবিশেষ শ্রবণ করিয়া তোমারে সমুদায় অস্ত্র প্রদান করিয়াছেন। তুমি যে সমস্ত দানবগণকে বিনষ্ট করিয়াছ; দেবগণ কখনই তাহাদিগকে সংহার করিতে সমর্থ হইতেন না; পরে কমলযোনির বাক্যানুসারে কালক্রমে তুমিই তাহাদিগের কালস্বরূপ হইয়া এ স্থানে আগমন করিয়াছ। যে পুরুষেন্দ্র! ভগবান্ মহেন্দ্র দানবগণের বিনাশার্থ তোমারে অত্যুত্তম অস্ত্রবল গ্রহণ করাইয়াছেন।

অনন্তর আমি সেই নগরের শান্তি স্থাপন করিয়া মহাত্মা মাতলি সমভিব্যাহারে পুনরায় দেবপুরে গমন করিলাম।

ত্রিসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে নরনাথ! অমরাবতী গমনসময়ে পথিমধ্যে এক কামচারী নগর নয়নগোচর করিলাম। ঐ নগর পাবক ও প্রভাকরের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন; সুস্বর পতত্রিগণ-পরিবৃত, রত্নময় পুষ্পফলশোভিত রত্নপাদপশ্রেণীতে পরিকীর্ণ; গোপুরনিকরে পরিপূর্ণ; অট্টালিকায় সুশোভিত এবং দুর্গম্য দ্বারচতুষ্টয়ে উদ্ভাসিত হইয়া রহিয়াছে। মাল্যধারী দানবগণ শূল, ঋষ্টি, মুষল, মুদ্গর প্রভৃতি বিবিধ আয়ুধ গ্রহণ পূর্ব্বক তাহার চতুর্দ্দিক্ রক্ষা করিতেছে। উহাতে কালকঞ্জ ও পুলোমজ দনুজদলের আবাসস্থান। আমি এই অদ্ভুতদর্শন আকাশচর নগর নিরীক্ষণ করিয়া মাতলিরে উহার সমস্ত বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলাম।

মাতলি কহিলেন, পুলো মা ও কালকা নাম্নী দুই প্রধান অসুরী দিব্য সহস্র বর্ষ কঠোর তপস্যা করিয়াছিল। তপস্যাবসানে ভগবান্ স্বয়ম্ভু সেই অসুরীদ্বয়ের প্রার্থনানুসারে "তোমাদিগের পুত্রগণ অল্প দুঃখভাগী ও সুর, রাক্ষস, পন্নগগণের অবধ্য হইবে" বলিয়া বর প্রদান করিলেন; এবং তাহাদিগকে সর্ব্বরত্ন-সমন্বিত, মহর্ষি, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, পন্নগ, অসুর ও রাক্ষসগণের অনভিভবনীয় এই আকাশচারী নগর প্রদান করিলেন। ব্রহ্মা এই সর্ব্বকাম-সমন্বিত, বীতরোগশোক নগর কালকেয়গণের নিমিত্তই নির্ম্মাণ করিয়াছেন; এই অমরবর্জ্জিত নগর হিরণ্য পুর বলিয়া বিখ্যাত; কালকা ও পুলোমানন্দনগণ ইহার রক্ষণাবেক্ষণ করে। তাহারা দেবগণের অবধ্য বলিয়া এই নগরে সদা সানন্দচিত্তে বাস করিতেছে; উদ্বেগ বা ঔৎসুক্য তাহাদিগের স্বপ্নের অগোচর। হে ভারত! ভগবান্ ব্রহ্মা মনুষ্য হইতে তাহাদিগের মৃত্যু নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন; অতএব তুমি শীঘ্র বজ্রাস্ত্র প্রয়োগ করিয়া দুরন্ত কালকেয়গণকে কৃতান্তভবনে প্রেরণ কর।

আমি তখন দানবগণকে সুরাসুরের অবধ্য বোধ করিয়া হৃষ্টচিত্তে কহিলাম, হে সূত! আপনি এই পুরীমধ্যে শীঘ্র প্রবেশ করুন। আমি বলারাতির সমস্ত অরাতিদল অস্ত্রবলে নির্দলিত করিব; এই দানবগণ আমারই বধ্য; তাহার সন্দেহ নাই।

অনন্তর মাতলি হয়-সনাথ দিব্য রথের সাহায্যে আমারে অনতিবিলম্বেই হিরণ্য পুরের উপকণ্ঠে উপস্থিত করিলেন। দানবদল আমারে অবলোকন করিবামাত্র বদ্ধপরিকর হইয়া রথারোহণ-পূর্ব্বক মহাবেগে উৎপতিত হইল; এবং সংরম্ভ-সহকারে তীব্রতর পরাক্রম প্রকটিত করিয়া আমার প্রতি নালীক, নারাচ, ভল্ল, শক্তি, ঋষ্টি ও তোমর নিক্ষেপ করিতে লাগিল।

আমি সমরাঙ্গনে স্যন্দনারোহণে বিচরণ

করিতে করিতে শস্ত্রবল ও বিদ্যাবল অবলম্বনপূর্ব্বক তাহাদিগের অস্ত্র শস্ত্র সুদূরপরাহত ও তাহাদিগকেও সম্মোহিত করিলাম। তাহারা যখন অতিমাত্র বিমোহিত হইয়া পরস্পর আক্রমণ ও আঘাত করিতে লাগিল; আমি সেই অবসরে তাহাদিগের উত্তমাঙ্গ সকল নিশিত বিশিখজালে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলাম। এই রূপে কামগ পুরবাসী দানবগণ নির্ভরনিপীড়িত হইয়া দানবী মায়া অবলম্বন করত সেই নগর হইতে যেমন সমুৎপতিত হইল; আমি অমনি শরনিকর বিস্তার করিয়া তাহাদিগের গমনপথ আচ্ছাদন ও গতি রোধ করিলাম।

অনন্তর আমি বিবিধ আয়ুধপাত দ্বারা দনুজদল সহ সেই দেদীপ্যমান কামচারী নগরী আক্রমণ করিলাম। ঐ দিব্য পুরী কখন ভূতলে নিপতিত, কখন ঊর্দ্ধে উৎপতিত, কখন তির্য্যক্ ভাগে বিচলিত, কখন বা সলিলে নিমগ্ন হইতে লাগিল। উহা আমার সরলগামী লৌহময় বাণে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইল ও তন্নিবাসী অসুরেরাও বজ্রসমবেগ বিশিখ সমূহে নিতান্ত আহত হইয়া কালপ্রেরিতের ন্যায় ঘূর্ণমান হইতে লাগিল।

অনন্তর মাতলি সেই আদিত্যপ্রভ রথের একান্ত প্রান্তভাগে উপবেশন-পূর্ব্বক আমারে অচির কালমধ্যে অবনিতলে অবতারিত করিলেন। তথায় সেই রোষপরবশ যুযুৎসু দানবগণের ষষ্টি সহস্র রথ আমার সম্মুখীন হইলে আমি সেই রথ সকল নিশিত অর্দ্ধাকৃতি বাণে খণ্ড খণ্ড করিলাম। পরে দানবগণ সমরে আমাদিগকে পরাভব করা মানবের সাধ্য নহে, মনে করিয়া সাগরতরঙ্গের ন্যায় সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইল। আমিও যথাক্রমে দিব্যাস্ত্র সকল সংযোজনা করিলাম; কিন্তু সেই সকল চিত্রযোধী রথী মুহূর্ত্তমাত্রেই আমার দিব্যাস্ত্র সমুদায় প্রতিহত করিল। পরে তাহারা বিচিত্র ধ্বজকবচে ও মুকুট প্রভৃতি বিচিত্র অলঙ্কারে বিভূষিত হইয়া যেন আমার হর্ষোৎপাদন করত বিচিত্র রথপথে বিচরণ করিতে লাগিল। তাহাদিগকে উৎপীড়ন করা দূরে থাকুক; তাহারাই তখন আমারে যৎপরোনাস্তি উৎপীড়ন করিতে আরম্ভ করিল।

আমি সেই মহাযুদ্ধে যুদ্ধকুশল দানবদলের উৎপীড়নে নিতান্ত ব্যথিত ও ভীত হইয়া সংযত চিত্তে দেবদেব মহাদেব এবং ভূতগণের নামোচ্চারণ ও স্বস্তিবাচন-পূর্ব্বক অমিত্রবিকর্ত্তন রৌদ্রাখ্য মহাস্ত্র সংযোজনা করিলাম; এমন সময়ে সেই সনাতন রৌদ্র অস্ত্র ত্রিমস্তক, নবলোচন, ষড়্ভুজ, সূর্য্যানলসঙ্কাশ কেশপাশে শোভিত এবং লেলিহান মহানাগ সমূহে কৃতশেখর পুরুষের মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে, অবলোকন করিলাম। দর্শনমাত্রেই শরাবিভূত ভূতনাথকে নমস্কারপূর্ব্বক দানবগণের জীবন সংহারার্থ সেই গাণ্ডীবনিহিত পাশুপত অস্ত্র পরিত্যাগ করিলাম।

অনন্তর সেই পরিত্যক্ত অস্ত্র সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, হরিণ, মহিষ, আশীবিষ, গো, সরভ, বারণ, বানর, বৃষভ, বরাহ, মার্জ্জার, শালাবৃক, প্রেত, ভুরুণ্ড, গৃধ্র, গরুড়, চমর, অশ্ব, গজমুখ মীন, পেচক, দেব, ঋষি, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, যক্ষ, অসুর, গুহ্যক ও গদা মুদ্গরধারী নিশাচর প্রভৃতি অশেষবিধ প্রাণিগণের মূর্ত্তি ও ত্রিশিরা, চতুর্দ্দন্ত, চতুর্মুখ ও চতুর্ভুজ প্রভৃতি বিবিধ রূপ ধারণ করিয়া সমস্ত জগৎ আচ্ছাদিত করিল। আমি এবম্প্রকার সূর্য্যাগ্নিসম তীক্ষ্ণ, বজ্রসম প্রভাযুক্ত ও পর্ব্বতসম সারসম্পন্ন বাণ সমূহে মুহূর্ত্তমাত্রে দানবদলকে উন্মূলিত করিলাম। তাহাদিগকে গাণ্ডীবাস্ত্র-প্রভাবে বিনষ্ট ও নভোমণ্ডল হইতে নিপতিত নিরীক্ষণ করিয়া পুনরায় ত্রিপুরান্তক দেবাদিদেবকে নমস্কার করিলাম।

দিব্যাভরণ-ভূষিত অসুরগণ পাশুপত অস্ত্রে নিষ্পেষিত হইয়াছে এবং আমি দেবদুষ্কর কার্য্য সাধনে কৃতকার্য্য হইয়াছি দর্শন করিয়া মাতলি সাতিশয় হৃষ্টচিত্তে আমারে সৎকার করত কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, ধনঞ্জয়! তুমি আজি সুরাসুরগণের অসাধ্য কর্ম্ম সাধন করিয়াছ! স্বয়ং সুরেশ্বরও এই কার্য্যে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই! তুমি স্বীয় তেজ ও তপঃপ্রভাবে দেবদানবের অনভিভবনীয় এই আকাশচর নগর বিমথিত করিয়াছ!

এ দিকে বৈমানিক নগর ও দানবগণ নির্ম্মূলিত হইলে দানবরমণীরা নিতান্ত দুঃখিনী ও স্খলিতকবরী হইয়া দুঃখদগ্ধ কুররীর ন্যায় রোদন করিতে করিতে নগরের বহির্ভাগে নিপতিত হইল। তাহারা পতি, পুত্র, ভ্রাতা ও পিতার শোকে ধরাতলে বিলুণ্ঠিত হইয়া দীন কণ্ঠে রোদন ও উরঃস্থল তাড়ন করিতে লাগিল। তাহাদিগের কুসুমমালা ও বিভূষণ সকল স্রস্ত হইয়া পড়িল। গন্ধর্ব্ব-নগরাকার সেই দানবনগর দানবীগণের শোকানলে দহ্যমান হইয়া নাগবর্জ্জিত হ্রদের ন্যায়, সরস তরুশূন্য অরণ্যের ন্যায় শ্রীভ্রষ্ট ও কান্তিহীন হইয়া উঠিল।

অনন্তর মাতলি আমারে অচির কালমধ্যেই অমরালয়ে আনয়ন করিলেন। আমি হিরণ্য পুর উৎসন্ন ও সংগ্রামে দুর্জ্জয় নিবাতকবচগণকে নিহত করিয়া সমধিক সানন্দ চিত্তে দেবেন্দ্রসমীপে আগমন করিলাম। মাতলি তখন আমার অনুষ্ঠিত সমুদায় কার্য্য দেবরাজকে আনুপূর্ব্বিক নিবেদন করিলেন। ভগবান্ সহস্রলোচন ও অন্যান্য দেবগণ হিরণ্য পুরের উৎসাদন, দানবী মায়ার নিরাকরণ এবং মহাতেজা দানবগণের নিধনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া প্রীতিপ্রফুল্ল চিত্তে আমারে বারংবার সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন; এবং সুমধুর বাক্যে কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! তুমি গুরুর নিমিত্ত ভয়ানক শত্রুগণকে সংহার করিয়া দেবদানবের সাধ্যাতীত কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছ। তুমি সংগ্রামসময়ে সর্ব্বদা স্থিরচেতা ও অস্ত্র প্রয়োগসময়ে অভ্রান্তহৃদয় হইবে; দেব, দানব, রক্ষ, যক্ষ, পক্ষী, পন্নগ প্রভৃতি কেহই তোমার পরাক্রম সহ্য করিতে সমর্থ হইবে না; ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির তোমারই বাহুবলে সসাগরা ধরার আধিপত্য লাভ করিয়া প্রতিপালন করিবেন।

চতুঃসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে রাজন্! অনন্তর দেবরাজ অবসরক্রমে আমারে অভিনন্দন করিয়া কহিলেন, ভারত! সমুদায় দিব্যাস্ত্র তোমাতেই সন্নিবেশিত রহিল; কোন মানব তোমারে পরাভব করিতে সমর্থ হইবে না। তুমি যখন সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবে; তখন ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, শকুনি ও অন্যান্য ভূপতিগণ তোমার ষোড়শাংশের একাংশেরও যোগ্য হইতে পারিবে না। তিনি এবম্প্রকার আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক আমারে এই অভেদ্য তনুত্রাণ, হিরণ্ময়ী মালা, দেবদত্ত শঙ্খ, দিব্য বস্ত্র ও রুচির আভরণ প্রদান করিলেন এবং স্বহস্তে এই দিব্য কিরীট গ্রহণ করিয়া আমার মস্তকে বিন্যস্ত করিয়া দিলেন। আমি ইন্দ্রভবনে এই রূপে পূজিত হইয়া গন্ধর্ব্বদারকগণের সহিত পরম সুখে বাস করিতেছিলাম।

আমি তথায় দ্যূতজনিত বিপত্তি স্মরণ করত পঞ্চ বর্ষ অতিবাহন করিলে, দেবরাজ ও সুরগণ আমারে কহিলেন, অর্জ্জুন! তোমার ভ্রাতৃগণ এক্ষণে তোমারে স্মরণ করিতেছেন; অতএব তোমার গমনের সময় সমুপস্থিত হইয়াছে। অনন্তর আমি তাঁহাদিগের বাক্যানুসারে এই গন্ধমাদনের প্রত্যন্ত পর্ব্বতের শিখরদেশে আগমনপূর্ব্বক আপ-

নারে ও অন্যান্য ভ্রাতৃগণকে নয়নগোচর করিলাম।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ধনঞ্জয়! তুমি ভাগ্যবলে দিব্য অস্ত্র সমুদায় প্রাপ্ত হইয়াছ; তুমি ভাগ্যবলে দেবরাজকে আরাধনা করিয়াছ; তুমি ভাগ্যবলে সাক্ষাৎ ভবানী ও ভবানীপতিরে সন্দর্শন করিয়াছ; তুমি ভাগ্যবলে যুদ্ধে আশুতোষকে পরিতুষ্ট করিয়াছ; তুমি ভাগ্যবলে লোকপালগণের সহিত সমাগম লাভ করিয়াছ। আমরাও ভাগ্যবলে এত দিন কুশলে ছিলাম এবং তোমারে পুনরায় প্রাপ্ত হইলাম। বোধ হয়, আজি বহুবিধ পুরমালিনী ভগবতী অবনিদেবী হস্তগত হইলেন; এবং ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণও পরাজিত হইল। এক্ষণে যাহা দ্বারা তাদৃশ বীর্য্যবান নিবাতকবচগণকে সংহার করিয়াছ; সেই সমুদায় দিব্য অস্ত্র দর্শন করিবার নিমিত্ত কৌতুকাবিষ্ট হইয়াছি।

অর্জ্জুন কহিলেন, মহারাজ! যাহা দ্বারা নিবাতকবচগণকে নিপাতিত করিয়াছি; কল্য প্রভাতে সেই সমুদায় অস্ত্র অবলোকন করিবেন। এই রূপে ধনঞ্জয় ভ্রাতৃগণের সমক্ষে আগমন-বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া তাঁহাদিগের সহিত তথায় সেই রাত্রি অতিবাহিত করিলেন।

পঞ্চসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে জনমেজয়! রজনী প্রভাত হইলে রাজা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত গাত্রোত্থান-পূর্ব্বক কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল সম্পাদন করিয়া মাতৃনন্দ-বর্দ্ধন অর্জ্জুনকে দানবঘাতন দিব্য অস্ত্র সকল প্রদর্শন করিতে কহিলেন। ধনঞ্জয় শুচি ও দেবরাজদত্ত দিব্য কবচে আবৃত হইয়া দেবদত্ত অস্ত্র সমুদায় প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। তখন ধরাতল রথস্থানীয়; গিরি সকল যুগন্ধর, চক্র ও অক্ষস্বরূপ এবং তত্রত্য বংশ সকল ত্রিবেণু রূপ হইল। তিনি এই রূপ পার্থিব রথে আরোহণ, দেবদত্ত শঙ্খ ধারণ ও গাণ্ডীব শরাসন আকর্ষণ-পূর্ব্বক যখন অস্ত্র সমুদায় প্রয়োগ করিতে উদ্যত হইলেন; তখন তাঁহার পদভরে সক্রমা পৃথিবী কম্পমান হইতে লাগিল; নদী সকল স্তব্ধ ও মহাসাগর ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল; পর্ব্বত সকল বিদীর্ণ ও বায়ুপ্রবাহ রুদ্ধ হইয়া গেল; প্রভাকর প্রভাবিহীন, হুতাশন নির্ব্বাণ এবং দ্বিজাতিগণের বেদ সকল প্রতিভাশূন্য হইয়া উঠিল।

পৃথিবীর অভ্যন্তরবাসী প্রাণী সকল তাঁহার অস্ত্রপ্রভাবে পীড্যমান ও বিকৃতানন হইয়া তথা হইতে উত্থানপূর্ব্বক পাণ্ডবগণকে পরিবেষ্টন করত বেপমান কলেবরে ধনঞ্জয়ের নিকটে অস্ত্রের প্রতিসংহার প্রার্থনা করিতে লাগিল। দেব, দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, মহর্ষি, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও পক্ষী প্রভৃতি আকাশচর অন্যান্য জঙ্গম প্রাণীগণ তৎক্ষণাৎ তথায় উপস্থিত হইল। পিতামহ, লোকপালগণ ও ভগবান্ ভূতপতি ভূতগণ সমভিব্যাহারে তথায় আগমন করিলেন। সমীরণ বিচিত্র দিব্য মাল্যে পাণ্ডুপুত্র পার্থকে পরিকীর্ণ করিল। গন্ধর্ব্বনিবহ সুরগণের অনুমতিক্রমে বিবিধ গাথা গান করিতে আরম্ভ করিল; অপ্সরা সকল বহুবিধ বিভ্রমসহকারে নৃত্য করিতে লাগিল।

এমন সময়ে মহর্ষি নারদ সুরগণের আজ্ঞাক্রমে পাণ্ডবগণের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, অর্জ্জুন! অর্জ্জুন! তুমি দিব্যাস্ত্রের উপসংহার কর। এই সকল দিব্য অস্ত্র কোন ক্রমেই অলক্ষ্যে নিক্ষেপ করিবে না অথবা উৎপীড়িত না হইলে কাহারও প্রতি প্রয়োগ করা কদাচ উচিত নহে; ইহা নিরর্থ প্রয়োগ করিলে সাতিশয় অনিষ্ট ঘটনার সম্ভাবনা। এই সকল অস্ত্র শাস্ত্রানুসারে রক্ষা করিলে তেজস্বী ও সুখজনক হয়; সন্দেহ নাই; কিন্তু রক্ষা করিতে না পারিলে সচরাচর ত্রৈলোক্য এককালে বিনষ্ট হইয়া

যায়। হে অজাতশত্রো! যখন অর্জ্জুন এই সকল অস্ত্র দ্বারা সমরে অরাতিগণকে অবমর্দ্দন করিবে; তখন ইহাদিগের প্রভাব তোমার নয়নগোচর হইবে।

অর্জ্জুন এই প্রকারে নিবারিত হইলে দেব গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি সকলেই স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন; পাণ্ডবগণও সেই বনে হৃষ্টচিত্তে কৃষ্ণার সহিত বাস করিতে লাগিলেন।

নিবাতকবচযুদ্ধ পর্ব্ব সমাপ্ত

আজগর পর্ব্বাধ্যায়।

ষট্‌সপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, হে তপোধন! রথিশ্রেষ্ঠ ধনঞ্জয় ইন্দ্রভবন হইতে প্রত্যাগমন করিলে পর পাণ্ডুনন্দনগণ তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া কি কি কর্ম্ম করিয়াছিলেন?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পাণ্ডুতনয়েরা ইন্দ্রতুল্য প্রভাবসম্পন্ন মহাবীর অর্জ্জুন সমভিব্যাহারে সেই সুরম্য শৈলে ধনেশ্বরের আক্রীড় ভূমিতে বিহার করিতে লাগিলেন। ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য মহাবীর ধনঞ্জয় তত্রত্য অপ্রতিম গৃহ সমুদায় ও নানাবিধ বৃক্ষে পরিবেষ্টিত ক্রীড়াস্থান সকল অবলোকনপূর্ব্বক সুখে ইতস্তত বিচরণ করিতে লাগিলেন। পাণ্ডুতনয়গণ যক্ষাধিপতি কুবেরের প্রসাদলব্ধ স্থান প্রাপ্ত হইয়া মর্ত্ত্য লোকের ঐশ্বর্য্যে নিস্পৃহ হইলেন; বিশেষত সেই সময় তাঁহাদের পক্ষে নিতান্ত শ্রেয়স্কর হইয়াছিল। মহাত্মা পাণ্ডবগণ বহু দিবসের পর প্রিয় ভ্রাতা ধনঞ্জয়ের সহিত মিলিত হইয়া আনন্দাতিশয্য-বশত ঐ স্থানেই অনায়াসে এক রাত্রির ন্যায় চারি বৎসর যাপন করিলেন। ইতি পূর্ব্বে বনবাসে তাঁহাদের ছয় বৎসর অতীত হইয়াছিল; এক্ষণে আবার চারি বৎসর অতিবাহিত হওয়াতে তাঁহাদের দশ বৎসর অরণ্যবাস হইল। ঐ দশ বৎসর তাঁহারা বনে বাস করিয়াও পরমানন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন।

একদা মহাবল পরাক্রান্ত বৃকোদর, অর্জ্জুন ও ইন্দ্রতুল্য প্রভাবসম্পন্ন মাদ্রীনন্দনদ্বয় একান্তে আসীন হইয়া মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন-পূর্ব্বক প্রিয় ও হিতকর বাক্যে কহিতে লাগিলেন, হে কুরুরাজ! আমরা কেবল আপনার প্রিয়ানুষ্ঠান ও আপনার প্রতিজ্ঞা সত্য করিবার মানসেই ঐ বন পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সানুচর সুযোধনের সংহারার্থ গমন করিতেছি না। আমরা একান্ত সুখার্হ; কেবল দুরাত্মা দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক সুখসমৃদ্ধি সম্ভোগে বঞ্চিত হইয়া একাদশ বৎসর বনে বাস করিতেছি। হে মহারাজ! আমরা আপনার আজ্ঞানুসারে মান ও ধন পরিত্যাগ-পূর্ব্বক অবিশঙ্কিত চিত্তে বনে বনে পরিভ্রমণ করত পরিশেষে সেই মন্দবুদ্ধি সুযোধনকে বঞ্চিত করিয়া সুখে অজ্ঞাত বাস করিব। আমরা এক্ষণে অদূরে বাস করিয়া তাহাদিগকে প্রলোভিত করিয়াছি; পরে দূরদেশে গমন করিলে তাহারা কখনই আমাদের উদ্দেশ প্রাপ্ত হইবে না।

এই রূপে সম্বৎসর গূঢ়বাস করিয়া পরিশেষে সেই নরাধম দুর্য্যোধনকে অনায়াসে পরাজয়পূর্ব্বক তাহার সহিত চিরবদ্ধমূল বৈর নির্য্যাতন করিব। অনন্তর আপনি পরম সুখে পৃথিবী পরিপালন করিবেন। আমরা এই স্বর্গোপম পরম রমণীয় স্থানে চির কাল বাস করিয়া শোকসন্তাপ নিবারণ করিতে পারি; কিন্তু তাহা হইলে ভূমণ্ডলমধ্যে আপনার পরম পবিত্র কীর্ত্তি বিলুপ্ত হইবে; অতএব আপনি কুরুবংশীয়গণের রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া মহৎ যশ লাভ ও সৎক্রিয়ানুষ্ঠান করুন। আর আপনি ধনপতি কুবেরের নিকট যে কিছু প্রাপ্ত হইয়াছেন ও প্রাপ্ত হইবেন; রাজ্য লাভ হইলে অনায়াসেই তৎ সমুদায়

সুসম্পন্ন হইবে। আপনি এক্ষণে কৃতাপরাধ অরাতিগণকে বিনষ্ট করিতে চেষ্টা করুন। হে রাজন্! স্বয়ং বজ্রপাণিও আপনার সাতিশয় উগ্র তেজ সহ্য করিতে সমর্থ হন না; মহাপ্রভাব-সম্পন্ন কৃষ্ণ ও সাত্যকি আপনার কার্য্য সিদ্ধির নিমিত্ত দেবগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াও ব্যথিত হইবেন না। ধনুর্দ্ধর ধনঞ্জয় অতুল বলশালী; আমিও উহার তুল্য পরাক্রান্ত। ভগবান্ বাসুদেব যাদবগণ সমভিব্যাহারে আপনার অর্থ সিদ্ধিবিষয়ে যেরূপ চেষ্টা করিবেন; আমিও অস্ত্রপ্রয়োগনিপুণ মাদ্রীসুতদ্বয়-সহকারে তদ্রূপ চেষ্টা করিব। এই রূপে আমরা সকলে আপনার ঐশ্বর্য্য লাভের নিমিত্ত একত্র মিলিত হইয়া অরাতিকুল নির্ম্মূল করিতে প্রবৃত্ত হইব।

মহাত্মা ধর্ম্মনন্দন ভ্রাতাদিগের মত গ্রহণানন্তর কুবেরপুরী প্রদক্ষিণ এবং সমুদায় গৃহ, নদী, সরোবর ও রাক্ষসগণকে আমন্ত্রণ করিয়া যথাগত পথ অবলোকন করিতে লাগিলেন। পরে গন্ধমাদন পর্ব্বতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া প্রার্থনা করিলেন, হে শৈলেন্দ্র! আমি শত্রুগণকে পরাজয় ও অন্যান্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল সম্পাদন-পূর্ব্বক পরিশেষে জিতেন্দ্রিয় হইয়া তপস্যা করিবার নিমিত্ত যেন পুনরায় তোমারে দর্শন করি।

মহাত্মা যুধিষ্ঠির গন্ধমাদনের নিকট এই রূপ প্রার্থনা করিয়া অনুজগণ ও দ্বিজাতিকুল সমভিব্যাহারে সেই পূর্ব্বপরিচিত পথ দিয়া গমন করিতে লাগিলেন। পর্ব্বতনির্ঝরে সমুপস্থিত হইলে ঘটোৎকচ তাঁহাদিগকে বহন করিতে লাগিল। তখন মহর্ষি লোমশ কৃতপ্রস্থান পাণ্ডবগণকে পিতার ন্যায় উপদেশ প্রদান করিয়া পরম প্রীতমনে পুণ্যতম দেবগণ-নিলয়ে গমন করিলেন। এ দিকে পাণ্ডবগণ আর্ষ্টিষেণ কর্ত্তৃক অনুশিষ্ট হইয়া পরম রমণীয় তীর্থ, তপোবন ও বৃহৎ বৃহৎ সরোবর সকল অবলোকন করত গমন করিতে লাগিলেন।

সপ্তসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে নরনাথ! ভরতকুলাগ্রগণ্য পাণ্ডুতনয়েরা বহুবিধ প্রস্রবণ, দিগ্গজ, কিন্নর ও পক্ষিগণে আকীর্ণ সেই পরম রমণীয় আবাসস্থান গন্ধমাদন পরিত্যাগপূর্ব্বক মনে মনে নিতান্ত অসুখী হইয়া গমন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে তাঁহারা কুবেরের অভিলষণীয় অতি রমণীয় জলধর-সমকান্তি কৈলাস ভূধরে সমুপস্থিত হইয়া উহার সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে গন্ধমাদন পরিত্যাগজনিত শোক সংবরণ-পূর্ব্বক পুনরায় মনে মনে সাতিশয় প্রীত হইলেন।

শরাসন ও খড়্গধারী নরেন্দ্রগণ অত্যুন্নত ভূধরসংকীর্ণ ভূভাগ, সিংহ সমুদায়ের বাসস্থান, গিরিসেতু, প্রপাত, নিম্ন স্থল ও অনেকানেক মৃগপক্ষি-সেবিত মহাবন সমুদায় নিরীক্ষণ করিতে করিতে প্রীত মনে গমন করিতে লাগিলেন; তাঁহারা পথিমধ্যে যামিনীযোগে রম্য কানন, নদী, সরোবর, গিরিগুহা বা গিরিগহ্বরে বাস করিতেন। এই রূপে পাণ্ডবগণ নানাবিধ দুর্গম স্থানে বাস করত ক্রমে ক্রমে কমনীয়াকৃতি কৈলাস পর্ব্বত অতিক্রমণ করিয়া রাজর্ষি বৃষপর্ব্বার মনোহর আশ্রমে সমুপস্থিত হইলেন। তথায় তাঁহারা ঐ মহর্ষির সহিত মিলিত ও তৎকর্ত্তৃক অর্চ্চিত হইয়া আপনাদিগের গন্ধমাদনবাস-বৃত্তান্ত সবিস্তরে কহিলেন।

মহানুভব পাণ্ডবগণ দেবমহর্ষি-নিষেবিত পুণ্যাশ্রমে এক রাত্রি বাস করিয়া বিশাল বদরিকাশ্রম-মুখে পুনরায় গমন করিলেন। তাঁহারা সেই নারায়ণস্থানে অবস্থানপূর্ব্বক সুর ও সিদ্ধগণসেবিত কুবেরের প্রিয়তম সরসী অবলোকন করিয়া বিগতশোক হইয়াছিলেন। যেমন ব্রহ্মর্ষিগণ বীতমল হইয়া

নন্দন বনে ক্রীড়া করেন, তদ্রূপ তাঁহারা তথায় পরম সুখে বিহার করিতে লাগিলেন।

এই রূপে তাঁহারা সেই বদরিকাশ্রমে এক মাস বাস করিয়া পরিশেষে কিরাতরাজ সুবাহুর রাজ্যে যাত্রা করিলেন। ক্রমে ক্রমে চীন, তুষার, দরদ প্রভৃতি দেশ ও বহুরত্নশালী কুলিন্দের দেশ সমুদায় এবং হিমাচলের দুর্গম প্রদেশ অতিক্রম করিয়া সুবাহুর নগর নয়নগোচর করিলেন। কিরাতরাজ, পাণ্ডুনন্দনগণ আপনার রাজ্যে আসিয়াছেন শ্রবণ করিয়া পরম পরিতুষ্ট চিত্তে স্বয়ং প্রত্যুদ্গমন করিলেন; তাঁহারাও তাঁহাকে যথোচিত অভিনন্দন করিলেন।

অনন্তর কুরুবংশাবতংস পাণ্ডুতনয়গণ, মহারাজ সুবাহু, বিশোক প্রভৃতি সূতগণ, মহেন্দ্রসেন প্রভৃতি পরিচারকবর্গ ও মহানসে নিযুক্ত পৌরোগবদিগের সহিত মিলিত হইয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন। তাঁহারা তথায় এক রাত্রি বাস করিয়া সানুচর ঘটোৎকচকে বিদায় করত সমস্ত রথ ও সূত সমূহ সমভিব্যাহারে যামুন পর্ব্বতে গমন করিলেন। উহার সানু সমূহ অরুণ ও পাণ্ডুবর্ণ; শিখরদেশ-সংসক্ত শিশিররাশি শ্বেতবর্ণ উত্তরীয়ের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে; স্থানে স্থানে প্রস্রবণ সমুদয় শোভা পাইতেছে। পাণ্ডুতনয়গণ ঐ গিরিমধ্যে বিশাখযূপ নামক স্থানে গমন করিয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহারা তথায় মৃগয়ানুরক্ত হইয়া নানাবিধ বরাহ, মৃগ ও পক্ষিকুলে সমাকীর্ণ চৈত্ররথ তুল্য সেই মহাবনে সংবৎসর বিহার করেন।

একদা বৃকোদর ঐ পর্ব্বতকন্দরে মহাবল পরাক্রান্ত কালান্তক যমের ন্যায় এক ক্ষুধাতুর ভুজঙ্গ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া বিষাদ ও মোহে যুগপৎ নিমগ্ন হইলেন। তখন অপ্রতিমতেজা ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বহু প্রযত্নে ভুজঙ্গবেষ্টিতাঙ্গ ভীমসেনকে মুক্ত করিলেন। তাঁহারা দ্বাদশ বৎসর অতিবাহিত করিবার নিমিত্ত সেই চৈত্ররথসদৃশ বন হইতে মরুধন্ব দেশের প্রান্তভাগ অতিক্রম-পূর্ব্বক সরস্বতীতীরস্থ দ্বৈতবনে সমুপস্থিত হইলেন। তত্রস্থ অধিবাসিগণের আচার অবলোকন করিয়া তৃণ ও জলপাত্র আহরণ-পূর্ব্বক তপ, দম, আচার ও সমাধি অবলম্বন করত তাহাদিগের সহিত বাস করিতে লাগিলেন। তাহার মধ্যে মধ্যে তীরপ্ররূঢ় প্লক্ষ, অক্ষ, রৌহিতক, বেতস, বদরী, খদির, শিরীষ, বিল্ব, ইঙ্গুদ, পীলু, সমী ও করীর প্রভৃতি বৃক্ষনিবহে রমণীয়, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও মহর্ষিগণের অভিলষণীয়, সুর সমূহের আবাসভূমি সরস্বতী-তীরে বিহার করিয়া পরম প্রীত হইতেন।

অষ্টসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন! যিনি দর্পিত চিত্তে পুলস্ত্যতনয় কুবেরকে যুদ্ধে আহ্বান করিয়া সম্মুখীন হইয়াছিলেন, যিনি কুবের-সরসীতীরে অসঙ্খ্য যক্ষ ও রাক্ষসগণের প্রাণ সংহার করিয়াছিলেন; সেই অযুত নাগতুল্য বলশালী ভীমপরাক্রম ভীমসেন কি নিমিত্ত অজগরের আক্রমণে ভীত হইয়াছিলেন? উহা শ্রবণ করিতে আমার একান্ত কৌতূহল জন্মিয়াছে; অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া আদ্যোপান্ত বর্ণন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য পাণ্ডুতনয়গণ রাজর্ষি বৃষপর্ব্বার আশ্রম হইতে আগমন করিয়া সেই দ্বৈতবনে বাস করিলে পর মহাবল পরাক্রান্ত বৃকোদর যদৃচ্ছাক্রমে শরাসন ও খড়্গ গ্রহণ-পূর্ব্বক সেই দেবগন্ধর্ব্ব-সেবিত পরম রমণীয় বন ও হিমাচলের রম্য প্রদেশ সমুদায় অবলোকন করিলেন। কোন স্থানে দেবর্ষি, সিদ্ধ ও অপ্সরোগণ সতত বিচরণ করিতেছেন; কোথাও চকোর, চক্রবাক, জীবঞ্জীবক

ও কোকিল সকল সুমধুর ধ্বনি করিতেছে; কোথাও সিংহযূথ ভীষণ নিনাদ করিতেছে; কোথাও সতত পুষ্পফলে সমাকীর্ণ মনোনয়ননন্দন পাদপ সমুদায় অসাধারণ শোভা সম্পাদন করিতেছে; কোথাও বৈদূর্য্য মণিসন্নিভ সলিলসম্পন্ন, হংসকারণ্ডব-বিচরিত গিরিনদী সমুদায় শোভা পাইতেছে; কোথাও দেবদারুবনরাজি জলদজালের ন্যায় বিরাজিত হইতেছে; কোথাও বা হরিচন্দন ও উত্তুঙ্গ কালীয় বৃক্ষ সমুদায় একত্র মিলিত হইয়া শোভিত হইতেছে।

মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন সেই প্রদেশের এই রূপ শোভা নিরীক্ষণ করিয়া বিশুদ্ধ বাণ দ্বারা বিবিধ মৃগ, মহাকায় হস্তী, বরাহ ও মহিষ সমুদায়কে সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন। বেগে পাদপ সমুদায় উৎপাটন ও ভগ্ন করত কানন প্রতিধ্বনিত করিয়া প্রফুল্ল চিত্তে সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পর্ব্বতাগ্র মর্দ্দন এবং পাদপ সমুদায় দূরে নিক্ষেপ করিলেন। পরে তিনি নির্ভয় হৃদয়ে আস্ফোটন, সিংহনাদ ও তলধ্বনি করত কখন বেগে ধাবমান কখন দণ্ডায়মান কখন বা উপবিষ্ট হইয়া মৃগ অন্বেষণ-পূর্ব্বক সেই গহন কাননে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তখন মহাসত্ত্ব গজেন্দ্র ও মৃগেন্দ্রগণ ভীমসেনের ভীষণ নিনাদ শ্রবণে ভীত হইয়া গুহা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিল; এবং তত্রত্য অন্যান্য প্রাণিগণ বিত্রাসিত ও গুহাশায়ী সর্পকুল সাতিশয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

মনুজশ্রেষ্ঠ ভীমসেন এই রূপে মৃগান্বেষণ করত ক্রমে ক্রমে বনেচরের ন্যায় পাদচারে সেই নিবিড় অরণ্যানীমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক অতি বেগে অতিক্রমণ করিয়া পরিশেষে শনৈঃ শনৈঃ গমন করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া গিরিদুর্গমধ্যে অবস্থিত লোমহর্ষণ মহাকায় এক ভুজঙ্গম অবলোকন করিলেন। ঐ সর্প পর্ব্বতাকার স্বীয় বিপুল কলেবর দ্বারা গিরিকন্দর আবরণ করিয়াছে। উহার অঙ্গ চিত্র বিচিত্র ও হরিদ্রাবর্ণ; মুখবিবর গুহার ন্যায়; দন্তচতুষ্টয় অতিশয় ভীষণ; নয়নযুগল উজ্জ্বল রক্তবর্ণ ও আকার কালান্তক যমের ন্যায়; দেখিলে সমস্ত লোকেরই হৃদয়ে ভয় জন্মে। ঐ ভুজঙ্গ মুহুর্মুহু সৃক্কণী লেহন ও ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক যেন প্রাণিগণকে ভৎর্সনা করিয়া দর্প প্রকাশ করিতেছে।

সেই ঘোরদর্শন অজগর ক্রোধান্বিত চিত্তে সহসা ভীমসেনের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া বলপূর্ব্বক তাঁহার করদ্বয় আক্রমণ করিল। তিনি তখন বিষধরের গাত্র স্পর্শ করিয়া বরপ্রভাবে একেবারে বিমোহিত হইলেন। ব্রাহ্মণবরের কি আশ্চর্য্য প্রভাব! দশ সহস্র নাগতুল্য বলশালী ভীমসেনের তাদৃশ বাহুবল তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হইয়া গেল! তিনি ভুজগের আক্রমণে বিমোহিত হইয়া একেবারে নিশ্চেষ্ট হইলেন; আত্মমোচনের নিমিত্ত প্রাণপণে যত্ন করিতে লাগিলেন; কিন্তু কোন ক্রমেই ভুজঙ্গকে পরাস্ত করিতে পারিলেন না।

একোনাশীত্যধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে অবনিনাথ! তেজস্বিগণাগ্রগণ্য ভীমসেন এই রূপে সেই অজগরের বশীভূত হইয়া তাহার অদ্ভুত বীর্য্যের বিষয় চিন্তা করত কহিতে লাগিলেন; হে ভুজগেন্দ্র! তুমি কে? আর আমাকে লইয়াই বা কি করিবে? অনুগ্রহ করিয়া বল। আমি পাণ্ডুতনয়; ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের দ্বিতীয় ভ্রাতা; আমার নাম ভীমসেন। আমি অযুত নাগসম বলশালী; অতএব তুমি কিরূপে আমাকে বশীভূত করিলে? আমি অনেকানেক সিংহ, ব্যাঘ্র, মহিষ ও বারণ সংহার করিয়াছি; মহাবল পরাক্রান্ত রাক্ষস, পিশাচ ও পন্নগগণ আমার বাহুবল

সহ্য করিতে সমর্থ হয় না ; কিন্তু তুমি আমারে অনায়াসে আক্রমণ করিয়াছ। হে পন্নগবর! এ কি তোমার বিদ্যাবল? অথবা বরপ্রভাব? দেখ, আমি সাতিশয় যত্নসহকারেও তোমার নিকট হইতে বিমুক্ত হইতে পারিতেছি না ; তুমি অনায়াসেই আমার অসামান্য বল বিক্রম বিনষ্ট করিলে। এখন বিলক্ষণ বোধ করিলাম, মানবগণের বল বিক্রম সকলই বৃথা।

অক্লিষ্টকর্ম্মা ভীমসেন এই রূপ কহিলে অজগর স্বীয় শরীর দ্বারা তাঁহার সমুদায় শরীর বেষ্টনপূর্ব্বক কেবল বাহুদ্বয়মাত্র পরিত্যাগ করিয়া কহিতে লাগিল, হে মহাভুজ! আমি নিতান্ত ক্ষুধিত; দেবগণ অদ্য তোমারেই আমার ভক্ষ্য নিরূপিত করিয়াছেন। মানবগণের প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় আর কিছুই নাই ; আজি বহু কালের পর তোমারে প্রাপ্ত হইয়াছি; কদাচ পরিত্যাগ করিব না। হে শত্রুনিপাতন! আমি যে নিমিত্ত সর্পযোনি প্রাপ্ত ও মহর্ষিগণের কোপে যেরূপে শাপগ্রস্ত হইয়াছি এবং যেরূপ আমার শাপান্ত নির্দ্ধারিত হইয়াছে ; তাহা সবিশেষ কহিতেছি, শ্রবণ কর। তোমাদের বংশে সমুদ্ভূত আয়ু নামা নৃপবরের বংশধর পুত্র নহুষ ভূপতির নাম অবশ্যই তোমার কর্ণগোচর হইয়া থাকিবে। আমি সেই নহুষ ; ব্রাহ্মণগণের অবমাননা-নিবন্ধন মহর্ষি অগস্ত্যের শাপে এই দুরবস্থাগ্রস্ত হইয়াছি। হায়! আমার কি দুর্দৈব! দেখ, তুমি আমার অবধ্য দায়াদ ; আজি তোমারেও ভক্ষণ করিতে হইল ; কি করি! আমার প্রতি এই রূপ নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ; হে নরোত্তম? কি গজ কি মহিষ, যে জন্তু হউক ; দিবসের ষষ্ঠ ভাগে মৎকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে কোন ক্রমেই মুক্ত হইতে সমর্থ হয় না। তুমি তির্য্যগ্যোনিগত সর্পের নিকট পরাভূত হইয়াছ মনে করিয়া লজ্জিত হইও না ; ব্রাহ্মণপ্রদত্ত বরপ্রভাবেই আমা কর্ত্তৃক তোমার বীর্য্যহানি হইয়াছে। আমি বিমানোপরি স্থিত শক্রাসন হইতে নিপতিত হইবার সময় অতিদীন বচনে মহর্ষিকে শাপান্ত করিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। তিনি আমার কাতরোক্তি শ্রবণে কারুণ্য রসপরতন্ত্র হইয়া কহিলেন "রাজন! তুমি কিয়দ্দিন পরে শাপ হইতে মুক্ত হইবে," অনন্তর ভূমিতলে নিপতিত হইলাম ; কিন্তু আমার স্মৃতির কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হইল না। অদ্যাপি আমার স্মৃতি পূর্ব্বের ন্যায় বিলক্ষণ বলবতী রহিয়াছে।

হে মনুজশ্রেষ্ঠ! তৎপরে মহর্ষি অগস্ত্য কহিলেন "হে রাজন! যে ব্যক্তি তোমার প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতে সমর্থ হইবে ; সেই তোমারে শাপ হইতে বিমুক্ত করিবে।" তখন অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ আমার প্রতি সদয় হইয়া কহিলেন, "হে রাজন! তুমি অতি বলবান্ জন্তুকে আক্রমণ করিলেও তৎক্ষণাৎ তাহার সত্ত্বভ্রংশ হইবে," হে বীরবর! আমি এই স্থানে থাকিয়াই সেই সমুদায় অনুকম্পাপরতন্ত্র ব্রাহ্মণগণের বাক্য শ্রবণ করিলাম। অনন্তর তাঁহারা সকলেই অন্তর্হিত হইলেন। আমি তদবধি এই সর্পযোনি প্রাপ্তিরূপ অপবিত্র নরকে নিমগ্ন হইয়া কাল প্রতীক্ষা করত জীবন যাপন করিতেছি।

তখন মহাবাহু ভীমসেন ভুজঙ্গমকে কহিতে লাগিলেন, হে মহাসর্প! আমি ক্রোধ বা আত্মনিন্দা করিতেছি না ; কারণ, মর্ত্ত্য লোকে জন্ম গ্রহণ করিলে অবশ্যই সুখ দুঃখ ভোগ করিতে হয় ; অতএব সুখ নাশ ও দুঃখাগমে একান্ত অবসন্ন হওয়া নিতান্ত অনুচিত। কোন্ ব্যক্তি পুরুষকার-প্রভাবে দৈব নিবারণ করিতে সমর্থ হয়? দৈবই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ; পুরুষার্থ নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। দেখ, আমি দৈবপ্রভাবেই স্বীয় ভুজবলে বঞ্চিত হইয়া এই দুরবস্থাগ্রস্ত হইয়াছি কিন্তু তন্নিমিত্ত অণুমাত্রও পরিতাপ

করিতেছি না; কেবল রাজ্যবিচ্যুত ভ্রাতৃগণের নিমিত্ত সতত পরিতপ্ত হইতেছি। হায়! তাঁহারা নিশ্চয়ই আমার অন্বেষণার্থ বিহ্বলচিত্তে যক্ষরাক্ষস-সঙ্কুল দুর্গম হিমাচলের চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইবেন এবং পরিশেষে আমি বিনষ্ট হইয়াছি, এই বোধে নিতান্ত উদ্যমশূন্য হইয়া পরিদেবন করিবেন! হা! তাঁহারা একান্ত ধর্ম্মপরায়ণ! কেবল আমিই রাজ্যলোভ-পরতন্ত্র হইয়া তাঁহাদিগকে প্রোৎসাহিত করিয়া রাখিয়াছি! অথবা ধীমান্ ধনঞ্জয় আমার বিনাশে বিষণ্ণ হইবেন না। তিনি সর্ব্বাস্ত্রবেত্তা; কি দেব, কি গন্ধর্ব্ব, কি রাক্ষস, কেহই তাঁহারে পরাভূত করিতে সমর্থ হয় না। কপটদ্যূতকারী দম্ভপরায়ণ দুর্য্যোধনের কথা দূরে থাকুক; সেই মহাবল পরাক্রান্ত বীর পুরুষ একাকী দেবরাজকেও স্থানভ্রষ্ট করিতে পারেন।

হায়! আমি সেই পুত্রবৎসলা জননীর নিমিত্ত নিতান্ত পরিতাপ প্রাপ্ত হইতেছি! তিনি প্রত্যহ আমাদিগকে সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হও বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া থাকেন! হে ভুজঙ্গম! আমার বিনাশে তাঁহার সেই চিরসঞ্চিত মনোরথ সকল এককালে নিষ্ফল হইবে! হা! নকুল ও সহদেব কেবল গুরুজনের নিদেশবর্ত্তী! তাহারা আমার বাহুবলে রক্ষিত হইয়াই পুরুষাভিমান করে! আমার বিনাশ হইলে নিশ্চয়ই তাহারা উৎসাহশূন্য, বীর্য্যবিহীন ও পরাক্রমহীন হইবে! মহাত্মা বৃকোদর এই রূপে ভুজঙ্গভোগে সংরুদ্ধকলেবর ও নিশ্চেষ্ট হইয়া বহুবিধ বিলাপ করিলেন।

এ দিকে ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির নানাবিধ অনিষ্টজনক উৎপাত দর্শনে সাতিশয় অসুস্থচিত্ত হইলেন। শৃগালগণ আশ্রমের দক্ষিণ দিকে বিত্রস্ত চিত্তে সূর্য্যাভিমুখে অশিব ধ্বনি করিতে লাগিল। একপক্ষা একনেত্রা একচরণা মলিনা ঘোরদর্শনা বর্ত্তিকা আদিত্যাভিমুখে রক্ত বমন করিতে লাগিল। প্রচণ্ড রূক্ষ সমীরণের বেগে বালুকা উড্ডীয়মান হইয়া গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন করিল। দক্ষিণ ভাগে মৃগ ও পক্ষিগণ নিনাদ করিতে লাগিল। পশ্চাদ্ভাগে কৃষ্ণ বায়স 'যাও যাও' বলিয়া ধ্বনি করিতে আরম্ভ করিল। তাঁহার দক্ষিণ বাহু ও বাম চক্ষু মুহুর্মুহু স্পন্দিত, চিত্ত চঞ্চল ও বারংবার পাদস্খলন হইতে লাগিল।

ধীমান্ ধর্ম্মরাজ এই সমুদায় দুর্লক্ষণ নিরীক্ষণে ভীত হইয়া দ্রৌপদীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, পাঞ্চালি! ভীমসেন কোথায়? তিনি কহিলেন, মহারাজ! ভীমসেন বহুক্ষণ হইল, কোন্ স্থানে গিয়াছেন কিছুই জানি না।

তখন মহাত্মা যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনকে দ্রৌপদীরক্ষণে নিয়োগ এবং নকুল সহদেবকে ব্রাহ্মণগণের হস্তে সমর্পণ করিয়া অনতি বিলম্বেই ধৌম্য সমভিব্যাহারে ভীমসেনের অন্বেষণে গমন করিলেন। অনন্তর সেই আশ্রম হইতে বহির্গত হইয়া ভীমসেনের চরণচিহ্ন নিরীক্ষণ করত তাঁহার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাত্মা ধর্ম্মনন্দন ক্রমে ক্রমে পূর্ব্ব দিকে গমন করিয়া ভীমসেনের অন্যান্য নানাবিধ চিহ্ন অবলোকন করিলেন। বনমধ্যে অনেক যূথপ হস্তী, শত শত মৃগ ও মৃগেন্দ্রগণকে নিপতিত দেখিয়া বোধ করিলেন, বৃকোদর এই স্থান দিয়া গমন করিয়াছেন; তখন তিনিও সেই পথে গমন করিলেন।

মহারাজ যুধিষ্ঠির পথিমধ্যে মহাবীর বৃকোদরের গমনকালীন উরুপবন-বেগে ভগ্ন দ্রুম সমুদায় নিরীক্ষণ করিয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। এই রূপে ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মনন্দন ঐ সকল চিহ্ন অবলোকন-পূর্ব্বক গমন করিয়া পরিশেষে রূক্ষ মারুতপরিপূর্ণ, নিষ্পত্র কণ্টকিত দ্রুমসঙ্কুল, জলশূন্য, সুদুর্গম গিরি

গহ্বরমধ্যে ভুজঙ্গভোগ-পরিবেষ্টিত নিশ্চেষ্ট স্বীয় অনুজকে অবলোকন করিলেন।

অশীত্যধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! রাজা যুধিষ্ঠির আশীবিষ-ভোগাবরুদ্ধ প্রিয়তম ভীমসেনকে দর্শন করিয়া কহিলেন, ভ্রাতঃ! কি প্রকারে তোমার এই বিপত্তি ঘটিল? আর এই পর্ব্বতোপম ভোগভূষিত ভুজঙ্গই বা কে?

ভীমসেন অগ্রজ ভ্রাতারে অবলোকন করিয়া সর্পের আক্রমণ প্রভৃতি সমুদায় বৃত্তান্ত বর্ণনপূর্ব্বক কহিলেন, আর্য্য! এই যে বিষধর আমারে ভক্ষণের নিমিত্ত গ্রহণ করিয়াছেন; ইনি মহাসত্ত্ব রাজর্ষি নহুষ; ইনি ভুজঙ্গের ন্যায় হইয়া এই স্থানে রহিয়াছেন।

যুধিষ্ঠির সর্পকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, আয়ুষ্মন্! তুমি আমার অমিত বিক্রমশালী সহোদরকে পরিত্যাগ কর; আমরা তোমারে ক্ষুন্নিবারণোপযোগী অন্য প্রকার আহার প্রদান করিব।

সর্প কহিলেন, তাত! আমি আহারের নিমিত্তই মুখাগত রাজপুত্রকে প্রাপ্ত হইয়াছি; তুমি এ স্থান হইতে প্রস্থান কর; এই স্থানে থাকা কোন ক্রমেই তোমার উচিত নহে; কেন না তাহা হইলে তুমি কল্য আমার ভক্ষণীয় হইবে। আমার এই প্রকার নিয়ম নিবদ্ধ আছে যে, যে ব্যক্তি আমার রাজ্যে আগমন করিবে, আমি সেই ব্যক্তিকেই ভক্ষণ করিব। তুমিও আমার রাজ্যে আগমন করিয়াছ; কিন্তু অদ্য তোমার অনুজাতকে আহাররূপে প্রাপ্ত হইয়াছি; আমি ইহারে পরিত্যাগ করিব না এবং অন্য আহারেও আমার আকাঙ্ক্ষা নাই।

রাজা যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে সর্প! তুমি দেবতাই হও, দানবই হও অথবা সর্পই হও; যুধিষ্ঠির তোমারে জিজ্ঞাসা করিতেছে; তুমি যথার্থ করিয়া বল; কি নিমিত্ত ভীমসেনকে গ্রাস করিয়াছ? কোন্ বিষয় অবগত হইলে তোমার প্রীতি জন্মে? আমি তোমারে কি প্রকার আহার প্রদান করিব? এবং কি হইলেই বা ইহাঁরে পরিত্যাগ করিবে?

সর্প কহিলেন, রাজন! আমি তোমার পূর্ব্বপুরুষ; আয়ুর পুত্র ও চন্দ্রের বৃদ্ধ প্রপৌত্র; আমার নাম নহুষ; আমি যজ্ঞ, তপস্যা, বেদপাঠ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ও পরাক্রমে বিনা ক্লেশে ত্রৈলোক্যের সমুদায় ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়া ঐশ্বর্য্যসুলভ দর্পে এরূপ দর্পিত হইয়াছিলাম যে, সহস্র সহস্র দ্বিজাতিরে অবমাননা করিয়া শিবিকা বহনে নিযুক্ত করিতাম। সেই অপরাধে ভগবান্ অগস্ত্য আমারে এই অবস্থা প্রদান করিয়াছেন; কিন্তু অদ্যাপি আমার সেই পূর্ব্ব প্রজ্ঞা বিনষ্ট হয় নাই। এক্ষণে সেই মহাত্মার অনুগ্রহে দিবসের ষষ্ঠ ভাগে আহারার্থ তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতারে প্রাপ্ত হইয়াছি, অতএব কোন মতেই ইহারে পরিত্যাগ করিব না এবং আমার অন্য কামনাও নাই। এক্ষণে যদি তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতে সমর্থ হও; তাহা হইলে তোমার সহোদরকে পরিত্যাগ করিব।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে বিষধর! আপনি যথেচ্ছ প্রশ্ন করুন; যদি বোধ হয় যে, এ বিষয়ে আপনার প্রীতি উৎপাদন করিতে সমর্থ হইব; তাহা হইলে অবশ্যই আপনার প্রশ্নের প্রত্যুত্তর প্রদান করিব। কিন্তু আপনি ব্রাহ্মণের বেদ্য নির্ব্বিশেষ পুরুষকে অবগত হইয়াছেন কি না, জ্ঞাত না হইয়া আমি আপনার বাক্যের প্রত্যুত্তর প্রদান করিব না।

সর্প কহিলেন, হে যুধিষ্ঠির! তোমার বাক্য দ্বারা তোমারে বুদ্ধিমান্ বলিয়া বোধ হইতেছে; অতএব ব্রাহ্মণ কে? এবং বেদ্যই বা কি? ইহার উত্তর প্রদান কর।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, যে ব্যক্তিতে সত্য, দান, ক্ষমা, শীল, অনৃশংস্য, তপ ও ঘৃণা

লক্ষিত হয়; সেই ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ এবং যাঁহাকে প্রাপ্ত হইলে আর শোক দুঃখ থাকে না; সেই সুখদুঃখবর্জ্জিত নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মই বেদ্য; যদি আপনার আর কিছু বলিবার থাকে, বলুন।

সর্প কহিলেন, হে যুধিষ্ঠির! অভ্রান্ত বেদ চতুর্বর্ণেরই ধর্ম্ম-ব্যবস্থাপক; সুতরাং বেদমূলক সত্য, দান, ক্ষমা, অনৃশংস্য, অহিংসা ও করুণা শূদ্রেও লক্ষিত হইতেছে। যদ্যপি শূদ্রেও সত্যাদি ব্রাহ্মণধর্ম্ম লক্ষিত হইল; তবে শূদ্রও ব্রাহ্মণ হইতে পারে। তুমি যাহা বেদ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে; সুখদুঃখবর্জ্জিত তাদৃশ বস্তু কুত্রাপি বিদ্যমান নাই।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, অনেক শূদ্রে ব্রাহ্মণলক্ষণ ও অনেক দ্বিজাতিতেও শূদ্রলক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে; অতএব শূদ্রবংশ্য হইলেই যে শূদ্র হয় এবং ব্রাহ্মণবংশীয় হইলে যে ব্রাহ্মণ হয়, এরূপ নহে; কিন্তু যে সকল ব্যক্তিতে বৈদিক-ব্যবহার লক্ষিত হয়; তাহারাই ব্রাহ্মণ; এবং যে সকল ব্যক্তিতে লক্ষিত না হয়; তাহারাই শূদ্র।

আপনি কহিয়াছেন যে, "সুখদুঃখবিহীন কোন বস্তু নাই; অতএব তোমার কথিত বেদ্যলক্ষণ অসঙ্গত হইয়াছে।" উহা যথার্থ; কেন না অনিত্য বস্তুমাত্রেই হয় সুখ, না হয় দুঃখ অনুভূত হইয়া থাকে; কিন্তু আমার মতে কেবল এক নিত্য পরমেশ্বরই সুখদুঃখ-বিহীন; অতএব তিনিই বেদ্য। এক্ষণে আপনার মত কি, প্রকাশ করুন।

সর্প কহিলেন; হে আয়ুষ্মন্! যদি বৈদিক ব্যবহারই ব্রাহ্মণত্বের কারণ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়; তাহা হইলে যে পর্য্যন্ত বেদবিহিত কার্য্যে সামর্থ্য না জন্মে; সে পর্য্যন্ত জাতি কি কোন কার্য্যকারক নহে?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে মহাসর্প! বাক্য, মৈথুন, জন্ম ও মরণ মানবজাতির সাধারণ ধর্ম্ম; এই নিমিত্ত সর্ব্বদা পুরুষেরা জাতিবিচারে বিমূঢ় হইয়া নারীতে অপত্যোৎপাদন করিয়া থাকে; অতএব মনুষ্যজাতির মধ্যে সমুদায় বর্ণের এই রূপ সঙ্করবশত ব্রাহ্মণত্বাদি জাতি নিতান্ত দুর্জ্ঞেয়। কিন্তু তত্ত্বদর্শীরা তাহার মধ্যে "যাহারা যাগশীল, তাহারাই ব্রাহ্মণ," এই আর্ষ প্রমাণানুসারে বৈদিক ব্যবহারেরই প্রাধান্য অঙ্গীকার করিয়াছেন। বেদবিহিত কর্ম্মই ব্রাহ্মণত্ব লাভের হেতু বলিয়া নাভিচ্ছেদনের পূর্ব্বে পুরুষের জাতকর্ম্ম সমাধান করিতে হয়; তদবধি মাতা সাবিত্রী ও পিতা আচার্য্যস্বরূপ হন। তিনি যত দিন পর্য্যন্ত বেদ পাঠ না করেন; তত দিন অবধি শূদ্র সমান থাকেন। জাতিসংশয়স্থলে স্বায়ম্ভুব মনু কহিয়াছেন, যদি বৈদিক ব্যবহার না থাকিত; তাহা হইলে সকল বর্ণই শূদ্রতুল্য এবং সঙ্কর জাতিই সর্ব্বপ্রধান হইত। এই নিমিত্ত পূর্ব্বেই কহিয়াছি যে, বৈদিক ব্যবহারসম্পন্ন ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন।

সর্প কহিলেন, হে যুধিষ্ঠির! আমি তোমার বাক্য শ্রবণ করিলাম; তুমি জ্ঞাতব্য বিষয়ে বিলক্ষণ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছ; অতএব তোমার ভ্রাতারে ভক্ষণ করিব না।

একাশীত্যধিক শততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে সর্প! আপনি নিখিল বেদবেদাঙ্গের পারদর্শী; অতএব কি কর্ম্ম করিলে সদ্গতি লাভ হয়, অনুগ্রহ করিয়া বলুন।

সর্প কহিলেন, হে যুধিষ্ঠির! আমার মতে অহিংসাপর হইয়া সত্য ও প্রিয় বাক্যের সহিত সৎপাত্রে দান করিলে স্বর্গ লাভ হয়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, দান ও সত্য ইহার মধ্যে কোনটি প্রধান; এবং অহিংসা ও প্রিয় ইহার মধ্যেই বা কোনটির গৌরব অধিক?

সর্প কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! দান, সত্য, তত্ত্ব, অহিংসা ও প্রিয় ইহাদের পরস্পর

ফলের সহিত তুলনা করিয়া গৌরব ও লাঘব বিবেচনা করিতে হয়। কোন প্রকার দান অপেক্ষা সত্যই উৎকৃষ্ট; কখন সত্য অপেক্ষা কোন প্রকার দানও গুরুতর। এই রূপ কোন স্থলে প্রিয় বাক্য অপেক্ষা অহিংসার গৌরব অধিক; কোন স্থলে বা অহিংসা অপেক্ষা সত্যের মাহাত্ম্য অধিক। হে যুধিষ্ঠির! এক্ষণে তোমার আর কি অভিপ্রায় আছে, বল।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে সর্পবর! আত্মা শরীরশূন্য হইয়া কি প্রকারে স্বর্গে গমন ও স্থিরতর কর্ম্মফল ভোগ করে; এবং তাহার তৎকালোপভোগ্য বিষয় সকলই বা কি প্রকার?

সর্প কহিলেন, হে রাজন্! মানবজাতির স্বকর্ম্মনির্দ্দিষ্ট গতি তিন প্রকার; মানবজন্ম প্রাপ্তি, স্বর্গ লাভ ও তির্য্যগ্যোনি প্রাপ্তি। নিরালস্য হইয়া অহিংসা ও দানাদি কর্ম্ম করিলে নরলোক হইতে মুক্ত ও স্বর্গ লাভ হয়; ইহার বিপরীত কর্ম্ম মনুষ্যজন্মের কারণ; আর তির্য্যগ্যোনি প্রাপ্তির পক্ষে যে সকল বিশেষ কারণ নির্দ্ধারিত আছে; শ্রবণ কর; কাম, ক্রোধ, হিংসা ও লোভপরায়ণ ব্যক্তি মনুষ্যত্ব হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া তির্য্যগ্যোনিতে জন্ম পরিগ্রহ করে। তির্য্যগ্যোনি হইতে মুক্ত হইলে মনুষ্যজন্ম লাভ হয়; কিন্তু কখন কখন গো, অশ্ব প্রভৃতি জন্তুগণকে একেবারে দেবত্ব লাভ করিতে দেখা গিয়াছে; অতএব জীব সকল কর্ম্মবশতই এতাদৃশ গতি প্রাপ্ত হইয়া ইতস্তত বিচরণ করিতে থাকে। দেহাভিমানী আত্মা সুখ কামনায় পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করিয়া দেহযোগজনিত ফল ভোগ করে; কিন্তু নিষ্কাম ব্যক্তি অন্তঃকরণের শুদ্ধতাতিশয়-নিবন্ধন সংসারের যথার্থ তত্ত্ব অনুভব করিয়া কর্ম্ম পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সনাতন পুরুষে জীবাত্মারে সমাহিত করেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে মহামতে! আত্মা কিরূপে শব্দ, রূপ, রস ও গন্ধ গ্রহণ করেন, আর এই সকল বিষয় যুগপৎ গ্রহণ করা যায় কি না, বিশেষ করিয়া বলুন।

সর্প কহিলেন, হে নরবীর! আত্মা যখন দেহ ও করণবিশিষ্ট হন, তখন তিনি বিষয় সকল যথাবিধি উপভোগ করেন। তাঁহার ভোগাধিকরণ দেহে জ্ঞান, বুদ্ধি ও মন এই তিনটি করণ। জীবাত্মা শরীরাধিষ্ঠিত হইয়া ইন্দ্রিয়সংসক্ত মন দ্বারা ক্রমে ক্রমে শব্দাদি বিষয় সকল পরিগ্রহ করেন। তখন মন বিষয় গ্রহণে বুদ্ধি কর্ত্তৃক ব্যাপৃত হয়; এই জন্য মন কালভেদবশত যুগপৎ সকল বিষয় গ্রহণ করিতে পারে না। বুদ্ধিও স্বতন্ত্র নহে; আত্মা ভদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী হইয়া বিষয়াধিকরণ দ্রব্যে উত্তমাধম বুদ্ধি প্রেরণ করেন। পণ্ডিতেরা যুক্তি ও অনুভব দ্বারা বুদ্ধির পর ক্ষণেও যে জ্ঞানের উপলব্ধি করিয়া থাকেন; উহাই বুদ্ধি হইতে পৃথক্ জীবাত্মার অস্তিত্বের প্রমাণ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে সর্প! মন ও বুদ্ধির লক্ষণ নিরূপণ করাই অধ্যাত্মবিৎ ব্যক্তিগণের প্রধান কার্য্য; আপনি উহা বিশেষ অবগত আছেন; অতএব মন ও বুদ্ধির লক্ষণ কি, বলুন।

সর্প কহিলেন, হে যুধিষ্ঠির! বুদ্ধি আত্মার নিতান্ত অনুগত ও আশ্রিত, ব্যতিক্রমের বিধেয় এবং ইচ্ছার প্রযোজক। মন এক বারে উৎপন্ন হইয়াছে; কিন্তু বুদ্ধি, কার্য্য হইতে উৎপন্ন হইতেছে; মন গুণসম্পন্ন, বুদ্ধি নির্গুণ; অতএব মন ও বুদ্ধির যে প্রভেদ; তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। হে রাজন্! তুমিও বুদ্ধিমান্ অতএব এ বিষয়ে আর কি বোধ করিতেছ?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, কি আশ্চর্য্য! আপনি শুভবুদ্ধি-সম্পন্ন ও বেদিতব্য বিষয়ে অদ্বিতীয় অভিজ্ঞ হইয়াও কি নিমিত্ত প্রশ্ন করিতে-

ছেন; আপনি স্বর্গবাসী ও সর্ব্বজ্ঞ; তথাপি মোহ কি প্রকারে আপনাকে অভিভূত করিল! আপনি ব্রাহ্মণের অবমাননারূপ অদ্ভুত কর্ম্ম করিয়াছেন, ইহা কোন মতেই বিশ্বাস হয় না!

সর্প কহিলেন, আমি নিশ্চয় জানি, সম্পদ প্রজ্ঞাসম্পন্ন শৌর্য্যশালী মনুষ্যকেও মোহিত করিয়া রাখে; মনুষ্যেরা সুখে আসক্ত হইলেই মুগ্ধ হইয়া থাকেন। এই জন্য আমিও সেই রূপ ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়াছিলাম; এক্ষণে পতিত হইয়া চৈতন্য হওয়াতে তোমারেও সচেতন করিয়া দিতেছি। হে মহারাজ! আপনি আমার সহিত সাধু সম্ভাষণপূর্ব্বক আমারে এই দুর্মোচ্য ঘোরতর শাপ হইতে মুক্ত করিয়া অসাধারণ কার্য্য সাধন করিলেন।

পূর্ব্বে আমি দেবলোকে দিব্য বিমানারোহণে বিচরণ করিতাম; অভিমানে মত্ত হইয়া কাহারেও লক্ষ্য করিতাম না। দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস, পন্নগ, ব্রহ্মর্ষি ও ত্রিলোকনিবাসী সমুদায় লোক আমারে কর প্রদান করিত। আমার ঈদৃশ দৃষ্টিশক্তি জন্মিয়াছিল যে, মানবগণকে অবলোকন করিবামাত্র তাহার তেজ হরণ করিতাম। সহস্র সহস্র ব্রহ্মর্ষি আমার শিবিকা বহন করিত। এই প্রকার অবিনয়ই আমারে শ্রীভ্রষ্ট করিয়াছে।

এক দিন অগস্ত্য মুনি আমার শিবিকা বহন করিতেছিলেন; আমি সেই সময় তাঁহারে পাদ দ্বারা স্পর্শ করিয়াছিলাম; তিনি সেই পাদস্পর্শে রোষাভিভূত চিত্তে আমারে "সর্প হইয়া পতিত হও" বলিয়া শাপ প্রদান করিলেন। আমি তৎক্ষণাৎ হীনতেজ ও ভুজঙ্গ হইয়া বিমান হইতে অধোমুখে নিপতিত হইলাম। তখন আমি আপন দুরবস্থা বুঝিতে পারিয়া তাঁহার নিকটে শাপবিমোচন প্রার্থনা করিতে লাগিলাম; হে ভগবন্! আমি অনবধান-দোষে বিমূঢ় হইয়া এই অপরাধ করিয়াছি; আপনি ক্ষমা করুন। তখন তিনি আমারে নিপতিত নিরীক্ষণ করত কারুণ্যরস-বশম্বদ হইয়া কহিলেন, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তোমারে শাপমুক্ত করিবেন। তোমার এই অহঙ্কারজনিত ঘোর পাপের ফলভোগ পর্য্যবসিত হইলে পুনরায় পুণ্যফল ভোগ করিবে।

আমি তাদৃশ তপোবল, ব্রহ্মপরায়ণতা ও ব্রাহ্মণত্ব দর্শন করিয়া বিস্ময়রসে প্লবমান হইলাম এবং এই নিমিত্তই তোমারে প্রশ্ন করিয়াছিলাম। সত্য, দম, তপ, দান, অহিংসা ও ধর্ম্মনিত্যতাই পুরুষার্থ-সাধক; জাতি ও কুল কোন কার্য্যকারক নহে। হে যুধিষ্ঠির! তোমার এই মহাবল ভ্রাতার ও তোমার কল্যাণ হউক; আমি এক্ষণে সুরলোকে গমন করি।

নহুষ রাজা আত্মবৃত্তান্ত বর্ণনপূর্ব্বক অজগরকলেবর পরিত্যাগ ও দিব্য বিগ্রহ পরিগ্রহ করিয়া দিব্য ধামে গমন করিলেন। পরে রাজা যুধিষ্ঠির ভীমসেন ও ধৌম্য সমভিব্যাহারে আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; এবং তত্রস্থ সমস্ত দ্বিজগণকে অজগরবিবরণ বিবৃত করিয়া কহিলেন। দ্বিজগণ, অর্জ্জুনাদি ভ্রাতৃত্রয় ও দ্রুপদনন্দিনী সেই বৃত্তান্ত শ্রবণে অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন। দ্বিজাতিগণ ভীমসেনের অসমসাহসিক কর্ম্মের নিমিত্ত তাঁহারে নিন্দা করিয়া কহিলেন, ভীমসেন! ঈদৃশ কর্ম্ম আর কদাচ করিও না। পাণ্ডবগণ বিপদবিনির্ম্মুক্ত ভীমসেনকে অবলোকন করিয়া প্রীতিপ্রফুল্ল চিত্তে তাঁহার চিত্ত বিনোদনের নিমিত্ত তথায় ক্রীড়া করিতে লাগিলেন।

আজগর পর্ব্ব সমাপ্ত।

মার্কণ্ডেয়সমস্যা পর্ব্বাধ্যায়।

দ্ব্যশীত্যধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! গ্রীষ্মাবসানে সুখময় বর্ষাকাল সমুপস্থিত হইল। শ্যামল জলদজাল নভস্তল ও দিঙ্মণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া গভীর গর্জ্জন-পূর্ব্বক নিরবচ্ছিন্ন মুষলধারে বারি বর্ষণ করিতে লাগিল। রিভাকরের প্রভামণ্ডল একবারে তিরোহিত হইল ও সৌদামিনীর প্রভাশ্রেণী সতত স্ফুরিত হইতে লাগিল। তৎকালে বোধ হইল যেন, ঘনমণ্ডলী বর্ষাকালের পটমণ্ডপস্বরূপ হইয়াছে। নবীন তৃণসমাচ্ছন্ন অবনী বর্ষানীরে অভিষিক্ত হইয়া শান্ত ও মানবগণের একান্ত রমণীয় হইল; দংশ ও বিষধরকুলের নিতান্ত প্রাদুর্ভাব হইয়া উঠিল। চতুর্দ্দিকে বারি বিস্তীর্ণ হইলে সম বিষম ভূতল, নদীনিবহ ও অন্যান্য স্থাবর সকল আর অনুভূত হইল না। তীব্রবেগবতী ক্ষুব্ধসলিলা স্রোতস্বতী সকল কল কল রবে বাণধারার ন্যায় প্রবাহিত হইয়া তীরস্থ বনস্থলী সকল পরিশোভিত করিল। তাহার মধ্যে ধারাজলসমাচ্ছন্ন বরাহ, মৃগ ও পক্ষিগণের বহুবিধ আনন্দনিনাদ কেবল কর্ণগোচর হইতে লাগিল। চাতক, ময়ূর ও পুংস্কোকিলকুল একান্ত মত্ত এবং দর্দুর সকল নিতান্ত দর্পিত হইয়া উঠিল। পরিশুষ্ক গিরিপ্রদেশচারী পাণ্ডবগণ বিবিধাকার নীরদরবানুনাদিত বর্ষাকাল সুখসচ্ছন্দে অতিবাহিত করিলেন।

অনন্তর শরৎকাল উপস্থিত হইল। অরণ্য ও পর্ব্বতশৃঙ্গে প্রচুর পরিমাণে তৃণ সমূহ সমুৎপন্ন, নিম্নগা সকল স্বচ্ছসলিল, আকাশমণ্ডল নির্ম্মল ও নক্ষত্রনিবহ সমধিক উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। ক্রৌঞ্চ, হংস, সারস প্রভৃতি বহুবিধ পক্ষিগণ ইতস্তত বিহার করিতে লাগিল। রজোবিহীন জলধরশীতল বিভাবরী গ্রহ, নক্ষত্র ও শশাঙ্কমণ্ডলে পরিবৃত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। নদী ও পুষ্করিণী সকল কুমুদ, কুবলয় ও কহ্লারে সমলঙ্কৃত, অতি শীতল ও প্রশান্তদর্শন হইল। বেতসলতা-সঙ্কুল নীলতটশালী সরস্বতীতে ভ্রমণ করিয়া মানবগণের অন্তঃকরণে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ সঞ্চার হইতে লাগিল।

মহাবীর পাণ্ডবেরাও সেই প্রসন্নসলিলা পুণ্যতমা সরস্বতীরে পরিপূর্ণা দেখিয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। পাণ্ডবগণের নারায়ণাশ্রম-বাসকালে শারদীয়া কার্ত্তিকী পৌর্ণমাসী রজনী উপস্থিত হইল। তখন তাঁহারা প্রস্থানের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। অনন্তর অসিত পক্ষের আরম্ভেই মহাসত্ত্ব তাপসগণ, মহর্ষি ধৌম্য, সূত ও পরিচারকবর্গ সমভিব্যাহারে কাম্যক বনে গমন করিলেন।

ত্র্যশীত্যধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পাণ্ডবগণ কাম্যক বনে উপনীত হইয়া মহর্ষিদত্ত অতিথিসৎকার গ্রহণপূর্ব্বক দ্রৌপদীর সহিত উপবেশন করিলেন। তথায় বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদিগকে বেষ্টন-করিয়া উপবিষ্ট হইলে এক ব্রাহ্মণ তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে পাণ্ডবগণ! অর্জ্জুনের প্রিয় সখা মহাত্মা কৃষ্ণ সততই আপনাদিগের দর্শন বাসনা ও শুভ প্রত্যাশা করিয়া থাকেন; এক্ষণে আপনাদিগের আগমনসম্বাদ অবগত হইয়াছেন; অতএব তিনি অতি সত্বরেই এস্থানে সমুপস্থিত হইবেন। আর তপঃস্বাধ্যায়সম্পন্ন চিরজীবী মহর্ষি মার্কণ্ডেয়ও অবিলম্বে আপনাদিগের সাক্ষাৎকার লাভ প্রত্যাশায় এই কাম্যক বনে উপনীত হইবেন; এই বলিয়া ব্রাহ্মণ বিরত হইলেন।

এই অবসরে বাসুদেব সুলক্ষণ-সম্পন্ন অশ্বযোজিত রথারোহণ করিয়া শচীসনাথ সুরনাথের ন্যায় প্রিয়তমা সত্যভামার সহিত কাম্যক বনে সমুপস্থিত হইলেন। অনন্তর তিনি সত্বরে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, ভীমসেন

ও ধৌম্যকে যথাবিধি অভিবাদন করিলেন। পরিশেষে নকুল ও সহদেব কর্ত্তৃক নমস্কৃত হইয়া দ্রৌপদীরে সান্ত্বনাবাদ প্রদানপূর্ব্বক বীরবর প্রিয়তম অর্জ্জুনকে আগত অবলোকন করিয়া মুহুর্মুহু আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। এ দিকে কৃষ্ণপ্রিয়া সত্যভামা পাণ্ডবমহিষী দ্রৌপদীরে বারংবার আলিঙ্গন করিলেন।

অনন্তর পাণ্ডবগণ দ্রৌপদী ও পুরোহিত ধৌম্যের সহিত কৃষ্ণের সমুচিত সৎকারপূর্ব্বক চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া উপবিষ্ট হইলেন। তখন নন্দনন্দন কৃষ্ণ অসুর-সংহার-সমর্থ পার্থের সহিত সমাগত হইয়া কার্ত্তিকেয় সহ সমাসীন ভগবান্ ভূতপতির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। পরে অর্জ্জুন কৃষ্ণকে আদ্যোপান্ত সমস্ত বনবৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া সুভদ্রা ও অভিমন্যুর কুশল সম্বাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি অশেষ প্রশংসাপূর্ব্বক ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, রাজন্! রাজ্য লাভ অপেক্ষা ধর্ম্ম উৎকৃষ্ট; ধর্ম্ম বৃদ্ধির নিমিত্ত তপোনুষ্ঠান করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়; আপনি সেই ধর্ম্মকে সত্য ও সারল্য দ্বারা প্রতিপালন করিয়া ইহ লোক ও পরলোক জয় করিয়াছেন। আপনি ব্রতানুষ্ঠান-পূর্ব্বক সাঙ্গোপাঙ্গ ধনুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়া ক্ষাত্র ধর্ম্মানুসারে ধনোপার্জ্জন-পূর্ব্বক চিরপ্রথিত যাগযজ্ঞ সকল সংসাধন করিয়াছেন। গ্রাম্য ধর্ম্মে আপনার অণুমাত্রও অনুরাগ নাই; আপনি কামপরতন্ত্র হইয়া কদাচ কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন না। অর্থলাভলোভেও কখন ধর্ম্মপথ-পরিভ্রষ্ট হন নাই; এই নিমিত্তই আপনি ধরণীতলে ধর্ম্মরাজ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। রাজ্য, ধন ও বহুবিধ ভোগ লাভ করিলেও দান, সত্য, তপ, শ্রদ্ধা, বুদ্ধি, ক্ষমা ও ধৃতি এই সকল বিষয়ে আপনার সবিশেষ অনুরাগ আছে। যখন শত্রুগণ সভামধ্যে সর্ব্বজন-সমক্ষে দ্রৌপদীরে বিবসনা করিয়াছিল; তৎকালে কাহার সাধ্য উহা সহ্য করে; কেবল আপনিই ধৈর্য্যাবলম্বন-পূর্ব্বক তাদৃশ দুর্ব্বিষহ নৃশংসাচার সহ্য করিয়াছেন। যদি আপনার প্রতিজ্ঞা সম্পূর্ণ হইয়া থাকে; তাহা হইলে আমরা সকলে এই ক্ষণেই পৌরবকুল সমূলে নির্ম্মূল করিব; আর আপনি পুনরায় রাজ্য লাভ করিয়া পরম সুখে প্রজা পালন করিবেন। ভগবান্ বাসুদেব এই বলিয়া মহারাজ যুধিষ্ঠির ও ধৌম্য প্রভৃতি সকলকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহাবীর অর্জ্জুন তোমাদিগেরই সৌভাগ্যবলে দিব্য অস্ত্র সকল লাভ করিয়া প্রফুল্ল মনে অক্ষত শরীরে প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

অনন্তর তিনি সুহৃদ্গণ সমভিব্যাহারে দ্রৌপদীরে কহিলেন, হে কৃষ্ণে! এক্ষণে ধনুর্ব্বেদে একান্ত অনুরক্ত তোমার আত্মজ প্রতিবিন্ধ্য প্রভৃতি সুশীল শিশু সকল সুহৃদ্গণানুমোদিত সাধুজনাচরিত পথে সতত সঞ্চরণ করিয়া থাকে। তাহারা তোমার পিতা ও ভ্রাতৃগণ কর্ত্তৃক রাজ্য বা ধন দ্বারা প্রলোভিত হইয়াও তাঁহাদের আবাসে বাস করত কোন ক্রমেই চিত্তপরিতোষ বা প্রসন্নতা প্রাপ্ত হয় না। তাহাদিগের একান্ত অভিলাষ যে, দ্বারকা নগরীতে যাদবদিগের সহিত সুখসচ্ছন্দে কালাতিপাত করে। আর্য্যা কুন্তী ও তুমি তাহাদিগকে যাদৃশ পরম যত্ন ও স্নেহসহকারে প্রতিপালন করিতে; তদ্রূপ সুভদ্রাও এক্ষণে তাহাদিগকে অপ্রমাদে প্রতিপালন করিয়া থাকে। প্রদ্যুম্ন যেমন অনিরুদ্ধ, অভিমন্যু, সুনীথ ও ভানুর বিনেতা ও একমাত্র গতি; তদ্রূপ তোমার সন্তানগণেরও বিনেতা এবং একমাত্র গতি। কুমার অভিমন্যু তোমার নিরালস্য সন্তানদিগকে গদা ও অসি চর্ম্ম গ্রহণ, অস্ত্র, শিক্ষাশাস্ত্র ও রথাশ্ব-যান-বিষয়ে সতত সম্যক্‌রূপে শিক্ষা প্রদান করিয়া থাকে। এক্ষণে প্রদ্যুম্ন তোমার আত্মজগণ ও অভিমন্যুকে সমুদায় অস্ত্র

শস্ত্র প্রদানপূর্ব্বক সুশিক্ষিত করিয়া তাহাদিগের বল বিক্রম দর্শনে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইতেছে। তোমার আত্মজেরা যেস্থানে বিহার করিবার অভিলাষে গমন করে; সেই স্থানেই হস্তী, অশ্ব ও রথ সকল তাহাদের প্রত্যেকের অনুগমন করিয়া থাকে।

অনন্তর তিনি যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, হে ধর্ম্মরাজ! আপনি যে স্থানে ইচ্ছা করিবেন, যাদব, কুকুর ও অন্ধকেরা আপনার নিদেশবর্ত্তী হইয়া সেই স্থানেই অবস্থান করিবে। মাথুরী সেনা সকল শর শরাসন প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক হস্তী, অশ্ব, রথ ও হস্তিপকের সহিত আপনার সাহায্য করিবে। আপনি পাপাত্মা দুর্য্যোধনকে অনুচর ও বান্ধবগণের সহিত ভৌম ও সৌভাধিপতির পথে প্রেরণ করুন। আপনি সভামধ্যে যেরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন; তাহার যেন অন্যথা না হয়। এক্ষণে হস্তিনা নগর যাদবগণ কর্ত্তৃক আপনার শত্রুকুল-বিনাশ প্রার্থনা করুক। আপনি বিগতক্রোধ, বীতশোক ও নিষ্পাপ হইয়া যথেচ্ছ বিহারপূর্ব্বক সর্ব্বাগ্রে প্রসিদ্ধ নাগপুরে প্রবেশ করিবেন।

অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া তদুক্ত বাক্যের ভূয়সী প্রশংসা করত সবিশেষ পর্য্যালোচনাপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, হে কেশব! তুমি পাণ্ডবগণের অদ্বিতীয় গতি; পাণ্ডবেরা তোমারই শরণাপন্ন; কি বিপদ কি সম্পদ্ সকল কালেই তুমি তাহাদিগের কর্ত্তা ও উপদেষ্টা। প্রতিজ্ঞানুসারে দ্বাদশ সৎসর নির্জ্জনে অতিবাহিত হইয়াছে; পরে পাণ্ডবেরা যথাবিধি অজ্ঞাতচর্য্যা সমাপন করিয়া তোমার সহিত মিলিত হইবে; হে কেশব! তোমার যেন সর্ব্বদাই এই রূপ সদ্ভাব থাকে ও সত্যপরায়ণ দানধর্ম্মানুরক্ত সদার সবান্ধব পাণ্ডবেরাও যেন তোমার শরণাগত হইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে।

ভগবান কৃষ্ণ ও ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই রূপ কহিলে পর ধর্ম্মাত্মা, রূপগুণ-সম্পন্ন, অজর, অমর, মহাতপা মার্কণ্ডেয় তথায় সমুপস্থিত হইলেন। তিনি বহুসহস্র-বর্ষবয়স্ক; কিন্তু দেখিলে পঞ্চবিংশতি-বর্ষদেশীয়ের ন্যায় বোধ হয়। মহর্ষি সমাগত হইবামাত্র সমুদায় ব্রাহ্মণ ও কৃষ্ণসমবেত পাণ্ডুতনয়গণ ভক্তিসহকারে তাঁহাকে অর্চ্চনা করিলেন।

মহাভাগ মার্কণ্ডেয় বিধিমত অর্চ্চিত হইয়া সুখে উপবেশন-পূর্ব্বক পরিশ্রম অপনয়ন করিলে পর বৃষ্ণিবংশাবতংস কৃষ্ণ ব্রাহ্মণগণ ও পাণ্ডবদিগের মত গ্রহণপূর্ব্বক মহর্ষিকে কহিতে লাগিলেন, হে মার্কণ্ডেয়! সমুদায় সমাগত ব্রাহ্মণ, পাণ্ডবগণ, দ্রৌপদী, সত্যভামা ও আমি আমরা সকলেই আপনার অত্যুৎকৃষ্ট বাক্য শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইয়াছি; অতএব আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক ভূপতি, স্ত্রী ও ঋষিগণের সদাচার ব্যবহার প্রভৃতি পুরাবৃত্ত কীর্ত্তন করুন।

মহর্ষিকে এই রূপ জিজ্ঞাসানন্তর সকলে সুখে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় বিশুদ্ধাত্মা দেবর্ষি নারদ পাণ্ডবগণকে অবলোকন করিবার নিমিত্ত তথায় সমুপস্থিত হইলেন। পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ পাদ্য অর্ঘ্য দ্বারা সেই সমাগত দেবর্ষিকে যথাবিধি পূজা করিলেন। দেবর্ষি নারদ তত্রস্থ জনগণকে মার্কণ্ডেয়ের কথা শ্রবণে কৃতনিশ্চয় বুঝিতে পরিয়া তাহাতেই অনুমোদন করিলেন। তখন কালজ্ঞ সনাতন পুরুষ বাসুদেব মার্কণ্ডেয়কে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে ব্রহ্মর্ষে! আপনি পাণ্ডবগণ-সমক্ষে যাহা কীর্ত্তন করিতে অভিলাষ করিয়াছেন; তাহা কীর্ত্তন করুন।

মহাতপা মার্কণ্ডেয় এই রূপ অভিহিত হইয়া কহিলেন; দেখ, অনেক উপাখ্যান কহিতে হইবে; অতএব একটী সময় নির্দ্ধারিত করা আবশ্যক। পাণ্ডবগণ মার্কণ্ডেয়ের বাক্য শ্রবণে দ্বিজগণ সমভিব্যাহারে মধ্যাহ্ন

কালে পুরাবৃত্ত শ্রবণ করিবার নিয়ম নির্দ্ধারিত করিলেন।

অনন্তর ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির মার্কণ্ডেয়কে বিবক্ষু দেখিয়া কহিলেন, হে ভগবন্! আপনি আমাদের সেব্য, উপাস্য, অভিমত ও চিরকাঙ্ক্ষিত। আপনি সমুদায় দেব, দানব, মহাত্মা মহর্ষি ও রাজর্ষিগণের চরিত অবগত আছেন, অতএব আপনা হইতেই আমার সংশয়াপনোদ হইবে; সন্দেহ নাই। আর এই দেবকীনন্দন আমাদিগকে সন্দর্শন করিবার নিমিত্ত এস্থানে আসিয়াছেন; ইনিও এক জন বিজ্ঞ ও সমুৎসুক শ্রোতা। হে মহাত্মন্! আমি এক্ষণে আপনারে সুখবিহীন ও ধৃতরাষ্ট্র-তনয়গণকে সমৃদ্ধিশালী দেখিয়া মনে করিতেছি যে, শুভ বা অশুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠাতা কই তাহার ফল ভোগ করে! আর কি প্রকারে বা ঈশ্বরকে কর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করি! কি নিমিত্ত মনুষ্যের সুখ দুঃখ সমুৎপন্ন হয়? মনুষ্য ইহ লোকে কি পর লোকে আপনার কর্ম্মফল প্রাপ্ত হয়? দেহী দেহ ত্যাগ করিয়া কিরূপে পর লোকে শুভাশুভ-ফল ভোগ করে ও ইহ কালেই বা কিরূপে উহা লাভ করে? মৃত ব্যক্তির কর্ম্মকলাপ কোথায় থাকে?

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে রাজন্! আপনি উপযুক্ত প্রশ্ন করিয়াছেন; কিন্তু নিখিল জ্ঞাতব্য বিষয় আপনার জ্ঞানগোচর আছে; তথাপি কেবল লোকস্থিতির নিমিত্ত জিজ্ঞাসা করিতেছেন। অতএব যেরূপে মনুষ্য ইহ লোক ও পর লোকে সুখ দুঃখ ভোগ করে; আমি তাহা কীর্ত্তন করিতেছি; অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন।

ভগবান্ পূর্ব্বপ্রজাপতি শরীরীর শরীর নির্ম্মল, অতি পবিত্র ও ধর্ম্মতন্ত্র করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। হে কুরুসত্তম! সর্ব্বদা সকলমনোরথ, সত্যবাদী, ব্রহ্মস্বরূপ, পুরাতন পুণ্যাত্মা নরগণ স্বচ্ছন্দে নভস্তলে দেবগণের সহিত সমাগত হইয়া পুনর্ব্বার সকলে যদৃচ্ছাক্রমে প্রত্যাগমন করিতেন। সেই স্বচ্ছন্দচারী নরগণ স্বেচ্ছামরণ ছিলেন। তাঁহাদিগের কার্য্যে কোন ক্রমেই বাধা ঘটিত না; তাঁহারা নিরাতঙ্ক, নিরুপদ্রব, দেববৃন্দ ও মহাত্মা ঋষিগণের পরিদর্শক, দান্ত, বিগতমৎসর, সহস্র বর্ষজীবী ও সাক্ষাৎ সকল ধর্ম্মস্বরূপ ছিলেন। তাঁহারা সহস্র পুত্র লাভ করিতেন।

অনন্তর কালক্রমে তাঁহারা ধরাতলচারী ও কামক্রোধাভিভূত হইয়া সর্ব্বদা কপট ব্যবহার দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা নূতন কলেবর পরিগ্রহ করিয়া লোভ ও মোহের একান্ত বশম্বদ হইয়া উঠিলেন। তখন তাঁহারা নানাবিধ অশুভ কর্ম্ম দ্বারা পাপগ্রস্ত, তির্য্যগ্যোনিগত ও নিরয়গামী হইয়া বিচিত্র সংসারে পুনঃ পুনঃ পচ্যমান হইতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের অভীষ্ট সঙ্কল্প ও জ্ঞান সকলই বিফল হইয়া গেল; তাঁহাদিগের মধ্যে প্রায় সকলেই অশুভ কর্ম্ম করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বিবেকবিধুর, সকল বিষয়েই শঙ্কিতচিত্ত, লোকসমাজের ক্লেশকর, দুষ্কুলজাত, ব্যাধিবহুল, দুরাত্মা, প্রতাপবিহীন, পাপিষ্ঠ, অল্পায়ু, সর্ব্বকামের অভিলাষী, বিভিন্নহৃদয় এবং নাস্তিক হইয়া উঠিলেন। হে কৌন্তেয়! এই রূপে মৃত প্রাণী ইহ কালে স্ব স্ব কর্ম্মানুযায়িনী গতি লাভ করে।

প্রাজ্ঞ অথবা হীনবুদ্ধি ব্যক্তির কর্ম্ম সকল কোথায় থাকে এবং তাদৃশ ব্যক্তি কোথায় থাকিয়া সুকৃত ও দুষ্কৃতের ফল ভোগ করে; এক্ষণে ইহার বিশেষ সিদ্ধান্ত শ্রবণ করুন।

মনুষ্য দেবসৃষ্ট আদি শরীর দ্বারা অনেক প্রকার শুভাশুভ কর্ম্মের সঞ্চয় করে। পরিশেষে আয়ুঃশেষ হইলে এককালেই এই ক্ষীণপ্রায় কলেবর পরিত্যাগ করিয়া অন্য

যোনিতে সম্ভূত হয়; ক্ষণমাত্রও সে দেহশূন্য হইয়া থাকে না; সেই দেহান্তর পরিগ্রহ কালে স্বকৃত কর্ম্ম সকল ছায়ার ন্যায় তাহার অনুগত হয় এবং উহাই তাহার সুখ দুঃখের কারণ হইয়া উঠে। জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিরা স্থির করিয়াছেন যে, কৃতান্তবিধিবশম্বদ জন্তু প্রাপ্ত সুখ দুঃখ কদাচ দুরীকৃত করিতে সমর্থ হয় না। হে রাজন্! হীনবুদ্ধি ব্যক্তির গতি নিরূপিত হইল; এক্ষণে জ্ঞানবানের পরমা গতি কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন।

যাঁহারা তপোনুষ্ঠান করিয়াছেন; যাঁহারা সর্ব্বাগম-পরায়ণ, স্থিরব্রত, সত্যপর, গুরুশুশ্রূষু, সুশীল, বিশুদ্ধস্বভাব, ক্ষান্ত, দান্ত, পবিত্র যোনিসম্ভূত, সর্ব্বপ্রকার শুভলক্ষণসম্পন্ন, জিতেন্দ্রিয় ও রোগরহিত; সেই মহাত্মারাই ঋষি। তাঁহারা সর্ব্বদা নিরুপদ্রবে কাল যাপন করেন; কি জায়মান কি ভ্রাম্যমান কি গর্ভস্থ কি আত্মা কি পর সকলকেই জ্ঞানচক্ষু দ্বারা বোধ করিতে পারেন। তাঁহারা এই কর্ম্মভূমিতে আগমন করিয়া পুনরায় সুরলোকে গমন করেন। হে রাজন্! মনুষ্য কিছু বা দৈবাৎ কিছু বা হঠাৎ ও কিছু বা স্বীয় কর্ম্মফল দ্বারা লাভ করে। ইহা স্থিরতর আছে; আপনি এ বিষয়ে অন্য কোন বিচারণা করিবেন না।

হে যুধিষ্ঠির! এ বিষয়ে এক উদাহরণ প্রদান করিতেছি; শ্রবণ করুন। মনুষ্যলোকে যাহা পরম শ্রেয় বলিয়া বিবেচিত হয়; কেহ তাহা ইহ লোকে, কেহ পর লোকে কেহ বা উভয় লোকেই প্রাপ্ত হয়। কেহ কেহ বা ইহ লোক ও পর লোক কুত্রাপি প্রাপ্ত হয় না। যাহাদিগের বিপুল ধন আছে; যাহারা প্রতিদিন বিভূষিতাঙ্গ ও নিরন্তর কায়িক সুখে সংসক্ত হইয়া ক্রীড়াকৌতুকে কাল যাপন করে; ইহ লোকই তাহাদিগের সুখকর; পর কালে সুখ সম্ভাবনা থাকে না। যাঁহারা যোগী, তপস্যানুরক্ত, স্বাধ্যায়শীল, জিতেন্দ্রিয় ও প্রাণিবধে নিতান্ত পরাঙ্মুখ হইয়া দেহ জর্জ্জরিত করেন; তাঁহাদিগেরই পর কালে সুখ সম্ভোগ হয়; ইহ লোকে হয় না। যাঁহারা প্রথমে ধর্ম্মাচরণ ও ধর্ম্মত ধন লাভ করিয়া যথাকালে দার পরিগ্রহ করত যাগানুষ্ঠানে তৎপর হন; তাঁহাদিগের ইহ লোক ও পর লোক উভয় স্থানেই সুখ লাভ হয়। যে মূঢ়েরা বিদ্যা, তপস্যা, দান ও অপত্যোৎপাদন বিষয়ে যত্ন করে না; তাহারা ইহ লোক ও পর লোক উভয়ত্রই সুখ সম্ভোগে বঞ্চিত হয়।

হে কৌরবেন্দ্র! আপনারা সকলেই মহাবল পরাক্রান্ত, মহাসত্ত্ব, তেজস্বী ও কৃতবিদ্য; দেবকার্য্যের নিমিত্ত সুরলোক হইতে অবনীতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন; আপনারা সুমহৎ সুরকার্য্য সম্পাদনানন্তর দেবগণ, ঋষিগণ ও সমুদায় পিতৃলোকের যথাবিধি তর্পণ করিয়া পরিশেষে স্বীয় কর্ম্মফলে পুনরায় পুণ্যধাম সুরলোক প্রাপ্ত হইবেন; সন্দেহ নাই। অতএব হে রাজন! এক্ষণে এই ক্লেশ সন্দর্শন করিয়া কিছুমাত্র বিশঙ্কিত হইবেন না।

চতুরশীত্যধিক শততম অধ্যায়।

পাণ্ডবগণ মহাত্মা মার্কণ্ডেয়কে কহিলেন, ভগবন! আমরা দ্বিজাতিগণের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিবার নিমিত্ত নিতান্ত সমুৎসুক হইয়াছি; অতএব অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগের কৌতূহল চরিতার্থ করুন।

সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ মার্কণ্ডেয় পাণ্ডবগণের প্রার্থনাপরতন্ত্র হইয়া কহিলেন, হে রাজন্! একদা হৈহয়কুল-চূড়ামণি এক জন কুমার নৃপতি মৃগয়াভিলাষে তৃণবল্লরীমণ্ডিত এক অরণ্যে পর্য্যটন করিতেছিলেন; এমত সময় তথায় কৃষ্ণাজিনাচ্ছাদিত-কলেবর এক মুনিবরকে অবলোকন করিয়া কৃষ্ণসারভ্রমে তাঁহার প্রাণ সংহার করিলেন। পশ্চাৎ আপনার অনব-

ধানতা উপলব্ধি হওয়াতে নিতান্ত ব্যথিত ও শোকে কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া হৈহয়রাজগণের সমীপে গমনপূর্ব্বক আত্মকৃত দুষ্কর্ম্ম আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিলেন।

হৈহয়রাজগণ ফলমূলাশী তপস্বীর প্রাণনাশবৃত্তান্ত শ্রবণ ও অরণ্যমধ্যে তাঁহারে তদবস্থ অবলোকন করিয়া বিষাদসলিলে প্লবমান হইতে লাগিলেন এবং তিনি কাহার পুত্র জানিবার নিমিত্ত ইতস্তত অন্বেষণ করিতে করিতে কাশ্যপনন্দন অরিষ্টনেমার আশ্রমে উপস্থিত হইয়া তাঁহারে অভিবাদন-পূর্ব্বক সকলে দণ্ডায়মান হইলেন। মহর্ষি অরিষ্টনেমা তাঁহাদিগের নিমিত্ত তৎক্ষণাৎ পূজোপকরণ আহরণ করিলে তাঁহারা কহিলেন, হে মুনিবর! আমরা ব্রহ্মহত্যা করিয়াছি; অতএব আমরা এক্ষণে আপনার সৎকারের অযোগ্য বলিয়া পরিগণিত হইতেছি।

মহর্ষি কহিলেন, আমি আপনাদিগকে এই ক্ষণেই তপোবল প্রদর্শন করিতেছি। আপনারা কি প্রকারে ব্রহ্মহত্যা করিয়াছেন; এবং সেই ব্রাহ্মণই বা কোথায়? বলুন।

তাঁহারা তখন অরিষ্টনেমারে যথাভূত সমুদায় বৃত্তান্ত নিবেদন-পূর্ব্বক সেই মুনিবরের মৃত কলেবর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহারে আর সে স্থানে দেখিতে না পাইয়া স্বপ্নের ন্যায় বোধ করত গতচেতন ও লজ্জিত হইয়া উঠিলেন। তখন ঋষিবর অরিষ্টনেমা তাঁহাদিগকে কহিলেন, হে নৃপতিগণ! আপনারা যাঁহারে বিনাশিত করিয়াছিলেন; ইনিই সেই ব্রাহ্মণ; ইনি আমার পুত্র। এই কহিয়া তিনি আপন পুত্রকে প্রদর্শন করিলে তাঁহারা সেই দৃষ্টচর ব্রাহ্মণকে দৃষ্টিগোচর করিবামাত্র বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইয়া কহিলেন, কি আশ্চর্য্য! সেই মৃত মহর্ষি জীবিত হইয়া এস্থানে আগমন করিয়াছেন! হে বিপ্র! ইনি যাহার প্রভাবে পুনরায় জীবন প্রাপ্ত হইলেন; সেই তপোবীর্য্য কিরূপ শ্রবণ করিবার নিমিত্ত আমাদিগের সাতিশয় ঔৎসুক্য জন্মিয়াছে; যদি শ্রোতব্য হয়, বলুন।

তার্ক্ষ্য কহিলেন, নৃপগণ! মৃত্যু আমাদিগের নিকট প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হয় না। মৃত্যুপ্রভাব আমাদিগের নিকট যে নিমিত্ত প্রতিহত হয়; এক্ষণে তাহা সংক্ষেপে কহিতেছি, শ্রবণ করুন। আমরা কেবল সত্যই জানি; আমাদিগের মন মিথ্যাতে কখন অনুরক্ত হয় না; আমরা সর্ব্বদা স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকি; এই নিমিত্ত আমাদিগের মৃত্যুভয় নাই। আমরা এই সকল ব্রাহ্মণকে কেবল সদাচারের উপদেশ প্রদান করি; গর্হিতাচার বিষয়ে কদাচ উপদেশ প্রদান করি না; এই নিমিত্ত আমাদিগের মৃত্যুভয় নাই। আমরা অতিথিগণকে অন্নপান ও ভৃত্যগণকে পর্য্যাপ্ত ভোজন প্রদান করিয়া অবশিষ্ট ভোজন করি; এই নিমিত্ত আমাদিগের মৃত্যুভয় নাই। আমরা দান্ত, শান্ত, বদান্য, ক্ষমাশীল, তীর্থসেবী ও পুণ্যস্থান-নিবাসী; এ নিমিত্ত আমাদিগের মৃত্যুভয় নাই। আমরা তেজস্বী দেশে বাস করি; এ নিমিত্ত আমাদের মৃত্যুভয় নাই। হে বিমৎসরগণ! আপনাদিগকে সংক্ষেপে এই মাত্র কহিলাম; এক্ষণে আপনারা প্রস্থান করুন, আপনাদিগের ব্রহ্মহত্যা-জনিত পাপভয় আর নাই।

অনন্তর হৈহয় ভূপতিগণ তাঁহার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ ও তাঁহারে যথাবিধি অভিবাদন-পূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে স্বদেশে প্রতিগমন করিলেন।

পঞ্চাশীত্যধিক শততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে রাজন্! আমি পুনর্ব্বার ব্রাহ্মণগণের সৌভাগ্য কীর্ত্তন করিতেছি; শ্রবণ করুন। পূর্ব্বে বৈন্য নামে এক রাজা অশ্বমেধ যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়াছিলেন;

শুনিয়াছি, মহর্ষি অত্রি বিত্ত প্রার্থনায় তৎসন্নিধানে গমন করিবার মানস করিলেন; কিন্তু ধর্ম্ম প্রকাশ হইলে অবশ্য ফলহানি হইবে এই আশঙ্কায় সমধিক অর্থ আহরণে তাঁহার প্রত্যাশা ছিল না। পরিশেষে সবিশেষ পর্য্যালোচনা করত বনগমনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া স্বীয় সহধর্ম্মিণী ও পুত্রগণকে আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন, চল, আমরা নিরুপদ্রব অরণ্যে প্রস্থান করি; তথায় বহুসংখ্যক অক্ষয় ফল লাভ হইবে। বোধ হয়, তোমরা শীঘ্রই এ বিষয়ে সম্মতি প্রকাশ করিবে। তখন তাঁহার ভার্য্যা কহিলেন, হে নাথ! আপনি বৈন্য-সন্নিধানে গমন করিয়া ধন প্রার্থনা করুন। সেই যাজ্ঞিক রাজা আপনাকে অবশ্যই সমধিক অর্থ দান করিবেন। আপনি তাঁহার নিকট ধন গ্রহণপূর্ব্বক পুত্র প্রভৃতি পোষ্যবর্গকে উহা বিভাগ করিয়া দিয়া যথেচ্ছা প্রস্থান করুন; তাহাতে কোন হানি নাই। ধর্ম্মশাস্ত্রকারেরা উহাকেই পরম ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

অত্রি কহিলেন, হে মহাভাগে! মহর্ষি গৌতম কহিয়াছেন যে, বৈন্য রাজা ধর্ম্মপরায়ণ ও সত্যবাদী, কিন্তু তথায় তোমার বিদ্বেষী কএক জন ব্রাহ্মণ বাস করিয়া থাকেন; তাঁহারা ধর্ম্মকামার্থযুক্ত কল্যাণকর বাক্যও নিরর্থক বলিয়া কীর্ত্তন করিবেন; এই নিমিত্ত সেই স্থানে গমন করিতে আমার মন নিতান্ত অপ্রশস্ত হইতেছে; কিন্তু কেবল তোমার বাক্য রক্ষার নিমিত্ত আমি বৈন্যযজ্ঞে গমন করিব; তথায় উপস্থিত হইলে রাজা আমারে প্রভূত অর্থ ও গো দান করিবেন; সন্দেহ নাই। এই বলিয়া মহাতপা অত্রি অনতিবিলম্বে বৈন্যযজ্ঞে উপনীত হইলেন এবং তাঁহাকে সমুচিত সৎকার পূর্ব্বক মাঙ্গলিক মধুর বাক্যে স্তব করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! আপনি ধন্য, প্রভু ও ভূমণ্ডলের প্রথম ভূপতি; মুনিজনেরাও আপনার স্তুতিবাদ করিয়া থাকেন; আপনা অপেক্ষা ধর্ম্মাত্মা আর কেহই নাই।

মহর্ষি গৌতম এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র রোষাবেশ প্রকাশপূর্ব্বক কহিলেন, হে অত্রে! তুমি এরূপ কথা আর কখন কহিও না; তোমার বুদ্ধি অদ্যাপি পরিণত হয় নাই। আমাদিগের প্রথম প্রতিপালক প্রজাপতি মহেন্দ্র ভিন্ন আর কেহই নাই। অত্রি কহিলেন, হে গৌতম! প্রজাপতি ইন্দ্রের ন্যায় ইনিও সমস্ত বিধান করিয়া থাকেন। তুমিই এক্ষণে মোহে অভিভূত হইতেছ এবং তোমারই প্রজ্ঞাবল পরিহীন হইয়াছে। গৌতম কহিলেন, হে অত্রে! আমি সকলই জানি; আমি কখন মোহে অভিভূত হই নাই; প্রত্যুত তুমি যখন মহারাজের সাক্ষাৎকার লাভ প্রত্যাশায় জনসমাজে এই রূপ স্তব করিতেছ; তখন লোকে তোমারেই মোহপরবশ বিবেচনা করিবে। তুমি ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্মজ্ঞ নও এবং সেই ধর্ম্মের প্রয়োজনও জান না। তুমি কোন কারণবশত বৃদ্ধ হইয়াছ; তোমার স্বভাব অদ্যাপি বালকের ন্যায় লক্ষিত হইতেছে।

তাঁহারা পরস্পর এই রূপ বিবাদ করিতেছেন, দেখিয়া যজ্ঞদীক্ষিত মহর্ষিগণ পরস্পর জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহারা কি প্রকার লোক? কোন্ ব্যক্তি বা ইহাদিগকে রাজসভাপ্রবেশে আদেশ প্রদান করিয়াছে? ইহারা কি নিমিত্ত এস্থানে আসিয়া উচ্চৈঃস্বরে কথোপকথন করিতেছে? অনন্তর সর্ব্বধর্ম্মবিৎ কাশ্যপ তাহাদিগের সম্মুখীন হইয়া বিবাদের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে মহামুনি গৌতম সভাস্থ সমস্ত মহর্ষিগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে দ্বিজোত্তমগণ! আমরা আপনাদিগের নিকট একটী প্রশ্ন করিতেছি, শ্রবণ করুন। অত্রি বৈন্য নৃপতিকে বিধাতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন; উহা সঙ্গত কি না?

এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র মহর্ষিগণ সত্বর হইয়া সংশয় নিরাকরণার্থ ধর্ম্মজ্ঞ সনৎকুমারের নিকট গমন করিলেন। সনৎকুমার মুনিগণমুখে আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে তপোধনগণ! যেমন অনল অনিলের সহিত সমাগত হইলে সমস্ত বন দগ্ধ হইয়া যায়; সেই রূপ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় পরস্পর একত্র মিলিত হইলে সমুদায় শত্রুই বিনষ্ট হইয়া থাকে। যিনি ধর্ম্মস্থাপক ও প্রজাপালক; তিনি ইন্দ্র, শুক্র, বিধাতা ও বৃহস্পতিতুল্য; যিনি প্রজাপতি, বিরাট্, সম্রাট্, ক্ষত্রিয়, ভূপতি, নৃপ ঐ সকল শব্দ দ্বারা সংস্তূয়মান হন; তাঁহাকে কে না অর্চ্চনা করিবে? সেই রাজা ধর্ম্মমার্গের প্রথম প্রবর্ত্তক; তিনি সতত নির্ভয়ে রক্ষা করেন, তিনি সকলের ঈশ্বর, স্বর্গের পথপ্রদর্শক, জেতা, সত্যের আকর ও বিষ্ণুস্বরূপ। পূর্ব্বে মহর্ষিগণ অধর্ম্মভয়ে ভীত ও শঙ্কিত হইয়া ক্ষত্রিয়কে মহাবল পরাক্রান্ত করিয়াছেন। যেমন দিবাকর স্বীয় করজাল বিস্তারপূর্ব্বক দ্যুলোকে দেবগণের অন্ধকার নষ্ট করিয়া থাকেন; সেই রূপ ভূপতি পৃথিবীস্থ সমস্ত লোকের অধর্ম্ম নিরাকরণ করেন। এই রূপ শাস্ত্রপ্রমাণ দৃষ্টে রাজার প্রধানত্ব স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে; অতএব যিনি রাজাকে সর্ব্বপ্রধান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; তাঁহার সিদ্ধান্তই অভ্রান্ত হইল।

অনন্তর বৈন্য রাজা সিদ্ধান্ত পক্ষের যাথার্থ্য শ্রবণে প্রথম স্তুতিবাদক অত্রির প্রতি একান্ত প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, হে দ্বিজোত্তম! আপনি সর্ব্বজ্ঞ এবং আমারে নরোত্তম ও সর্ব্বদেবতুল্য বলিয়া কীর্ত্তন করিলেন; এই নিমিত্ত আমি আপনাকে বসন-ভূষণে বিভূষিত দাসীসহস্র, দশ কোটী সুবর্ণ ও দশ রজতভার সমর্পণ করিতেছি; গ্রহণ করুন। তখন মহর্ষি অত্রি ন্যায়ত সমস্ত প্রতিগ্রহ করিয়া স্বগৃহে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক প্রীত মনে পুত্রগণকে ধন বিভাগ করিয়া দিয়া তপোনুষ্ঠান মানসে বন প্রবেশ করিলেন।

ষড়শীত্যধিক শততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মহারাজ! এই স্থলে দেবী সরস্বতী মহর্ষি তার্ক্ষ্য কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া যেরূপ উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন; শ্রবণ করুন। একদা তার্ক্ষ্য সরস্বতী দেবীরে কহিলেন, হে ভদ্রে! ইহ লোকে মনুষ্যের শ্রেয় কি, কিরূপ আচার ব্যবহারে তাহারা ধর্ম্মভ্রষ্ট হয় না; কিরূপে হুতাশনে আহুতি প্রদান করিতে হয়; কোন্ কালেই বা দেবপূজা করিতে হইবে আর কি কারণেই বা ধর্ম্ম রক্ষা হয়? আপনি এই সকল বিষয় কীর্ত্তন করুন; আমি তদনুসারে কার্য্য করিব ও আপনার উপদেশ শ্রবণে নিষ্পাপ হইয়া পরিণামে স্বর্গলোক লাভ করিব।

শুশ্রূষাপরবশ মহর্ষি তার্ক্ষ্য এই রূপ জিজ্ঞাসা করিলে পর সরস্বতী দেবী ধর্ম্মসঙ্গত কথা কহিতে লাগিলেন, হে তপোধন! যিনি ব্রহ্মকে জানেন; তিনি স্বাধ্যায়-সম্পন্ন, শুচি ও অপ্রমত্ত; তিনি ব্রহ্মলোকে গমনপূর্ব্বক দেবগণের সহিত প্রীতি লাভ করিয়া থাকেন। তথায় কনককমলালঙ্কৃত, বিপুলবিশোক, তীর্থপরম্পরা-পরিশোভিত, মৎস্যসার্থসঙ্কুল, অপঙ্কিল ও রমণীয় পুষ্করিণী সকল বিদ্যমান রহিয়াছে; ব্রহ্মজ্ঞ পুণ্যবান্ লোকেরা হিরণ্যবর্ণ বহুবিধ দিব্য অলঙ্কারে অলঙ্কৃত ও অতি পবিত্র অপ্সরোগণ কর্ত্তৃক সংস্তূয়মান হইয়া প্রফুল্ল মনে তাহার তীরে বিহার করিয়া থাকেন। গো প্রদান করিলে উৎকৃষ্ট লোক, বলীবর্দ্দ দানে সূর্য্যলোক, বসন প্রদানে চান্দ্রমস লোক ও হিরণ্য দানে অমরত্ব লাভ হয়। সুপ্রভা সুপ্রদোহা সুবৎসা ও পোষিতস্মন্যা ধেনু দান করিলে মানবগণ সেই ধেনুর রোমের সমসংখ্যক সংবৎসর দেবলোকে বাস করিয়া থাকে। যিনি অনন্তবীর্য্য,

হলবাহী, ধুরন্ধর ও যুবা বলীবর্দ্দ দান করেন, তিনি দশ ধেনু দান জন্য লোক সমুদায় প্রাপ্ত হন। দ্রবিণ ও অন্যান্য দক্ষিণাদ্রব্য-সহকারে কাংস্যোপদোহ-সম্পন্ন সচেলা কপিলা প্রদান করিলে সেই কপিলা স্বীয় প্রসিদ্ধ গুণ দ্বারা কামদুহা হইয়া প্রদাতাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ধেনুর গাত্রে যাবৎ সংখ্যক রোম বিদ্যমান থাকে; ধেনু দানে তৎসম সংখ্যক ফল লাভ হয় এবং পর কালে প্রদাতার পুত্র পৌত্র প্রভৃতি সপ্ত পুরুষ পর্য্যন্ত উদ্ধার হইয়া থাকে।

যিনি দ্রবিণ ও অন্যান্য দক্ষিণাদ্রব্য-সহকারে কাংস্যোপদোহযুক্ত, কাঞ্চননির্ম্মিত শৃঙ্গসম্পন্ন তিলধেনু ব্রাহ্মণকে সম্প্রদান করেন; তিনি অনায়াসে বসুলোক লাভ করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি স্বকর্ম্মদোষে কাম ক্রোধ প্রভৃতি দানববর্গ কর্ত্তৃক নিরন্তর নিরুদ্ধ গাঢ়ান্ধকার-সমাচ্ছন্ন ঘোরতর নরকে নিপতিত হয়; ধেনুদানই মহাসমুদ্রে সমীরণপ্রেরিত নৌকার ন্যায় পর লোকে তাহার উদ্ধারের কারণ হইয়া উঠে। যিনি ব্রাহ্ম-বিধানানুসারে কন্যা দান ও বিধিপূর্ব্বক অন্যান্য প্রচুর দ্রব্য ব্রাহ্মণকে দান করিয়া থাকেন; তিনি ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হন। যিনি নিয়মাবলম্বী ও সুশীল হইয়া ক্রমাগত সপ্ত বর্ষ হুতাশনে আহুতি প্রদান করেন; তিনি স্ব কর্ম্মবলে আপনারে ও সপ্ত পূর্ব্ব এবং সপ্ত পর পুরুষকে পবিত্র করিয়া থাকেন।

তার্ক্ষ্য জিজ্ঞাসা করিলেন, হে দেবি! বেদোদিত অগ্নিহোত্র ব্রত কিরূপ? আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন। আমি অদ্য আপনা কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিব। সরস্বতী কহিলেন, হে তার্ক্ষ্য! অপ্রক্ষালিতপাণি, অশুচি, বেদানভিজ্ঞ ও অবিদ্বান্ ব্যক্তি কদাচ হোম করে না; কারণ, পর-চিত্তানুসন্ধানপর শৌচপ্রিয় অমরগণ শ্রদ্ধাহীন লোক হইতে কদাচ হবনীয় দ্রব্যজাত গ্রহণ করেন না। অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তিকেই অশ্রোত্রিয় বলিয়া নির্দ্দেশ করে; তাহাদিগকে দেবহব্যে নিয়োগ করিলে সমুদায় বিফল হয়; অতএব তাদৃশ লোককে তদ্বিষয়ে কদাচ নিয়োগ করিবে না। যাঁহারা হুতশেষভোজী, সত্যব্রত, শ্রদ্ধাবান্ ও নিরহঙ্কার হইয়া হোম করেন; তাঁহারা অতি পবিত্র গোলোক লাভ এবং পরম সত্যস্বরূপ দেবকে নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন।

তার্ক্ষ্য কহিলেন, হে দেবি! আপনি পরমাত্মরূপা প্রজ্ঞা; আপনি ব্রহ্মতত্ত্ব ও কর্ম্মকাণ্ড এই উভয়বিধ বিষয়েই নিবিষ্ট আছেন; আর ঐ সকল বিষয় আপনা কর্ত্তৃক দ্যোত্যমান হইতেছে জানিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি কে?

সরস্বতী কহিলেন, আমি পরাপরবিদ্যারূপা দেবী; বিপ্রর্ষিগণের সংশয় নিবারণার্থ অগ্নিহোত্রাদি সৎ কর্ম্ম হইতে আবির্ভূত হইয়া তোমার সন্নিধানে আগমনপূর্ব্বক শ্রদ্ধা-সহকারে যথার্থ অর্থ সমুদায় প্রকাশ করিলাম। তার্ক্ষ্য কহিলেন, হে দেবি! আপনার তুল্য আর কেহই নাই; আপনি সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় নিরন্তর বিরাজমান হইতেছেন। আপনার রূপ দিব্য ও কান্তি অনন্ত। আপনি বুদ্ধি দেবীকে সতত ধারণ করিতেছেন। সরস্বতী কহিলেন, হে তপোধন! বানস্পত্য, ধাতুময়, পার্থিব ও অন্যান্য যে সমস্ত উৎকৃষ্ট দ্রব্যজাত যজ্ঞে উপপাদিত হইয়া থাকে; আমি তাহার উপযোগ দ্বারা বর্দ্ধিত, পরিতৃপ্ত ও রূপবতী হইয়া থাকি; তুমি আমার সেই দিব্য রূপ দর্শন ও আমারে যজ্ঞস্বরূপ বোধ করিলে মুক্তি লাভ করিবে।

তার্ক্ষ্য কহিলেন, হে দেবি! শাস্ত্রবিশারদ ব্যক্তিরা বিশ্বস্ত মনে যাহারে শ্রেয় জ্ঞান করিয়া ইন্দ্রিয়সংযম প্রভৃতি অতি কঠোর

ব্রতানুষ্ঠান করেন; সেই শোকদুঃখশূন্য মোক্ষ কি প্রকার? এবং সাংখ্য শাস্ত্রে যাঁহারে চিরন্তন ও শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করে; সেই পরমাত্মারেও আমি জানি না; অতএব আপনি তদ্বিষয়ের উপদেশ প্রদান করুন। সরস্বতী কহিলেন, হে তার্ক্ষ্য! স্বাধ্যায়-সম্পন্ন বেদ-বেদান্ত-পারদর্শী মহর্ষিগণ বীতশোক ও বিষয়বাসনা-বিহীন হইয়া ব্রত ও পুণ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান এবং যোগ সাধন দ্বারা যে পুরাতন পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন; তিনি পরমাত্মা; যে অবস্থাতে তাঁহারে প্রাপ্ত হওয়া যায়; তাহাকেই মোক্ষ বলে। সেই পুরুষমধ্যে সহস্রশাখা-সম্পন্ন পুণ্যগন্ধশালী বিশাল এক বেতসলতা শোভা পাইতেছে; তাহার মূলদেশ হইতে মধূদক-প্রস্রবণ অতি পবিত্র স্রোতস্বতী সকল প্রবাহিত হইতেছে। তাহার শাখায় শাখায় পুত্রাদি বিষয়সম্পন্না, ভক্ষ্যযবাপুপ-বিশিষ্টা, মাংসশাকযুক্তা, পায়স-কর্দ্দমশালিনী মহানদী সকল সঞ্চরণ করিতেছে; সে স্থানে অগ্নিমুখ ইন্দ্রাদি দেবগণ নানাবিধ যজ্ঞ করিয়া থাকেন। হে তার্ক্ষ্য! সেই আমার পরম স্থান।

সপ্তাশীত্যধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির মার্কণ্ডেয়কে কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! মহর্ষি বৈবস্বত মনুর চরিত্র শ্রবণ করিতে আমার একান্ত অভিলাষ হইতেছে; আপনি অনুগ্রহ করিয়া উহা কীর্ত্তন করুন। মার্কণ্ডেয় কহিলেন, রাজন্! প্রজাপতি-সম প্রভাসম্পন্ন মহাবল পরাক্রান্ত অতি তেজস্বী, অসামান্য রূপসম্পন্ন বিবস্বতপুত্র মনু নামে এক মহর্ষি ছিলেন। তিনি বিশাল বদরিকাশ্রমে কখন অধোমস্তক কখন বা ঊর্দ্ধবাহু কখন বা এক পদে দণ্ডায়মান হইয়া নির্নিমেষ লোচনে অযুত বৎসর অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান করিয়াছিলেন; ফলত ক্রমে ক্রমে তেজ, রূপ ও তপস্যা দ্বারা তিনি স্বীয় পিতৃ-পিতামহকে অতিক্রম করিলেন।

একদা তিনি আর্দ্র চীর পরিধান ও জটা ধারণ-পূর্ব্বক চীরিণী নদীতীরে তপস্যা করিতেছেন; এই অবসরে এক মৎস্য তথায় উপনীত হইয়া তাঁহাকে কহিল, ভগবন্! মহাবল মৎসেরা দুর্ব্বল মৎস্যদিগকে ভক্ষণ করিবে, আমাদিগের এই চিরন্তনী বৃত্তি বিধাতা কর্ত্তৃক বিহিত হইয়াছে; অতএব আমি অতি ক্ষুদ্র মৎস্য; মহাবল মৎস্য হইতে সাতিশয় ভীত হইয়াছি; এক্ষণে আমারে রক্ষা করুন। অঙ্গীকার করিতেছি; পশ্চাৎ আপনার প্রত্যুপকার করিব। মৎস্যের বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র মহর্ষির অন্তঃকরণে কারুণ্য রসের সঞ্চার হইল। তখন তিনি অঞ্জলি দ্বারা মৎস্যকে উদক হইতে উদ্ধার করিয়া শশিকান্তিধবল অলিঞ্জরে নিক্ষেপ করত পুত্রভাবে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন।

মৎস্য ক্রমে ক্রমে পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। তদীয় কলেবর অলিঞ্জরমধ্যে অপর্য্যাপ্ত হওয়াতে তখন সে মনুরে কহিল, হে ভগবন্! আজি আমারে স্থানান্তরে রক্ষা করুন। তিনি তৎক্ষণাৎ তাহারে অলিঞ্জর হইতে উদ্ধার করিয়া অতি বিশাল বাপী-সলিলে নিক্ষেপ করিলেন। ঐ বাপী দ্বি যোজন আয়ত; এক যোজন বিস্তৃত। মৎস্য বহুসংখ্য বৎসর তথায় অবস্থান করিয়া পরিবর্দ্ধিত হইল। ক্রমে ক্রমে অতি বিস্তীর্ণ সেই বাপীও তাহার পক্ষে নিতান্ত সঙ্কীর্ণ হইয়া উঠিল; তখন সে মনুরে পুনরায় আহ্বান করিয়া কহিল, ভগবন্! আপনি আমারে এক্ষণে সাগরগামিনী গঙ্গায় সংস্থাপিত করুন; আমি তথায় বাস করিব; অথবা আপনকার যেরূপ অভিরুচি হয়, করুন; আমি অসূয়াপরবশ না হইয়া আপনকার আদেশ পালন করিব। আমি আ-

পনারই প্রযত্নাতিশয় সহকারে এই রূপ পরিবর্দ্ধিত ও বৃহৎ মৎস্য হইতে রক্ষিত হইয়াছি।

এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র মহর্ষি মনু স্বয়ং সেই মৎস্যকে গঙ্গায় নিক্ষেপ করিলেন। সে তথায় কিছু কাল বাস করত সমধিক পরিবর্দ্ধিত হইয়া পরিশেষে মনুরে কহিল, ভগবন! আমার কলেবর অধিকতর বিস্তীর্ণ হইয়াছে; এক্ষণে এ স্থলেও আর অঙ্গ চালনা করিতে পারি না। অধুনা প্রসন্ন হইয়া অবিলম্বে আমারে লইয়া সাগরে নিক্ষেপ করুন। অনন্তর মহর্ষি স্বয়ং তাহাকে ভাগীরথী হইতে উদ্ধার করিয়া লইয়া সমুদ্রাভিমুখে চলিলেন। পথি মধ্যে তাহার স্পর্শ, গন্ধ ও বৃহদাকার বহন জন্য কিছুমাত্র ক্লেশ অনুভব না করিয়া অনায়াসে বহন করিতে লাগিলেন; পরে সাগরতীরে সমুপস্থিত হইয়া তাহাকে সলিলে নিক্ষেপ করিলেন।

মৎস্য তৎক্ষণাৎ সহাস্য আস্যে কহিল, হে করুণাময়! আপনি আমারে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিয়াছেন; আমিও প্রত্যুপকার করিতে ত্রুটি করিব না। এক্ষণে যে এক বিষম ব্যাপার ঘটিবার কাল উপস্থিত; আপনি তাহা শ্রবণ করুন। সংসারের সংহারসময় সমাগত হইয়াছে; এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদায় বিশ্ব অচির কালমধ্যেই প্রলয় প্রাপ্ত হইবে। অতএব আজি আমি আপনাকে হিতকর ও শ্রেয়স্কর কার্য্যে উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক সতর্ক করিতেছি; আপনি রজ্জুসংযুক্ত সুদৃঢ় এক নৌকা নির্ম্মাণ করাইবেন এবং স্বয়ং সপ্তর্ষিগণের সহিত যথোক্ত বীজ সকল ভিন্ন ভিন্ন রূপে স্থাপিত ও রক্ষা করত ঐ নৌকায় আরোহণ করিয়া কিয়ৎ ক্ষণ আমার প্রতীক্ষা করিবেন। পরে আমি শৃঙ্গসম্পন্ন হইয়া তথায় আবির্ভূত হইব। হে তপোধন! আমা ব্যতিরেকে আপনি এই দুস্তর সলিলরাশি হইতে কদাচ পরিত্রাণ পাইবেন না। এক্ষণে আমি চলিলাম; কিন্তু যেরূপ কহিলাম, ইহার যেন অন্যথা না হয়; আমার বাক্যে আপনি কোন আশঙ্কা করিবেন না। তখন মহর্ষি তথাস্তু বলিয়া মৎস্যবাক্য স্বীকার করিলেন। অনন্তর পরস্পর পরস্পরকে আমন্ত্রণ করিয়া যথেচ্ছ প্রস্থান করিলেন।

মহর্ষি মনু মৎস্যের আদেশানুসারে নৌকা নির্ম্মাণ ও বীজ সমস্ত গ্রহণ-পূর্ব্বক তথায় আরোহণ করিয়া তরঙ্গসঙ্কুল মহাসাগরসলিলে প্লবমান হইতে লাগিলেন এবং সেই মৎস্যকে একান্ত মনে চিন্তা করিতে সমাসক্ত হইলেন। মৎস্য মহর্ষি মনুকে চিন্তিত জানিয়া তৎক্ষণাৎ তথায় আবির্ভূত হইল। মনু শৃঙ্গসম্পন্ন ও উন্নত পর্ব্বততুল্য সেই মৎস্যকে অর্ণবমধ্যে অবলোকন করিয়া তদীয় শৃঙ্গে পাশ সংযত করিলেন। সে তখন মহাবেগে পাশবদ্ধ সেই নৌকা আকর্ষণ করিয়া সমুদ্রে বিচরণ করিতে লাগিল। তৎকালে উত্তান উর্ম্মিমালা উত্থিত হইল; বারিরাশি গর্জ্জন করিতে লাগিল; দেখিলে বোধ হয় যেন, মহাসাগর নৃত্য করিতেছে। নৌকা প্রবল বায়ুবেগে ক্ষুভিত ও মদমত্ত চপলস্বভাব অবলার ন্যায় বারংবার বিঘূর্ণিত হইতে লাগিল। তখন ভূমি বা দিক্ বিদিক্ কিছুই নিরীক্ষিত হইল না। ভূলোক ও দ্যুলোক কেবল জলময় বোধ হইতে লাগিল। এই রূপে লোক সকল প্রলয়জলে বিলীন হইলে কেবল সপ্তর্ষিগণ, মনু ও মৎস্য ইহাঁরাই পরিদৃশ্যমান হইতে লাগিলেন। মৎস্য নিরলস হইয়া এই রূপে অনেক বৎসর সাগরসলিলে নৌকা আকর্ষণ করিয়া বিচরণ করিতে লাগিল।

অনন্তর হিমাচলের এক উন্নত শৃঙ্গ পরিদৃশ্যমান হইলে মৎস্য সেই শৃঙ্গাভিমুখে নৌকা লইয়া গমন করিল। ক্রমে ক্রমে তাহার সন্নিহিত হইলে মৎস্য হাস্যমুখে

মহর্ষিদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিল, হে তপোধনগণ! আপনারা এই গিরিশৃঙ্গে কিয়ৎকাল নৌকা বন্ধন করিয়া রাখুন। তাঁহারা তৎক্ষণাৎ তথায় নৌকা বন্ধন করিলেন। এই নিমিত্ত অদ্যাপি হিমালয়ের ঐ শৃঙ্গ নৌবন্ধনশৃঙ্গ বলিয়া লোকে প্রথিত আছে।

অনন্তর মৎস্য ঋষিদিগকে কহিল, হে মহর্ষিগণ! আমি পরাৎপর প্রজাপতি ব্রহ্মা, মৎস্যরূপ পরিগ্রহ করিয়া এই বিপদ্ হইতে তোমাদিগকে উদ্ধার করিলাম। এক্ষণে এই বৈবস্বত মনু স্থাবর, জঙ্গম, দেবাসুর, মানুষ প্রভৃতি প্রজাবর্গ ও লোক সকল সৃষ্টি করিবেন। অতি তীব্র তপঃপ্রভাবে ইহাঁর প্রতিভা প্রকাশিত ও অপ্রতিহত হইবে; ইনি আমারই প্রসাদবলে প্রজাসৃষ্টি-বিষয়ে মোহপরিশূন্য হইবেন। এই বলিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন।

প্রজাসিসৃক্ষু ভগবান্ মনু সৃষ্টি করিবার সময়ে মোহে অভিভূত হইলেন। পরে তিনি অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান-পূর্ব্বক প্রভাবসম্পন্ন হইয়া প্রজা সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন। হে মহারাজ! এই উপাখ্যান মাৎস্য উপাখ্যান বলিয়া প্রসিদ্ধ। আমি এই সর্ব্বপাপহর উপাখ্যান কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে যে ব্যক্তি প্রতিদিন এই মনুচরিত আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিবে; সে সুখী ও পরিপূর্ণমনোরথ হইয়া সকল লোকে গমন করিবে।

অষ্টাশীত্যধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বিনীত ভাবে পুনরায় যশস্বী মার্কণ্ডেয়কে কহিলেন, হে তপোধন! আপনি অনেক সহস্র যুগান্ত অবলোকন করিয়াছেন। মহাত্মা পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা ব্যতিরেকে অন্য কেহই আপনার সদৃশ আয়ুষ্মান্ নহেন। প্রলয়কালে এই ভূলোক দেবদানববর্জ্জিত ও অন্তরীক্ষ-বিহীন হইলে পর আপনিই ব্রহ্মার উপাসনা করিয়া থাকেন। প্রলয় নিবৃত্ত হইলে যৎকালে সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা প্রবুদ্ধ হইয়া দিক্ সমুদায় বায়ুভূত করত সেই সেই উপায় দ্বারা জল বিক্ষেপপূর্ব্বক চতুর্ব্বিধ ভূতের সৃষ্টি করেন; তখন সেই সমুদায় ভূতনির্ম্মাণ আপনিই স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। আপনিই সমাধিতৎপর হইয়া লোকগুরু সর্ব্বলোকপিতামহ সাক্ষাৎ বিধাতার আরাধনা করিয়াছেন। হে বিপ্রসত্তম! আপনি অনেক উপায়ে এই সমস্ত বস্তু আত্মসম্মিত করিয়া তপোনুষ্ঠান দ্বারা মরীচি প্রভৃতি বেধাদিগকে পরাজয় করিয়াছেন। আপনি নারায়ণের প্রধান ভক্ত; পর লোকে স্তূয়মান হইয়া থাকেন। আপনি অনেক বার যোগকৃত্যা দ্বারা হৃদয়কমল উদ্ঘাটিত করিয়া বৈরাগ্য ও যোগরূপ নেত্রদ্বয়ে কামরূপী ব্রহ্মারে নিরীক্ষণ করিয়াছেন। এই নিমিত্ত ব্রহ্মার প্রসাদে সর্ব্বান্তক মৃত্যু ও দেহনাশিনী জরা আপনার শরীরে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় না।

যৎকালে সূর্য্য, অগ্নি, বায়ু, চন্দ্রমা, অন্তরীক্ষ, পৃথিবী, দেব, অসুর ও মহোরগ প্রভৃতি সমুদায় স্থাবর জঙ্গম একবারে বিনষ্ট হইয়া যায়; সেই সময় একাকী আপনি একার্ণবে পদ্মপত্রশায়ী অমিতাত্মা সর্ব্বভূতেশ্বর ব্রহ্মার উপাসনা করেন। আপনি সমুদায় পূর্ব্ববৃত্ত অনেক বার স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন; সকল লোকমধ্যে আপনার অবিদিত কিছুই নাই। অতএব আমি আপনার নিকট তৎ সমুদায় শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে রাজন্! আমি শাশ্বত, অব্যয়, অব্যক্ত, অতিসূক্ষ্ম, গুণস্বরূপ, নির্গুণাত্মা, পুরাণ পুরুষ স্বয়ম্ভূরে নমস্কার করিয়া তোমার সমীপে সমুদায় বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। এই সেই পীত-

বাসা জনার্দ্দন; ইনি কর্ত্তা, বিবিধ রূপের বিধাতা, সর্ব্বভূতাত্মা, ভূতনির্ম্মাতা, অচিন্ত্য, মহৎ, আশ্চর্য্য ও পরম পবিত্র। ইনি অনাদিনিধন, বিশ্বাত্মক, অব্যয় ও অক্ষয়। ইনি স্বয়ং কর্ত্তা; কাহারও কার্য্য নহেন; ইনি পুরুষত্বের কারণ। ইনিই বেদের অবিদিত সেই পরম পুরুষকে জানেন।

হে মনুজসত্তম! প্রলয়কালে সমুদায় বিনষ্ট হইলে অবাঙ্মনসগোচর পরমাত্মা হইতেই এই আশ্চর্য্যপরিপূর্ণ সমস্ত জগৎ পুনরায় সৃষ্ট হয়। তাহার প্রথম সত্য যুগ; সেই সত্য যুগের পরিমাণ চতুঃসহস্র বৎসর। ঐ যুগের সন্ধ্যা চতুঃশত বৎসর, এবং সন্ধ্যাংশও সেই রূপ। ত্রেতা যুগ ত্রিসহস্র বর্ষ পরিমিত; উহার সন্ধ্যা ত্রিশত বৎসর, এবং সন্ধ্যাংশও তাদৃশ। দ্বাপর যুগের পরিমাণ দ্বিসহস্র বৎসর; উহার সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ প্রত্যেকে দ্বিশত বৎসর। কলিযুগ এক সহস্র বর্ষমাত্রাত্মক; উহার সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ এক শত বৎসর। হে মহারাজ! কলিযুগ ক্ষয় হইলে পুনরায় সত্য যুগ সমুপস্থিত হয়; এই রূপ দ্বাদশ সহস্র বার্ষিকী যুগাখ্যা পরিকীর্ত্তিত হইল। সহস্র মানুষী যুগাখ্যা এক ব্রাহ্মী যুগাখ্যার সমান। এই বিশ্ব ব্রহ্মভবনে সর্ব্বদা পরিবর্ত্তিত হইতেছে। পণ্ডিতগণ সেই বিশ্বপরিবর্ত্তনকেই প্রলয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

হে নরনাথ! কলিযুগ অল্পমাত্রাবশিষ্ট হইলে মনুষ্যগণ প্রায় মিথ্যাবাদী হইবে। তৎকালে যজ্ঞ-প্রতিনিধি, দানপ্রতিনিধি ও ব্রতপ্রতিনিধি প্রতিষ্ঠিত হইবে। ব্রাহ্মণগণ শূদ্রের ন্যায় আচরণ করিবে এবং শূদ্রগণ ধনোপার্জ্জন-পরায়ণ ও ক্ষত্রধর্ম্মানুবর্ত্তী হইবে। ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞ ও স্বাধ্যায়ে জলাঞ্জলি প্রদান এবং দণ্ড ও অজিন বিসর্জ্জনপূর্ব্বক সর্ব্বভক্ষ হইবে এবং জপ পরিত্যাগ করিবে; শূদ্রগণ জপ-পরায়ণ হইবে। এই রূপে লোকমর্য্যাদা বিপরীত হওয়াই প্রলয়ের পূর্ব্ব লক্ষণ।

হে রাজন্! ঐ সময় আন্ধ্র, শক, পুলিন্দ, যবন, কাম্বোজ, বাহ্লিক, শূর ও আভীর প্রভৃতি বহুবিধ মেচ্ছজাতীয় ভূপতিগণ মিথ্যাবাদ-পরায়ণ ও পাপাসক্ত হইয়া মিথ্যা শাসন করিবে। তৎকালে কোন ব্রাহ্মণই স্বধর্ম্মোপজীবী হইবে না। যাবতীয় ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বিরুদ্ধ কর্ম্মানুষ্ঠান করিবে। মনুষ্যগণ অল্পায়ু, অল্পবল, অল্পপরাক্রম, অল্পসার, অল্পদেহ ও অল্প সত্যভাষী হইবে। জনপদ সমুদায় শূন্যপ্রায় ও দিক্ সকল মৃগ ও হিংস্র জন্তু সমূহে পরিপূর্ণ হইবে। মনুষ্যগণ কপট ব্রহ্মবাদী হইবে। শূদ্রগণ ব্রাহ্মণগণকে 'ভো' বলিয়া সম্বোধন করিবে; ব্রাহ্মণগণ শূদ্রদিগকে 'আর্য্য' বলিয়া সম্বোধন করিবে। জন্তুসংখ্যার বৃদ্ধি হইবে; গন্ধদ্রব্যের তাদৃশ গন্ধ থাকিবে না। রস সমুদায় তদ্রূপ সুস্বাদু হইবে না এবং মনুষ্যগণ অনেকাপত্য, হ্রস্বদেহ ও আচারভ্রষ্ট হইয়া যাইবে। কামিনীগণ আপন মুখে ভগকার্য্য সমাধান করিবে। জনপদস্থ মনুষ্য সমুদায় সতত ক্ষুধাদিগ্রস্ত হইবে; চতুষ্পথ সমুদায় লম্পট ও বেশ্যাগণে পরিপূর্ণ হইবে এবং পত্নীগণ স্বামীদিগের দ্বেষ করিবে। ধেনু সকল অল্প দুগ্ধ প্রদান করিবে এবং বৃক্ষগণ অল্প পুষ্পফলযুক্ত ও বায়সকুলাকীর্ণ হইবে। লোভমোহ-পরতন্ত্র ব্রাহ্মণগণ কপট ধর্ম্মচিহ্নপরিবৃত হইয়া ব্রহ্মহত্যানুলিপ্ত মিথ্যাবাদী রাজগণের নিকট প্রতিগ্রহ করিবে। গৃহস্থগণ সমধিক কর প্রদান ভয়ে ভীত হইয়া চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করিবে। ব্রাহ্মণগণ বাণিজ্যোপজীবী হইবে এবং অনর্থক মুনিগণের ন্যায় নখরোম ধারণপূর্ব্বক ছদ্মবেশে অবস্থান করিবে। ব্রহ্মচারিগণ অর্থ লোভে বৃথাচার, মদ্যপায়ী ও গুরুতল্পগামী হইবে। মনুষ্যগণ ইহ লোকে কেবল মাংস

ও শোণিত বর্দ্ধনের চেষ্টা করিবে। আশ্রম সকল পরান্নভোজী পাষণ্ড সমুদায়ে সঙ্কীর্ণ হইয়া উঠিবে। ভগবান ইন্দ্র যথাকালে বারি বর্ষণ করিবেন না। সমুদায় বীজ হইতে অঙ্কুর সম্যক্ রূপে উদ্ভিন্ন হইবে না। লোক সকল হিংসাপরায়ণ ও অশুচি হইয়া উঠিবে; অধর্ম্মফল প্রবল হইবে।

হে মহারাজ! ঐ সময় ধর্ম্মপরায়ণ হইলে মানব অল্পায়ু হইবে। ফলত তৎকালে কোন ধর্ম্মই থাকিবে না। মানবগণ কূট পরিমাণে দ্রব্য বিক্রয় করিবে। বণিক্‌গণ বহুবিধ কপট ব্যবহার করিবে। ধর্ম্মের বলহানি ও অধর্ম্ম বলীয়ান্ হইয়া উঠিবে। ধর্ম্মিষ্ঠ মানবগণ অতি হীন, অল্পায়ু ও দরিদ্র হইবে; পাপাত্মারা পরিবর্দ্ধিত, দীর্ঘায়ু ও সুসমৃদ্ধ হইয়া উঠিবে। ধর্ম্মভ্রষ্ট প্রজাগণ নাগরিকদিগের ক্রীড়ার সময়ে ধর্ম্মবিরুদ্ধ উপায় ব্যবহার করিবে; লোক সকল অল্পমাত্র ধনে ঐশ্বর্য্যশালীর ন্যায় গর্ব্বিত হইবে। বিশ্বাসপূর্ব্বক নির্জ্জনে ন্যস্ত ধন সকল অপহরণ করিবার নিমিত্ত লজ্জা পরিহার করত "আমার নিকট তোমার ধন নাই" বলিয়া ন্যাসকারীরে প্রত্যাখ্যান করিবে। নরমাংস-লোলুপ জন্তু, পক্ষী ও মৃগ সমুদায় নগরের ক্রীড়াস্থান ও চৈত্য সমুদায়ে শয়ান থাকিবে। কামিনীগণ সপ্তম বা অষ্টম বর্ষ বয়ঃক্রম কালে গর্ভবতী হইবে; পুরুষগণ দশ বা দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম সময়ে পুত্রোৎপাদন করিবে এবং মনুষ্যগণ ষোড়শ বর্ষেই জরাগ্রস্ত হইয়া অতি অল্প কালের মধ্যেই করাল কালকবলে নিপতিত হইবে। বালকগণ বৃদ্ধদিগের ন্যায় ও বৃদ্ধেরা বালকগণের ন্যায় ব্যবহার করিবে। বিপরীতাচারিণী রমণীগণ উপযুক্ত পতিদিগকে বঞ্চনা করত দাস ও পশুদিগকে লইয়া আপনাদিগের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবে। কি বীরপত্নীগণ কি অন্যান্য মহিলাগণ সকলেই পতি বর্ত্তমানেও পুরুষান্তর সংসর্গ করিবে।

হে মহারাজ! কলিযুগের শেষে সমুদায় প্রাণিগণের আয়ুঃক্ষয় হইলে বহুবার্ষিক অনাবৃষ্টি হইবে। তন্নিবন্ধন অনেকানেক ক্ষুধিত অল্পসার প্রাণিগণ শমনসদনে গমন করিবে। তৎপরে এককালে সপ্ত সূর্য্য সমুদিত হইয়া সমুদ্র ও নদী সকলের জল শোষণ করিবে। শুষ্কই হউক বা আর্দ্রই হউক, যে কিছু তৃণকাষ্ঠ পৃথিবীতে থাকিবে; তৎসমুদায় ভস্মসাৎ হইয়া যাইবে। অনন্তর সম্বর্ত্তক নামে বহ্নি বায়ুসহায় হইয়া আদিত্যোপশোষিত ভূমণ্ডল আক্রমণ করিবে এবং পৃথিবী ভেদ করিয়া পাতালতলে প্রবেশপূর্ব্বক দেব, দানব ও যক্ষগণের ভয়োৎপাদন করিবে।

হে রাজন্! এই রূপে সেই অগ্নি পৃথিবীস্থ ও পাতালতলস্থ সমুদায় পদার্থ দগ্ধ করিবে। ফলত সেই অমঙ্গল-বিধায়ক বায়ু ও সম্বর্ত্তক অনল দ্বারা দেব, অসুর, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, উরগ ও রাক্ষসগণে সমাকীর্ণ সমুদায় জগৎ এককালে ভস্মীভূত হইয়া যাইবে। তৎপরে গজকুল-সদৃশ, তড়িন্মালা-বিভূষিত, অদ্ভুতদর্শন মেঘ সকল নভোমণ্ডলে সমুত্থিত হইবে। ঐ সমস্ত মেঘের মধ্যে কতক গুলি নীলোৎপল-সন্নিভ, কতক গুলি কুমুদের ন্যায়, কতক গুলি কিঞ্জল্কসদৃশ, কতক গুলি পীতবর্ণ, কতক গুলি, হরিদ্রাকার, কতক গুলি কাকডিম্বতুল্য, কতক গুলি পদ্মপত্রবর্ণ, কতক গুলি হিঙ্গুলবর্ণ, কতক গুলি শ্রেষ্ঠ নগরাকার, কতক গুলি গজযূথসন্নিভ, কতক গুলি অঞ্জনবর্ণ ও কতক গুলি মকরসদৃশ; ঐ সমস্ত বিদ্যুন্মালাবিভূষিত ঘোররূপ গভীরনিস্বন পরমেষ্ঠিপ্রেরিত জলধরপুঞ্জ নভোমণ্ডলে ব্যাপ্ত হইয়া মুষলধারে বারি বর্ষণ-পূর্ব্বক পর্ব্বত ও কাননসমবেত সমুদায় মেদিনীমণ্ডল প্লাবিত ও

সেই ঘোরতর অশিব সম্বর্ত্তক হুতাশন নির্ব্বাপিত করিবে ;

হে পাণ্ডবনাথ! এই রূপে ক্রমাগত দ্বাদশ বৎসর অবিচ্ছেদে বৃষ্টিধারা পতিত হইলে পর সমুদ্রজল বেলাভূমি অতিক্রম করিয়া উঠিবে। ঐ সময় পর্ব্বত সকল বিদীর্ণ ও পৃথিবী জলনিমগ্ন হইয়া যাইবে। পরে সেই সমুদায় বারিধর প্রবল বায়ুবেগে আহত হইয়া চতুর্দ্দিকে ভ্রমণপূর্ব্বক সহসা বিনষ্ট হইয়া যাইবে। তখন কমলালয় আদিদেব স্বয়ম্ভূ আকাশ সঙ্কোচ করিয়া সেই প্রবল পবন পান করিয়া নিদ্রাগত হইবেন।

হে মহীপাল! সেই প্রলয়কালে সমুদায় দেব, অসুর, যক্ষ, রাক্ষস, মনুষ্য, শ্বাপদ, মহীরুহ, অন্তরীক্ষ প্রভৃতি যাবতীয় স্থাবর জঙ্গম বিনষ্ট হইয়া কেবল একার্ণবমাত্র অবশিষ্ট হইলে আমি একাকী সেই অসীম সলিলে সঞ্চরণপূর্ব্বক সমুদায় বিনষ্ট দেখিয়া নিতান্ত বিষণ্ণ হইব। এই রূপে সুদীর্ঘ কাল নিরবলম্ব হইয়া জলে প্লবমান হইতে হইতে নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া উঠিব। কিয়ৎ কালানন্তর সেই একার্ণবমধ্যে এক বিশাল ন্যগ্রোধ পাদপ আমার নয়নগোচর হইবে। হে রাজন্! ঐ পাদপের সুবিস্তীর্ণ শাখায় দিব্যাস্তরণসংস্তীর্ণ পর্য্যঙ্কোপরি সমুপবিষ্ট পূর্ণচন্দ্রনিভানন কমললোচন এক বালক আমার নেত্রপথে পতিত হইবেন। আমি তাঁহারে অবলোকন করিবামাত্র অতিমাত্র বিস্ময়ান্বিত হইয়া মনে মনে চিন্তা করিব, কি আশ্চর্য্য! সমুদায় লোক বিনষ্ট হইয়াছে ; কিন্তু এই শিশু এ স্থানে কিরূপে অবস্থিতি করিতেছেন। হে মহারাজ! আমি ত্রিকালজ্ঞ হইয়াও তৎকালে ধ্যান দ্বারা ঐ শিশুকে নিরূপণ করিতে সমর্থ হইব না। ঐ বালক অতসী কুসুমসন্নিভ ও শ্রীবৎসভূষিত ; দেখিলে সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর আবাস বলিয়া বোধ হয়।

তখন সেই কমলনয়ন বালক সুমধুর বাক্যে আমারে কহিবেন, "হে মার্কণ্ডেয়! আমি তোমারে জানি ; তুমি নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া বিশ্রাম বাসনা করিতেছ ; অতএব আমার শরীরমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক যত কাল ইচ্ছা হয় বাস কর ; আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি।" হে রাজন্! বালকের ঐ বাক্য শ্রবণে আমার স্থীয় দীর্ঘ জীবিত ও মনুষ্যত্বে নিতান্ত নির্ব্বেদ সমুপস্থিত হইবে। অনন্তর সেই বালক সহসা মুখ ব্যাদান করিবেন, আমিও দৈবযোগে তাঁহার মুখমধ্যে প্রবেশ করিব।

হে মহারাজ! তদনন্তর আমি সহসা তাঁহার জঠরমধ্যে প্রবেশ করিয়া বিবিধ রাজ্য ও নগরসমাকীর্ণ সমুদায় মেদিনীমণ্ডল অবলোকন করত ভ্রমণ করিব। তথায় গঙ্গা, শতদ্রু, সীতা, যমুনা, কৌশিকী, চর্ম্মণ্বতী, বেত্রবতী, চন্দ্রভাগা, সরস্বতী, সিন্ধু, বিপাশা, গোদাবরী, বস্বোকসারা, নলিনী, নর্ম্মদা, তাম্রা, বেণ্যা, পুণ্যতোয়া, শুভাবহা, সুবেণা, কৃষ্ণবেণা, ঈরামা, বিতস্তা, কাবেরী, শোণ, বিশল্যা ও কিম্পুনা প্রভৃতি নদী সকল ; যাদবগণ-নিষেবিত, নানারত্ন-সংযুক্ত, পয়োনিধি ; চন্দ্রসূর্য্য-বিরাজিত জাজ্বল্যমান গগনমণ্ডল এবং নানাবিধ বনরাজি বিরাজিত হইতেছে ; ব্রাহ্মণগণ নানাবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছেন ; ক্ষত্রিয়গণ সকল বর্ণের অনুরঞ্জন করিতেছেন ; বৈশ্যগণ যথাবিধি কৃষিকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছে ও শূদ্রেরা ব্রাহ্মণগণের শুশ্রূষায় নিরন্তর নিরত রহিয়াছে। হিমাচল, হেমকূট, নিষধ, রজত-সঙ্কীর্ণ শ্বেত গিরি, গন্ধমাদন, মন্দর, মহাগিরি নীল, কনকময় মেরু, মহেন্দ্র, বিন্ধ্য, মলয়, পারিপাত্র প্রভৃতি রত্নবিভূষিত পর্ব্বত সমুদায় শোভা পাইতেছে। সিংহ, ব্যাঘ্র, বরাহ প্রভৃতি জন্তুগণ ইতস্তত বিচরণ করিতেছে। শক্রাদি সমুদায় অমর, সাধ্য,

রুদ্র, রাহু, আদিত্য, গুহ্যক, পিতৃলোক, সর্প, নাগ, সুপর্ণ, বসু, অশ্বিনীকুমার, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, যক্ষ ও ঋষিগণ এবং কালেয় প্রভৃতি দৈত্য দানবগণ স্বচ্ছন্দে রহিয়াছে। পূর্ব্বে লোকমধ্যে যাহা যাহা আমার দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে; তৎসমুদায়ই সেই মহাত্মার কুক্ষিদেশে দেখিতে পাইব।

হে রাজন্! আমি এই রূপে তাঁহার উদরমধ্যে সমুদায় জগৎ নিরীক্ষণ-পূর্ব্বক বহু সহস্র বৎসর ভ্রমণ করিয়া পরিশেষে তাঁহার শরীরের অন্ত পাইবার নিমিত্ত সতত ধাবমান হইব; কিন্তু কোন মতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিব না। তখন আমি উপায়ান্তর না পাইয়া কায়মনোবাক্যে সেই বরদাতা রমণীয় দেবের শরণাগত হইব। তৎপরে অকস্মাৎ তাঁহার বিবৃত মুখবিবর হইতে বায়ুবেগে বিনির্গত হইয়া নিরীক্ষণ করিব যে, সেই বালবেশধারী শ্রীবৎসাঙ্কিত-কলেবর অমিততেজা পুরুষ সেই বট বৃক্ষের শাখাতেই রহিয়াছেন। তিনি তৎকালে আমারে সন্দর্শন করিয়া প্রীত চিত্তে সহাস্য বদনে কহিবেন, হে মুনিসত্তম মার্কণ্ডেয়! তুমি বহু কাল জলে প্লবমান হইয়া নিতান্ত ক্লান্ত হইয়াছিলে; কেমন এখন ত আমার শরীরমধ্যে বাস করিয়া উত্তমরূপে পরিশ্রমাপনোদন করিলে?

অনন্তর আমার নূতন দৃষ্টি পুনরায় প্রাদুর্ভূত হইলে তদ্দ্বারা লব্ধচেতা আত্মারে বিনির্মুক্ত দেখিব। তখন সেই অমিততেজা বালকের অপরিমিত প্রভাব অবলোকন করিয়া তাঁহার রক্ততল-সুপ্রতিষ্ঠিত চরণযুগল মস্তকে ধারণ ও বন্দনপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে বিনয় বচনে কহিব, আমার কি শুভাদৃষ্ট! অদ্য সর্ব্বভূতাত্মা ভগবান্ কমললোচনকে দেখিলাম! হে দেব! তোমার এই অদ্ভুত মায়া ও তোমারে জানিতে আমার নিতান্ত ঔৎসুক্য জন্মিয়াছে। আমি তোমার আস্য দ্বারা তোমার শরীরের অভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক জঠরমধ্যে দেব, দানব, রাক্ষস, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, নাগ, নর, পর্ব্বত, কানন প্রভৃতি স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সমুদায় জগৎ অবলোকন করিলাম। হে দেব! তোমার প্রসাদে আমার স্মৃতি তিরোহিত হয় নাই। আমি তোমার শরীরমধ্যে সতত দ্রুতবেগে ভ্রমণ করিয়া পরিশেষে তোমারই ইচ্ছানুসারে বহির্গত হইলাম! হে পুণ্ডরীকাক্ষ! আমি তোমারে জানিতে নিতান্ত অভিলাষী হইয়াছি। তুমি কি নিমিত্ত সমুদায় জগৎ ভক্ষণ করিয়া বালকবেশে এই প্রদেশে অবস্থান করিতেছ? কি নিমিত্ত এই সমুদায় জগৎ তোমার শরীরস্থ হইয়া রহিয়াছে? আর কত কালই বা তুমি এই স্থানে থাকিবে? হে দেবেশ! তোমার নিকট এই সমস্ত বৃত্তান্ত সবিস্তরে শ্রবণ করিতে বাসনা করি। কেন না, আমি যাহা জিজ্ঞাসা করিলাম; ইহা নিতান্ত মহৎ ও অচিন্ত্য।

সেই মহাদ্যুতি দেবদেব আমার বাক্য শ্রবণানন্তর আমারে সান্ত্বনা করিয়া সমুদায় বৃত্তান্ত কহিতে আরম্ভ করিবেন।

ঊননবত্যধিক শততম অধ্যায়।

দেব কহিলেন, হে বিপ্র! দেবতারাও আমারে যথার্থরূপে অবগত হইতে পারেন নাই; আমি যেরূপে সৃষ্টি করিয়াছি; তাহা কেবল তোমার প্রীতির নিমিত্তই কহিব। হে বিপ্রর্ষে! তুমি পিতৃভক্ত, আমার শরণাগত এবং প্রকৃত ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠাতা; এই জন্য আমি সাক্ষাৎ তোমার দৃষ্টিপথে আবির্ভূত হইলাম। পূর্ব্বে আমি জলের নার সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছিলাম; সেই নার সর্ব্বদা আমার অয়ন অর্থাৎ আশ্রয়; এই জন্য আমি নারায়ণ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকি। আমি কারণস্বরূপ, শাশ্বত, অব্যয় এবং সর্ব্বভূতের বিধাতা ও সংহর্ত্তা; আমি বিষ্ণু, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, কুবের, প্রেতাধিপতি যম,

আমিই শিব, সোম, কাশ্যপ, ধাতা, বিধাতা ও যজ্ঞ। অগ্নি আমার মুখ.; পৃথিবী আমার পদ, সূর্য্য চন্দ্র আমার দুই নেত্র, স্বর্গ আমার মস্তক, আকাশ ও দিক্ আমার দুই শ্রবণ। মহাদিক্ ও মহাকাল আমার শরীর; বায়ু আমার মন।

আমি বহু শত সুদক্ষিণা-সম্পন্ন যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছি। দেবযজনপ্রবৃত্ত বেদবেত্তা স্বর্গাকাঙ্ক্ষী ক্ষত্রিয় ও স্বর্গজিগীষু বৈশ্যগণ আমার উদ্দেশেই যাগ করিয়া থাকে। আমি শেষ নাগ হইয়া মেরু মন্দর সহিত চতুঃসমুদ্র-বেষ্টিতা বসুন্ধরা ধারণ করিয়া আছি। আমিই পূর্ব্বে বরাহদেহ পরিগ্রহ করিয়া স্ব বীর্য্যপ্রভাবে প্রলয়জল-বিলীন বসুন্ধরা সমুদ্ধৃতা করিয়াছিলাম। আমিই বড়বামুখ অগ্নিস্বরূপ হইয়া অসীম সলিল সমুদায় পান করিয়া পুনরায় পরিত্যাগ করিয়া থাকি। আমার মুখ ব্রাহ্মণ; ভুজদ্বয় ক্ষত্রিয়; উরুদ্বয় বৈশ্য ও পাদদ্বয় শূদ্র হইয়াছে। ঋক্, যজু, সাম ও অথর্ব্ব বেদ আমা হইতে প্রাদুর্ভূত হয় এবং আমাতেই প্রবেশ করে।

শান্তিপরায়ণ, সংযতাত্মা, জিজ্ঞাসু, আধ্যাত্মিক তত্ত্ববিৎ বিপ্রগণ ধ্যানপূর্ব্বক আমারই উপাসনা করিয়া থাকে। আমিই সম্বর্ত্তক অগ্নি; আমিই সম্বর্ত্তক অনিল ও আমিই সম্বর্ত্তক সূর্য্য। আকাশমণ্ডলে যে সকল নক্ষত্র নেত্রগোচর হইতেছে ঐ সকল আমারই লোমকূপ; সমুদায় সমুদ্র ও চতুর্দ্দিক্ আমার বসন, শয়ন ও নিলয়; আমিই দেবগণের কার্য্য সিদ্ধির নিমিত্ত সেই সকলকে বিভক্ত করিয়াছি। কাম, ক্রোধ, হর্ষ, শোক, মোহ এবং শুভসাধন সত্য, দান, কঠোর তপস্যা ও সকল জীবের প্রতিহিংসা আমারই রোমস্বরূপ।

মনুষ্যেরা আমারই বিধানক্রমে জায়মান, মায়াভিভূত ও আমারই দেহচারী হইয়া চেষ্টমান হয়; কিন্তু স্বেচ্ছাক্রমে নহে। যে সকল ব্রাহ্মণ সম্যক্রূপে বেদাধ্যয়ন করেন; বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন; আত্মারে শান্ত করেন; ক্রোধকে পরাজয় করেন; তাঁহারাই আমারে প্রাপ্ত হন। যে ব্যক্তি দুষ্কৃতকর্ম্মা, লোভাভিভূত, কৃপণ, অনার্য্য ও অকৃতাত্মা, সে ব্যক্তি আমারে প্রাপ্ত হয় না। যোগসেবিত পথ শুদ্ধাত্মাদিগের যেরূপ সুগম; মূঢ়গণের সেই রূপ দুষ্প্রাপ্য।

যে যে সময়ে ধর্ম্মবিপ্লাবন উপস্থিত হইয়া অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হয়; সেই সেই সময়ে আমি আপনারে সৃষ্টি করিয়া থাকি। যে সময়ে হিংসাপরায়ণ ও সুরগণের অবধ্য দৈত্য বা রাক্ষসগণ উৎপন্ন হয়; আমি সেই সময়ে মানুষদেহ ধারণপূর্ব্বক শুভকর্ম্মাদিগের গৃহে উৎপন্ন হইয়া তাহাদিগকে দমন করত সকল শান্ত করি। আমি দেব, মনুষ্য, গন্ধর্ব্ব, উরগ, রাক্ষস ও অন্যান্য চরাচর সৃষ্টি করিয়া আত্মমায়া-প্রভাবে তাহাদিগকে সংহার করিয়া থাকি; এবং পুনরায় কর্ম্মকালে মর্য্যাদা বন্ধনের নিমিত্ত মানবমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া অচিন্তনীয় দেহ সকল সৃষ্টি করি।

আমি সত্য যুগে শ্বেতবর্ণ, ত্রেতা যুগে পীতবর্ণ, দ্বাপর যুগে রক্তবর্ণ ও কলিযুগে কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকি। সেই সময়ে অধর্ম্মও তিন পাদ হয়। আমি অন্তকালে অতি দারুণ কাল স্বরূপ হইয়া সমুদায় চরাচর বিনাশ করিয়া থাকি। আমি ত্রিবর্ত্মা, বিশ্বাত্মা, সর্ব্বলোকের সুখদাতা, সকলের শ্রেষ্ঠ, সর্ব্বব্যাপী, অনন্ত, হৃষীকেশ ও প্রচুর বিক্রমশালী। আমিই একাকী সর্ব্বভূতান্তক নীরূপ কালচক্র গ্রহণ করি।

হে মুনিপ্রধান! আমার আত্মা এবম্প্রকারে সর্ব্বভূতে নিহত হইয়া আছে; কিন্তু তাহা কেহই অবগত হইতে পারে না। সকল ভুবনেই আমার ভক্ত সকল আমারে পূজা করিতেছে। তুমি আমার নিমিত্ত যে কিছু ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়াছ; তাহা তোমার

সুখোদয়ের নিমিত্ত ও কল্যাণের হেতু হইবে। তুমি যে কিছু চরাচর দৃষ্টিগোচর করিয়াছ, সে সকলই আমার আত্মা। আমি ভূতভাবনরূপে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছি। আমিই শঙ্খ-চক্রগদাধারী নারায়ণ: সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা আমার শরীরের অর্দ্ধভাগ। যখন কলিযুগের পরিবর্ত্তন হয়; তখন আমি সর্ব্ব প্রাণীরে মোহিত করিয়া নিদ্রিত হই; এবং অশিশু ব্রহ্মা শিশুরূপ ধারণ করিয়া যাবৎ জাগরিত না হন; তাবৎ আমি এই রূপে অবস্থান করি।

হে মুনিপুঙ্গব! আমি বারংবার তোমার প্রতি পরিতুষ্ট হইয়া তোমারে বর প্রদান করিয়াছি। তুমি যে সমুদায় চরাচর বিলীন ও একার্ণব অবলোকন করিয়া ব্যাকুল হইয়াছিলে; আমি তাহা অবগত হইয়াই তোমারে জগৎ প্রদর্শন করিয়াছি। তুমি যখন আমার শরীরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছিলে; তখন তুমি সমস্ত লোক অবলোকন করিয়া বিস্ময়বশত আর কিছু অনুভব করিতে পার নাই; এই নিমিত্ত আমি তোমারে অবিলম্বে মুখ হইতে নিঃসারিত করিলাম। আমি তোমারে সুরাসুরের দুর্জ্ঞেয় আত্মতত্ত্ব কহিলাম; এক্ষণে মহাতপা ব্রহ্মা যাবৎ জাগরিত না হন; তুমি তাবৎ এই স্থানে বিশ্রব্ধ চিত্তে সুখে সঞ্চরণ কর। পরে সেই সর্ব্বলোক-পিতামহ প্রবোধিত হইলে আমি একাকী সমুদায় শরীর, আকাশ, পৃথিবী, জ্যোতি, বায়ু ও সলিল প্রভৃতি সমস্ত স্থাবর জঙ্গম ও অন্যান্য অবশিষ্ট বস্তু সমুদায় সৃষ্টি করিব।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে ভরতবংশাবতংস! সেই পরমাদ্ভুত দেব এই কথা কহিয়া অন্তর্হিত হইলেন। পরে এই সমস্ত বিবিধ বিচিত্র প্রজা দৃষ্টিগোচর হইল। হে রাজন্! আমি যুগক্ষয়ে এই রূপ আশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শন করিয়াছিলাম। আমি তখন যে কমলায়তলোচন দেবকে দর্শন করিয়াছিলাম; তোমরা সেই পুরুষোত্তমের সহিত সম্বন্ধ বন্ধন করিয়াছ; আমি ইহাঁরই বরপ্রভাবে অব্যাহত স্মৃতিশক্তি লাভ করিয়াছি; এবং দীর্ঘায়ু ও স্বেচ্ছামরণ হইয়াছি। এই বৃষ্ণিবংশসম্ভূত কৃষ্ণ এক্ষণে ক্রীড়াপরায়ণ হইয়া রহিয়াছেন; কিন্তু ইনিই পুরাণ পুরুষ, বিভু, অচিন্ত্যাত্মা, ধাতা, বিধাতা, সংহর্ত্তা, সনাতন, শ্রীবৎসলাঞ্ছন, গোবিন্দ, প্রজাপতি ও প্রভু। এই জন্মরহিত, পীতবাসা আদিদেব দৃষ্টিগোচর হওয়াতে পূর্ব্ববৃত্ত সমুদায় আমার স্মৃতিপথে সমুদিত হইতেছে। ইনি সকল ভূতের পিতা ও মাতা; তোমরা ইহাঁরই শরণাপন্ন হও।

পাণ্ডবগণ ও দ্রুপদনন্দিনী মার্কণ্ডেয়ের নিকট এই সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া জনার্দ্দনকে নমস্কার করিলেন। তিনি মনোহর শান্তবাদ দ্বারা তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

নবত্যধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! রাজা যুধিষ্ঠির জগতের ভাবী অবস্থা অবগত হইবার নিমিত্ত মার্কণ্ডেয়কে কহিলেন, ভগবন্! আমরা আপনার নিকট যুগোৎপত্তি-কালীন সৃষ্টি ও সংহারবিষয়ক আশ্চর্য্য বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া এক্ষণে কলিকালের বিষয় শ্রবণে একান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছি; অতএব আপনি তাহার বৃত্তান্ত সকল বিবৃত করিয়া বর্ণন করুন। তৎকালে ধর্ম্মসঙ্কুল উপস্থিত হইলে পরিণামে কি ফল উৎপন্ন হইবে? মানবগণের বল বীর্য্য, আহার, ব্যবহার, পরিচ্ছদ ও আয়ুর পরিমাণই বা কি প্রকার হইবে? এবং কত কাল পরেই বা পুনরায় সত্য যুগ আরম্ভ হইবে।

মার্কণ্ডেয় যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণ ও পাণ্ডবগণের মনোরঞ্জন করিবার

নিমিত্ত কহিতে লাগিলেন, হে রাজন্! যাহা পূর্ব্বে দর্শন করিয়াছিলাম; তাহা শ্রবণ করিয়াছ। এক্ষণে দেবদেব-প্রসাদে কলি-কাল সম্বন্ধী যে সকল ভবিষ্য লোকবৃত্তান্ত অনুভূত হইতেছে; তাহাও কহিতেছি, শ্রবণ কর। সত্য যুগে ধর্ম্ম ছল ও লোভাদিসম্পর্ক-শূন্য এবং বৃষবৎ চতুষ্পাদ ছিল। ত্রেতা যুগে তাহার এক পাদ ও দ্বাপর যুগে দুই পাদ অধর্ম্মময় হইয়াছে। তামস যুগে ধর্ম্ম কেবল পাদমাত্র, কিন্তু অধর্ম্ম তিন পাদ দ্বারা মনুষ্যকে আক্রমণ করিবে।

আয়ু, বীরত্ব, বুদ্ধি, বল ও তেজ যুগে যুগে হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে; সুতরাং কলিকালে আরও হ্রাস হইবে। রাজা, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও শূদ্রগণ কপটতাপূর্ব্বক ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবে। তখন সেই ধর্ম্মই প্রতারণার উপায় হইবে। কলিযুগে সত্যের হানি হইবে; সত্যের হানিতে আয়ুর অল্পতা; আয়ুর অল্পতা-বশত সকলেই বিদ্যোপার্জ্জনে অসমর্থ হইবে। বিদ্যার অল্পতা হইতে অজ্ঞান, অজ্ঞান হইতে লোভ, লোভ হইতে ক্রোধ, ক্রোধ হইতে মোহ উৎপন্ন হইবে। তখন সমুদায় মনুষ্য লোভ, ক্রোধ, মোহ ও কাম-পরায়ণ হইবে; এবং পরস্পর জিঘাংসা-পর হইয়া বৈরভাব উদ্ভাবন করিবে।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য পরস্পর সংকীর্ণ হইয়া শূদ্রতুল্য তপঃশূন্য ও সত্যবর্জ্জিত হইবে। অন্ত্যজ জাতি চাণ্ডালাদি মধ্যম জাতি ক্ষত্রিয়ের ন্যায় ব্যবহার করিবে; মধ্যম জাতি অন্ত্যজ জাতির অনুকরণ করিবে। শণনির্ম্মিত বস্ত্র ও কোরদূষক ধান্য প্রধানরূপে গণ্য হইবে। পুরুষগণ নিতান্ত স্ত্রৈণ হইবে; এবং মৎস্য, মাংস ও অজা মেষীদুগ্ধে জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে। যাহারা গো সকল বিনষ্ট হইলে নিত্য নিয়মে ব্রত ধারণ করিত; তাহারাও লোভপরায়ণ হইবে। মানবগণ পরস্পর পরস্পরকে মোষণ করিবে; এবং জপবর্জ্জিত, নাস্তিক ও চৌরস্বভাব হইবে।

নদীতীরে কুদ্দাল দ্বারা ওষধি বপন করিবে। সেই ওষধি সকল অত্যল্প ফলশালী হইবে। যাঁহারা শ্রাদ্ধে ও দৈব কর্ম্মে ধৃতব্রত; তাঁহারাও লোভপরায়ণ হইয়া পরস্পর পরস্পরের ধন ভোগ করিবেন। পিতা পুত্রের ধন ও পুত্র পিতার ধন ভোগ করিবে। খাদ্যাখাদ্যের বিচার থাকিবে না। ব্রাহ্মণগণ ব্রতাচারণে পরাঙ্মুখ হইবে; বেদনিন্দা করিবে এবং নিরর্থক হেতুবাদে বিমোহিত হইয়া হোমযাগ পরিত্যাগ, নীচ কর্ম্মের অনুষ্ঠান, নিম্ন দেশে কৃষিকার্য্য ও বর্ষান্ত-প্রসবিনী প্রভৃতি ধেনুগণকে ভার বহনে নিযোজন করিবে। পুত্র পিতৃহত্যা ও পিতা পুত্রহত্যা করিয়াও উদ্বিগ্ন হইবে না; প্রত্যুত ব্রহ্মবাদী ও অনিন্দিত হইবে।

সমস্ত জগৎ ম্লেচ্ছ, ক্রিয়া ও যজ্ঞবর্জ্জিত, নিরানন্দ ও নিরুৎসব হইয়া উঠিবে। লোক সকল প্রায় কৃপণ, বন্ধুমান্ ও বিধবাগণের ধন অপহরণ করিবে; স্বল্পবল, উৎসাহবিহীন ও লোভমোহ-পরায়ণ হইবে; সন্তুষ্টচিত্তে দুষ্ট লোকের পরামর্শ গ্রহণ করিবে এবং কপটাচার-পরায়ণ হইয়া প্রতিগ্রহ করিবে। পণ্ডিতম্মন্য ক্ষত্রিয়গণ মূর্খতাদোষে পরস্পরকে আহ্বানপূর্ব্বক পরস্পরের প্রাণ সংহারে উদ্যত ও সমুদায় লোকের কণ্টকস্বরূপ হইবে। তাহারা লোকরক্ষা-কার্য্যে উপেক্ষা-পূর্ব্বক লোভ ও অহঙ্কারের বশীভূত হইয়া কেবল দণ্ড বিধানেই সমুৎসুক হইবে; এবং নির্দ্দয় হৃদয়ে সাধুগণের ধনসম্পত্তি ও স্ত্রীরত্ন আক্রমণ-পূর্ব্বক ভোগ করিবে।

কোন ব্যক্তিই বিবাহার্থী হইয়া কন্যা প্রার্থনা করিবে না এবং কেহ কন্যা দানও করিবে না; কন্যারা স্বয়ংগ্রাহা হইবে; রাজারা মূঢ়চেতা ও অসন্তুষ্ট হইয়া সর্ব্বপ্রকার উপায় অবলম্বন-পূর্ব্বক পরধন অপহরণ করিবে।

সমুদায় জগৎ ম্লেচ্ছ হইয়া উঠিবে; সহোদর সহোদরকে প্রতারণা করিবে। পণ্ডিতম্মন্য মানবগণ সত্যকে সংক্ষিপ্ত করিবে; স্থবিরগণ বালকবৎ ও বালকগণ স্থবিরবৎ ব্যবহার করিবে। ভীরুগণ বীরাভিমানী ও বীরগণ ভয়শীল হইবে; পরস্পর কেহ কাহারেও বিশ্বাস করিবে না। সকলেরই একরূপ আহার ও সকলেই লোভমোহ-পরায়ণ হইবে। অধর্ম্মই বর্দ্ধিত ও ধর্ম্মের হ্রাস হইবে।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ কাহারেও অনুশাসন করিবে না। সমুদায় লোক একবর্ণ হইবে। পিতা পুত্রকে ক্ষমা করিবে না; পুত্রও পিতারে ক্ষমা করিবে না। পত্নী পতিশুশ্রূষা পরিত্যাগ করিবে। সমস্ত লোক যবগোধূমশালী জনপদে বাস করিবে। পুরুষ ও যোষাগণ স্বেচ্ছাচার-পরায়ণ হইয়া পরস্পরের প্রতি ঈর্ষাপরবশ হইবে। মানবগণ শ্রাদ্ধ দ্বারা দেবগণের তৃপ্তি সম্পাদন করিবে না। কেহ কাহারও কথা শ্রবণ করিবে না; কেহ কাহারও গুরু হইবে না। সকলেই অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন হইবে। পরমায়ুর পরিমান ষোড়শ বর্ষ হইবে; তৎপরেই মানবগণ মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। কন্যাগণ পঞ্চম বা ষষ্ঠ বর্ষে সন্তান প্রসব করিবে; পুরুষগণ সপ্তম বা অষ্টম বর্ষে অপত্যোৎপাদন করিবে। ভর্ত্তা ভার্য্যার প্রতি ও ভার্য্যা ভর্ত্তার প্রতি পরিতুষ্ট থাকিবে না। সম্পত্তি অল্প হইবে ও সম্পত্তিবিহীন ব্যক্তিও বৃথা সম্পদের চিহ্ন ধারণ করিবে। হিংসা বলবতী হইয়া উঠিবে। জনপদস্থ মানব সকল নিরন্তর ক্ষুধাদিগ্রস্ত হইবে; চতুষ্পথ সমুদায় বারনারী ও লম্পটগণে পরিপূর্ণ হইবে; কামিনীগণ লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া নিজ স্বামীকে দ্বেষ করিবে। মানবগণ ম্লেচ্ছাচারী, সর্ব্বভক্ষ ও সমুদায় কার্য্যে নিদারুণ হইবে; বিত্তলোভে ক্রয় বিক্রয় কালে সকলকেই বঞ্চনা করিবে।

তাহারা জ্ঞানোপার্জ্জন না করিয়া ক্রিয়াকলাপে ব্যাপৃত ও স্বভাবত ক্রূরকর্ম্মা হইবে; পরস্পর পরস্পরের দোষ প্রকাশ করিবে; আত্মচ্ছন্দানুসারে ব্যবহার এবং নির্দ্দয় হইয়া উপবন ও তরুগণ ছেদন করিবে। দেহিগণের জীবন সংশয় হইবে। সকলেই লোভাভিভূত হইবে। শূদ্রগণ ব্রহ্মহত্যা ও ব্রহ্মস্ব অপহরণ করিবে। দ্বিজগণ শস্ত্র কর্ত্তৃক পীড়িত হইয়া ভয়ব্যাকুলতায় হাহাকার করত অশরণ হইয়া ধরাতল পর্য্যটন করিবে। মানবগণ প্রাণ-বিনাশক ও উগ্রস্বভাব হইবে। দ্বিজগণ দস্যুভয়ে কাতর হইয়া পলায়নপূর্ব্বক নদী, পর্ব্বত ও বিষম স্থান সকল আশ্রয় করিবে এবং অন্যায়কারী রাজার করভারে নির্ভর নিপীড়িত হইয়া ধৈর্য্য পরিত্যাগ করিবে ও শূদ্রগণের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইয়া অকর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল সম্পাদন করিবে। শূদ্রগণ ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিবে; ব্রাহ্মণগণ শিষ্য হইয়া প্রামাণ্য বুদ্ধি-সহকারে তাহার শ্রোতা হইবে। নীচ উচ্চ ও উচ্চ নীচ হইবে; এই রূপে সকলই বিপরীত হইবে। সকলে দেবতা পরিত্যাগ করিয়া এড়ুকের উপাসনা করিবে। শূদ্রগণ দ্বিজগণের পরিচারণা করিবে না।

মহর্ষিগণের আশ্রম, ব্রাহ্মণগণের বাসস্থান, দেবালয়, চৈত্য ও নাগালয়ে এড়ুকচিহ্ন থাকিবে; পৃথিবী আর দেবগৃহে অলঙ্কৃত হইবে না। মানবগণ ভীষণপ্রকৃতি, অধার্ম্মিক, মাংসাশী ও মদ্যপায়ী হইবে। যুগক্ষয়ে পুষ্পোপরি পুষ্প ও ফলোপরি ফল সমুৎপন্ন হইবে। বারিদ সকল অকালে বারি বর্ষণ করিবে। ক্রিয়াকলাপের ক্রমবিপর্য্যয় হইয়া উঠিবে। ব্রাহ্মণের সহিত শূদ্রের বিরোধ ও পৃথিবী ম্লেচ্ছগণে পরিপূর্ণ হইবে। সমুদায় জনপদ একাচার-পরায়ণ হইবে; এবং জনপদবাসী লোকেরা বৃষ্টি দ্বারা নিপীড়িত হইয়া ফলমূলোপ-

জীবিগণের আশ্রমে বাস করিবে। লোক সকল এই রূপ পর্য্যাকুল হইলে মর্য্যাদার লেশও থাকিবে না। শিষ্যগণ গুরূপদেশে অবহেলা করিয়া তাঁহাদিগের বিপ্রিয়কারী হইবে। আচার্য্যগণ নিধন হইয়া শিষ্যগণকে ভৎ সনা করিবে। আত্মীয়-বন্ধু-বান্ধবের সম্বন্ধ কেবল অর্থের উপর নির্ভর করিবে।

যুগান্তকালে সমস্ত চরাচর ধ্বংস হইবে; সমুদায় দিক্ প্রজ্বলিত হইবে; নক্ষত্র সকল প্রভাশূন্য হইবে; জ্যোতিষ্ক সমুদায় প্রতিকূল হইবে; এবং বায়ুপ্রবাহ পর্য্যাকুল হইয়া উঠিবে। মহাভয়-সূচক ভূরি ভূরি উল্কাপাত হইবে; সপ্ত সূর্য্য ও বিষম নির্হাদ সকল সমুদিত হইয়া সমস্ত দিক্ দাহ করিবে। ভাস্কর উদয় ও অস্তমন সময়ে কবন্ধাচ্ছন্ন হইবেন। ভগবান্ সহস্রলোচন অনুচিত কালে বারি বর্ষণ করিবেন। শস্যরোপণ একবারে রহিত হইয়া যাইবে। রমণীগণ পরুষবাদিনী, ক্রূরস্বভাবা ও রোদনপ্রিয়া হইয়া কদাচ স্বামীর বশীভূত হইবে না। পুত্র পিতা মাতার প্রাণ সংহার করিবে। স্ত্রীলোক স্বতন্ত্র হইয়া পতি ও পুত্রগণকে বিনষ্ট করিবে। সূর্য্য অমাবশ্যা ভিন্ন অন্য তিথিতেও রাহুগ্রস্ত হইবেন। হুতাশন সর্ব্বত্র প্রজ্বলিত হইবে। পান্থগণ প্রার্থনা করিয়াও পান, ভোজন ও আশ্রয় প্রাপ্ত হইবে না; পরে নিরাশ হইয়া পথিমধ্যে শয়ন করিবে। নির্ঘাত, বায়স, সর্প, পক্ষী ও মৃগগণ অতি কঠোর শব্দ করিবে। মনুষ্যগণ আত্মীয়, বান্ধব ও পরিজনকে পরিত্যাগ করিবে।

মনুষ্য সকল দেশ, দিক্, নগর ও পত্তন আশ্রয় করিবে এবং কেবল "হা তাত! হা পুত্র!" ইত্যাদি নিদারুণ বাক্যে পরস্পর শোক করত পৃথিবীতলে পর্য্যটন করিবে।

অনন্তর এবম্প্রকার তুমুল সংঘাত সমুপস্থিত হইলে পুনরায় দ্বিজাতি প্রভৃতি সমুদায় লোক ক্রমানুসারে সমুৎপন্ন হইবে। কালান্তরে দৈব লোক বৃদ্ধির নিমিত্ত পুনরায় যদৃচ্ছাক্রমে অনুকূল হইবেন। যখন সূর্য্য, চন্দ্র, পুষ্যা ও বৃহস্পতি এক রাশিতে আরোহণ করিবেন; তখন পুনরায় সত্য যুগ সমারব্ধ হইবে। তখন পর্জন্য সমুচিত সময়ে বারি বর্ষণ করিবে; নক্ষত্র সকল কল্যাণকারী হইবে; গ্রহ সকল অনুকূল হইয়া যথাক্রমে গতায়াত করিবে; এবং লোক সকল ক্ষেমভাজন, সুভিক্ষ ও নিরাময় হইবে।

কালক্রমে সম্ভল গ্রামে বিষ্ণুযশা নামে এক ব্রাহ্মণ উৎপন্ন হইবেন। মহাবীর্য্য মহানুভব কল্কী সেই ব্রাহ্মণগৃহে জন্ম পরিগ্রহ করিবেন। তাঁহার মননমাত্রেই সমুদায় বাহন, কবচ, বিবিধ আয়ুধ ও ভূরি ভূরি যোদ্ধা উপস্থিত হইবে। তিনি ধর্ম্মবিজয়ী ও সম্রাট হইয়া পর্য্যাকুল লোক সকলের প্রতি প্রসন্ন হইবেন। ক্ষয়কারী ও যুগপরিবর্ত্তক সেই দীপ্ত পুরুষ উত্থিত ও ব্রাহ্মণগণপরিবৃত হইয়া সর্ব্বত্রগত ম্লেচ্ছগণকে উৎসাদিত করিবেন।

একনবত্যধিক শততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মহারাজ! তৎপরে ভগবান্ কল্কী চৌরক্ষয় করিয়া মহাযজ্ঞ অশ্বমেধে সমুদায় মেদিনীমণ্ডল ব্রাহ্মণহস্তে সমর্পণ ও লোকমধ্যে বিধাতৃবিহিত মর্য্যাদা সংস্থাপন-পূর্ব্বক পরম রমণীয় কাননে প্রবেশ করিবেন। ভূলোকবাসী মনুষ্যগণ সেই নিয়মানুসারেই কার্য্য করিবে। সত্য যুগে ব্রাহ্মণগণের প্রভাবে অনায়াসে চৌরক্ষয় হইবে। দ্বিজসত্তম কল্কী পরাজিত দেশ সমুদায়ে কৃষ্ণাজিন, শক্তি, ত্রিশূল ও অন্যান্য আয়ুধ সমুদায় সংস্থাপন-পূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক সংস্তূয়মান হইয়া দস্যুদল দলন করত পৃথিবীমণ্ডলে ভ্রমণ করিবেন। তখন দস্যুগণ দারুণ যাতনায় হা তাত! হা মাত! হা পুত্র! বলিয়া করুণ স্বরে ক্রন্দন করত তাঁহার করাল করবালের বলিস্বরূপ হইবে।

হে মহারাজ! এই রূপে সত্য যুগ আরম্ভ হইলে অধর্ম্মের নাশ, ধর্ম্মের বৃদ্ধি ও মনুষ্যগণ ক্রিয়াবান্ হইয়া উঠিবে। চতুর্দ্দিকে উপবন, চৈত্য, তড়াগ, আবসথ, পুষ্করিণী ও দেবতাস্থান সমুদায় নির্ম্মাণ এবং বিবিধ যজ্ঞক্রিয়ানুষ্ঠান হইবে। সর্ব্বত্রই ব্রাহ্মণ, সাধু ও তপস্বিগণ দৃষ্ট হইবে। পূর্ব্বে যে সমুদায় আশ্রমে কেবল পাষণ্ডগণকেই দেখা যাইত; এক্ষণে তৎ সমুদায় সত্যপরায়ণ জনগণে পরিপূর্ণ হইবে। চিরবদ্ধমূল কুসংস্কার সমুদায় প্রজাগণের হৃদয়ক্ষেত্র হইতে দূরীভূত হইবে। সমুদায় ঋতুতেই সমুদায় শস্য সমুৎপন্ন হইবে। মনুষ্যগণ দান, ব্রত ও নিয়মে নিরত হইবে। বিপ্রগণ জপযজ্ঞ পরায়ণ, ষট্ কর্ম্মনিরত, ধর্ম্মাভিলাষী ও সতত সন্তুষ্টচিত্ত হইবেন; ক্ষত্রিয়গণ বিক্রমে রত হইবেন; ভূপতিগণ ধর্ম্ম সহকারে পৃথিবী পালন করিবেন; বৈশ্যগণ ব্যবহারনিরত এবং শূদ্রগণ উক্ত বর্ণত্রয়ের শুশ্রূষা-পরায়ণ হইবে।

হে রাজন্! এই ধর্ম্ম সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগে প্রবল থাকিবে; আর শেষ যুগের ধর্ম্ম পূর্ব্বেই পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। যুগসংখ্যা সকলেরই বিদিত আছে। এক্ষণে আমি বায়ুপ্রোক্ত ঋষিগণ-সংস্তুত পুরাণ অনুস্মরণ করিয়া তোমার সমীপে সমুদায় অতীত ও অনাগত বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। আমি চিরজীবী হইয়া সংসারের এই রূপ গতি অনেক বার নিরীক্ষণ ও স্বয়ং অনুভব করিয়াছি। অধুনা ধর্ম্মসংশয় মোচনের নিমিত্ত যাহা কহিতেছি; তাহা ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে সাবধানে শ্রবণ কর। অতএব ধর্ম্মাত্মা ব্যক্তি উভয় লোকেই সুখ সম্ভোগ করে; অতএব ধর্ম্মে সতত আত্মসংযোগ করা তোমার নিতান্ত কর্ত্তব্য; কদাচ ব্রাহ্মণের অপমান করিও না; কারণ ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ হইলে অনায়াসেই সমুদায় লোক বিনষ্ট করিতে পারেন।

কুরুবংশাবতংস ধীমান্ যুধিষ্ঠির মার্কণ্ডেয়ের বাক্য শ্রবণানন্তর কহিলেন, হে মহর্ষে! আমি কোন্ ধর্ম্মে থাকিয়া প্রজা পালন করিব? আর কিরূপ ব্যবহার করিলে স্বধর্ম্ম রক্ষা হইবে? বলুন।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে রাজন্! তুমি সর্ব্বভূতে দয়াবান্, হিতৈষী, লোকানুরক্ত, অসূয়াশূন্য, সত্যবাদী, মৃদু, দান্ত ও প্রজারক্ষণতৎপর হইয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান কর এবং অধর্ম্ম পরিত্যাগ কর। দেব ও পিতৃগণের পূজা কর। যদিও প্রমাদবশত কোন মন্দ কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে; তবে দান দ্বারা তাহার প্রতিবিধান কর। গর্ব্বিত হইও না; সতত নম্র হইয়া ব্যবহার কর। সমুদায় পৃথিবী পরাজয় করিয়া সুখে কাল যাপন কর। হে রাজন্! আমি এই সমুদায় অতীত ও অনাগত ধর্ম্ম তোমারে কহিলাম। হে বৎস! কি অতীত কি অনাগত, তোমার কিছুই অবিদিত নাই। অতএব এই বর্ত্তমান ক্লেশে অভিভূত হইও না। পণ্ডিতগণ কালযোগে কষ্ট ভোগ করিয়াও বিমুগ্ধ হয়েন না; দেবগণেরও এরূপ সময় সমুপস্থিত হইয়া থাকে ও প্রজাগণ কালবশবর্ত্তী হইয়া অভিভূত হয়। কিন্তু হে রাজন্! আমি তোমারে যাহা কহিলাম; তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিও না; তাহা হইলে তোমার ধর্ম্ম লোপ হইবে। তুমি কুরুগণের বিখ্যাত বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ; অতএব কায়মনোবাক্যে আমার উপদেশানুরূপ ব্যবহার কর।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আপনি আমারে যেরূপ উপদেশ প্রদান করিলেন; আমি পরম যত্নসহকারে তদনুসারে কার্য্য করিব। আমার লোভ, ভয় বা মৎসর কিছুই নাই; আপনি আমারে যাহা যাহা আজ্ঞা করিলেন; তৎ সমুদায়ই প্রতিপালন করিব।

বাসুদেব-সমবেত পাণ্ডবগণ এবং সমা-

গত ব্রাহ্মণ সমুদায় মার্কণ্ডেয়ের সেই পুরাণ বৃত্তান্ত শ্রবণে পরম পরিতুষ্ট ও সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়া রহিলেন।

দ্বিনবত্যধিক শততম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, হে বিপ্রাগ্রগণ্য বৈশম্পায়ন! মহাতপা মার্কণ্ডেয় পাণ্ডবগণসমক্ষে যেরূপ ব্রাহ্মণগণের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছিলেন; আপনি আমার নিকট তদ্রূপ পুনরায় কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির মহর্ষি মার্কণ্ডেয়কে পুনরায় ব্রাহ্মণগণের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে কহিলেন। তখন তিনি বলিলেন, হে মহারাজ! এই অপূর্ব্ব ব্রাহ্মণচরিত কীর্ত্তন করিতেছি; শ্রবণ কর।

অযোধ্যা নগরে ইক্ষ্বাকুবংশাবতংস পরিক্ষিৎ নামে এক ভূপতি ছিলেন। তিনি একদা অশ্বারোহণ-পূর্ব্বক মৃগয়ায় গমন করত এক মৃগের অনুসরণক্রমে ক্রমে ক্রমে অতি দূরতর প্রদেশে সমুপস্থিত হইলেন। ক্রমে পথশ্রম ও ক্ষুৎ পিপাসায় নিতান্ত অভিভূত হইয়া ইতস্তত গমন করিতে করিতে এক নীলবর্ণ নিবিড় কানন নিরীক্ষণ করিলেন। তখন তিনি সেই কাননমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক তথায় এক পরম রমণীয় সরোবর অবলোকন করিয়া অশ্বের সহিত তাহাতে অবগাহন করিলেন। স্বেচ্ছানুরূপ জলক্রীড়ায় তাঁহার পরিশ্রমাপনোদন হইলে তিনি অশ্ব সমভিব্যাহারে তীরে আগমনপূর্ব্বক অশ্বকে মৃণাল প্রদান করিয়া তথায় শয়ন করিলেন।

মহারাজ পরিক্ষিৎ এই রূপে সুস্থান্তঃকরণে শয়ান আছেন; এমত সময়ে সুমধুর গীতিধ্বনি তাঁহার কর্ণকুহরে পবিষ্ট হইল। মহারাজ সেই নিবিড় অরণ্যানীমধ্যে অকস্মাৎ সংগীতশব্দ শ্রবণে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, কি আশ্চর্য্য! এই অরণ্যে মনুষ্যের সমাগম নাই; তবে কোন্ ব্যক্তি এই সুমধুর স্বরে গান করিতেছে; তিনি এই রূপ চিন্তাপরবশ হইয়া কিয়ৎক্ষণ পরেই দেখিলেন; অসামান্য রূপলাবণ্য-সম্পন্না নিখিল লোক-ললামভূতা এক ললনা সুমধুর স্বরে গান করত পুষ্পাবচয়ন করিতেছে। ঐ কামিনী ক্রমে ক্রমে তাঁহার সমীপবর্ত্তিনী হইলে তিনি তাহারে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভদ্রে! তুমি কে? কাহার রমণী? কন্যা কহিল, আমি অদ্যাপি কন্যকাবস্থায় আছি, আমার বিবাহ হয় নাই। রাজা কহিলেন, হে বরবর্ণিনি! তবে আমারে বরণ কর। কন্যা কহিল, মহাশয়! আমার পাণিগ্রহণাভিলাষী হইলে আপনারে এক প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে। রাজা কহিলেন, কি? কন্যা কহিল, আপনি আমারে বারি প্রদর্শন করিবেন না। রাজা কন্যার বাক্যে সম্মত হইয়া তাহার পাণিগ্রহণ-পূর্ব্বক পরমাহ্লাদে তাহাকে লইয়া তথায় ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। পরে সৈন্য সমুদায় রাজার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহার চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান হইল।

তখন মহারাজ পরিক্ষিৎ পরমাহ্লাদে সেই কামিনীরে শিবিকায় আরোহণ করাইয়া স্বনগরে আনয়ন-পূর্ব্বক নির্জ্জনে তাহার সহিত ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। সেই ক্রীড়াসক্ত রাজাকে কেহই অবলোকন করিতে পাইত না। একদা প্রধান অমাত্য রাজসমীপচারিণী স্ত্রীগণকে তাহাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম জিজ্ঞাসা করাতে তাহারা কহিল, মহাশয়! মহারাজের বাসস্থানে জল লইয়া যাইতে নিষেধ আছে; এই নিমিত্ত আমরা এস্থানে সতত নিযুক্ত আছি।

অমাত্য স্ত্রীগণের বাক্য শ্রবণানন্তর বহুবিধ পাদপসম্পন্ন পুষ্পফল-যুক্ত জলশূন্য এক কৃত্রিম কানন নির্ম্মাণ করাইলেন। ঐ কাননমধ্যে এক গূঢ় বাপীও প্রস্তুত করাইয়াছিলেন; ঐ বাপী মুক্তাজাল-জড়িত, সুধাধবল ও নির্ম্মল জলসম্পন্ন। কানন

প্রস্তুত হইলে অমাত্য রাজাকে উহা প্রদর্শন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! এই বন বারি-শূন্য; ইহাতে সচ্ছন্দে ক্রীড়া করুন। রাজা পরিক্ষিৎ অমাত্যের বাক্যানুসারে স্বীয় প্রণয়িনী সমভিব্যাহারে সেই কাননে প্রবেশ করিয়া ক্রীড়া কৌতুকে কাল যাপন করিতে লাগিলেন।

একদা মহারাজ পরিক্ষিৎ ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় একান্ত অভিভূত হইয়া তত্রত্য এক মাধবীলতাগৃহ অবলোকন-পূর্ব্বক প্রিয়া সমভিব্যাহারে তন্মধ্যে প্রবেশ করত সেই সুধাধবলিত, সলিলপূর্ণ বাপী দেখিতে পাইলেন ও প্রণয়িনীর সহিত তাহার তীরে সমুপবিষ্ট হইলেন।

দৈব নির্ব্বন্ধ অখণ্ডনীয়! রাজা কিয়ৎক্ষণ পরে স্বীয় বনিতারে সেই বাপীসলিলে অবতীর্ণ হইতে কহিলে সে তাঁহার বাক্যানুসারে বাপীমধ্যে নিমগ্ন হইল; কিন্তু আর সমুত্থিত হইল না। তখন রাজা তাহার অন্বেষণার্থ গমন করিয়া সেই বাপীও দেখিতে পাইলেন না। অনন্তর প্রত্যাবর্ত্তন কালে তথায় গর্ত্তমুখে এক মণ্ডূক অবলোকন করিয়া ক্রোধান্বিত চিত্তে অনুমতি করিলেন যে, মণ্ডূক দেখিলেই বধ করিবে ও যে ব্যক্তি আমার নিকট কিছু প্রার্থনা করিতে ইচ্ছা করে; সে যেন আমারে মৃত মণ্ডূক উপহার প্রদান করে।

রাজার এই রূপ আজ্ঞানুসারে চতুর্দ্দিকে দারুণ মণ্ডূকবধ আরম্ভ হইলে পর সমুদয় মণ্ডূক ভীত হইয়া মণ্ডূকরাজের সমীপে গমন-পূর্ব্বক সমুদায় বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। মণ্ডূকরাজ তাহাদিগের বাক্য শ্রবণানন্তর তাপসবেশে রাজা পরিক্ষিতের সমীপে আগমন-পূর্ব্বক কহিল, হে রাজন্! তুমি ক্রোধপরবশ হইও না; প্রসন্ন হও; নিরপরাধী মণ্ডূকদিগের সংহার করা তোমার নিতান্ত অকর্ত্তব্য। হে মহারাজ! আমি যাহা কহিতেছি; সাবধানে শ্রবণ কর। তুমি আর মণ্ডূক বিনাশ করিও না; কোপ সংহার কর; মণ্ডূক বধ করিলে ধন ক্ষয় হয়। এক্ষণে প্রতিজ্ঞা কর যে, আর মণ্ডূক বধ করিয়া প্রিয়া বিয়োগজ শোকের প্রতিবিধান করিবে না। কেন বৃথা ভেকবধ দ্বারা অধর্ম্মাচরণ করিতেছ।

ইষ্টজনবিয়োগ-জনিত শোকসাগরনিমগ্ন রাজা পরিক্ষিৎ ব্রাহ্মণ-রূপধারী মণ্ডূকরাজের বাক্য শ্রবণানন্তর তাঁহাকে কহিলেন; আমি কখনই ক্ষমা করিব না; অবশ্যই ভেকগণকে সংহার করিব; ঐ দুরাত্মারাই আমার প্রণয়িনীকে ভক্ষণ করিয়াছে; অতএব আপনি আমারে মণ্ডূক বধ করিতে নিষেধ করিবেন না।

ভেকরাজ রাজার বাক্য শ্রবণে সাতিশয় বিষণ্ণমনা হইয়া কহিলেন, হে মহারাজ! আমার নাম আয়ু, আমি মণ্ডূকগণের অধিপতি। আর আপনার যে প্রণয়িনী ছিল; সে আমারই কন্যা; উহার নাম সুশোভনা। সেই দুঃশীলা কুস্বভাববশত পূর্ব্বে অন্যান্য অনেক ভূপতিরে বঞ্চনা করিয়াছে। তখন রাজা কহিলেন, হে ভেকরাজ! আমি আপনার কন্যারে প্রার্থনা করিতেছি; আপনি আমারে কন্যা প্রদান করুন। মণ্ডূকরাজ রাজবাক্য শ্রবণানন্তর তাঁহারে স্বীয় তনয়া প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, সুশোভনে! তুমি আজি অবধি নিরন্তর মহারাজের শুশ্রূষা করিবে এবং সক্রোধ চিত্তে এই বলিয়া কন্যারে অভিসম্পাত করিলেন যে, অরে দুঃশীলে! তুই যেমন বিনা কারণে অনেকানেক ভূপতিরে বঞ্চিত করিয়াছিস্; সেই অপরাধে তোর অপত্যগণ ব্রাহ্মণহিত সাধনে পরাঙ্মুখ হইবে।

মহারাজ পরিক্ষিৎ মণ্ডূক-রাজপুত্রীর প্রতি একান্ত অনুরক্ত ছিলেন; এক্ষণে তাহারে প্রাপ্ত হইয়া ত্রিলোকৈশ্বর্য্য লাভ হইল

বোধে পরম পরিতুষ্ট চিত্তে মণ্ডূকরাজকে প্রণিপাত-পূর্ব্বক হর্ষজনিত বাষ্পগদ্‌গদ স্বরে কহিলেন, মহাশয়! আমি অনুগৃহীত হইলাম। অনন্তর মণ্ডূকরাজ স্বীয় দুহিতারে সম্ভাষণ-পূর্ব্বক স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

কিয়ৎকাল পরে রাজার ঔরসে মণ্ডূক রাজতনয়া সুশোভনার গর্ভে তিন পুত্র জন্মিল; শল, দল ও বল। মহারাজ পরিক্ষিৎ কিয়দ্দিনানন্তর উপযুক্ত সময়ে স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র শলকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া তপোনুষ্ঠান নিমিত্ত অরণ্যে-গমন করিলেন।

একদা মহারাজ শল রথারোহণে মৃগয়ায় গমন করিলেন। তিনি তথায় এক মৃগকে লক্ষ্য করত তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া সারথিকে অধিকতর বেগে রথ চালন করিতে আজ্ঞা করিলেন। সারথি কহিল, মহারাজ! কেন বৃথা ব্যগ্র হইতেছেন; ঐ মৃগকে ধৃত করিতে পারিবেন না। যদি আপনার রথে বামীদ্বয় যোজিত থাকিত; তাহা হইলে আপনি ঐ মৃগ আক্রমণ করিতে সমর্থ হইতেন। তখন রাজা সারথিরে কহিলেন, তুমি আমারে বামীদ্বয়ের বিষয় বিশেষ করিয়া বল; নচেৎ তোমারে সংহার করিব। সারথি এ দিকে রাজভয়, ও দিকে বামদেবের শাপভয়, এই উভয় ভয়ে সাতিশয় ভীত হইয়া প্রথমত মৌনাবলম্বন করিয়া রহিল। রাজা তদ্দর্শনে খড়্গ উত্তোলন-পূর্ব্বক কহিলেন, শীঘ্র বল; নতুবা তোমার প্রাণ বিনাশ করিব। তখন সারথি প্রাণভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়া কহিল, হে রাজন্! মহর্ষি বামদেবের বায়ুবেগগামী দুই অশ্ব আছে; উহাদিগের নাম বামী।

মহারাজ শল সারথির বাক্য শ্রবণানন্তর তাহারে বামদেবের আশ্রমাভিমুখে রথ চালন করিতে আদেশ করিলেন। পরে অতি অল্প কালমধ্যে তথায় সমুপস্থিত হইয়া মহর্ষিকে কহিলেন, ভগবন্! এক মৃগ আমার শাণিত শরে বিদ্ধ হইয়া পলায়ন করিতেছে; অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমারে আপনার বামীদ্বয় প্রদান করুন। মহর্ষি কহিলেন, হে রাজন্! আমি আপনারে বামীদ্বয় প্রদান করিতেছি কিন্তু আপনার কর্ম্ম সমাপন হইলে শীঘ্র আমারে প্রত্যর্পণ করিবেন।

মহারাজ শল মহর্ষির বাক্য স্বীকার করিয়া বামীদ্বয় গ্রহণপূর্ব্বক রথে যোজন করত মৃগাভিমুখে ধাবমান হইলেন। গমন করিতে করিতে সারথিরে কহিলেন, এই অশ্বরত্নদ্বয় ব্রাহ্মণগণের অনুপযুক্ত; অতএব ইহা ঋষিরে প্রত্যর্পণ করিব না। অনন্তর সেই বাণবিদ্ধ মৃগকে আক্রমণ ও গ্রহণ করিয়া আপনার নগরে প্রত্যাগমন-পূর্ব্বক মহর্ষির বামীদ্বয়কে স্বীয় অন্তঃপুরে সংস্থাপন করিলেন।

এ দিকে মহর্ষি বামদেব কতিপয় দিবস অতীত হইলে মনে মনে চিন্তা করিলেন, কি উৎপাত! যুবা রাজকুমার আমার সেই উত্তম বাহন দুটী লইয়া সচ্ছন্দে ক্রীড়া করিতেছে; প্রত্যর্পণ করিতে চাহে না। পরে এক মাস পরিপূর্ণ হইলে তিনি আপনার শিষ্যকে কহিলেন, হে আত্রেয়! তুমি শল রাজার নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহারে কহিবে, যদি আপনার কার্য্য সমাপন হইয়া থাকে, তবে উপাধ্যায়ের বামীদ্বয় প্রদান করুন। আত্রেয় উপাধ্যায়ের আদেশানুসারে রাজার সমীপে গমনপূর্ব্বক অশ্বদ্বয় প্রত্যর্পণ করিতে কহিলে তিনি প্রত্যুত্তর করিলেন, হে বিপ্র! এবম্বিধ বাহন রাজগণেরই উপযুক্ত; ব্রাহ্মণগণের অশ্বে প্রয়োজন কি? আপনি আশ্রমে প্রস্থান করুন। আত্রেয় রাজার বচন শ্রবণানন্তর স্বীয় উপাধ্যায়ের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া সমুদায় নিবেদন করিলেন।

মহর্ষি বামদেব শিষ্যমুখে শল রাজার অশ্বপ্রদানে অসম্মতি শ্রবণ করিয়া ক্রোধান্বিত চিত্তে স্বয়ং রাজসমীপে গমনপূর্ব্বক

তাঁহাকে অশ্ব প্রত্যর্পণ করিতে কহিলে তিনি তাহাতে অসম্মত হইলেন। তখন মহর্ষি কহিলেন, হে পার্থিব! তোমার দুষ্কর কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে; এক্ষণে আমারে বামীদ্বয় প্রত্যর্পণ কর; নচেৎ তোমার অসদাচরণ নিমিত্ত ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়গণ তোমারে পরিত্যাগ করিলে ভগবান্ বরুণ অতি ভীষণ পাশ দ্বারা তোমারে সংহার করিবেন।

রাজা কহিলেন, হে বামদেব! সুশিক্ষিত বৃষভদ্বয় ব্রাহ্মণগণের উপযুক্ত ও শাস্ত্রবিহিত বাহন; অতএব আপনি উহা দ্বারা যথেচ্ছ গমন করুন। ভবাদৃশ ব্যক্তিরা বেদবিহিত বিধির কদাচ অন্যথাচরণ করেন না।

বামদেব কহিলেন, মহারাজ! মাদৃশ ব্যক্তিরা পর লোকে শাস্ত্রোক্ত বাহন বৃষভে গতিবিধি করিয়া থাকে; কিন্তু ইহ লোকে কি আমার কি আপনার সকলেরই অশ্ব বাহন নির্দ্ধারিত আছে।

রাজা কহিলেন, তবে এক্ষণে ক্ষত্রিয়ের বাহন গর্দ্দভ, অশ্বতরী বা শীঘ্রগামী অশ্বচতুষ্টয়ে আরোহণ করিয়া গমন করুন। আর মনে করুন, সেই বামীদ্বয় আমার; আপনার নহে।

বামদেব কহিলেন, তুমি নিতান্তই বামী প্রদান করিতে অনিচ্ছু হইয়াছ, অতএব লৌহময় ঘোররূপ শূলধারী চারি জন রাক্ষস আমার নিদেশানুসারে তোমারে চারি খণ্ড করিয়া বিদীর্ণ করিবে; কারণ, জীবিত ব্যক্তিকে বধ করা ব্রাহ্মণের পক্ষে অতি গর্হিত কর্ম্ম।

রাজা কহিলেন; যাহারা তোমারে ব্রাহ্মণ বলিয়া অবগত আছে; তাহারাই আমার আদেশানুসারে তোমারে ও তোমার শিষ্যমণ্ডলীরে কায়িক, মানসিক ও বাচনিক দণ্ড দ্বারা শাস্তি প্রদান করিবে।

বামদেব কহিলেন, যিনি তপোবলে ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার লাভ করেন, তিনিই জীবলোকে শ্রেষ্ঠ; সেই ব্রাহ্মণ কায়িক, মানসিক ও বাচনিক দণ্ডে দণ্ডনীয় হইতে পারেন না।

যাহা হউক; তুমি প্রত্যর্পণ করিবে স্বীকার করিয়া আমার বামীদ্বয় গ্রহণ করিয়াছ; অতএব যদি জীবিত থাকা তোমার অভিপ্রায় হয়; তবে শীঘ্র আমারে সেই বামীদ্বয় প্রদান কর।

রাজা কহিলেন, যাহারা মৃগয়াচরণ করে; অশ্ব তাহাদিগের আবশ্যক; কিন্তু মৃগয়া ব্রাহ্মণগণের পক্ষে নিষিদ্ধ; অতএব আপনার অশ্বেপ্রয়োজন কি? আমি সত্য কহিতেছি; অদ্য প্রভৃতি আপনি অন্যান্য যে সকল বিষয়ের অনুমতি করিবেন; আমি তাহা প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হইব না; ইহাতেই আমার পুণ্য লোকপ্রাপ্তি হইবে।

ভগবান বামদেব এই কথা কহিবামাত্র তথায় ঘোররূপী শূলধারী রাক্ষসচতুষ্টয় সমুপস্থিত হইয়া রাজারে সংহার করিতে উদযোগ করিলে তিনি তখন চীৎকার করিয়া কহিলেন, যদি ইক্ষ্বাকুগণ, দল ও বৈশ্যগণ আমার বশবর্ত্তী হয়; তবে বামদেবকে কখনই বামীদ্বয় প্রদান করিব না। বামদেবের ন্যায় লোকেরা কখনই ধার্ম্মিক হয় না। তিনি এই কথা বলিবামাত্র রাক্ষসগণ তাঁহারে সংহার করিল।

অনন্তর ইক্ষ্বাকুগণ, রাজা বিনষ্ট হইয়াছেন দেখিয়া তাঁহার কনিষ্ঠ দলকে রাজ্যে অভিষেক করিল। তখন মহর্ষি বামদেব দলের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, হে রাজন্! ব্রাহ্মণগণকে দান করা যে অবশ্য কর্ত্তব্য, ইহা সর্ব্বধর্ম্মেই প্রসিদ্ধ আছে। যদি তুমি অধর্ম্মপরায়ণ না হও; তবে অবিলম্বেই আমার সেই বামীযুগল প্রত্যর্পণ কর।

মহারাজ দল বামদেবের বাক্য শ্রবণানন্তর ক্রোধান্ধ চিত্তে সারথিরে কহিলেন, হে সূত! তুমি আমারে এক বিষদিগ্ধ সায়ক

আনিয়া দাও; আমি তদ্দ্বারা বামদেবকে সংহার করিয়া কুক্কুরগণের সম্মুখে নিক্ষেপ করিব।

বামদেব কহিলেন, হে রাজন্! আমি জানি, তোমার এই দশ বর্ষবয়স্ক শ্যেনজিৎ নামে এক পুত্র আছে; আমার বচনানুসারে এই বিষাক্ত বাণ তাহারেই সংহার করিবে। মহর্ষি এই কথা কহিবামাত্র দল-বিসৃষ্ট বাণ অন্তঃপুরে গমনপূর্ব্বক রাজপুত্রকে সংহার করিল। দল সেই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে ইক্ষ্বাকুগণ! আমি অদ্য এই ব্রাহ্মণকে নিধন করিয়া তোমাদিগের প্রিয়ানুষ্ঠান করিব; তোমরা শীঘ্র আর একটী সুতীক্ষ্ণ বাণ আনয়ন-পূর্ব্বক আমার প্রভাব অবলোকন কর।

বামদেব কহিলেন, হে রাজন্! তুমি ঐ বিষদিগ্ধ বাণ আমার প্রতি সন্ধান করিতেছ; কিন্তু কদাচ উহা পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইবে না।

তখন রাজা মুনির বাক্যপ্রভাবে বাণ মোক্ষণে অক্ষম হইয়া কহিতে লাগিলেন, হে ইক্ষ্বাকুগণ! দেখ, আমি শর সন্ধান করিয়াছি; কিন্তু কোন মতেই পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইতেছি না। অতএব এক্ষণে বামদেবকে বিনষ্ট করিতে আমার আর অভিলাষ নাই; এই বামদেব সচ্ছন্দে অবস্থিতি করুন।

তখন বামদেব কহিলেন, হে রাজন্! তুমি এই বাণ দ্বারা মহিষীকে স্পর্শ করিলে এই পাপ হইতে বিমুক্ত হইবে। রাজা দল মুনির বাক্য শ্রবণে তদনুসারে কার্য্য করিলেন।

অনন্তর রাজমহিষী কহিলেন, হে বামদেব! আমি যেন এই নৃশংস স্বামীরে প্রতিদিন কল্যাণকর উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণের নিকট হইতে সত্য ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিয়া চরমে পুণ্য লোক লাভ করিতে পারি।

বামদেব কহিলেন, হে শুভে! তুমি এই রাজকুল পরিত্রাণ করিলে; এক্ষণে ইচ্ছানুরূপ বর প্রার্থনা কর। সমুদায় স্বজন ও এই বিস্তীর্ণ ইক্ষ্বাকুরাজ্য শাসন কর।

রাজমহিষী কহিলেন, হে ভগবন্! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন; তবে এই বর প্রদান করুন যে, আমার স্বামী পাপ হইতে বিমুক্ত হউন এবং পুত্র ও অন্যান্য বান্ধবগণের মঙ্গল হউক।

মহর্ষি বামদেব রাজমহিষীর বাক্য শ্রবণানন্তর তথাস্তু বলিয়া বর প্রদান করিলে মহারাজ দল পাপবিমুক্ত হইয়া পরম পরিতুষ্ট চিত্তে মহর্ষিকে প্রণামপূর্ব্বক বামীদ্বয় প্রদান করিলেন।

ত্রিনবত্যধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে নৃপবর! তদনন্তর মহর্ষিগণ, ব্রাহ্মণ সকল ও রাজা যুধিষ্ঠির মার্কণ্ডেয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! মহাতপা বক কি কারণে দীর্ঘায়ু হইয়াছিলেন? মার্কণ্ডেয় কহিলেন, সেই মহাতপা রাজর্ষি বক কি কারণে দীর্ঘায়ু হইয়াছিলেন; তাহার বিচারণার আবশ্যকতা নাই।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই কথা শ্রবণ করিয়া আগ্রহাতিশয়-সহকারে পুনর্ব্বার মার্কণ্ডেয়কে কহিলেন, মহর্ষে! শুনিয়াছি, বক ও দাল্ভ্য নামে দুই জন ঋষি ছিলেন; তাঁহারা চিরজীবী ও ইন্দ্রের সখা; লোকে তাঁহাদিগের বিস্তর প্রশংসা করিয়া থাকে। অতএব আমি সেই সুখদুঃখ-সংযুক্ত বকশক্র-সমাগম শ্রবণ করিতে বাসনা করিয়াছি; আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক অবিকল কীর্ত্তন করুন।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে ধর্ম্মরাজ! দেবাসুরের সংগ্রাম হইলে পর দেবরাজ ত্রিলোকীর অধিপতি হইলেন। তখন পয়োধরমণ্ডলী পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বারি বর্ষণ করিতে লাগিলেন; উত্তমোত্তম শস্য উৎপন্ন হইতে লাগিল এবং প্রজারা ধর্ম্মপরায়ণ ও নিরাময়

হইল। বলনিসূদন দেবরাজ সকলকেই হৃষ্ট ও ধর্ম্মনিষ্ঠ নিরীক্ষণ করিয়া ঐরাবতে আরোহণপূর্ব্বক নদ, নদী, বাপী, তড়াগ, উদপান, প্রপা, ব্রহ্মসমাচার-সম্পন্ন দ্বিজোত্তম-পরিষেবিত সরোবর, সুসমৃদ্ধ নগর, জনপদ, খেট, বিচিত্র আশ্রম সকল ও প্রজাপালনদক্ষ ভূপতিগণকে অবলোকন করত ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন। অনন্তর পূর্ব্ব দিকে সাগরসন্নিহিত বহুবিধ পাদপশোভিত প্রদেশে মৃগপক্ষিগণ-নিষেবিত এক রমণীয় আশ্রমপদ সন্দর্শন করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক মহাতপা বককে অবলোকন করিলেন। মহাতপা বক ইন্দ্রকে নয়নগোচর করত সাতিশয় প্রীত হইয়া পাদ্য, আসন, অর্ঘ ও নানাবিধ ফল মূল প্রদানপূর্ব্বক তাঁহার পূজা করিলেন।

দেবরাজ সৎকৃত ও সুখাসীন হইয়া ঋষিরে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ব্রহ্মন্! আপনি সহস্র বৎসর জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন, অতএব চিরজীবীর দুঃখ বর্ণন করুন।

বক কহিলেন, হে ত্রিদশনাথ! চির কাল জীবিত থাকিলে অপ্রিয় ও অসদ্ব্যক্তির সংসর্গ এবং প্রিয়তমের বিরহজনিত দুঃখ ভোগ করিতে হয়; পুত্র, কলত্র, জ্ঞাতি ও বন্ধুবান্ধবগণের বিনাশ দেখিতে হয় এবং দুর্ব্বিষহ অধীনতাশৃঙ্খলে বদ্ধ হইতে হয়; ইহার পর দুঃখ আর কি আছে! চিরজীবিত দরিদ্রের ক্লেশের পরিসীমা নাই; কারণ, অর্থবিহীন ব্যক্তিরে সকলেই পরাভব ও ঘৃণা করে। চিরজীবী হইলে কুলীনের কুলক্ষয়, অকুলীনের কুলভাব, কাহারও সংযোগ, ও কাহারও বা বিয়োগ দর্শন করিয়া সাতিশয় দুঃখ ভোগ করিতে হয়।

হে দেব শতক্রতো! অকুলীন সমৃদ্ধ ব্যক্তির কিরূপে কুলবিপর্য্যয় হইতেছে; তাহা আপনি প্রত্যক্ষ করিতেছেন; দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, মনুষ্য, উরগ ও রাক্ষস ইহারা সকলেই বৈপরীত্য প্রাপ্ত হইতেছে। সৎকুলোদ্ভব ব্যক্তি দুষ্কুলীনের বশম্বদ হইয়া যৎপরোনাস্তি ক্লেশ পাইতেছে: ধনবান্ নির্ধনের অবমাননা করিতেছে; বিলক্ষণ জ্ঞানসম্পন্ন হইয়াও ক্লেশ ভোগ করিতেছে; নিতান্ত জ্ঞানহীন ব্যক্তিও পরম সুখে রহিয়াছে। হে ত্রিদশনাথ! লোকে এই রূপ বিস্তর অন্যায়, মনুষ্যের বহুবিধ দুঃখ ও নানা ক্লেশ দৃষ্ট হয়। ইহা অপেক্ষা অধিকতর দুঃখ আর কি হইতে পারে!

ইন্দ্র কহিলেন, হে মহাভাগ! আপনি পুনর্ব্বার চিরজীবীর সুখের বিষয় বর্ণন করুন। বক কহিলেন, সুরনাথ! যে ব্যক্তি কুমিত্র পরিহার-পূর্ব্বক দিবসের অষ্টম বা দ্বাদশ ভাগে গৃহে শাক পাক করিয়া ভোজন করে; যাহারে লোকে ঔদরিক বলে না; যে ব্যক্তি দিবস গণনায় উদ্বিগ্ন হয় না; সেই চিরজীবীই যথার্থ সুখী। যে ব্যক্তি অন্যের আশ্রয় না লইয়া স্বীয় ক্ষমতায় অর্জ্জিত শাক আপন গৃহে পাক করিয়াও জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাহার অপেক্ষা সুখী আর কে আছে! ফলত আপন গৃহে ফল, মূল ও শাকান্ন ভোজন করাও শ্রেয়স্কর; তথাপি পরগৃহে প্রতিদিন তিরস্কৃত হইয়া নানাবিধ মিষ্টান্ন ভোজন করাও সুখকর নহে। যে অধম কুকুরের ন্যায় পরান্ন-প্রতিপালিত হইতে ইচ্ছা করে; তাহারে ধিক্। যে ব্যক্তি অতিথি, অভ্যাগত প্রাণী ও পিতৃগণকে প্রদানপূর্ব্বক অবশিষ্ট অন্ন ভোজন করে; সেই পরম সুখী; এবং সেই অবশিষ্ট অন্ন অতি পবিত্র ও পরমোৎকৃষ্ট বলিয়া গণ্য। অতিথি ব্রাহ্মণ যত গুলি অন্নপিণ্ড ভোজন করেন; প্রদাতার তত সহস্র গোদানের ফল লাভ হয় এবং তাহার যৌবনকালকৃত সমস্ত পাপ একেবারে বিনষ্ট হইয়া যায়। ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইয়া দক্ষিণা প্রদানপূর্ব্বক তাঁহার করতলস্থিত জল স্পর্শ করিলে তৎ-

ক্ষণাৎ পাপ হইতে মুক্ত হয়। এবম্বিধ নানাপ্রকার কথোপকথনান্তে ত্রিদশনাথ ইন্দ্র মহামুনি বকের নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক দেবলোকে প্রস্থান করিলেন।

চতুর্নবত্যধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর পাণ্ডবেরা মহর্ষি মার্কণ্ডেয়কে কহিলেন, ভগবন্! আপনি ব্রাহ্মণ-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলেন; এক্ষণে রাজন্য-মাহাত্ম্য শ্রবণ করিতে আমাদিগের অভিলাষ জন্মিয়াছে। মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মহারাজ! শ্রবণ করুন।

সুহোত্র নামে এক জন কুরুবংশীয় রাজা একদা মহর্ষিগণের নিকট গমন করিয়াছিলেন। প্রত্যাগমন সময়ে পথিমধ্যে সম্মুখীন রথস্থ ঔশীনরি শিবি রাজার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইলে উভয়ে স্ব স্ব বয়ঃক্রমানুরূপ পরস্পরের সম্মান রক্ষা করিলেন; কিন্তু গুণবিষয়ে দুই জনই তুল্য বলিয়া কেহ কাহারে পথ প্রদান করিতে সম্মত হইতেছেন না; ইত্যবসরে দেবর্ষি নারদ তথায় উপনীত হইলেন। তিনি তাঁহাদিগের বিতণ্ডা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনারা কি নিমিত্ত পরস্পরের পথ রোধ করিয়া রহিয়াছেন?

তাঁহারা কহিলেন, হে মুনিবর! আমরা বাস্তবিক বিবাদ করিতেছি না; কিন্তু কোন্ ব্যক্তি কাহারে পথ পরিত্যাগ করিবে, এই বিষয়ের মীমাংসা হওয়া অতি দুরূহ। পূর্ব্বতন পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন যে, বিশিষ্ট বা সমর্থ ব্যক্তিরে পথ প্রদান করিবে; কিন্তু আমাদিগের মধ্যে উৎকর্ষাপকর্ষের নির্ণয় করা অসাধ্য; আমাদিগের রূপ, গুণ ও বয়ঃক্রম সমান; অতএব আপনি এ বিষয়ের মীমাংসা করুন।

নারদ কহিলেন, কি ক্রূর কি মৃদু, কি সাধু কি অসাধু পরস্পর সকলেরই সৌহার্দ্দ হইতে পারে; অতএব সৌহার্দ্দ তুল্যতার কারণ নহে। যিনি দেবগণের অনির্ণীত সৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন; যিনি দান দ্বারা কুকর্ম্ম নাশ, ক্ষমা দ্বারা ক্রূর ব্যক্তিকে পরাজয়, সত্য দ্বারা অসত্যবাদীকে পরাভব ও সাধু ব্যবহার দ্বারা অসাধু ব্যক্তিকে তিরস্কার করেন; তিনিই সাধুশীল। আমার মতে তোমরা উভয়েই উদারস্বভাব; কিন্তু ঔশীনর শিবি তোমা অপেক্ষা সচ্চরিত্র ও উৎকৃষ্ট; অতএব তুমি শিবিরে পথ প্রদান কর।

দেবর্ষি নারদ এই কথা কহিয়া মৌনাবলম্বন করিলে কৌরব্য শিবি রাজারে প্রদক্ষিণ-পূর্ব্বক বহুবিধ প্রশংসা ও পথ প্রদান করিয়া স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। হে রাজন্! মহর্ষি নারদ এই রূপে রাজমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন।

পঞ্চনবত্যধিক শততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে রাজন্! নহুষাত্মজ রাজা যযাতির বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন। রাজা যযাতি পৌরজন-পরিবৃত হইয়া রাজ্যমধ্যে অবস্থিতি করিতেছেন, এমত সময় এক ব্রাহ্মণ গুরুদক্ষিণার নিমিত্ত তাঁহার নিকট আগমন-পূর্ব্বক কহিলেন, রাজন্! আমি পূর্ব্বকৃত প্রতিজ্ঞা হেতু গুরুদক্ষিণা ভিক্ষা করিতে আসিয়াছি। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! আপনি কি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, আজ্ঞা করুন। ব্রাহ্মণ কহিলেন, হে পার্থিব! লোকে যাচকের প্রতি অত্যন্ত বিদ্বেষ প্রদর্শন করিয়া থাকে; এ নিমিত্ত আপনারে জিজ্ঞাসা করি; আপনি কি প্রসন্ন মনে আমারে অভিলষিত অর্থ প্রদান করিবেন?

রাজা কহিলেন, হে দানার্হ! বিদ্বেষের কথা দূরে থাকুক; আমি দান করিয়া পুনরায় তাহার কীর্ত্তন করি না; কিন্তু অগ্রে প্রার্থনা না করিলে অযাচ্য অর্থ প্রদানের অঙ্গীকার করি না। স্ত্রী, পুত্র ও আপন দেহ

পর্য্যন্ত যাহা কিছু প্রাপ্য বস্তু আছে; তৎসমুদায় আপনারে প্রদান করিয়া আমি কৃতার্থম্মন্য ও পরম সুখী হইতে পারি; কিন্তু অপ্রাপ্য অর্থ প্রদান করিতে কদাচ সম্মত হই না। হে ব্রাহ্মণ! আমার মন যাচকের প্রতি কখনই কুপিত হয় না; আমি যাচমান ব্রাহ্মণকে পরম প্রিয় পাত্র জ্ঞান করিয়া থাকি; প্রদত্ত অর্থের নিমিত্ত আমি কদাপি শোকার্ত্ত হই না। অতএব এক্ষণে আমি আপনারে সহস্র ধেনু দান করিতেছি; গ্রহণ করুন। রাজা এই কথা বলিয়া ব্রাহ্মণকে সহস্র গো দান করিলে তিনিও তৎক্ষণাৎ তাহা প্রতিগ্রহ করিলেন।

ষণ্ণবত্যধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! রাজা যুধিষ্ঠির নিবেদন করিলেন, ভগবন্! পুনরায় রাজন্য-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করুন। মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মহারাজ! বৃষদর্ভ ও সেতুক নামে দুই জন অস্ত্রশস্ত্র-বিশারদ রাজা ছিলেন। বৃষদর্ভ বাল্যাবধি উপাংশু ব্রতধারী ছিলেন, তন্নিমিত্ত তিনি ব্রাহ্মণকে কেবল রজত ও কাঞ্চন প্রদান করিতেন; সেতুক ইহা বিশেষরূপে অবগত ছিলেন না।

এক দিবস বেদাধ্যয়ন-সম্পন্ন এক ব্রাহ্মণ সেতুকের নিকট উপনীত হইয়া যথাবিধি আশীর্ব্বাদ করত গুরুদক্ষিণার নিমিত্ত সহস্র অশ্ব প্রার্থনা করিলেন। সেতুক কহিলেন, ভগবন্! আমার গুর্ব্বর্থ প্রদান করিবার ক্ষমতা নাই; অতএব আপনি বৃষদর্ভ-সকাশে গমন করুন। সেই রাজা পরম ধার্ম্মিক; তাহার নিকট প্রার্থনা করিলে তিনি অবশ্যই আপনার অভিলষিত গুর্ব্বর্থ প্রদান করিবেন; সন্দেহ নাই। আমি উত্তমরূপ অবগত আছি, তিনি উপাংশু ব্রতাচরণ করিতেছেন।

অনন্তর ব্রাহ্মণ বৃষদর্ভ-সকাশে গমনপূর্ব্বক সহস্র অশ্ব প্রার্থনা করিলে তিনি তাঁহারে কশাঘাত করিলেন। ব্রাহ্মণ কহিলেন, মহারাজ! আমি নিরপরাধী; কি নিমিত্ত আমারে তাড়না করেন? ব্রাহ্মণ এই কথা বলিয়া শাপপ্রদানে উদ্যত হইলে রাজা কহিলেন, হে বিপ্র! যে ব্যক্তি তোমারে স্বীয় ধন দান না করিবে; তাহারে কি অভিসম্পাত করা উচিত? অথবা অন্যায় শাপ প্রদান করা কি ব্রাহ্মণের কর্ম্ম?

ব্রাহ্মণ কহিলেন, হে রাজাধিরাজ! আমি সেতুক কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া ভিক্ষার্থে আপনার নিকট আগমন করিয়াছি; শাপ প্রদান করা বা অন্য কোন অভিলাষ নাই। রাজা কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! অদ্য পূর্ব্বাহ্ণে আমার যত অর্থাগম হইবে; তৎসমুদায় আপনারে প্রদান করিব। কিন্তু কশাঘাত আর কোন ক্রমেই দূরীকৃত হইতে পারে না। এই কথা বলিয়া রাজা বৃষদর্ভ এক দিনের সমুদায় আয় ব্রাহ্মণকে প্রদান করিলেন। তাহা সহস্রাধিক অশ্বের মূল্য হইবে; সন্দেহ নাই।

একদা দেবতাদিগের এই প্রস্তাব হইয়াছিল যে, আমরা ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া উশীনরের পুত্র শিবি রাজার স্বভাব পরীক্ষা করিতে অভিলাষ করি। পরে অগ্নি ও ইন্দ্র এই প্রস্তাবে অনুমোদন করিয়া ধরাতলে সমাগত হইলেন। অনন্তর অগ্নি কপোতরূপ ধারণপূর্ব্বক শিবি রাজার নিকট উপস্থিত হইবার নিমিত্ত ধাবমান হইলে ইন্দ্রও শ্যেনরূপী হইয়া সেই কপোতের অনুসরণ করিলেন। কপোত দিব্যাসনাসীন রাজার উৎসঙ্গে নিপতিত হইলে পুরোহিত কহিলেন, মহারাজ! এই কপোত শ্যেনভয়ে ভীত হইয়া প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত আপনার শরণাগত হইয়াছে। যাহা হউক, কিন্তু এই রূপ কিংবদন্তী আছে যে, অঙ্গে সহসা কপোতনিপতন হইলে অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে; আপনি দিগ্‌দিগন্তের অধীশ্বর; অতএব ব্রাহ্ম-

ণকে ধন প্রদানপূর্ব্বক এই দুর্নিমিত্তের প্রতিকার করুন।

তখন কপোত কহিল, মহারাজ! আমারে প্রকৃত কপোত বিবেচনা করিবেন না। আমি মুনি, স্বাধ্যায়-সম্পন্ন, ব্রহ্মচারী, তপোনিরত, দান্ত ও নিষ্পাপ; আমি কদাচ আচার্য্যের প্রতি প্রতিকূল বাক্য প্রয়োগ করি না; আমি তন্ন তন্ন করিয়া বেদাধ্যয়ন করিয়াছি; প্রতিদিন বেদপাঠ ও তাহার অনুশীলন করিয়া থাকি; এক্ষণে কেবল শ্যেনভয়ে ভীত হইয়া প্রাণ রক্ষার্থ আপনার গাত্রে নিপতিত হইয়াছি। মহারাজ! শ্রোত্রিয়কে শ্যেনমুখে নিক্ষেপ করা অনুচিত; অতএব আমারে শ্যেনহস্তে অর্পণ করিবেন না; আমি বাস্তবিক কপোত নহি।

শ্যেন কহিল, মহারাজ! এই সংসারে জন্ম গ্রহণবিষয়ে অত্যাশ্চর্য্য পর্য্যায় লক্ষ্য হইয়া থাকে; পূর্ব্ব জন্মে যাঁহাদিগকে পিতা, মাতা, ভার্য্যা, পুত্র ও কন্যা বলিয়া আসিয়াছেন; পর জন্মে তাঁহারাই আবার পুত্র, কন্যা, পিতা ও মাতা হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন; শত্রু মিত্র এবং মিত্র শত্রু হইয়া থাকে; অতএব বোধ হইতেছে; আপনি পূর্ব্বে এই কপোত হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন; এই নিমিত্ত জন্মান্তরীণ পিতা কপোতকে রক্ষা করিতেছেন; যাহা হউক, এক্ষণে আমার আহারে বিঘ্নোৎপাদন করা আপনার অনুচিত।

রাজা কহিলেন, পক্ষিজাতি ঈদৃশ উৎকৃষ্ট সংস্কৃত বাক্য উচ্চারণ করিতে পারে, ইহা কোন্ ব্যক্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছে; কপোত এবং শ্যেন এই উভয়ের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া কিরূপে সদসৎ নিশ্চয় করি। যিনি ভীত ও শরণাগত ব্যক্তিরে শত্রুহস্তে প্রদান করেন; তাঁহার রাজ্যে বর্ষাকালে বৃষ্টি হয় না; সময়ে বীজ বপন করিলে তাহা অঙ্কুরিত হয় না; এবং তিনি বিপদ্‌কালে শরণার্থী হইলে কেহ তাঁহারে পরিত্রাণ করে না; তাঁহার প্রজা সকল হ্রস্বকলেবর হয়; পিতৃগণ তাঁহার নিকটে বাস করেন না; এবং দেবতারা তাঁহার হব্য প্রতিগ্রহে পরাঙ্মুখ হন। সেই অল্পমতি ব্যক্তির জীবন ধারণ করা বৃথা; তিনি কদাচ স্বর্গলোক লাভ করিতে পারেন না এবং ইন্দ্রাদি দেবগণ তাঁহার প্রতি বজ্রপ্রহার করেন। অতএব এই কপোতের পরিবর্ত্তে ওদনের সহিত বৃষভ পাক করিয়া তোমারে প্রদান করিতেছি; হে শ্যেন! তুমি যে প্রদেশে অবস্থিতি করিয়া প্রীত হও; তথায় গমন কর; শিবিরা তোমার নিমিত্ত সেই স্থানে মাংস বহন করিবে।

শ্যেন কহিল, হে রাজন্! আমি বৃষভ প্রার্থনা করি না এবং কপোত ভিন্ন অন্য মাংসেও আমার তাদৃশ অভিরুচি নাই; অদ্য দেবতারা আমারে এই কপোত প্রদান করিয়াছেন; উহাই আমার ভক্ষ্য; অতএব আপনি উহা প্রদান করুন। রাজা কহিলেন, হে শ্যেন! আমি সকলের সমক্ষে তোমারে সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ বলীবর্দ্দ প্রদান করিতেছি; তুমি এই কপোতের প্রাণ হিংসা করিও না। কপোত প্রাণভয়ে আমার শরণাগত হইয়াছে; তন্নিমিত্ত আমি আপনার প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে পারি; কিন্তু কপোত প্রদান করিতে কদাচ সম্মত নহি; অতএব তোমার কপোত প্রাপ্তির প্রত্যাশায় ঈদৃশ ক্লেশ স্বীকার করিবার আবশ্যক নাই। যদ্দ্বারা শিবিগণ প্রসন্ন হইয়া সাধুবাদ প্রদানপূর্ব্বক আমার প্রশংসা করেন এবং তোমার প্রিয় কার্য্য সম্পাদিত হয়; তাহা আদেশ কর; আমি অবশ্যই সম্পন্ন করিব।

শ্যেন কহিল, মহারাজ! আপনি স্বীয় দক্ষিণ উরু হইতে কপোত-পরিমিত মাংস কর্ত্তনপূর্ব্বক প্রদান করুন; তাহা হইলে আমার প্রিয় কার্য্য সংসাধন ও কপোতের

প্রাণ রক্ষা হইবে এবং শিবিগণও তোমার যথেষ্ট প্রশংসা করিবেন।

অনন্তর তিনি স্বীয় দক্ষিণ উরু হইতে মাংসপেশী কর্ত্তনপূর্ব্বক তুলাদণ্ডে ধারণ করিয়া দেখিলেন যে, মাংস অপেক্ষা কপোত গুরুতর; তখন পুনরায় মাংস কর্ত্তন করিয়া পরিমাণ করিলেন, তথাপি কপোতের সমান হইল না; এই রূপে সর্ব্বশরীরের মাংস ছেদনপূর্ব্বক তুলাদণ্ডে পরিমাণ করিলেও কপোত গুরুতর হইল; পরিশেষে রাজা স্বয়ং তুলায় আরোহণ করিলেন। তখন শ্যেন এই লোকাতিগ ব্যাপার অবলোকন করিয়া 'রাজার কিছুই অপ্রিয় নাই; কপোত অনায়াসে রক্ষা পাইল;' এই কথা বলিয়া অন্তর্হিত হইল।

অনন্তর রাজা কপোতকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে পক্ষীন্দ্র! শিবিগণ তোমারে কপোত বলিয়া জানেন; সম্প্রতি জিজ্ঞাসা করি, এই শ্যেন কে? আমার বোধ হয়, ইনি কোন অসামান্য শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি হইবেন; নচেৎ সামান্য লোকে ঈদৃশ দুরূহ কার্য্য করিতে কখনই সমর্থ হন না। কপোত কহিল, মহারাজ! আমি ধূমকেতু অগ্নি; আর এই শ্যেন শচীপতি ইন্দ্র। আমরা তোমার সাধু ব্যবহার সবিশেষ পরিজ্ঞাত হইবার মানসে তোমার সকাশে আগমন করিয়াছি। তুমি আমার নিষ্ক্রয়ার্থ যে মাংসপেশী অসি দ্বারা কর্ত্তনপূর্ব্বক প্রদান করিয়াছ; আমি তাহা তোমাদের সুবর্ণবর্ণ, মনোহর, অতি পবিত্র রাজচিহ্নস্বরূপ করিব। তোমার দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে প্রজাপালক, অতি যশস্বী, দেবর্ষিগণের আদরণীয় এক পুত্র জন্মিবে; তাহার নাম কপোতরোমা; সে সৌরথেয়গণের প্রধান এবং অতি বীর্য্যশালী হইবে।

সপ্তনবত্যধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! মহামুনি মার্কণ্ডেয় রাজা যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক অভিহিত হইয়া পুনর্ব্বার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন। মহারাজ! বিশ্বামিত্রতনয় অষ্টক অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপন করিয়া এক দিন স্বীয় তিন ভ্রাতা প্রতর্দ্দন, বসুমনা ও শিবির সহিত রথারোহণ-পূর্ব্বক গমন করিতেছেন, ইত্যবসরে দেবর্ষি নারদকে সমাগত দেখিয়া তাঁহারা সকলে অভিবাদন-পূর্ব্বক কহিলেন, হে তপোধন! রথে আরোহণ করুন।

দেবর্ষি নারদ তাঁহাদের বাক্যে রথারূঢ় হইলে পর এক জন কহিলেন, ভগবন্! আপনারে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে অভিলাষ করি। নারদ কহিলেন, কি অভিলাষ হইয়াছে; বল। তখন তিনি কহিলেন, তপোধন! আমরা চারি জন অবিনশ্বর স্বর্গধামে গমন করিব, তন্মধ্যে প্রথমে কে ভূতলে অবতীর্ণ হইবে? নারদ কহিলেন, অষ্টক। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ব্রহ্মন্! অষ্টক যে স্বর্গভ্রষ্ট হইবেন; তাহার কারণ কি? নারদ কহিলেন, আমি এক দিবস অষ্টকালয়ে বাস করিয়াছিলাম; পর দিন ইনি আমারে রথে লইয়া গমন করিতেছিলেন; পথিমধ্যে এক স্থানে বহু সহস্র নানাবর্ণ বিচিত্রিত ধেনু বিচরণ করিতেছে, দেখিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, এই সকল ধেনু কাহার? তিনি কহিলেন, আমার; আমি এই সমুদায় ধেনু স্বর্গ লাভের নিমিত্ত ব্রাহ্মণকে দান করিয়াছি। এই রূপে আত্মশ্লাঘা করিয়াছিলেন; এই হেতু তিনি অগ্রে ভূতলে অবতীর্ণ হইবেন। তাঁহারা কহিলেন, ভগবন্! সম্প্রতি আমরা তিন জনে সুরসদনে গমন করিব; ইহার মধ্যে কে অগ্রে অবতীর্ণ হইবে? নারদ কহিলেন, প্রতর্দ্দন; এক জন জিজ্ঞাসা করিলেন, কি নিমিত্ত? নারদ কহিলেন, আমি প্রতর্দ্দনের গৃহেও এক দিবস বাস করিয়াছিলাম। ইনি আমারে রথে লইয়া গমন করিতেছিলেন; পথিমধ্যে এক

ব্রাহ্মণ আসিয়া প্রতর্দ্দনের নিকট অশ্ব প্রার্থনা করিল; তিনি কহিলেন, আমি প্রত্যাগত হইয়া তোমারে অশ্ব প্রদান করিব। ব্রাহ্মণ কহিলেন, শীঘ্র প্রদান করুন; তিনি তৎক্ষণাৎ দক্ষিণ পার্শ্বস্থ অশ্ব তাঁহারে প্রদান করিলেন।

অনন্তর আর এক জন অশ্বপ্রার্থী ব্রাহ্মণ সমাগত হইলে তাঁহারে বাম পার্শ্বস্থ অশ্ব প্রদানপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। পরে অপর এক ব্রাহ্মণ আসিয়া অশ্ব যাচ্ঞা করিলে তিনি তখন ধূর্য্য অশ্বের পৃষ্ঠ হইতে শীঘ্র ভার অবরোহণ-পূর্ব্বক সেই অশ্বটি তাহারে প্রদান করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। পরে অন্য এক ব্রাহ্মণ আসিয়া পুনরায় অশ্ব প্রার্থনা করিলে তিনি কহিলেন, প্রত্যাগত হইয়া প্রদান করিব। ব্রাহ্মণ কহিলেন, সত্বরে প্রদান করুন। তিনি তখন তাঁহারে রথধুরসংযুক্ত অশ্ব প্রদানপূর্ব্বক স্বয়ং ধুর গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে কহিলেন, আমি অনেক দান করিয়াছি; সম্প্রতি আর কিছুই নাই।

নারদ কহিলেন, দান করিয়া অসূয়া প্রকাশ করিলে কদাচ স্বর্গ প্রাপ্তি হয় না। তাঁহারা কহিলেন, এক্ষণে আমরা দুই জনে গমন করিব; তন্মধ্যে কে ধরাতলে অবতীর্ণ হইবে? নারদ কহিলেন, বসুমনা; তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কি নিমিত্ত? নারদ কহিলেন, আমি এক দিবস ভ্রমণ করিতে করিতে বসুমনার গৃহে গমন করিয়া পুষ্পরথের প্রয়োজনবশত স্বস্তিবাচনপূর্ব্বক তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইলাম; পরে ব্রাহ্মণগণের স্বস্তিবাচন সমাপন হইলে তিনি সকলকে রথ প্রদর্শন করিলেন। আমি তাহার অনেক প্রশংসা করাতে বসুমনা কহিলেন, ভগবন্! আপনি যে রথের প্রশংসা করিতেছেন, উহা আপনার রথ বলিয়া স্বীকার করিলেন; কিন্তু প্রদান করিলেন না।

অনন্তর আমি পুনর্ব্বার এক দিবস বসুমনার নিকট উপস্থিত হইয়া পুষ্পরথের প্রয়োজনবশত স্বস্তিবাচন করিলাম। তাহাতে রাজা ইহা আপনারই বলিয়া স্বীকার করিলেন; কিন্তু প্রদান করিলেন না। পুনরায় তৃতীয় বার স্বস্তিবাচন সম্পন্ন করিলে পর রাজা ব্রাহ্মণগণের সমক্ষে আমার প্রতি কটাক্ষ করিয়া কহিলেন, ভগবন্! পুষ্পরথের নিমিত্ত স্বস্তিবাচন অতি উত্তম হইয়াছে। এই রূপ দ্রোহবাক্য প্রয়োগের নিমিত্ত তাঁহারে ভূতলে অবতীর্ণ হইতে হইবে।

তাঁহারা কহিলেন, সম্প্রতি আমাদের মধ্যে এক জন ও আপনি, এই দুই জন গমন করিবেন; তাহাতে কে অবতীর্ণ হইবেন? নারদ কহিলেন, আমি অবতীর্ণ হইব; শিবি রাজা স্বর্গে গমন করিবেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কি নিমিত্ত? নারদ কহিলেন, আমি শিবির সমান হইব না; কারণ একদা এক ব্রাহ্মণ শিবি রাজার নিকট আগমন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! আমি ভোজনার্থী। শিবি জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! কি করিতে হইবে আজ্ঞা করুন। ব্রাহ্মণ বলিলেন, রাজন্! বৃহদর্ভ নামে তোমার যে পুত্র আছে; তাহারে বিনষ্ট করত তাহার মাংস পাক ও অন্ন প্রস্তুত করিয়া আমার প্রতীক্ষা করিবে।

রাজা পুত্রকে বিনষ্ট ও যথাবিধি পাক করিয়া পাত্রে স্থাপিত করত মস্তকে লইয়া ব্রাহ্মণের উদ্দেশে গমন করিলেন। তিনি ইতস্তত অন্বেষণ করিতেছেন, ইত্যবসরে এক ব্যক্তি কহিল, আপনি যে ব্রাহ্মণের অনুসন্ধান করিতেছেন; তিনি সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া নগরে প্রবেশপূর্ব্বক আপনার গৃহ, কোষাগার, আয়ুধাগার, অশ্বশালা ও হস্তিশালা প্রভৃতি সমুদায় দগ্ধ করিতেছেন। এই অপ্রীতিকর সংবাদ শ্রবণে রাজার মুখ বিবর্ণ বা কিঞ্চিন্মাত্র বিকৃত হইল না; প্রত্যুত তিনি

অবিচলিত চিত্তে নগরে প্রবেশ করিয়া সেই ব্রাহ্মণকে কহিলেন, ভগবন্! আপনার ভোজনসামগ্রী প্রস্তুত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ এই কথা শ্রবণে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া অধোমুখে রহিলেন; কিঞ্চিন্মাত্র উত্তর প্রদান করিলেন না।

রাজা ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবার নিমিত্ত আগ্রহাতিশয়-সহকারে বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন; ব্রাহ্মণ মুহূর্ত্তকাল ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া শিবিরে কহিলেন, তুমিই ইহা ভোজন কর। শিবি ব্রাহ্মণবাক্যে সম্মত হইয়া অবিষণ্ণ মনে কপাল উত্তোলনপূর্ব্বক ভোজন করিতে প্রবৃত্ত হইবামাত্র ব্রাহ্মণ তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া কহিলেন, হে সাধো! আমি বুঝিলাম, তুমি জিতক্রোধ; ব্রাহ্মণার্থ তোমার কিছুই অদেয় নাই। এই বলিয়া যথাবিধি সৎকার করিলেন। রাজা সম্মুখে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবামাত্র পবিত্রগন্ধসম্পন্ন অলঙ্কৃত দেবকুমারতুল্য নিজ পুত্রকে দেখিতে পাইলেন। ব্রাহ্মণ সেই বিষয় সকল সংসাধন করিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। বিধাতা ব্রাহ্মণবেশ পরিগ্রহ করিয়া রাজর্ষির পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত উপস্থিত হইয়াছিলেন।

ব্রাহ্মণ অন্তর্হিত হইলে অমাত্যগণ রাজারে কহিলেন, মহারাজ! আপনি সবিশেষ জানিয়াও কি নিমিত্ত এই রূপ অনুষ্ঠান করিলেন? শিবি রাজা কহিলেন, আমি যশোলাভ, অর্থলাভ বা ভোগাভিলাষে লোলুপ হইয়া এরূপ কর্ম্ম করি নাই; কেবল এই পথে পাপপরায়ণদিগের অধিকার নাই; এই নিমিত্ত আমি ঈদৃশ অনুষ্ঠান করিয়াছি। সাধু লোকে যাহা অধিকার করেন; তাহাই প্রশস্ত; এই কারণে আমার বুদ্ধি প্রশস্ত বিষয়ের আশ্রয় লইয়া থাকে। নারদ কহিলেন, আমি শিবি রাজার এই রূপ সৌভাগ্য সম্যক্ অবগত হইয়া এরূপ কহিয়াছি।

অষ্টনবত্যধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহর্ষি ও পাণ্ডবগণ মার্কণ্ডেয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! আপনার অপেক্ষা কি আর কেহ প্রাচীন আছেন? মার্কণ্ডেয় কহিলেন, রাজর্ষি ইন্দ্রদ্যুম্ন ক্ষীণপুণ্য ও স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া আমার সন্নিধানে আগমন-পূর্ব্বক কহিলেন, হে তপোধন! আমার কীর্ত্তিকলাপ বিলুপ্ত হইয়াছে, এক্ষণে আপনি কি আমারে প্রত্যভিজ্ঞান করিতে পারেন? আমি কহিলাম, আমরা নিরবচ্ছিন্ন তীর্থ পর্য্যটন করিয়া থাকি; কার্য্য-পর্য্যাকুলত্বপ্রযুক্ত আপনারই সঙ্কল্প সকল বিস্মৃত হইয়া যাই; কখন স্মরণ করিলেও অতি কৃচ্ছ্রসাধ্য ব্রতোপবাসাদি সাধনজনিত শারীরিক উপতাপে তাহার অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ হই না; সুতরাং আপনারে কি প্রকারে প্রত্যভিজ্ঞান করিব। তখন ইন্দ্রদ্যুম্ন কহিলেন, ভগবন্! আপনার অপেক্ষা আর কেহ প্রাচীন আছেন কি না? আমি কহিলাম, হিমাচলে প্রাবারকর্ণ নামে এক উলূক বাস করিয়া থাকে; সে আমা অপেক্ষা অতি প্রাচীন; বোধ হয়, আপনারে প্রত্যভিজ্ঞান করিলেও করিতে পারে। কিন্তু হিমালয় অতি দূরবর্ত্তী; অতএব যদি আপনার ইচ্ছা হয় ত চলুন; আমিও যাইব।

অনন্তর রাজর্ষি ইন্দ্রদ্যুম্ন অশ্বাকার স্বীকারপূর্ব্বক আমারে লইয়া উলূক-সন্নিধানে সমুপস্থিত হইলেন। অনন্তর তিনি উলূককে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, হে উলূক! তুমি কি আমারে প্রত্যভিজ্ঞান করিতে পার? প্রাবারকর্ণ উলূক মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া কহিল, না মহাশয়! আমি আপনারে প্রত্যভিজ্ঞান করিতে পারিলাম না। তখন ইন্দ্রদ্যুম্ন কহিলেন, হে উলূক! তোমা অপেক্ষা আর কে প্রাচীন আছেন? উলূক কহিল, মহাশয়! ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে এক সরো-

বর আছে; তথায় নাড়ীজঙ্ঘ নামে এক বক বাস করিয়া থাকে। সে আমা অপেক্ষাও প্রাচীন; অতএব আপনি তথায় গিয়া তাহারে জিজ্ঞাসা করুন। তখন ইন্দ্রদ্যুম্ন ও উলূক আমারে সমভিব্যাহারে লইয়া সরোবরে গমন করিলেন।

অনন্তর আমরা বককে নিরীক্ষণ করিয়া কহিলাম, হে নাড়ীজঙ্ঘ! তুমি কি রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নকে জান? বক ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিল, না, আমি তাঁহারে জানি না। তখন আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, নাড়ীজঙ্ঘ! তোমা অপেক্ষা আর কে প্রাচীন আছে? বক কহিল, এই সরোবরে অকূপার নামে এক কচ্ছপ বাস করিয়া থাকে; সে আমা অপেক্ষা প্রাচীন। আপনারা তাহারেই জিজ্ঞাসা করুন; বোধ হয়, সে ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজারে জানিতে পারিবে।

অনন্তর সেই বক আমাদের সহিত অকূপার-সন্নিধানে উপনীত হইয়া কহিল, আমরা তোমারে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিব; তুমি শীঘ্র আমাদিগের সন্নিধানে আগমন কর। কচ্ছপ এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র সত্বর সরোবর হইতে উত্থিত হইয়া আমাদিগের সমক্ষে আগমন করিল। তখন আমরা তাহারে জিজ্ঞাসা করিলাম, অকূপার! তুমি কি এই ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজারে জান? এই কথা জিজ্ঞাসিত হইবামাত্র সে কম্পিতকলেবর ও বিচেতনপ্রায় হইয়া বাষ্পাকুল লোচনে উদ্বিগ্ন মনে কহিল, আমি ইহাঁরে বিলক্ষণ রূপে অবগত আছি; ইনি যাগযজ্ঞ সমাধান পূর্ব্বক সহস্র বার যূপ সকল আহিত করিয়াছেন; ইনি যজ্ঞে যে সমস্ত ধেনু দান করিয়াছিলেন; তাহাদিগেরই সঞ্চরণে খুরক্ষুণ্ণ হইয়া এই সরোবর হইয়াছে; আমি এই স্থানেই সতত বাস করিয়া থাকি।

এই কথা পরিসমাপ্ত হইবামাত্র দেবলোক হইতে এক দেবরথ আবির্ভূত হইল ও রাজর্ষিকে লক্ষ্য করিয়া আকাশবাণী উচ্চরিত হইয়া উঠিল; হে মহারাজ! তোমার নিমিত্ত স্বর্গ প্রস্তুত আছে; এক্ষণে তুমি সেই সমুচিত স্থান লাভ করিয়া কীর্ত্তিমান্ লোকের অগ্রগণ্য হও। যত দিন মনুষ্যের পুণ্যধ্বনি ভূলোক ও দ্যুলোক স্পর্শ করিয়া থাকে; তত দিন সেই মনুষ্য পুরুষ বলিয়া পরিগণিত; যত দিন লোকের অকীর্ত্তি কীর্ত্তিত হইতে থাকে; তত দিন তাহার নিকৃষ্ট লোক প্রাপ্তি হয়। অতএব মনুষ্যের অনন্ত লোক লাভের নিমিত্ত নিরবচ্ছিন্ন সচ্চরিত্র হওয়া ও পাপসঙ্কল্প সকল পরিত্যাগ করিয়া বিশুদ্ধ ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করাই শ্রেয়ঃকল্প।

এই কথা শ্রবণ করিয়া রাজর্ষি ইন্দ্রদ্যুম্ন কহিলেন, আমি অগ্রে এই স্থবিরদ্বয়কে স্বস্থানে রাখিয়া আসি; পরে গমন করিব; এক্ষণে তুমি কিয়ৎক্ষণ আমার অপেক্ষা কর। এই বলিয়া তিনি প্রাবারকর্ণ উলূক ও আমারে লইয়া যথাস্থানে স্থাপনপূর্ব্বক সেই দেবরথে আরোহণ করিয়া স্বয়ং স্বর্গে গমন করিলেন। হে পাণ্ডবগণ! তিনিই আমা অপেক্ষা প্রাচীন। তখন পাণ্ডবেরা কহিলেন, হে তপোধন! স্বর্গলোকচ্যুত রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নকে পুনরায় যথাস্থানে অবস্থাপিত করিয়া আপনি অতি শ্রেয়স্কর কার্য্য সাধন করিয়াছেন। মার্কণ্ডেয় কহিলেন, এই রূপ দেবকীনন্দন কৃষ্ণও নিরয়নিমগ্ন রাজর্ষি নৃগকে উদ্ধার করিয়া পুনরায় স্বর্গে প্রেরণ করিয়াছেন।

নবনবত্যধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির মার্কণ্ডেয়মুখে রাজর্ষি ইন্দ্রদ্যুম্নের পুনরায় স্বর্গপ্রতিপাদন-বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, হে তপোধন! গার্হস্থ্য, বাল্য, যৌবন ও বার্দ্ধক্য এই অবস্থা-চতুষ্টয়মধ্যে কোন্ অবস্থায় দান করিলে ইন্দ্রলোক প্রাপ্তি

হইয়া থাকে এবং ইহার ফলশ্রুতিই বা কিরূপ? আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন। মার্কণ্ডেয় কহিলেন, অপুত্র ব্যক্তির জন্ম, জাতিবহিষ্কৃতের জন্ম, পরান্নভোজীর জন্ম এবং যে ব্যক্তি কেবল আপনার নিমিত্ত পাক করে, তাহার জন্ম, এই চারি প্রকার জন্ম নিতান্ত নিষ্ফল। বাল, বৃদ্ধ ও অতিথিরে আহার না করাইয়া স্বয়ং আহার করিলে তাহা অসত্য বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি যাবজ্জীবন ব্রহ্মচর্য্য ব্রত অবলম্বনের সঙ্কল্প করিয়া পরিশেষে অকৃতকার্য্য হইয়াছে; তাহারে যে দান করা যায়: উহা নিষ্ফল; যে বস্তু অন্যায়পূর্ব্বক উপার্জ্জিত হইয়াছে তাহা দান করিলে কোন ফলোদয় হয় না। পতিত ব্রাহ্মণ, তস্কর, মিথ্যাবাদী গুরু, পাপকারী, কৃতঘ্ন, গ্রামযাজক, বেদবিক্রেতা, শূদ্রপাচক, বৃষণীপতি ও বৃত্তাধ্যয়নশূন্য ব্রাহ্মণবাদী ব্রাহ্মণকে দান করিলে কোন ফলোদয় হয় না। আর স্ত্রীলোক, আহিতুণ্ডিক ও পরিচারককে দান করিলে তাহারও কোন ফলোপধায়কতা নাই। হে মহারাজ! এই ষোড়শ প্রকার বৃথা দান কীর্ত্তন করিলাম; এক্ষণে আরও যে ব্যক্তি মোহাচ্ছন্ন হইয়া ভয় বা ক্রোধপ্রযুক্ত দান করে এবং যে ব্যক্তি বিনয়নম্র হইয়া ব্রাহ্মণকে প্রতিগ্রহ করায়; সে গর্ভস্থ হইয়া সেই সকল দানফল উপভোগ করে; অতএব স্বর্গমার্গ-জিগীষাপরবশ হইয়া সকল অবস্থাতেই ব্রাহ্মণকে দান করা কর্ত্তব্য।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! বর্ণ চতুষ্টয়মধ্যে প্রতিগ্রহপ্রণয়ী ব্রাহ্মণেরা কিরূপ বিশেষ বিশেষ কার্য্যবশত অন্যরে ও আপনারে উদ্ধার করিয়া থাকে? মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে মহারাজ! ব্রাহ্মণেরা জপ, মন্ত্র, হোম ও স্বাধ্যায় দ্বারা বেদময়ী তরণী প্রস্তুত করিয়া অন্যরে ও আপনারে উদ্ধার করেন; ব্রাহ্মণগণের তুষ্টি সম্পাদন করিলে দেবতারা সাতিশয় প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া থাকেন। ব্রাহ্মণগণ-বাক্যবলেই লোকে স্বর্গলোক লাভ করিতে সমর্থ হয়। তুমি পিতৃ, দেব ও ব্রাহ্মণগণকে অর্চ্চনা করিয়া জ্ঞানশূন্য, শ্লেষ্মাক্লিন্ন-কলেবর ও ম্রিয়মান হইলেও নিঃসন্দেহ অনন্ত পুণ্যলোক প্রাপ্ত হইবে। স্বর্গলাভ প্রত্যাশায় ব্রাহ্মণগণের অর্চ্চনা করিবে; শ্রাদ্ধকালে অনিন্দিত ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইবে। বিবর্ণ, কুনখী, কুষ্ঠী, মায়াবী, কুণ্ড, গোলক ও শরতুণারধারী নরকে শ্রাদ্ধকালে প্রযত্নপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিবে। যাদৃশ হুতাশন কার্ষ্ণভার দগ্ধ করিয়া থাকে; তদ্রূপ দোষস্পর্শবিশিষ্ট শ্রাদ্ধ সমুদায় কর্ম্মফল ভস্মসাৎ করে। শ্রাদ্ধকালে মূক, অন্ধ ও বধির ব্রাহ্মণদিগকে অন্যান্য বেদবেদাঙ্গ-পারগ বিপ্রদিগের সহিত একত্র মিলিত করিয়া নিয়োগ করিবে। হে মহারাজ! এক্ষণে কিপ্রকার বিপ্রকে প্রতিগ্রহ প্রদান করিবে; তাহাও কীর্ত্তন করিতেছি; শ্রবণ কর।

যিনি স্বশক্ত্যনুসারে প্রদাতা ও আপনারে উদ্ধার করিতে সমর্থ হন; সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ ব্যক্তি তাঁহারেই দান করিবেন। বহ্নি যেমন অতিথি ভোজন করাইলে সন্তুষ্ট হন; তদ্রূপ হবির হোম, কুসুম ও অনুলেপন দ্বারা সন্তোষ লাভ করেন না। যাহারা পাদোদক, পাদঘৃত, দীপ, অন্ন ও আশ্রয় দান করে; তাহাদিগকে যমালয়ে গমন করিতে হয় না। দেবনির্ম্মাল্য অপনয়ন, দ্বিজোচ্ছিষ্ট মার্জ্জন, গন্ধাদি দ্বারা অলঙ্করণ ও গাত্র সংবাহন ইহার এক একটি কার্য্য গোদান অপেক্ষাও গুরুতর। হে রাজন্! কপিলা প্রদান করিলে লোক সঞ্চিত পাপ হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইয়া মুক্তিপদ প্রাপ্ত হয়; অতএব গৃহস্থ দারাপুত্র প্রভৃতি পোষ্যবর্গের ভরণ পোষণে একান্ত অভিভূত, উপকারসমর্থ, অগ্নিহোত্রী শ্রোত্রিয়কে অলঙ্কৃতা কপি-

লা দান করিবে ; হে মহারাজ ! সুসম্পন্নকে দান করিলে কোন গুণই দর্শে না।

এক ব্যক্তিকে একটি গো প্রদান করিবে ; অনেক ব্যক্তিকে কদাচ একটি গো দান করিবে না ; কারণ সেই ধেনু বিক্রীত হইলে বিক্রেতার তিন পুরুষ পর্য্যন্ত বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ; ফলত এই রূপ দান দাতা ও গ্রহীতারে উদ্ধার করিতে সমর্থ হয়। যিনি ব্রাহ্মণকে বিশুদ্ধ স্বর্ণনির্ম্মিত সুবর্ণ প্রদান করেন ; তাঁহার শাশ্বত সুবর্ণশত প্রদানের ফল ভাল হয়। যিনি ধুরন্ধর বলবান্ বলীবর্দ্দ প্রদান করেন ; তিনি দুর্গম প্রদেশ সকল অনায়াসে উত্তীর্ণ ও স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যিনি স্বাধ্যায়-সম্পন্ন ব্রাহ্মণকে ভূমি প্রদান করেন ; তাঁহার বাসনা সকল সফল হয়।

যাহারা গমনকালে ক্ষীণকলেবর ও ধূলি-ধূসরপাদ হইয়া অন্নদাতার অনুসন্ধান করে ; এবং যাঁহারা সেই সমস্ত ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত লোকদিগকে অন্নলাভের উপায় নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন ; সেই নির্দ্দেষ্টাও অন্নদাতার তুল্য বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। অতএব মহারাজ! তুমিও অন্য দান পরিত্যাগ-পূর্ব্বক অন্ন দান কর। ভূলোকে অন্নদান অপেক্ষা পুণ্যতর কর্ম্ম আর কিছুই নাই। যিনি স্বশক্ত্যনুসারে বিপ্রগণকে সুসংস্কৃত অন্ন দান করেন ; তাঁহার ব্রহ্মলোক লাভ হইয়া থাকে। অন্নই একমাত্র উৎকৃষ্ট ; অন্ন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই। অন্ন সাক্ষাৎ প্রজাপতি বলিয়া অভিহিত হইয়াছে ও উহাকেই সম্বৎসরযজ্ঞ বলিয়া নির্দ্দেশ করে। সেই সম্বৎসরযজ্ঞে সমস্ত বস্তুই প্রতিষ্ঠিত আছে ; এই নিমিত্ত তাহাতেই স্থাবর জঙ্গম প্রভৃতি ভূতসকল প্রতিষ্ঠিত হইয়া রহিয়াছে ; অতএব অন্নই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ; তাহার সন্দেহ নাই।

যাঁহারা অগাধসলিল তড়াগ, হ্রদ, বাপী, কূপ, গৃহ ও অন্ন প্রদান করেন ; যাঁহাদিগের বাক্য অতি মধুর, তাঁহাদিগের আর কৃতান্তের ভয় থাকে না। যিনি সুশীল ব্রাহ্মণকে শ্রমোপার্জ্জিত অর্থ দ্বারা সঞ্চিত ধান্য প্রদান করেন ; বসুন্ধরা তাঁহার প্রতি সমধিক সন্তুষ্ট হইয়া ধনধারা বিসর্জ্জন করিয়া থাকেন। হে মহারাজ ! অন্নদাতা, সত্যবাদী ও অযাচিত প্রদাতা এই তিন ব্যক্তি অনুক্রমে সমলোক লাভ করিয়া থাকেন।

অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির অনুজবর্গের সহিত একান্ত কুতুহল-পরতন্ত্র হইয়া মহর্ষি মার্কণ্ডেয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে তপোধন! যমলোকের পথ ও যমলোক হইতে মনুষ্যলোকের অন্তর কি প্রকার এবং তাহার প্রমাণই বা কি ? মনুষ্যেরা কোন্ উপায় দ্বারা উহা উত্তীর্ণ হইয়া থাকে? আপনি এই সমস্ত সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন। মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মহারাজ! এই প্রশ্ন ঋষিপ্রশংসিত, পবিত্র, সকলের গোপনীয় ও ধর্ম্মসঙ্গত ; এক্ষণে আমি ইহা কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর।

যমলোকের পথ ও মনুষ্যলোকের সীমা ষড়শীতি সহস্র যোজন পরিমিত। উহা কেবল শূন্যময় ও কান্তারের ন্যায় অতি ভীমদর্শন। তথায় মনুষ্যেরা নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া ক্লান্তি দূর করিতে পারে ; এরূপ বৃক্ষচ্ছায়া বা গৃহ ও সলিলের সম্পর্কও নাই। সেই পথ দিয়া যমদূতেরা বলপূর্ব্বক পৃথিবীস্থ জীবজন্তুদিগকে লইয়া যায়।

যাহারা ব্রাহ্মণগণকে উৎকৃষ্ট অশ্বাদি প্রদান করিয়াছে ; তাহারাই সেই সমস্ত যানে আরোহণ করিয়া ঐ দুর্গম বর্ত্ম অতিক্রম করিয়া থাকে। ছত্রদাতা ছত্র দ্বারা আতপ নিবারণ করিয়া গমন করে। অন্নদাতা পরিতৃপ্ত ও অন্নদানবিমুখ ব্যক্তি অপরিতৃপ্ত হইয়া সেই পথে গমন করিতে থাকে। বস্ত্রদাতা সবস্ত্র ও বস্ত্রদান-পরাঙ্মুখ ব্যক্তি বিবস্ত্র হইয়া গমন করে। হিরণ্য-

দাতা বহুবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত ও ভূমিদাতা পূর্ণমনোরথ হইয়া প্রস্থান করে। শস্যপ্রদ ব্যক্তি অপরিক্লিষ্ট ভাবে এবং গৃহদাতা বিমানে আরোহণ করিয়া পরম সুখে গমন করিয়া থাকে। পানীয়দাতা পিপাসাক্লেশ-শূন্য হইয়া সন্তুষ্টচিত্তে গমন করে। দীপপ্রদ ব্যক্তি গমনপথ সমুজ্জ্বল করিয়া গমন করে এবং গোপ্রদাতা সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্ত হইয়া পরম সুখে সঞ্চরণ করিতে থাকে। মাসোপবাসী হংস-সংযুক্ত ও ষষ্ঠরাত্রোপবাসী ময়ূরবর-যোজিত বিমানে আরোহণ করিয়া সুখসচ্ছন্দে গমন করে। যে ব্যক্তি একাহারী হইয়া রজনীত্রয় যাপন করে; তাহার লোক সকল অনাময় হয়।

তথায় পুষ্পোদকা নামে এক স্রোতস্বতী প্রবাহিত হইতেছে, পানীয়দাতা পুণ্যাত্মারা তাহার দিব্য গুণসম্পন্ন প্রেতলোকসুখাবহ সুশীতল সলিল পান করিয়া থাকেন; কিন্তু কুক্রিয়াসক্ত ব্যক্তিদিগের পক্ষে তাহা পূয়পূর্ণ বোধ হয়। এই রূপে ঐ নদী মনুষ্যের বাসনা সকল সফল করিয়া থাকে। হে মহারাজ! এক্ষণে তুমি ব্রাহ্মণগণকে বিধিপূর্ব্বক পূজা কর। যিনি পথপর্য্যটনশ্রমে ক্ষীণকলেবর ও ধূলিপটলে পরিপূর্ণাঙ্গ হইয়া অন্নদাতার অনুসন্ধান বা ভোজন প্রাপ্তির আশয়ে গৃহপ্রবেশ করেন; সেই অতিথি ব্রাহ্মণকে প্রযত্নাতিশয়-সহকারে পূজা করিবে। অতিথি ব্রাহ্মণ গমন করিলে ইন্দ্রাদি দেবগণ তাঁহার অনুগমন করিয়া থাকেন। তিনি পূজিত হইলে তাঁহারা প্রীত হন এবং তিনি পূজিত না হইলে তাঁহারা সাতিশয় নিরাশ হন। হে মহারাজ! এই সমস্ত সবিস্তরে কীর্ত্তন করিলাম; এক্ষণে আর কি শুনিতে আভিলাষ হয়, বলুন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে ধর্ম্মজ্ঞ! আপনি ধর্ম্মার্থসঙ্গত পাপনাশন পবিত্র কথা সকল বারংবার কীর্ত্তন করুন; উহা শ্রবণ করিতে আমার একান্ত অভিলাষ হইয়াছে। মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মহারাজ! সর্ব্বপাপ-মোদন ধর্ম্মার্থসম্বদ্ধ কথা সকল কীর্ত্তন করিতেছি; অবহিত হইয়া শ্রবণ কর।

সর্ব্বপ্রধান পুষ্কর তীর্থে কপিলা প্রদান করিলে যে ফল হইয়া থাকে; ব্রাহ্মণের পাদধাবনে তাহাই লাভ হয়। মেদিনী যাবৎ কাল দ্বিজপাদ-প্রক্ষালনজলে পঙ্কিল থাকে; তাবৎ পিতৃলোকেরা পদ্মপলাশ দ্বারা জল পান করেন। অতিথি ব্রাহ্মণকে স্বাগত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে হুতাশন, আসন প্রদানে দেবরাজ, পাদ প্রক্ষালনে পিতৃলোক ও অন্নাদি দানে প্রজাপতি ব্রহ্মার সাতিশয় তৃপ্তি সাধন হইয়া থাকে। যখন বৎসের পাদ ও মস্তক পরিদৃশ্যমান হইবে; তদবসরে প্রযত মনে সেই প্রসবোন্মুখী গো দান করিলে পৃথিবী দানের ফল হয়; কারণ যত ক্ষণ পর্য্যন্ত অন্তরীক্ষগত বৎস যোনিদেশে বাস করিয়া থাকে; তাবৎ কাল সেই ধেনু পৃথিবীতুল্য হয়। এই রূপ ধেনু দান করিলে ধেনু ও বৎসের গাত্রে যত গুলি লোম থাকে; দাতা তৎসমসংখ্য সহস্র যুগ স্বর্গলোকে পূজিত হয়। সখুরা কৃষ্ণবর্ণ ধেনুকে সুবর্ণনির্ম্মিত নাসাসম্পন্ন, তিলপ্রচ্ছাদিত ও নানাবিধ রত্নে অলঙ্কৃত করিয়া প্রদান করিবে। যিনি প্রতিগ্রহ করিয়া কোন সাধু লোককে ঐ গৃহীত বস্তু প্রদান করেন; তাঁহার প্রতিগ্রহজনিত ফলেরও ফল লাভ হয়। ফলত, এই রূপ অনুষ্ঠান করিলে দরীসমুদ্র-শৈলকানন-সম্পন্ন চতুরন্ত পৃথিবী দানের তুল্য হইয়া থাকে; সন্দেহ নাই। যে ব্রাহ্মণ জানুদ্বয়ের অভ্যন্তরে এক হস্ত দ্বারা ভোজনপাত্র অবলম্বনপূর্ব্বক নিঃশব্দে অন্য হস্তে আহার করিয়া থাকেন; যাঁহাদিগকে কেহ পাপাচারপর বলিয়া না জানে ও যাঁহারা সম্যক্ প্রকারে সংহিতা জপ করিয়া থাকেন; তাঁহারাই লোকোদ্ধারে সমর্থ হন।

সচ্চরিত্র শ্রোত্রিয় সমস্ত হব্য কব্যেরই অধিকারী; অতএব শ্রোত্রিয়ে হব্যকব্য-প্রদান প্রজ্বলিত হুতাশনে আহুতি প্রদানের তুল্য ফলপ্রদ হইয়া থাকে। বিপ্রগণের ক্রোধই অস্ত্র; তাঁহারা কদাচ সামান্য শস্ত্র দ্বারা প্রহার করেন না। যেমন দেবরাজ বজ্র দ্বারা অসুরগণকে সংহার করিয়াছেন; সেই রূপ ব্রাহ্মণেরাও ক্রোধাস্ত্র ধারণপূর্ব্বক সমুদায় বিনাশ করিতে পারেন। হে মহারাজ! নৈমিষারণ্য-বাসী ঋষিগণ যাহা শ্রবণ করিয়া প্রীতি লাভ করিয়া থাকেন; আমি ধর্ম্মার্থ-সম্বন্ধ সেই সমস্ত কথা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। উহা কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইলে মনুষ্যেরা বিগত-শোক-ভয় ও বীত-পাপ হইয়া মুক্তি লাভ করিয়া থাকে।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে তপোধন! ব্রাহ্মণগণ যদ্দ্বারা সতত বিশুদ্ধ হইয়া থাকেন; সেই শৌচ কি প্রকার? আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন; শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইয়াছে। মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মহারাজ! বাক্‌শৌচ ও কর্ম্মশৌচ ও জলশৌচ এই তিন প্রকার শৌচ দ্বারা সতত বিশুদ্ধভাবসম্পন্ন হইয়া ব্রাহ্মণ স্বর্গ লাভ করিয়া থাকেন; তাহার সন্দেহ নাই। যিনি সায়ং ও প্রাতঃকালে সন্ধ্যোপাসনা করেন এবং বেদমাতা পবিত্রা দেবী গায়ত্রী জপ করিয়া থাকেন; তিনি বিগতপাপ হইয়া এই সসাগরা ধরা প্রতিগ্রহ করিলেও অবসন্ন হন না। তাঁহার পক্ষে অন্তরীক্ষে চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি যে সকল অশুভ গ্রহ বিদ্যমান থাকে; তৎসমুদয় শুভপ্রদ এবং শিবাগণও শিবপ্রদ হইয়া উঠে। ঘোররূপ মহাকায় রাক্ষসেরা তাঁহাকে কদাচ পরাভব করিতে সমর্থ হয় না।

ব্রাহ্মণেরা প্রজ্বলিত হুতাশনের তুল্য; অধ্যাপন, যাজন বা কোন প্রকার প্রতিগ্রহ দ্বারা তাঁহাদিগকে কোনরূপ দোষ স্পর্শ করিতে পারে না। ব্রাহ্মণগণ বেদমাত্রজ্ঞ হউন বা বেদজ্ঞই হউন; সামান্যই হউন বা সংস্কৃতই হউন; ভস্মাচ্ছন্ন অনলের ন্যায়; তাহার সন্দেহ নাই। তাঁহাদিগকে কদাচ অবমাননা করিবে না। যাদৃশ শ্মশানদেশে প্রদীপ্ত পাবক দোষাবহ নহে; সেই রূপ ব্রাহ্মণ বিদ্বান হউন বা মূর্খই হউন; অবশ্যই তাঁহাকে পরম দেবতাস্বরূপ গণ্য করিতে হইবে। রুচির প্রাচীর, উন্নত পুরদ্বার ও নানাবিধ প্রাসাদ সত্ত্বেও ব্রাহ্মণহীন নগরের কোন শোভা নাই। গোষ্ঠই হউক বা অরণ্যই হউক; যথায় বেদবেদাঙ্গ-পারগ জ্ঞানবান্ সচ্চরিত্র সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ ব্রাহ্মণগণ বাস করিয়া থাকেন; পণ্ডিতেরা তাহাকেই নগর ও তীর্থ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। রক্ষক রাজা ও তপস্বী ব্রাহ্মণগণ-সন্নিধানে উপনীত হইয়া সৎকার করিলে চিরসঞ্চিত পাপ হইতে বিনির্ম্মুক্ত হয়।

শাস্ত্রকারেরা অতি পবিত্র তীর্থে স্নান, পবিত্র বস্তু কীর্ত্তন ও সাধুসহ সম্ভাষণ অতি প্রশস্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ধর্ম্মপরায়ণ মানবগণ সাধুসঙ্গম-পূত অতি মনোহর বাক্যরূপ সলিল দ্বারা আপনাদিগকে প্রতিনিয়ত পবিত্র জ্ঞান করেন। হে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ! যদি চিত্তশুদ্ধি না হইয়া থাকে; তাহা হইলে ত্রিদণ্ড ধারণ, মৌনাবলম্বন, জটাভার বহন, শিরোমুণ্ডন, বল্কলাজিন পরিধান, ব্রতচর্য্যা, অভিষেক, অগ্নিহোত্রানুষ্ঠান, অরণ্যবাস ও শরীর শোষণ এই সমুদায়ই নিষ্ফল হয়। চক্ষুরাদির বিশুদ্ধি ব্যতিরেকে বিষয়োপভোগ সুকর হয়; কিন্তু চক্ষুরাদির বিশুদ্ধি-সহকারে বিষয়োপভোগ পরিত্যাগ করা স্বভাবত অতি সুকঠিন; কারণ, চক্ষুরাদির বিকারসমুৎপাদক মন নিতান্ত দুর্জ্ঞেয় ও অপ্রতিশাস্য। যাহারা মন, বাক্য ও কর্ম্ম দ্বারা কদাচ পাপাচরণ করেন না; তাঁহাদিগের অনশন দ্বারা শরীর শোষণপূর্ব্বক তপস্যা করিবার আবশ্যকতা নাই।

যাঁহাদিগের জ্ঞাতিবর্গের প্রতি কিছুমাত্র দয়া নাই; সেই শুক্রযোগোপজীবী মনুষ্য নিতান্ত পাপপরায়ণ; তাহার সেই নির্দ্দয় ব্যবহারই তপস্যার সম্পূর্ণ বিঘ্ন সম্পাদন করিয়া থাকে। অতএব কেবল অশন পরিত্যাগ করিলেই যে তপঃসাধন হয়, এমত নহে।

হে রাজন! যিনি গৃহস্থাশ্রমে অবস্থানপূর্ব্বক পবিত্রভাবসম্পন্ন, গুণগণে অলঙ্কৃত ও সর্ব্বভূতে দয়াবান্ হন; তিনি চিরসঞ্চিত পাপনিবহ হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইয়া থাকেন। অনশনাদি দ্বারা কদাচ পাপ কর্ম্ম সমুদয় বিনষ্ট হয় না; কেবল তৎপ্রভাবে এই মাংস-শোণিতময় দেহ ক্রমশ অবসন্ন হইতে থাকে। অজ্ঞাত কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা কেবল ক্লেশ-পরম্পরাই পরিবর্দ্ধিত হয়; পাপের কিছুমাত্র হানি হয় না। অগ্নি চিত্তশুদ্ধিশূন্য মনুষ্যের অশুভ কর্ম্ম সকল দগ্ধ করেন না; কিন্তু লোক সকল স্বকীয় পুণ্যবলেই প্রব্রজ্যা অবলম্বন ও বিশুদ্ধ ভাব ধারণ করে; অনশনাদি দ্বারা কোন রূপ ফল সমুৎপন্ন হয় না। ফল মূল ভক্ষণ, মৌনাবলম্বন, অনিলাশন, শিরোমুণ্ডন, জটাভার ধারণ, স্থাবর গৃহত্যাগ, স্থণ্ডিল বা ধরাশয্যা, নিত্য অনশন, অগ্নিশুশ্রূষা বা জলপ্রবেশ ইহার দ্বারা কদাচ জরা, মরণ ও ব্যাধি সকল বিনষ্ট এবং উত্তম গতি প্রাপ্তি হয় না; কেবল জ্ঞান বা কর্ম্ম দ্বারা জরা, মরণ ও ব্যাধি সমুদয় নষ্ট এবং উত্তম পদ প্রাপ্তি হইয়া থাকে। যেমন অগ্নিদগ্ধ বীজ সমুদায় পুনরায় অঙ্কুরিত হয় না; সেই রূপ জ্ঞানদগ্ধ অবিদ্যা প্রভৃতি কখন আর আত্মাকে স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না; কিন্তু আত্মাশূন্য কাষ্ঠকুড্যসম দেহসাগরের ফেনপুঞ্জের ন্যায় নিঃসন্দেহ বিনষ্ট হইয়া থাকে। যিনি সর্ব্বভূতশায়ী আত্মাকে লাভ করিতে পারেন; পুণ্য-ফলজনক শ্লোক বা শ্লোকার্দ্ধ পাঠ করিলে তাঁহার সকল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়।

'তত্ত্বং' এই দ্ব্যক্ষর হইতে শাস্ত্রের মর্ম্ম অনুধাবন করিয়া বেদমন্ত্র-চিহ্নিত ভিন্ন ভিন্ন শত সহস্র উপনিষদ দ্বারা 'আমিই ব্রহ্ম' এই রূপ জ্ঞানই মোক্ষের লক্ষণ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। কেহ কেহ বেদবিৎ কহেন, পরলোক, ইহ লোক ও সুখ দুঃখ নাই এই রূপ জ্ঞানই মোক্ষের লক্ষণ। যিনি বেদার্থ সমুদায় অবগত হইয়াছেন ও বৈদিক কার্য্যে দক্ষ; যেমন দানবদল হইতে সকলে ভীত হয়; তদ্রূপ তিনিও বেদোক্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠানে উদ্বিগ্ন হন। যদি তুমি বেদবিহিত যুক্তি দ্বারা শ্রুতি ও স্মৃতিসম্বদ্ধ তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছা কর; তাহা হইলে বৃথা তর্ক পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রুতি ও স্মৃতির আশ্রয় গ্রহণ কর। শম দম প্রভৃতি সাধনের বিপর্য্যয়বশত তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় না। সাতিশয় যত্নসহকারে তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইলে তাঁহাকে জানা যাইতে পারে। তত্ত্বই বেদস্বরূপ; বেদও তত্ত্বের শরীর; বেদই তাঁহারে বিদিত হইবার অদ্বিতীয় উপায়; আত্মা বিপ্রকাশ; তিনি বুদ্ধিতত্ত্বের জ্ঞেয়। দেবগণের দেবত্ব বেদ হইতে প্রতিপন্ন; কর্ম্মের শুভাশুভ ফল বেদে কথিত আছে। প্রাণিগণের প্রভাব যুগে যুগে প্রাদুর্ভূত হইতেছে; কিন্তু ইন্দ্রিয়শুদ্ধি দ্বারা উহা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। যেহেতু ইন্দ্রিয়সংযম দিব্য অনশনস্বরূপ। তপঃপ্রভাবে স্বর্গ লাভ ও দানবলে ভোগ লাভ, জ্ঞান দ্বারা মোক্ষ ও তীর্থস্থান দ্বারা পাপক্ষয় হয়।

রাজা যুধিষ্ঠির মহর্ষিমুখে এই সমস্ত শ্রবণ করিয়া কহিলেন, ভগবন্! এক্ষণে দানধর্ম্ম শ্রবণ করিতে আমার একান্ত অভিলাষ হইয়াছে; আপনি উহা কীর্ত্তন করুন। মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মহারাজ! শ্রুতিস্মৃতিসঙ্গত দানধর্ম্ম গৌরববশত সততই আমার অভীষ্ট; এক্ষণে যদি তোমার ইচ্ছা

হইয়া থাকে, কীর্ত্তন করিতেছি; শ্রবণ কর। হস্তীর দেহচ্ছায়ায় তদীয় কর্ণ-পরিবীজিত দ্রব্যাদি দ্বারা শ্রাদ্ধ করিলে দশ অযুত কল্প অক্ষয় হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি জীবিকা নির্ব্বাহার্থ অন্নসহিত প্রচুর অর্থ প্রদান-পূর্ব্বক বৈশ্যকে আশ্রয় প্রদান করেন; তাঁহার সকল যজ্ঞানুষ্ঠানের ফল লাভ হয়। প্রতিকূল স্রোতোবাহিনী শ্রোতস্বতীতে অর্থীকে অর্থ দান ও অন্নার্থী ইন্দ্রকে অন্ন দান করিলে সকল পাপ হইতে বিনির্মুক্ত হইয়া থাকে। উপরাগকালে ব্রাহ্মণকে দধিমণ্ড দান করিলে অক্ষয় ফল লাভ হয়। পর্ব্বকালে দান করিলে দ্বিগুণ ফল, বসন্তাদি ঋতুকালে দান করিলে দশ গুণ ও বৎসরে দান করিলে শত গুণ ও বিষুবসংক্রমে দান করিলে অনন্ত ফল লাভ হয় এবং অয়ন ও ষড়শীতি সংক্রমণে দান করিলে অক্ষয় ফল লাভ হইয়া থাকে। চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহণকালে দান করিলে অক্ষয় ফল লাভ হয়।

যিনি ভূমি দান করেন নাই; তিনি পরজন্মে কখন ভূমি ভোগ করিতে সমর্থ হন না। যিনি যান প্রদান করেন নাই; তিনি যানারোহণে বঞ্চিত হন। ব্রাহ্মণদিগকে যে সমস্ত অভিলষিত বস্তু প্রদান করা যায়; পরজন্মে সেই সকল অভীষ্ট বস্তুর উপভোগ লাভ হয়। অগ্নির অপত্য সুবর্ণ, বিষ্ণুর তনয়া ভূমি ও সূর্য্যসুতা ধেনু এই সকল দান করিলে ত্রিলোক দানের ফল লাভ হইয়া থাকে। দান অপেক্ষা শাশ্বত ফলপ্রদ আর কিছুই নাই। ত্রিলোকমধ্যে দান হইতেই শ্রেয়োলাভ হয়, এই নিমিত্ত বুদ্ধিমানেরা দানকেই প্রধান বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

দ্বিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! রাজা যুধিষ্ঠির মহাভাগ মার্কণ্ডেয়ের নিকট রাজর্ষি ইন্দ্রদ্যুম্নের স্বর্গপ্রাপ্তি-বৃত্তান্ত শ্রবণানন্তর জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ধর্ম্মজ্ঞ! আপনি দেব, দানব, রাক্ষস, বিবিধ রাজবংশ, সনাতন ঋষিবংশ, মনুষ্য, উরগ, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, কিন্নর ও অপ্সরাগণের দিব্য উপাখ্যান অবগত আছেন; এই জগতীতলে কিছুই আপনার অবিদিত নাই; অতএব ইক্ষ্বাকুবংশীয় কুবলাশ্ব ভূপতি কিপ্রকারে স্বনামের পরিবর্ত্তে ধুন্ধুমার সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন? আমি সেই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিবার নিমিত্ত এক্ষণে নিতান্ত সমুৎসুক হইয়াছি।

মহামুনি মার্কণ্ডেয় ধর্ম্মরাজের প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া ধুন্ধুমারের উপাখ্যান কহিতে আরম্ভ করিলেন। হে যুধিষ্ঠির! উতঙ্ক নামে এক সুপ্রসিদ্ধ মহর্ষি ছিলেন; রমণীয় মরুধন্ব প্রদেশে তাঁহার আশ্রম। তিনি ভগবান্ বিষ্ণুর আরাধনা করিবার নিমিত্ত বহু বৎসর দুশ্চর তপশ্চর্য্যা করিয়াছিলেন। ভগবান্ বিষ্ণু সাতিশয় প্রীত হইয়া তাঁহার নয়নপথে আবির্ভূত হইলেন।

মহর্ষি উতঙ্ক তাঁহারে দর্শন করিবামাত্র অতিমাত্র বিনীত ভাবে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। হে দেব! তুমি সুরাসুর মানব প্রভৃতি সমুদায় চরাচর, ব্রহ্ম, বেদ ও বেদ্য সৃষ্টি করিয়াছ। আকাশ তোমার মস্তক; চন্দ্র সূর্য্য দুই নয়ন, সমীরণ নিশ্বাস; হুতাশন তেজ; দিক্ সকল বাহু; মহার্ণব কুক্ষি; পর্ব্বত সকল উরু; অন্তরীক্ষ জঙ্ঘা; পৃথিবী চরণ এবং ওষধি সকল রোম। ইন্দ্র, চন্দ্র, অগ্নি, বরুণ প্রভৃতি দেবতা, অসুর, মহোরগ ও মহাযোগী মহর্ষিগণ বিনীত হইয়া বিবিধ বাক্যে তোমার স্তব করিয়া থাকেন। হে ভুবনেশ্বর! তুমি সমুদায় চরাচর ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছ; তুমি পরিতুষ্ট থাকিলে সমুদায় জগৎ সুস্থ থাকে; তুমি রুষ্ট হইলে মহৎ ভয় উপস্থিত হয়। হে পুরুষোত্তম! তুমিই একমাত্র ভয়াপহারক ও দেব দানব

প্রভৃতি সর্ব্বভূতের সুখদাতা। হে দেব! তুমি ত্রিবিধ বিক্রম দ্বারা লোকত্রয় সংহার ও সমৃদ্ধ দানবদলকে বিনাশ করিয়াছিলে। দেবগণ তোমারই বিক্রমে নির্ব্বাণপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। হে ভূতভাবন! তুমিই ক্রুদ্ধ হইয়া দৈত্যেন্দ্রগণকে পরাভূত করিয়াছ; তুমিই ভূতগণের কর্ত্তা ও সংহর্ত্তা। দেবগণ তোমারে আরাধনা করিয়াই সর্ব্বপ্রকার সুখ সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

হৃষীকেশ মহাত্মা উতঙ্কের স্তবে পরিতুষ্ট হইয়া কহিলেন, আমি প্রীত হইয়াছি; তুমি বর প্রার্থনা কর।

উতঙ্ক কহিলেন, দেব! তুমি সনাতন পুরুষ ও জগতের স্রষ্টা; আমি যখন তোমারে দর্শন করিয়াছি; তখন আমার আর কোন্ বর অবশিষ্ট আছে।

বিষ্ণু কহিলেন, আমি তোমার ধৈর্য্য ও ভক্তিগুণে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি; অতএব অবশ্যই তোমারে বর গ্রহণ করিতে হইবে।

মহাত্মা উতঙ্ক বর দানের নিমিত্ত শ্রীহরির নির্ব্বন্ধাতিশয় সন্দর্শন করিয়া অঞ্জলি বন্ধনপূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্ রাজীবলোচন! যদি আমার প্রতি প্রীত হইয়া থাকেন; তাহা হইলে এই বর প্রদান করুন যে, আমার বুদ্ধি যেন সত্য, ধর্ম্ম ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহে নিয়ত নিযুক্ত থাকে এবং ভক্তি দ্বারা নিত্য নিত্য যেন তোমার সন্নিহিত হইতে পারি।

বিষ্ণু কহিলেন, হে দ্বিজ! আমার প্রসাদে তোমার সমুদায় কামনা পরিপূর্ণ হইবে। তোমার যোগ এরূপ দীপ্যমান হইবে যে, তুমি তদ্দ্বারা লোকত্রয় ও দেবগণের অসামান্য উপকার সাধন করিবে। হে দ্বিজ! ধুন্ধুনামা এক মহাসুর লোকত্রয়ের উৎসাদনার্থ ঘোরতর তপশ্চর্য্যা করিবে। ইক্ষ্বাকু বংশীয় রাজা বৃহদশ্বের পুত্র জিতেন্দ্রিয় অতি পবিত্র কুবলাশ্ব মদীয় যোগবল অবলম্বনপূর্ব্বক তোমারই শাসনে তাহারে বিনষ্ট করিয়া ধুন্ধুমার নাম প্রাপ্ত হইবে। ভূতভাবন ভগবান্ বিষ্ণু ইহা কহিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন।

একাধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে রাজন্! মহারাজ ইক্ষ্বাকু লোকযাত্রা সংবরণ করিলে ধর্ম্মাত্মা শশাদ পৃথিবীপতি হইয়া অযোধ্যায় রাজ্য করিয়াছিলেন। বীর্য্যবান্ ককুৎস্থ তাহার পুত্র; ককুৎস্থের পুত্র অনেনা, অনেনার পুত্র পৃথু; পৃথুর পুত্র বিশ্বগশ্ব; বিশ্বগশ্বের পুত্র অদ্রি; অদ্রির পুত্র যুবনাশ্ব; যুবনাশ্বের পুত্র শ্রাব; শ্রাবের পুত্র শ্রাবস্তক; যিনি শ্রাবস্তী নাম্নী নগরী নির্ম্মাণ করিয়াছেন। শ্রাবস্তকের পুত্র মহাবল বৃহদশ্ব; বৃহদশ্বের পুত্র কুবলাশ্ব। কুবলাশ্বের এক বিংশতি সহস্র পুত্র সমুৎপন্ন হইয়াছিল। তাঁহারা সকলেই বিদ্বান্, বলবান্ ও সমধিক তেজস্বী।

কুবলাশ্ব পিতা অপেক্ষাও অধিকতর গুণসম্পন্ন ছিলেন। পিতা বৃহদশ্ব তাঁহার শূরত্ব ও পরম ধার্ম্মিকতা অবলোকন করিয়া সমুচিত সময়ে তাঁহারে রাজ্যাভিষিক্ত করিলেন। রাজলক্ষ্মী মহারাজ কুবলাশ্বে সংক্রামিত হইলে রাজা বৃহদশ্ব তপোনুষ্ঠানের নিমিত্ত তপোবনে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর মহর্ষি উতঙ্ক বৃহদশ্ব বনে গমন করিতেছেন, শুনিয়া সত্বরে তৎসন্নিধানে গমনপূর্ব্বক নিবারণ করিয়া কহিলেন; মহারাজ! প্রজাগণকে প্রতিপালন করাই আপনার উচিত; আমরা আপনার প্রসাদে নিরুদ্বেগে কাল যাপন করিতেছি; এই সসাগরা পৃথিবী আপনা হইতে নির্ব্বিঘ্নে রক্ষিত হইতেছে; অতএব আপনি কদাচ অরণ্যে গমন করিবেন না। প্রজাগণের প্রতিপালনে যাদৃশ ধর্ম্ম; অরণ্যে গমন করিলে কখন তাদৃশ হয় না। হে রাজেন্দ্র! পূর্ব্বে রাজর্ষিগণ প্রজা পালনে যে ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করি-

য়াছেন; তাদৃশ ধর্ম্ম আর কুত্রাপি নয়নগোচর হয় না। প্রজাগণ অবশ্য রক্ষণীয়; অতএব প্রজাগণকে রক্ষা করুন; নতুবা আমরা নির্ব্বিঘ্নে তপোনুষ্ঠান করিতে সমর্থ হইব না।

হে রাজন্! মরুধন্ব প্রদেশে আমার আশ্রমের অনতিদূরে বহু যোজন বিস্তীর্ণ, বহু যোজনায়ত ও বালুকারাশিতে পরিপূর্ণ একটি সমুদ্র আছে; উহা উজ্জালক বলিয়া বিখ্যাত। মধুকৈটভের পুত্র মহাসুর ধুন্ধু ঐ স্থানে ভূমির অভ্যন্তরে বাস করে। তাহার পরাক্রম অতি ভীষণ ও অপরিমিত। অতএব তাহারে নিহত করিয়া পশ্চাৎ অরণ্যে গমন করাই আপনার উচিত। সেই দানব দেবগণকে বিনষ্ট ও সমুদায় লোক উৎসাদিত করিবার নিমিত্ত ঘোরতর তপস্যা করিয়া ব্রহ্মার বরে দেব, দানব, নাগ, যক্ষ, রাক্ষস ও গন্ধর্ব্বের অবধ্য হইয়াছে। আপনি তাহারে বধ করিতে কৃতনিশ্চয় হউন; আপনার বুদ্ধি যেন অন্যথাভূত না হয়; এ বিষয়ে আপনার মহতী কীর্ত্তি লাভ হইবে; সন্দেহ নাই। সেই ক্রূর দৈত্য বালুকাবিলীন হইয়া নিদ্রিত থাকে; বৎসরান্তে নিশ্বাস পরিত্যাগ করে। তাহার নিশ্বাসপ্রভাবে ধূলি সকল উৎক্ষিপ্ত হইতে থাকে; সশৈলকানন পৃথিবী আকাশে উৎপতিত হইয়া সপ্তাহ এরূপ কম্পিত হয় যে, তদ্দ্বারা নিদারুণ স্ফুলিঙ্গ, ধূম ও অগ্নিশিখা বিনিঃসৃত হইতে থাকে। তখন সেই আশ্রমে অবস্থিতি করা একান্ত অসাধ্য হইয়া উঠে।

হে রাজেন্দ্র! আপনি লোকের হিতের নিমিত্ত তাহারে বিনষ্ট করুন; তাহা হইলে সমুদায় লোক সুস্থ হইবে। আমি স্পষ্ট বোধ করিতেছি; আপনিই তাহারে বধ করিতে সমর্থ হইবেন; ভগবান্ বিষ্ণু স্বীয় তেজ দ্বারা আপনার তেজ বর্দ্ধিত করিবেন। তিনি পূর্ব্বে আমারে এই বর প্রদান করিয়াছেন; যে "যে মহীপতি দুরন্ত দৈত্য ধুন্ধুকে বধ করিবার অভিলাষ করিবেন; দুরাসদ বৈষ্ণব তেজ তাঁহাতে প্রবিষ্ট হইবে" অতএব আপনি অলৌকিক বিষ্ণুতেজ আশ্রয় করিয়া সেই পরাক্রান্ত দৈত্যকে বধ করুন। সেই মহাতেজা ধুন্ধু অল্প তেজে শত বৎসরেও দগ্ধ হইবে না।

দ্ব্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

অপরাজিত রাজর্ষি বৃহদশ্ব উতঙ্কের বাক্য শ্রবণানন্তর কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, ভগবন্! আমি অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ করিয়াছি; অতএব আমারে বিদায় করুন; আপনার আগমন কখন বিফল হইবে না; আমার পুত্র মহাবীর কুবলাশ্ব মহাভুজ পুত্রগণ সমভিব্যাহারে আপনার অভিলষিত কার্য্য সম্পাদন করিবে। মহর্ষি উতঙ্ক তথাস্তু বলিয়া তাঁহার বাক্যে অনুমোদন করিলে তিনি পুত্রকে মহাত্মা উতঙ্কের প্রিয় কার্য্য সম্পাদন করিতে অনুমতি প্রদান করিয়া অরণ্যে গমন করিলেন।

রাজা যুধিষ্ঠির মার্কণ্ডেয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্; এই মহাবীর্য্য দৈত্য কে? কাহার পুত্র ও কাহার পৌত্র? ইহা জানিবার নিমিত্ত কৌতূহল জন্মিতেছে। আমি কখন ঈদৃশ বলবান্ দৈত্যের কথা শ্রবণ করি নাই; অতএব আপনি ইহার যথাভূত বৃত্তান্ত বিবৃত করিয়া বলুন।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মহারাজ! শ্রবণ করুন। সমুদায় চরাচর প্রলয়-পয়োধিজলে বিলীন হইলে সর্ব্বলোকেশ্বর ভগবান্ বিষ্ণু সলিলরাশিমধ্যে শেষ ভুজঙ্গভোগে শয়নপূর্ব্বক যোগনিদ্রায় নিদ্রিত হইয়াছিলেন। তৎকালে এই ভূমণ্ডল তাঁহার শয়নভূত ভুজঙ্গভোগে সংসক্ত ছিল। তিনি নিদ্রিত হইলে তাঁহার নাভিদেশে সূর্য্যসদৃশ প্রভাসম্পন্ন এক পদ্ম বিনির্গত হইল।

তাহাতে বেদচতুষ্টয়, মূর্ত্তিচতুষ্টয় ও মুখচতুষ্টয়সম্পন্ন সাক্ষাৎ লোকগুরু পিতামহ সমুৎপন্ন হইলেন।

ব্রহ্মার জন্ম গ্রহণের কিয়ৎকাল পরে মহাবল পরাক্রান্ত মধু ও কৈটভ নামে দানবদ্বয় ভগবান বিষ্ণুরে বহু যোজন বিস্তৃত ফণিফণায় শয়ান, কিরীট-কৌস্তুভধারী, পীত-কৌশেয়বাসা ও সহস্র সূর্য্যসদৃশ দীপ্যমান দৃষ্টিগোচর করিয়া বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইল এবং তাঁহার নাভিকমলে কমললোচন কমলযোনিরে ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিল। ব্রহ্মা অসুরভয়ে ভীত হইয়া যোগনিদ্রাভিভূত ভগবান্ বিষ্ণুর নাভিবিনিঃসৃত পদ্মনাল কম্পিত করিতে আরম্ভ করিলে তিনি প্রবোধিত হইলেন; এবং বলবান দানবদ্বয়কে অবলোকন করিয়া তাহাদিগকে স্বাগত জিজ্ঞাসানন্তর কহিলেন, হে দানবদ্বয়! তোমাদিগের প্রতি প্রীত হইয়াছি; অতএব তোমরা বর গ্রহণ কর।

তাহারা সহাস্য মুখে কহিল, হে সুরোত্তম! আমরা উভয়ে বরদাতা; অতএব তুমি কোন বিচার না করিয়া অবিলম্বে আমাদের নিকট বর প্রার্থনা কর।

ভগবান্ কহিলেন, তোমরা অসামান্য বীর্য্যসম্পন্ন; তোমাদের সমান পৌরুষশালী আর কেহই নাই; অতএব আমি লোকহিতার্থী হইয়া তোমাদিগের নিকট এই বর প্রার্থনা করিতেছি যে, আমি যেন তোমাদিগকে বধ করিতে সমর্থ হই।

মধু-কৈটভ কহিল, হে পুরুষোত্তম! আমরা সত্য ও ধর্ম্মে নিতান্ত অনুরক্ত; রূপ, বল, শম, ধর্ম্ম, তপস্যা, চরিত্র ও দমে আমাদিগের সমান কেহ নাই। পূর্ব্বে আমরা স্বেচ্ছাচার-সময়েও মিথ্যা কহি নাই; অতএব এক্ষণে কি নিমিত্ত অন্যথা করিব। কিন্তু মহৎ গোলযোগ উপস্থিত হইল; তুমি যাহা কহিলে, তাহা প্রতিপালন করা অত্যন্ত কঠিন; কারণ, আমরা পূর্ব্বে তোমারে এই বর প্রদান করিয়াছিলাম যে, তুমি আমাদিগকে অনাবৃত আকাশে বধ করিবে এবং আমরা তোমার পুত্র হইব। তুমি এক্ষণে তাহার প্রতীকার কর; আমরা যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছি; তাহার যেন অন্যথা না হয়।

অনন্তর ভগবান্ বিষ্ণু তথাস্তু বলিয়া তাহাদিগের অভিলাষ পরিপূর্ণ করিতে অঙ্গীকার করিলেন এবং ক্ষণ কাল চিন্তা করিয়া যখন দেখিলেন, কি আকাশ কি পৃথিবী কুত্রাপি অনাবৃত স্থান নাই; তখন স্বকীয় অনাবৃত উরুদেশে নিশিতধার চক্র দ্বারা মধুকৈটভের শিরশ্ছেদন করিলেন।

ত্র্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মহারাজ! পরাক্রান্ত ধুন্ধু সেই মধু-কৈটভের পুত্র। ঐ ধুন্ধু এক পদে দণ্ডায়মান ও ধমনিসন্ততশরীর হইয়া তপস্যা করিয়াছিল। ব্রহ্মা তাহার প্রতি প্রীত হইয়া বর দানে উদ্যত হইলে সে কহিল, হে ভগবন্! দেব, দানব, যক্ষ, সর্প, গন্ধর্ব্ব ও রাক্ষসগণ যেন আমারে বধ করিতে না পারে, এই আমার অভিলষণীয় বর। পিতামহ তথাস্তু বলিয়া তাহার প্রার্থনা পরিপূর্ণ করিলে, সে যথাবিধি তাঁহার চরণ বন্দনপূর্ব্বক সেস্থান হইতে প্রস্থান করিল।

অনন্তর ধুন্ধু এই রূপ বর প্রাপ্ত হইয়া, পিতৃবধ-জনিত ক্রোধে অধীর হইয়া বারংবার বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণ ও গন্ধর্ব্বগণকে পরাজয়পূর্ব্বক উৎপীড়িত করিতে লাগিল। পরিশেষে বালুকাচ্ছাদিত উজ্জালক সমুদ্রে আগমন-পূর্ব্বক ভূমির অভ্যন্তরে বালুকায় বিলীন থাকিয়া উতঙ্কাশ্রমের উৎপাত-স্বরূপ হইয়া উঠিল। ঐ দুষ্টাত্মা উতঙ্কাশ্রমের অনতি দূরে লোক বিনাশের নিমিত্ত তপোবল আশ্রয়পূর্ব্বক শয়ান হইয়া অগ্নিশিখার ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিল।

এমন সময়ে মহারাজ কুবলাশ্ব বল, বাহন, উতঙ্ক ও এক বিংশতি সহস্র পুত্র সমভিব্যাহারে তাহারে বধ করিতে যাত্রা করিলেন। ভগবান্ বিষ্ণু উতঙ্কের নিয়োগানুসারে ও লোকের হিত কামনায় স্বীয় তেজঃপ্রভাবে কুবলাশ্ব-শরীরে প্রবিষ্ট হইলেন।

আকাশে "শ্রীমান অবধ্য কুবলাশ্ব ধুন্ধুমার হইবেন," এই মহান্ শব্দ সমুত্থিত হইল; দেবগণ চতুর্দ্দিক্ হইতে দিব্য কুসুমকলাপ বিকীর্ণ করিলেন; দেবদুন্দুভি সকল স্বতই শব্দায়মান হইয়া উঠিল; সুশীতল সমীরণ মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইতে লাগিল; দেবরাজ ধরাতল পাংশুশূন্য করিবার নিমিত্ত বারি বর্ষণ করিলেন। দেব, গন্ধর্ব্ব ও মহর্ষিগণ ধুন্ধু ও কুবলাশ্বের সমর দর্শনে সমুৎসুক হইয়া উপস্থিত হইতে লাগিলেন। অন্তরীক্ষে তাঁহাদিগের বিমান সকল নয়নগোচর হইতে লাগিল।

কুবলাশ্ব বৈষ্ণব তেজে আপ্যায়িত হইয়া পুত্রগণকে উজ্জালক সাগরের চতুর্দ্দিক বেষ্টনপূর্ব্বক খনন করিতে নিযুক্ত করিলেন। সপ্তাহ খননের পর বালুকার অভ্যন্তরে মহাবল ধুন্ধু দানবের সূর্য্যসদৃশ দীপ্যমান ভীষণ কলেবর দৃষ্টিগোচর হইল। কালানলতুল্য দীপ্তকলেবর ধুন্ধু তৎকাল পর্য্যন্তও সুপ্ত ছিল। কুবলাশ্বের পুত্রগণ তাহার চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া, তীক্ষ্ণ শর, গদা, মুষল, পট্টিশ, পরিঘ, প্রাশ ও খড়্গ দ্বারা তাহারে আঘাত করিতে আরম্ভ করিল।

মহাবল ধুন্ধু তাঁহাদিগের অস্ত্রাঘাতে জাতক্রোধ হইয়া সমুদায় অস্ত্র ভক্ষণ করিয়া ফেলিল এবং তাহার মুখ হইতে সকললোকভয়াবহ সম্বর্ত্তকসদৃশ হুতাশন বিনিঃসৃত হইয়া ক্ষণমাত্রে কুবলাশ্বের পুত্রগণকে ভস্মাবশেষ করিল। পুত্রগণ কপিল কোপানল-কবলিত সগরসন্তানগণের ন্যায় ভস্মীভূত হইলে মহাতেজা কুবলাশ্ব দ্বিতীয় কুম্ভকর্ণের ন্যায় প্রবুদ্ধ ধুন্ধু দানবের সমীপবর্ত্তী হইলেন। তাঁহার দেহ হইতে রাশীকৃত সলিল বিনিঃসৃত হইল; রাজা কুবলাশ্ব সেই বারিময় তেজ পান করিলেন; পরে যোগবারি দ্বারা ধুন্ধুর মুখবিনিঃসৃত অগ্নি সমুদায় নির্ব্বাণ করিয়া ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা ক্রূরস্বভাব অদ্ভুতপরাক্রম দানবকে ভস্মীভূত করিলেন।

অনন্তর দেব ও মহর্ষিগণ প্রীত হইয়া কুবলাশ্বকে কহিলেন, তুমি বর গ্রহণ কর। তিনি তখন বিনীত ভাবে অঞ্জলি বন্ধনপূর্ব্বক প্রফুল্ল বদনে বলিলেন, হে দেবগণ! আমি যেন দ্বিজাতিগণকে ধন দান করিতে পারি; অরাতিগণের অনভিভবনীয় হই; নারায়ণের সহিত বিলক্ষণ সখ্য জন্মে; আমার অন্তঃকরণ যেন দ্রোহশূন্য হয়; সতত ধর্ম্মে অনুরাগ উৎপন্ন হয় এবং স্বর্গে অক্ষয় বাস প্রাপ্ত হই।

দেবগণ প্রীতিপ্রফুল্ল বদনে তথাস্তু বলিয়া অভিলষিত বর প্রদান করিলেন; ঋষিগণ ও গন্ধর্ব্বগণ উতঙ্কের সহিত কুবলাশ্বকে বিবিধ আশীর্ব্বাদ-সহকারে সম্ভাষণ করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। সেই সময়ে কুবলাশ্বের দৃঢ়াশ্ব, কপিলাশ্ব ও চন্দ্রাশ্ব নামে তিনটি পুত্র অবশিষ্ট ছিল; তাঁহাদের হইতেই মহাত্মা ইক্ষ্বাকুর বংশপরম্পরা দীপ্যমান হইয়া উঠিল।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে যুধিষ্ঠির! রাজা কুবলাশ্ব এই রূপে ধুন্ধু দৈত্যকে বধ করিয়া ধুন্ধুমার নামে বিখ্যাত হইলেন। আমি তোমার জিজ্ঞাসানুসারে ধুন্ধুমারের উপাখ্যান আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিলাম; যে ব্যক্তি ইহা শ্রবণ করিবে; সে ধার্ম্মিক, পুত্রবান্ ও ঐশ্বর্য্যশালী হইবে এবং তাহার কিছুমাত্র ব্যাধিভয় থাকিবে না।

চতুরধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, নৃপবর! তদনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির মহাতেজা মার্কণ্ডেয়কে ধ-

র্ম্মানুসারে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভগবন্! সূর্য্য, চন্দ্রমা, বায়ু, পৃথিবী, অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ চির কাল যাহা প্রত্যক্ষ অবলোকন ও পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুপরম্পরা যাহার অনুষ্ঠান করিয়া আসিতেছেন; সেই সূক্ষ্ম ধর্ম্ম, অন্যান্য বেদবিহিত ধর্ম্ম এবং পরমোৎকৃষ্ট স্ত্রীগণের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ জন্মিয়াছে। অতএব হে রাজন্! আপনি পতিব্রতাদিগের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করুন। গুরু ও পতিব্রতা স্ত্রীগণ অবশ্য মান্য। তাঁহাদিগের শুশ্রূষাও অতিশয় দুষ্কর। তাঁহারা যে ইন্দ্রিয়গ্রাম নিরোধ, মনঃসংযম ও সদাচার অবলম্বন করত স্বীয় পতিকে দেব তুল্য জ্ঞান করিয়া থাকেন; উহা নিতান্ত দুরূহ। সন্তানগণের পিতৃ-মাতৃশুশ্রূষা ও কামিনীগণের পতিসেবা এই উভয়ই নিতান্ত দুষ্কর। কিন্তু ইহার মধ্যেও পতিশুশ্রূষার অপেক্ষা কঠিন কর্ম্ম আর কিছু দেখি না।

কামিনীগণ যে পতিপরায়ণা ও সত্যবাদিনী হইয়া যথাকালে স্বামি-সহযোগে গর্ভবতী হন এবং দশ মাস সেই দুর্ব্বহ গর্ভভার বহনপূর্ব্বক পরিশেষে প্রাণপণে দুঃসহ বেদনা সহ্য করত অতি কষ্টে সন্তান প্রসব করিয়া স্নেহ-সহকারে পোষণ করেন; ইহা এক অলৌকিক কার্য্য। আর মানবেরা ক্রূরগণের মধ্যে বাস করত লোকসমাজে নিন্দিত হইয়াও যে আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্মে পরাঙ্মুখ না হয়; তাহাও নিতান্ত দুষ্কর কার্য্য বলিতে হইবে; সন্দেহ নাই। হে তপোধন! এক্ষণে পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্ম সমুদায় ও ক্ষত্রধর্ম্মের যথার্থ তত্ত্ব অনুগ্রহ করিয়া কীর্ত্তন করুন। দুরাত্মা নৃশংস ব্যক্তি কখনই ধর্ম্মানুষ্ঠান বা ধর্ম্ম লাভ করিতে সমর্থ হয় না। হে ভৃগুবংশাবতংস! আমি আপনার নিকট উক্ত প্রশ্নানুযায়িক উত্তর শ্রবণ করিতে একান্ত বাসনা করি।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে ভরতকুলপ্রদীপ! আমি তোমার প্রশ্নানুসারে উক্ত সমুদায় বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছি; শ্রবণ কর। কোন কোন ব্যক্তি মাতাকে কেহ কেহ বা পিতাকে অপেক্ষাকৃত গুরু বলিয়া জ্ঞান করেন। দেখ, মাতা অতি ক্লেশে সন্তানগণকে লালন পালন করেন; পিতাও পুত্র লাভাকাঙ্ক্ষায় তপস্যা, দেবযজন, বন্দন, তিতিক্ষা, অভিচার প্রভৃতি উপায় অবলম্বন করেন। এই রূপে বিবিধ কষ্ট ভোগ করিয়া পুত্রোৎপাদন-পূর্ব্বক চিন্তা করেন যে, এই পুত্র কিরূপ হইবে। পিতা মাতা পুত্র হইতে যশ, কীর্ত্তি, ঐশ্বর্য্য, সন্তান ও ধর্ম্ম আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি পিতামাতার আশা পূর্ণ করে; সেই যথার্থ ধর্ম্মজ্ঞ। যে ব্যক্তি পিতামাতাকে নিত্য সন্তুষ্ট করিয়া থাকে; তাহার ইহ কাল ও পর কালে শাশ্বত ধর্ম্ম এবং কীর্ত্তি লাভ হয়। কামিনীগণ কেবল স্বীয় স্বামীর শুশ্রূষা দ্বারাই স্বর্গ লাভ করিতে পারে; কিন্তু যে রমণী পতির প্রতি ভক্তি না করে; কি যজ্ঞ কি শ্রাদ্ধ, কি উপবাস তাহার সকলই বৃথা হয়। হে যুধিষ্ঠির! আমি এই প্রকরণ অবলম্বন করিয়া তোমার নিকট পতিব্রতাদিগের ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিব; অবহিত হইয়া শ্রবণ কর।

পঞ্চাধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মহারাজ; কৌশিক নামে এক তপঃপরায়ণ ধর্ম্মশীল ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি সাঙ্গোপনিষৎ বেদ অধ্যয়ন করিতেন। একদা ঐ বিপ্র এক বৃক্ষমূলে বেদোচ্চারণ করিতেছিলেন, এমত সময়ে এক বলাকা ঐ বৃক্ষের উপরিভাগ হইতে তাঁহার গাত্রে পুরীষ পরিত্যাগ করিল। ব্রাহ্মণ তদ্দর্শনে ক্রোধাভিভূত হইয়া বলাকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবামাত্র সে তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল।

ব্রাহ্মণ বলাকা নিহত হইয়াছে দেখিয়া কারুণ্যরস-পরতন্ত্র হইয়া যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইলেন এবং আমি রোষবশীভূত হইয়া নিতান্ত অকার্য্য করিয়াছি বলিয়া বারংবার অনুতাপ করিতে লাগিলেন।

তপোধনাগ্রগণ্য কৌশিক বলাকা নিধন নিমিত্ত এই রূপ পুনঃ পুনঃ অনুতাপ করিয়া ভিক্ষার্থ গ্রামে প্রবেশপূর্ব্বক গৃহে গৃহে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। একদা তিনি পূর্ব্বচরিত এক গৃহস্থভবনে প্রবেশপূর্ব্বক ভিক্ষা প্রার্থনা করিলে ঐ গৃহস্থপত্নী তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, মহাশয়! ক্ষণ কাল অপেক্ষা করুন; আমি ভিক্ষা আনয়ন করিতেছি। গৃহিণী এই বলিয়া ভবনমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক ভিক্ষাপাত্র পরিষ্কৃত করিতেছেন; এমত সময় তাঁহার স্বামী ক্ষুধাতুর হইয়া আবাসে প্রবেশ করিলে ঐ পতিব্রতা কামিনী স্বীয় পতিরে সমাগত দেখিয়া ব্রাহ্মণকে ভিক্ষা প্রদান না করিয়াই পাদ্য, আচমনীয়, আসন ও বিবিধ সুমধুর ভক্ষ দ্বারা অতি বিনীত ভাবে স্বামীর পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। হে ধর্ম্মনন্দন! ঐ কামিনী প্রত্যহ ভর্ত্তার উচ্ছিষ্ট ভোজন, তাঁহারে দেবতার ন্যায় জ্ঞান, অনন্যমনে কায়মনোবাক্যে সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে তাঁহার শুশ্রূষা ও মনোরঞ্জন করিতেন এবং সদাচার-সম্পন্ন, শুচি, দক্ষ ও কুটুম্বহিতৈষিণী ছিলেন। সতত সংযত চিত্তে দেবতা, অতিথি, ভৃত্য, শ্বশ্রূ ও শ্বশুরের শুশ্রূষা করিয়া কাল যাপন করিতেন।

পতিব্রতা স্বীয় স্বামীর সেবা করিতে করিতে ভিক্ষাকাঙ্ক্ষী ব্রাহ্মণকে অবলোকন করত পূর্ব্ববৃত্তান্ত স্মরণপূর্ব্বক সাতিশয় লজ্জিত হইয়া ভিক্ষা প্রদান করিবার নিমিত্ত তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। তখন ব্রাহ্মণ রোষকষায়িত লোচনে তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করত কহিলেন, হে বরাঙ্গনে! তুমি কি নিমিত্ত আমারে ক্ষণ কাল অপেক্ষা করিতে কহিয়া উপরুদ্ধ করিলে? বিদায় করিলে না কেন?

পতিব্রতা ব্রাহ্মণকে ক্রোধসন্তপ্ত দেখিয়া সান্ত্ব বাদ প্রয়োগপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, হে বিদ্বন্! আমার অপরাধ ক্ষমা করুন। আমি ভর্ত্তারে পরম দেবতা বলিয়া জ্ঞান করি; তিনি ক্ষুধিত ও শ্রান্ত হইয়া আসিয়াছেন; অতএব আমি এতাবৎকাল তাঁহার সেবা করিতেছিলাম।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, তুমি ব্রাহ্মণগণকে গুরু বলিয়া জ্ঞান কর না; কিন্তু কেবল স্বামীরেই গুরুতর বোধ করিয়া থাক; তুমি গৃহস্থ ধর্ম্মে থাকিয়াও ব্রাহ্মণগণের অবমাননা কর; উহা অতি অনুচিত। হে গর্ব্বিতে! মানবের কথা দূরে থাকুক, ইন্দ্রও ব্রাহ্মণগণকে প্রণাম করিয়া থাকেন। নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, তুমি বৃদ্ধগণের নিকট সদুপদেশ শ্রবণ কর নাই; ব্রাহ্মণেরা অগ্নিসদৃশ; উহাঁরা মনে করিলে অনায়াসেই সমুদায় বসুন্ধরা দগ্ধ করিতে সমর্থ হন।

পতিব্রতা কহিলেন, হে তপোধন! ক্রোধ পরিত্যাগ করুন; আমি বলাকা নহি; আপনি ক্রোধদৃষ্টি দ্বারা আমার কি করিবেন? আমি কদাচ দেবতুল্য মনস্বী ব্রাহ্মণগণকে অবজ্ঞা করি না। এক্ষণে আপনি আমার এই অপরাধ ক্ষমা করুন। আমি ব্রাহ্মণগণের তেজ ও মাহাত্ম্যের বিষয় বিলক্ষণ রূপ অবগত আছি। ব্রাহ্মণের ক্রোধপ্রভাবেই সমুদ্রের জল লবণাক্ত ও নিতান্ত অপেয় হইয়াছে। আর আমি কঠোরতপা মুনিগণেরও প্রভাব জ্ঞাত আছি; তাঁহাদের ক্রোধাগ্নি অদ্যাপি দণ্ডকারণ্যে প্রদীপ্ত রহিয়াছে। দেখুন, দুরাত্মা বাতাপি ব্রাহ্মণগণকে পরিভব করিয়াই মহর্ষি অগস্ত্য কর্ত্তৃক জীর্ণ হইয়াছে।

হে বিপ্র! মহাত্মা ব্রাহ্মণগণের বহুবিধ

প্রভাব শ্রুত হইয়াছি। তাঁহাদের যেমন ক্রোধ অসীম; প্রসাদও তদ্রূপ। হে ব্রহ্মন্! আপনি আমার এই অপরাধ মার্জ্জনা করুন। আমার মতে পতিশুশ্রূষাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান ধর্ম্ম এবং ভর্ত্তা সমুদায় দেবগণ অপেক্ষাও প্রধান; আমি অবিচলিত ভক্তিসহকারে তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিয়া থাকি। আপনি তাহার ফল প্রত্যক্ষ দেখুন; আপনি যে ক্রোধানলে বলাকা দগ্ধ করিয়াছেন; আমি তাহা জানিতে পারিয়াছি।

হে বিপ্রেন্দ্র! ক্রোধ মনুষ্যগণের পরম শত্রু। যিনি ক্রোধ মোহ পরিত্যাগ করেন, সতত সত্য বাক্য কহেন ও গুরুজনকে সন্তুষ্ট করেন; যিনি হিংসিত হইয়াও হিংসা করেন না, সতত শুচি, জিতেন্দ্রিয়, ধর্ম্মপরায়ণ, স্বাধ্যায়নিরত হইয়া থাকেন এবং কাম ক্রোধ প্রভৃতি রিপুবর্গকে বশীভূত করেন। যিনি সমুদায় লোককে আত্মবৎ বিবেচনা করেন ও সর্ব্ব ধর্ম্মেরত সহন; যিনি যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন ও যথাশক্তি দান করিয়া থাকেন; যিনি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন-পূর্ব্বক অপ্রমত্ত হইয়া বেদাধ্যয়ন করেন; দেবগণ তাঁহাকেই যথার্থ ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন। ব্রাহ্মণগণ সদা সত্য বাক্য কহিয়া থাকেন; তাঁহাদের মনে কখনই অনৃতপ্রবণ হয় না। বেদাধ্যয়ন, দম, আর্জ্জব, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ও সত্য এই কএকটী ব্রাহ্মণের নিত্য ধর্ম্ম; অতএব সতত ব্রাহ্মণের কুশল চিন্তা করিবে। প্রাচীনেরা কহেন যে, শাশ্বত ধর্ম্ম অতি দুর্জ্ঞেয়; উহা সত্যেই প্রতিষ্ঠিত আছে এবং শ্রুতিই উহার প্রমাণ; ফলত ধর্ম্ম নানাপ্রকার কিন্তু অতি সূক্ষ্ম পদার্থ। আপনি স্বাধ্যায়নিরত, শুচি, ধর্ম্মজ্ঞ; কিন্তু বোধ হয়, আপনি যথার্থ ধর্ম্ম জানেন না।

হে ভগবন্! যদি যথার্থ প্রকৃত ধর্ম্মের মর্ম্ম অবগত না থাকেন, তবে মিথিলায় গমনপূর্ব্বক ধর্ম্মব্যাধকে জিজ্ঞাসা করুন। ঐ ব্যাধ সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, সতত পিতামাতার সেবা করিয়া থাকে; সে আপনার নিকট ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিবে; আপনি তথায় গমন করুন। হে ব্রাহ্মণ! অবলাগণ ধার্ম্মিকদিগের অবধ্য। অতএব আপনি আমার এই রমণী-স্বভাব-সুলভ বাচালতা-দোষ মার্জ্জনা করুন।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, হে শোভনে! আমি তোমার প্রতি পরম প্রীত হইয়াছি; আমার ক্রোধেরও উপশম হইয়াছে। তোমার তিরস্কার বাক্য আমার সাতিশয় হিতকর হইল; তোমার মঙ্গল হউক। এক্ষণে আমি চলিলাম।

তপোধন কৌশিক এই রূপে সেই পতিব্রতার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া আত্মনিন্দা করিতে করিতে ভবনাভিমুখে গমন করিলেন।

ষড়ধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, রাজন্! দ্বিজোত্তম কৌশিক সেই পতিব্রতাকথিত আশ্চর্য্য বৃত্তান্ত চিন্তা করিয়া আপনারে নিতান্ত ঘৃণিত ও অপরাধিবৎ বোধ করিতে লাগিলেন। তিনি যখন চিন্তা করিয়াও স্ব ধর্ম্মের সূক্ষ্মতম গতি বোধগম্য করিতে অসমর্থ হইলেন; তখন স্থির করিলেন যে, মিথিলাতে যে ধর্ম্মব্যাধ বাস করেন; ধর্ম্ম জিজ্ঞাসার নিমিত্ত তাঁহার সমীপেই গমন করি। মহাত্মা কৌশিক মনে মনে সেই পতিব্রতা-কথিত অগোচরসম্পন্ন বলাকাবৃত্তান্ত ও ধর্ম্মসংক্রান্ত বিবিধ বাক্য চিন্তা করিতে করিতে ভূরি ভূরি অরণ্য, গ্রাম ও নগর অতিক্রম করিয়া মিথিলা নগরে উপস্থিত হইলেন। তিনি সেই জনক-পরিপালিত পুরী প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, কোন স্থানে বিমান সকল শোভা পাইতেছে; স্থানে স্থানে প্রশস্ত রথ্যাপ্রণালী ক্রমে সুচারু রূপে নির্ম্মিত হইয়াছে; কোন স্থানে অশ্ব, কোন স্থানে রথ, কোন স্থানে অন্যান্য যান সকল শোভমান

হইতেছে; কোন স্থানে বা যোদ্ধাগণ ইতস্তত সঞ্চরণ করিতেছে। সমুদয় স্থানই উৎসবানন্দে পরিপূর্ণ। সমুদায় লোকই হৃষ্ট পুষ্ট; নগরের চতুর্দ্দিকই ধর্ম্মালয়, যজ্ঞোৎসব ও সুরম্য হর্ম্ম্য সমুহে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে।

ব্রাহ্মণ এবম্প্রকার বহুবৃত্তান্তশালী স্থান সকল অতিক্রম করিয়া ধর্ম্মব্যাধের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করাতে তত্রত্য দ্বিজগণ তাঁহারে সকল বৃত্তান্ত কহিলেন; তিনি তদনুসারে তথায় গমন-পূর্ব্বক দেখিলেন, তপস্বী ব্যাধ সুনামধ্যে আসীন হইয়া মৃগ ও মহিষের মাংস বিক্রয় করিতেছে।

মহাত্মা কৌশিক সেই স্থানে ক্রেতৃজনসম্বাধ অবলোকন করিয়া একান্তে দণ্ডায়মান হইয়া রহিলেন। ব্যাধ ব্রাহ্মণের আগমনবৃত্তান্ত মনে মনে অবগত হইয়া সহসা সম্ভ্রমসহকারে উত্থানপূর্ব্বক তাঁহার নিকটে গমন করিয়া কহিলেন, হে দ্বিজোত্তম! আমি আপনারে অভিবাদন করি; আপনার সকল কুশল? হে বিপ্র! এই ব্যাধরে কি করিতে হইবে, আদেশ করুন। সেই পতিব্রতা রমণী আপনারে মিথিলায় আগমন করিতে কহিয়াছেন, আপনি যে নিমিত্ত আগমন করিয়াছেন; আমি তৎসমুদায় অবগত হইয়াছি।

কৌশিক প্রথমে ব্যাধের সম্ভাষণমাত্রই বিস্মিত হইয়াছিলেন; এক্ষণে আবার তাহার মুখ হইতে আপনার গূঢ় অভিপ্রায় প্রকাশ হইল দেখিয়া সমধিক বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। অনন্তর ব্যাধ কহিল, ভগবন্! এই দেশ আপনার অপরিচিত; অতএব যদি আপনার ইচ্ছা হয় তবে চলুন, গৃহে গমন করি। ব্রাহ্মণ ধর্ম্মব্যাধের বাক্যে অনুমোদন করিলে সে পরমাহ্লাদ-পূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে অগ্রসর করিয়া আপন আলয়ে গমন করিল। ব্রাহ্মণ তাঁহার রমণীয় গৃহে প্রবেশ এবং আসন, পাদ্য ও আচমনীয় গ্রহণপূর্ব্বক সুখোপবিষ্ট হইয়া কহিলেন, তাত! এই মাংসবিক্রয় কর্ম্ম তোমার নিতান্ত অযোগ্য বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। বলিতে কি, আমি তোমার এই বিসদৃশ ব্যাপার নিরীক্ষণ করিয়া নিতান্ত অনুতাপিত হইয়াছি।

ব্যাধ কহিলেন, হে দ্বিজবর! আমি স্বীয় ধর্ম্মানুসারে পূর্ব্বপুরুষ-পরম্পরাগত কুলোচিত কর্ম্মই অনুষ্ঠান করিয়া থাকি; অতএব আপনি জাতক্রোধ হইবেন না। আমি বিধিবিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান-পূর্ব্বক বৃদ্ধ ও গুরুজনদিগকে সর্ব্বপ্রযত্নে সেবা করিয়া থাকি; সত্য বাক্য ব্যবহার করি; কাহারও প্রতি অসূয়া প্রদর্শন করি না; যথাসাধ্য দান করি, দেবতা, অতিথি ও ভৃত্যগণের ভুক্তশেষ ভোজন করিয়া থাকি; কাহারও কখন কিঞ্চিন্মাত্র কুৎসা বা নিন্দা করি না। হে দ্বিজোত্তম! পূর্ব্বকৃত-কর্ম্ম কর্ত্তার অনুগমন করে; তদনুসারেই কৃষি, গোরক্ষণ, বাণিজ্য, শুনীতি ও ত্রয়ী প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন লোকের উপজীবিকা হইয়া উঠে। শূদ্রের কর্ম্ম সেবা, বৈশ্যের কৃষি, ক্ষত্রিয়ের সংগ্রাম ও ব্রাহ্মণের ব্রহ্মচর্য্য, তপস্যা, মন্ত্র ও সত্য। রাজা স্বকর্ম্মানুগত প্রজাগণকে ধর্ম্মানুসারে শাসন করেন এবং কর্ম্মচ্যুত ব্যক্তিগণকে স্ব স্ব কর্ম্মে সংযুক্ত করেন। সর্ব্বদা নৃপতিগণকে ভয় করিবে; কারণ, তাঁহারা প্রজাগণের অধীশ্বর হইয়া শরনিবারিত মৃগের ন্যায় ধর্ম্মভ্রষ্ট প্রজাগণকে কুকর্ম্ম হইতে নিবারিত করেন।

হে দ্বিজোত্তম! এই জনক রাজ্যে এক ব্যক্তিও কুকর্ম্মী নাই; চতুর্ব্বিধ বর্ণই স্ব স্ব কর্ম্মের অনুষ্ঠানে অনুরক্ত। রাজা জনক, আপনার পুত্র দণ্ডার্হ হইলে তাহারও দণ্ড বিধান করিয়া থাকেন। তিনি কদাচ ধার্ম্মিকের গ্লানি বা হানি করেন না। তিনি শ্রী, রাজ্য ও দণ্ড প্রভৃতি সমুদায় রাজকার্য্যই

আচার, ব্যবহার ও ধর্ম্মানুসারে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকেন। সকল রাজারাই স্বীয় ধর্ম্মানুসারে উন্নতি বাসনা করেন এবং সমুদায় বর্ণকে প্রতিপালন করত কাল যাপন করিয়া থাকেন।

হে ব্রহ্মন্! আমি স্বয়ং পশুহত্যা করি না; অন্যের হত বরাহ ও মহিষের মাংস সর্ব্বদা বিক্রয় করিয়া থাকি। আমি মাংস ভোজন করি না; শাস্ত্রবিহিত নিয়মানুসারে স্ত্রীসহবাস ও সমস্ত দিন উপবাসী থাকিয়া রাত্রিতে ভোজন করি। যে ব্যক্তি এই রূপ নিয়মানুষ্ঠান করে, সে কদাচার হইলেও ক্রমে ক্রমে সদাচার হইয়া উঠে।

নরেন্দ্রগণের অত্যাচার-বশত মহান্ ধর্ম্ম সঙ্কীর্ণ হয়; অধর্ম্ম উৎপন্ন হয়; পরিশেষে প্রজাগণও সঙ্করদোষে দূষিত হয় এবং রাজ্যমধ্যে ভীষণাকৃতি, বামন, কুব্জ, স্থূলমস্তক, ক্লীব, অন্ধ, বধির ও স্তব্ধলোচন মানবগণ উৎপন্ন হয়। ফলত পার্থিবগণের অধর্ম্মই প্রজাগণের বিনাশের মূল। রাজা জনক সর্ব্বদা স্বধর্ম্মানুগত হইয়া অনুগ্রহসহকারে ধর্ম্মানুসারে প্রজাগণের পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকেন; এই নিমিত্ত তাঁহার রাজ্যও নিরাময়।

যাহারা আমারে নিন্দা করে এবং যাহারা প্রশংসা করে; আমি বিনয়সম্পন্ন কর্ম্ম দ্বারা তাহাদিগের সকলকেই পরিতুষ্ট করি। সতত সাধ্যানুসারে অন্ন দান, তিতিক্ষা, ধর্ম্মনিত্যতা ও সকলকে সমুচিত প্রতিপূজা করিবে। ত্যাগই মনুষ্যগণের প্রধান ধর্ম্ম। মিথ্যা বাক্য একবারে পরিত্যাগ করিবে; অযাচিত হইয়াও অন্যের প্রিয় কার্য্য সম্পন্ন করিবে; কাম, ক্রোধ, বা দ্বেষের বশীভূত হইয়া ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে না। প্রিয় ঘটনায় অতিমাত্র হৃষ্ট হইবে না; অপ্রিয় ঘটিলেও একান্ত ম্রিয়মাণ হইবে না; অর্থকষ্ট উপস্থিত হইলে মুহ্যমান হইবে না এবং ধর্ম্মও পরিত্যাগ করিবে না। যদি কিঞ্চিৎ অপকর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়; তাহা হইলে পুনরায় আর সে কর্ম্ম করিবে না। যাহা কল্যাণকর বোধ করিবে; তাহাতেই সতত অনুরক্ত থাকিবে; পাপীর প্রতি পাপাচরণ করিবে না; প্রত্যুত সর্ব্বদা সাধুই হইবে। যে ব্যক্তি পাপাচরণ করিতে ইচ্ছা করে; সে স্বতই বিনষ্ট হয়। পাপাত্মা অসাধুগণের এই প্রকার অসাধু আচরণ। যাহারা ধর্ম্ম নাই মনে করিয়া সাধুগণকে উপহাস ও ধর্ম্মের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করে; তাহারা নিঃসন্দেহ বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

পাপাত্মা ব্যক্তি আধ্মাত ভস্ত্রার ন্যায় বৃথা নিশ্বাস প্রশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছে; অহঙ্কারী মূঢ়গণের চিন্তা নিতান্ত অসার। যেমন প্রভাকর দিবাভাগে রূপ সকল প্রকাশিত করেন; সেই রূপ তাহাদিগের অন্তরাত্মাই কেবল তাহাদিগের রূপ আবিষ্কৃত করেন। মূর্খ ব্যক্তি কেবল আত্মশ্লাঘা-দোষে লোকের নিকট প্রভাহীন থাকে; কিন্তু কৃতবিদ্য ব্যক্তি শ্রীভ্রষ্ট হইলেও শোভমান হন। অন্যের নিন্দা ও আত্মপ্রশংসা না করেন এমত গুণসম্পন্ন লোক এই জগতীতলে অতি দুর্লভ। কুকর্ম্ম করিয়া অনুতাপ করিলে পাপ হইতে মুক্ত হয়; এবং পুনরায় এতাদৃশ কর্ম্ম করিব না বলিয়া নিশ্চয় করত কোন প্রকার সৎ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে দ্বিতীয় পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। ধর্ম্মবিষয়ে এই প্রকার শ্রুতি নয়নগোচর হয়।

ধর্ম্মশীল ব্যক্তি অজ্ঞানবশত পাপাচরণ করিলেও নিষ্পাপ থাকিতে পারেন; কারণ প্রমাদবশত যে পাপ অনুষ্ঠিত হয়; উপার্জ্জিত ধর্ম্ম হইতে তাহার বিনাশ হয়। পাপ কর্ম্ম করিয়া অস্বীকার করিলে স্বীয় অন্তরাত্মা ও দেবগণ তাহা দেখিতে পান। যিনি ধনাদি দানপূর্ব্বক সাধুগণের ন্যূনতা পরিহার করিয়াছেন এবং শ্রদ্ধান্বিত ও অসূয়াশূন্য

হন; তিনি আপনার মোক্ষের উপায় সঙ্কলন করেন। যে ব্যক্তি প্রথমে পাপাচরণ করে, সে যদি পুনরায় কল্যাণ-পথের পান্থ হয়; তাহা হইলে সে ব্যক্তি মহামেঘবিনির্ম্মুক্ত চন্দ্রমার ন্যায় সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তি লাভ করে। যেমন আদিত্য উদিত হইয়া অন্ধকার বিনষ্ট করেন; সেই রূপ কল্যাণকর কর্ম্ম সমুদায় পাপ বিনষ্ট করে।

হে দ্বিজোত্তম! লোভই সমুদায় পাপের আশ্রয়; অনধীতশাস্ত্র, দুরদর্শী, লুব্ধ ব্যক্তিই পাপে অনুরক্ত হয়। অধার্ম্মিক ব্যক্তি তৃণাচ্ছাদিত কূপের ন্যায় কপট ধর্ম্মরূপ আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত হইয়া থাকে; বাহ্যে তাহাদিগের পবিত্র ভাব, দম ও ধর্ম্মানুগত আলাপ এ সকল দেখিতে পাওয়া যায় বটে; কিন্তু শিষ্টাচার তাহাদিগের নিকট সুদুরপরাহত।

মহাপ্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ ধর্ম্মব্যাধকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে নরোত্তম! আমি কি প্রকারে শিষ্টাচার-বিষয়ক অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারি? হে ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ মহামতে! তোমার নিকট এই বিষয় সবিশেষ জানিবার নিমিত্ত আমার একান্ত ঔৎসুক্য জন্মিয়াছে; অতএব যথাযোগ্য বর্ণনা করিয়া পরিতৃপ্ত কর।

ব্যাধ কহিলেন, হে দ্বিজোত্তম! যজ্ঞ, দান, তপস্যা, বেদ ও সত্য এই পাঁচটি পবিত্র বিষয় শিষ্টাচারের অঙ্গ। যাঁহারা কাম, ক্রোধ, দম্ভ, লোভ ও কপটতা বশীভূত করিয়া ইহাই ধর্ম্ম এই রূপ বোধে সন্তুষ্ট থাকেন; তাঁহারাই শিষ্ট ও শিষ্টগণের সম্মত। সেই সকল স্বাধ্যায়-সম্পন্ন ব্যক্তিগণ কখন স্বেচ্ছাচার করেন না। সদাচার সংরক্ষণই সেই সকল শিষ্টগণের অদ্বিতীয় লক্ষণ।

আর গুরুশুশ্রূষা, সত্য, অক্রোধ, দান, এই চারিটি শিষ্টাচারের অঙ্গস্বরূপ। লোকে শিষ্টাচারে সম্পূর্ণরূপ মনোনিবেশ করিয়া যে সকল আচার ব্যবহারের অনুষ্ঠান করে; তাহা সকলেরই গ্রাহ্য; কেহই অন্যথা করিতে পারে না। বেদের রহস্য সত্য; সত্যের রহস্য দম; দমের রহস্য ত্যাগ, এই সকল শিষ্টাচারের লক্ষণ; ফলত ত্যাগ না থাকিলে দম থাকে না; দম না থাকিলে সত্য থাকে না; সত্য জ্ঞান না হইলে বেদ নিষ্ফল হয়।

যে সকল মনুষ্য ভ্রান্তিবশত ধর্ম্মের প্রতি অসূয়াপর হয়; তাহারা স্বয়ং অপথে পদার্পণ করে এবং যাহারা তাহাদের অনুগামী হয়; তাহারাও পীড্যমান হইতে থাকে। যাঁহারা সুসংযত, বেদানুরক্ত, দানপরায়ণ, ধর্ম্মপথের পান্থ ও সত্য ধর্ম্মে সংসক্ত; তাঁহারাই শিষ্ট। শিষ্টাচার-পরায়ণ ব্যক্তি বুদ্ধিকে সংযত করিয়া উপাধ্যায়ের মতানুবর্ত্তী এবং ধর্ম্মার্থের পরিদর্শক হন।

নাস্তিক, অমর্য্যাদক, ক্রূর ও পাপমতিদিগকে পরিত্যাগ করুন; জ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ করুন এবং ধার্ম্মিকগণের সেবা করুন। ধৈর্য্যময়ী নৌকা অবলম্বন করিয়া কামক্রোধরূপ যাদোগণ-সমাকীর্ণ পঞ্চেন্দ্রিয়রূপ সলিলে পরিপূর্ণ অতি দুর্গম জন্মনদী উত্তীর্ণ হউন। যেমন শুক্লবর্ণ বস্ত্র রঞ্জিত হইলে অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করে; তদ্রূপ জ্ঞানযোগ দ্বারা ক্রমে ক্রমে সঞ্চিত ধর্ম্ম শিষ্টাচারে মিলিত হইলে পরম রমণীয় হইয়া উঠে।

অহিংসা ও সত্য বচন সকল প্রাণীরই হিতকর; অহিংসা পরম ধর্ম্ম, সেই অহিংসা সত্যেই প্রতিষ্ঠিত আছে। প্রবৃত্তি সকল সত্যে সংসক্ত হইলে বিচলিত হয় না; শিষ্টাচারসমন্বিত সত্যেরই অধিক গৌরব। সদাচারই সাধুগণের ধর্ম্ম ও সদাচারই সাধুগণের লক্ষণ।

যে জন্তুর যে প্রকার প্রকৃতি, সে তাহাই প্রাপ্ত হয়; অতএব পাপাত্মা ব্যক্তি কামক্রোধাদি দোষই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ন্যায়া-

নুগত কর্ম্মই ধর্ম্ম ও অনাচারই অধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। যাঁহাদিগের ক্রোধ নাই, অসূয়া নাই, অহঙ্কার নাই, মাৎসর্য্য নাই, কপটতা নাই ও যাঁহারা শান্তস্বভাব; যাঁহারা ত্রয়ী বিদ্যায় অভিজ্ঞ, শুদ্ধাচার, মনস্বী, গুরুশুশ্রূষায় নিযুক্ত ও দমপরায়ণ; তাঁহারাই শিষ্টাচার-সম্পন্ন। যাঁহারা সত্য-পরায়ণ; যাঁহাদিগের সদাচার অনন্যসাধারণ; যাঁহারা স্বকৃত সৎ কর্ম্ম দ্বারা সর্ব্বত্র সৎকৃত হন; তাঁহাদিগের অন্তঃকরণ হইতে হিংসাদি দোষ সকল তিরোহিত হয়। যে সকল মনীষী সাধুগণের আচরিত অনাদি অবিনশ্বর ধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিয়া বোধ করেন; তাঁহাদিগেরই স্বর্গ লাভ হয়। আস্তিক, অভিমানশূন্য, বিপ্রসেবা-নিরত, শাস্ত্রাভিজ্ঞ, ও সদাচার-সম্পন্ন ব্যক্তিরাই স্বর্গে বাস করেন।

বেদোক্ত পরম ধর্ম্ম, ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত ধর্ম্ম ও শিষ্টাচার এই তিনটী শিষ্টদিগের ধর্ম্ম। যাঁহাদিগের বিদ্যায় পারদর্শিতা, তীর্থে অবগাহন, ক্ষমা, সত্য, সরলতা, সদাচার-দর্শন, সর্ব্বভূতে দয়া, অহিংসা, অপারুষ্য, দ্বিজগণে প্রীতি, শুভাশুভ কর্ম্মের পরিমাণ দর্শন থাকে; যাঁহারা ন্যায়ানুগত, গুণবান্, সর্ব্বলোক-হিতৈষী, শক্রযোগ-সম্পন্ন, স্বর্গজিৎ, সৎপথাবলম্বী, দাতা, দীনানুগ্রহকারী, সকলের পূজনীয়, শাস্ত্রসম্পন্ন, তপস্বী ও সর্ব্বভূতে দয়াবান্; তাঁহারাই শিষ্টসম্মত শিষ্ট। যাঁহারা দানপরায়ণ, তাঁহারা ইহ লোকে উন্নতি ও পর লোকে সুখময় লোক প্রাপ্ত হন। যাঁহারা কলত্র ও ভৃত্যের পীড়াতে সতত অবহিত থাকেন; সাধ্যাতীত দান করেন; সর্ব্বদা সাধুসঙ্গ করেন; লোকযাত্রা, ধর্ম্ম ও আত্মহিতকর কর্ম্ম সকল অবলোকন করেন; তাঁহারাই সাধু ও চির কাল উন্নতি লাভ করেন। যাঁহারা অহিংসা-পরায়ণ, সত্যবাদী, অনৃশংস, ঋজু, অদ্রোহী, অনভিমানী, হ্রীমান্, তিতিক্ষু, ধীমান্, ধৃতিমান্, সর্ব্বভূতে দয়াবান্ ও কামদ্বেষ-বিবর্জ্জিত; তাঁহারাই সাধু ও লোকসাক্ষী।

কখন পরের অনিষ্ট চিন্তা করিবে না; দান করিবে ও সত্য-কথা কহিবে; সাধুগণ এই ত্রিবিধ ব্যবহারকে সৎপথ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করেন। শিষ্টাচার-সম্পন্ন মহাত্মারা সর্ব্বত্র দয়াবান্ ও সন্তুষ্ট হইয়া ধর্ম্ম লাভ করেন; অসূয়া, ক্ষমা, শান্তি, সন্তোষ, প্রিয়বাদিতা, কাম ক্রোধ পরিত্যাগ ও শিষ্টাচার নিষেবণ ইহাই তাঁহাদিগের ধর্ম্ম। তাঁহাদিগের কর্ম্ম সকল শাস্ত্রসম্মত ও পথ অতি উত্তম। ধর্ম্মানুগত ব্যক্তিরা শিষ্টাচার সেবা করেন। লোকে জ্ঞানপ্রাসাদে আরোহণ করিলে মহৎ ভয় হইতে পরিমুক্ত হয়। তাহারা বিবিধ লোকের আচার ব্যবহার, পুণ্য ও পাপ কর্ম্ম সকল পর্য্যবেক্ষণ করে। হে দ্বিজোত্তম! আমি যাহা শ্রবণ করিয়াছি; জ্ঞানানুসারে তৎসমুদায় আপনারে কহিলাম।

সপ্তাধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে যুধিষ্ঠির! তৎপরে ধর্ম্মব্যাধ পুনরায় ব্রাহ্মণকে কহিতে লাগিল, হে ব্রাহ্মণ! আমি যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকি; উহা নিতান্ত নিদারুণ, সন্দেহ নাই। বিধিই সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্; পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফল অবশ্যই ভোগ করিতে হয়; দেখুন, আমি পূর্ব্বকৃত কর্ম্মদোষেই এই কুকর্ম্মানুষ্ঠান করিতেছি। হে বিপ্র! আমি এই দোষ পরিত্যাগ করিবার নিমিত্ত যথাসাধ্য যত্ন করিতেছি; কিন্তু বিধির কি অনুল্লঙ্ঘনীয় প্রভাব! কোন ক্রমেই উহা পরিহার করিতে পারিতেছি না। হে দ্বিজসত্তম! বিধিই প্রাণিগণকে সংহার করেন; ঘাতক কেবল নিমিত্তমাত্র। তদনুসারে আমরাও পশুবধে কেবল নিমিত্তভূত হইয়াছি। হে ব্রহ্মন্! আমরা যে সমুদায় পশু-

মাংস বিক্রয় করি; উহা ভক্ষণ করিলে ধর্ম্ম হয়; কারণ উহা দ্বারা দেব, অতিথি, ভৃত্য ও পিতৃগণের পূজা হইয়া থাকে। আর ও ঋষি, লতা, পশু, মৃগ ও পক্ষী সকল যে, লোকের ভক্ষ্য, ইহা শ্রুতিসিদ্ধ। হে দ্বিজসত্তম! উশীনরনন্দন শিবি আপনার মাংস প্রদান করিয়া দুষ্প্রাপ্য স্বর্গ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পূর্ব্বে মহারাজ রন্তিদেবের মহানসে প্রত্যহ দুই সহস্র গো বধ হইত। তিনি ঐ দুই সহস্র পশু হত্যা করিয়া প্রতিদিন অতিথি ও অন্যান্য জনগণকে সমাংস অন্ন প্রদানপূর্ব্বক লোকে অতুল কীর্ত্তি লাভ করিয়াছেন।

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! চাতুর্মাস্যে পশুবধের বিধান আছে; শ্রুতিতেও অগ্নি মাংসাভিলাষী বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞে মন্ত্রসংস্কৃত পশু সকল বধ করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন। হে ব্রহ্মন! পূর্ব্বে অগ্নি যদি মাংসকাম না হইতেন; তাহা হইলে মাংস কদাপি লোকের ভক্ষ্য হইত না। আর মুনিগণও এ বিষয়ের বিলক্ষণ বিধান করিয়া গিয়াছেন। যে ব্যক্তি সর্ব্বদা বিধানানুসারে শ্রাদ্ধে দেবতা ও পিতৃগণের উদ্দেশে মাংস প্রদান করিয়া ভক্ষণ করে; তাহার মাংসভোজন দোষাবহ নহে; প্রত্যুত শ্রুত্যনুসারে তাহারে অমাংসাশী বলা যায়। যেমন ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণ ঋতুকালে স্বীয় পত্নীতে গমন করিলে তাঁহার ব্রহ্মচর্য্যের হানি হয় না; তদ্রূপ বিধিবোধিত মাংস ভক্ষণ করিলে কোন ক্রমে তাহারে পাপ স্পর্শ করিতে পারে না। এস্থলে সত্য ও অনৃত বিশেষরূপে বিনিশ্চয় করিয়া এই বিধি অভিহিত হইয়াছে। কিন্তু মহারাজ সৌদাস শাপাভিভূত হইয়া যে মনুষ্যগণকে ভক্ষণ করিয়াছিলেন; উহা আমার নিতান্ত ঘৃণাকর বলিয়া বোধ হয়।

হে দ্বিজোত্তম! আমি স্বধর্ম্ম বিবেচনা করিয়া আপনার ব্যবহার পরিত্যাগ করি না; প্রত্যুত আপনার পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ফল বলিয়া উহা দ্বারাই জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকি। হে ব্রহ্মন্! স্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে অধর্ম্ম হয়; যে ব্যক্তি স্বকর্ম্মনিরত; তাহারে ধার্ম্মিক বলা যায়। জন্মান্তরীণ কর্ম্মফল অবশ্যই ভোগ করিতে হয়; বিধাতা কর্ম্মনির্ণয়ে এই রূপ বিধিই নির্দ্দিষ্ট করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সেই কর্ম্মনির্ণয় নানাপ্রকার; কোন অশুভ কার্য্য উপস্থিত হইলে কিপ্রকারে তাহা হইতে বিমুক্ত হইব ও কিরূপেই বা শুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিব, তাহা বুদ্ধিপূর্ব্বক পর্য্যালোচনা করা উচিত। হে দ্বিজসত্তম! আমি দান, সত্য বাক্য কথন, গুরুশুশ্রূষা ও দ্বিজাতিপূজন প্রভৃতি ধর্ম্মে সতত নিরত থাকি এবং কখন অভিমান বা কাহারও নিন্দা করি না।

হে মহাত্মন! অনেকে কৃষিকর্ম্মকে উৎকৃষ্ট বলিয়া থাকেন; কিন্তু ঐ কর্ম্মের অনুষ্ঠানকালে অনেক হিংসা করিতে হয়; দেখুন, পুরুষগণ লাঙ্গল দ্বারা ভূমি কর্ষণ করিতে করিতে বহুবিধ প্রাণিগণের প্রাণ সংহার করে; অতএব এ বিষয়ে আপনার কি বিবেচনা হয়? ব্রীহি প্রভৃতি যে সমস্ত বস্তুকে লোকে বীজ কহে; তৎসমুদায়ই জীব, অতএব এ বিষয়ে আপনার কি বিবেচনা হয়?

লোকে পশুগণকে আক্রমণ-পূর্ব্বক বধ ও তাহাদের মাংস ভক্ষণ এবং বৃক্ষ ও ওষধি সমুদায় ছিন্ন করে। হে ব্রহ্মন্! কি বৃক্ষ কি ফল কি জল সকল বস্তুতেই বহুবিধ জীব আছে; অতএব এ বিষয়ে আপনি কি বিবেচনা করেন? অনেক প্রাণী প্রাণিভক্ষণ দ্বারা জীবন ধারণ করে; এবং এমন অনেক জীব জন্তু আছে; যাহারা পরস্পর পরস্পরকে পাইলে ভক্ষণ করে; দেখুন, মৎস্যগণ মৎস্য ভক্ষণ করিয়া থাকে; অতএব এ বিষয়ে আপনার কি বিবেচনা হয়? এই জগৎ বহুবিধ

অসংখ্য জীবে পরিপূর্ণ রহিয়াছে; এই নিমিত্ত মনুষ্যগণ ভ্রমণ করিতে করিতে পদাঘাতে কত শত জীব জন্তুর প্রাণ সংহার করে; এবং উপবিষ্ট ও শয়ান হইয়া জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে অনেকানেক প্রাণিগণকে বিনষ্ট করে; অতএব এ বিষয়ে আপনার কি বিবেচনা হয়? সমুদায় পৃথিবী ও আকাশ জীবে পরিপূর্ণ; অণুমাত্রও প্রাণিগণশূন্য স্থান নাই; এই নিমিত্ত লোকে অজ্ঞাতসারে অবশ্যই তাহাদিগকে বিনষ্ট করে; অতএব এ বিষয়ে আপনার কি বিবেচনা হয়?

পূর্ব্বে মহাত্মারা অহিংসা পরম ধর্ম্ম বলিয়া গিয়াছেন; কিন্তু দেখুন, এই লোকমধ্যে কোন্ ব্যক্তি হিংসা না করে? বিশেষ রূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলে কেহই অহিংসক নাই; অহিংসানিরত যতিগণও হিংসা করিয়া থাকেন; তবে অহিংসার নিমিত্ত সাতিশয় যত্নবান্ থাকেন বলিয়া তাঁহাদের হিংসাদোষ অতি অল্প পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। আর দেখুন, সৎকুলজাত বহুগুণশালী পুরুষগণ অতিশয় নিন্দনীয় কর্ম্ম করিয়াও লজ্জিত হয় না; মনুষ্যগণ কি সুহৃৎ কি অমিত্র কি সম্যক্ প্রবৃত্ত লোক কি সমৃদ্ধ বান্ধব কাহাকেও অভিনন্দন করে না। পণ্ডিতাভিমানী মূঢ়গণ গুরু জনের নিন্দা করে। এই রূপে বিপর্য্যয়বশত লোকে নানাপ্রকার ধর্ম্মাধর্ম্ম দৃষ্ট হয়। হে দ্বিজবর! ধর্ম্মাধর্ম্মমূলক কর্ম্মের বিষয় বর্ণন করিতে অনেক অবশিষ্ট রহিল; কিন্তু যে সকল ব্যক্তিরা স্বকর্ম্মনিরত; তাহারাই যশস্বী ও মান্য হয়।

অষ্টাধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে পাণ্ডব! ধার্ম্মিকবর ধর্ম্মব্যাধ পুনর্ব্বার দ্বিজসত্তম কৌশিককে কহিলেন, হে কৌশিক! বৃদ্ধপরম্পরায় কহিয়া থাকেন, বেদপ্রমাণক ধর্ম্মই যথার্থ ধর্ম্ম, উহার গতি অতি সূক্ষ্ম; উহার শাখা বহুল ও অনন্ত; প্রাণসঙ্কট ও বিবাহকাল উপস্থিত হইলে মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করা দোষাবহ নহে; এই প্রকার স্থলে মিথ্যা সত্যে ও সত্য মিথ্যায় পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে; অতএব যাহা সাধারণের একান্ত হিতজনক তাহাই সত্য। দেখুন, ধর্ম্মের গতি কি সূক্ষ্ম! যাহা ধর্ম্মের নিতান্ত বিপরীত তাহাও ধর্ম্মমধ্যে পরিগণিত হইল।

লোকে যে কিছু শুভ বা অশুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে; কোন না কোন সময়ে অবশ্যই তাহার ফল ভোগ করিয়া থাকে। কেহ কেহ বিষম শোচনীয় দশা প্রাপ্ত হইয়া দেবগণকে সাতিশয় তিরস্কার করিয়া থাকে; কিন্তু সেই সমস্ত অনভিজ্ঞ লোকেরা স্ব স্ব কর্ম্মদোষ দর্শন করে না। চপল, শঠ ও মূর্খেরা নিরবচ্ছিন্ন সুখ দুঃখের বিপর্য্যয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে; কিন্তু প্রজ্ঞা, গুরূপদেশ বা পৌরুষ এই রূপ লোক সকলকে কদাচ বিমুক্ত করিতে সমর্থ হয় না।

যদি পুরুষকারের ফল স্বাধীন হইত; তাহা হইলে সকলেই আপন আপন প্রবৃত্তি সমুদায় চরিতার্থ করিতে পারিত। সংযতচিত্ত, মতিমান্, কার্য্যদক্ষ, সাধু ব্যক্তিরাও স্ব স্ব কর্ম্মফল ভোগে বঞ্চিত হইয়া থাকেন। আর কেহ বা হিংসা ও প্রতারণা-পরতন্ত্র হইয়া নিরবচ্ছিন্ন সুখসচ্ছন্দে কাল যাপন করিতেছে। কেহ কেহ নিশ্চেষ্ট ও উপবিষ্ট থাকিয়া প্রভূত ধনের অধীশ্বর হইতেছে। কেহ বা অতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়াও প্রাপ্য অর্থ প্রাপ্ত হইতেছে না।

লোকে পুত্রের নিমিত্ত পরম শ্রদ্ধা ও ভক্তি-সহকারে দেবার্চ্চনা ও তপোনুষ্ঠান করে; সেই পুত্র জননীগর্ভে দশ মাস বাস করত ভূমিষ্ঠ হইয়া কুল-কলঙ্কভূত হইয়া উঠে। কেহ বা পিতৃসঞ্চিত কল্যাণকর ধন, ধান্য ও ভোগসম্পন্ন হইয়া জন্ম গ্রহণ করে।

ইহ লোকে মনুষ্যের রোগ সকল স্ব স্ব কর্ম্ম-প্রভাবেই প্রাদুর্ভূত হয় বটে; কিন্তু ব্যাধ যেমন মৃগগণকে বধ করে; সুনিপুণ ঔষধ-সম্পন্ন চিকিৎসকেরা সেই সকল ব্যাধির প্রতিবিধান করিয়া থাকেন। কাহার বা আহার সামগ্রীর অভাব নাই; কিন্তু সে গ্রহণী রোগগ্রস্ত হইয়া আহার করিতে সমর্থ হয় না। কেহ বা ভুজবল প্রকাশপূর্ব্বক বহু ক্লেশে ভোজনদ্রব্য উপার্জ্জন করিয়া থাকে।

হে তপোধন! শোকমোহ-পরিপ্লুত ও সমরপরাঙ্মুখ লোক সকল এই রূপে প্রবল কর্ম্মপ্রবাহে পতিত হইয়া বারংবার পীড়িত ও অবশ হইতেছে; কিন্তু মৃত্যুমুখে নিপতিত বা জরাজীর্ণ হয় না; প্রত্যুত সকলেই সর্ব্বকামসম্পূর্ণ হইয়া থাকে। জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির অপ্রিয় কিছুই নাই। সকলেরই প্রাধান্য লাভের স্পৃহা আছে এবং সকলেই স্বশক্ত্যনুসারে তদ্বিষয়ে একান্ত যত্ন করিয়া থাকে; কিন্তু উহা তদ্রূপ ঘটিয়া উঠে না। অনেককে তুল্যনক্ষত্র ও তুল্য মঙ্গলসম্পন্ন দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু কর্ম্মানুসারে তাহাদিগের ফল-বৈষম্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। কেহ বিশিষ্টরূপ চেষ্টা করিয়াও অভিলষিত কর্ম্ম সম্পাদনে স্বয়ং সমর্থ হয় না; কিন্তু সামান্যত কতপ্রকার কর্ম্মসিদ্ধি হইয়া থাকে। হে ব্রহ্মন্! এই রূপ শ্রুতি আছে যে, জীব নিত্য ও শরীর অনিত্য; মৃত্যুকালে কেবল শরীর নাশ হয়; কিন্তু কর্ম্ম-নিবন্ধন জীব অন্য দেহে সংক্রান্ত হইয়া থাকে।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, হে ব্যাধ! জীব কি নিমিত্ত নিত্য হয়, ইহা সবিস্তরে শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইয়াছে। ব্যাধ কহিল, হে ব্রহ্মন্! দেহ নাশ কালে জীবের বিনাশ হয় না; কিন্তু মৃত্যু হইল, এই অমূলক কথা কেবল মূর্খেরাই কহিয়া থাকে। জীব দেহ হইতে অন্তরিত হইয়া দেহান্তরে গমন করে; উহাই পঞ্চত্ব বলিয়া অভিহিত হয়। এই জীব-লোকে জীবই কর্ম্মফল ভোগ করে; তদ্বিষয়ে অন্যের অধিকার নাই। কর্ম্মের বিনাশ নাই; জীব যে কিছু শুভাশুভ কর্ম্ম সম্পাদন করে; তাহারেই তাহার ফল ভোগ করিতে হয়। মনুষ্য এই জীবলোকে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া জন্মান্তরীণ কর্ম্মের ফল ভোগ করিয়া থাকে; তদনুসারে কেহ বা কর্ম্মানুসারে পুণ্য কর্ম্ম দ্বারা পুণ্যাত্মা কেহ বা পাপ কর্ম্ম দ্বারা পাপাত্মা হয়।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, হে ব্যাধ! মনুষ্য কিরূপে উৎপন্ন হয় আর কি কারণেই বা পাপাত্মা ও পুণ্যশীল হয় এবং পবিত্র ও অপবিত্র জাতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে? ব্যাধ কহিল, হে বিপ্র! আমি সত্বরে অতি সংক্ষেপে এই বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি; শ্রবণ করুন। জন্মের বিষয় পিণ্ডোৎপত্তি-প্রকাশক গ্রন্থে বিশেষরূপে বর্ণিত আছে; কিন্তু আপাতত দৃশ্যমান উৎপত্তি কেবল পূর্ব্ব কর্ম্মফলমাত্র। মনুষ্য জন্ম পরিগ্রহ করিয়া কর্ম্মবীজসন্তার সঞ্চয় করত পুনরায় সঞ্জাত হয়। পুণ্যকর্ম্মকারী পুণ্যযোনি ও পাপকর্ম্মকারী পাপযোনিতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। জীব একমাত্র শুভ কর্ম্মপ্রভাবে দেবত্ব, শুভাশুভ উভয়বিধ কর্ম্ম দ্বারা মনুষ্যত্ব লাভ করে। নিরয়গামী পাপাত্মা নিরবচ্ছিন্ন অশুভ কর্ম্ম সম্পাদন দ্বারা তির্য্যক্ যোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

মনুষ্য জন্ম, মৃত্যু ও জরাজনিত দুঃখপরম্পরা-প্রভাবে নিরন্তর সন্তপ্ত হয় ও আত্মকৃত দোষে ক্রমাগত যোনি সঞ্চরণ করিয়া থাকে। এবং কর্ম্মনিবন্ধন সহস্র সহস্র তির্য্যক্ যোনিও নিরয়গামী হয়। তাহারা কালগ্রাসে নিপতিত হইয়া আত্মকৃত সমস্ত অশুভ কর্ম্ম দ্বারা একান্ত দুঃখিত হয় এবং সেই দুঃখ ভোগ করিবার নিমিত্ত অশুভ যোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। পরে পুনর্ব্বার বহুতর অশুভ কর্ম্ম সম্পাদনপূর্ব্বক অপথ্যভোজী

রোগীর ন্যায় অশেষ ক্লেশ ভোগ করে, ইহ লোকে দুঃখার্ত্তের সংখ্যাই অধিক; যাহাদিগকে সুখী বলিয়া বোধ হয়; বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে তাহাদিগের সুখ নামমাত্র।

মনুষ্য দুর্ব্বিষহ ক্লেশ-পরম্পরায় কর্ম্মের ভোগ ও বিষয় বাসনা-নিবন্ধন চক্রবৎ নিরবচ্ছিন্ন এই সংসারে পরিভ্রমণ করিতেছে; কিন্তু সুখের লেশমাত্র প্রাপ্ত হয় না। যদি মানব বীতরাগ ও সৎ কর্ম্ম দ্বারা বিশুদ্ধ হয়; তাহা ইহলে নিশ্চয়ই তপস্যা ও যোগ সাধনে তাহার প্রবৃত্তি জন্মে এবং স্বকীয় বহুবিধ কর্ম্মবলে অনেকানেক লোক লাভ করিয়া থাকে। সেই সকল লোকে গমন করিয়া তাহারে আর শোকের বশীভূত হইতে হয় না।

পাপপরায়ণ ব্যক্তি পাপাচরণ পূর্ব্বক ক্রমাগত লিপ্ত থাকে; কোন ক্রমেই মুক্ত হইতে পারে না; অতএব পাপাচার পরিহার করিয়া পুণ্য কর্ম্ম সম্পাদনে তৎপর হইবে। অসূয়াশূন্য কৃতজ্ঞ পুরুষ সুখ, ধর্ম্ম, অর্থ ও স্বর্গ প্রাপ্ত হন। সংস্কার-সম্পন্ন, দান্ত, প্রাজ্ঞ ও জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি ইহ লোক ও পর লোকে পরম সুখে কাল যাপন করেন। সতত সজ্জন-সমাচরিত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে। শিষ্ট লোকের ন্যায় কার্য্য সাধন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। লোককে ক্লেশ প্রদান না করিয়া আপনার জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে। শাস্ত্রজ্ঞান-সম্পন্ন শিষ্টপ্রকৃতি মানবেরা ধর্ম্মসঙ্কর ব্যতিরেকে কেবল স্বধর্ম্মানুসারে কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকে। তাহারা ধর্ম্মবলে প্রীতি লাভ ও ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়াই জীবিকা নির্ব্বাহ করে; এবং সেই ধর্ম্মসঞ্চিত ধন দ্বারা নানাবিধ গুণপ্রসবকারী কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে।

এই রূপ অনুষ্ঠান করিলে লোক সকল ধর্ম্মাত্মা বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে; তাহাদিগের চিত্ত প্রসন্ন ও পরিশুদ্ধ হয়; তাহারা বন্ধুগণের সহিত সন্তুষ্ট হইয়াপর লোকে অশেষ সন্তোষ লাভ করে এবং ধর্ম্মের ফলস্বরূপ অভিলাষানুরূপ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, গন্ধ ও প্রভুত্ব প্রাপ্ত হয়। তাহারা ধর্ম্মের ফল লাভে পরিতৃপ্ত না হইয়া জ্ঞানপ্রভাবে নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। প্রজ্ঞাবান্ ব্যক্তি পৃথিবীতলে দোষাদির বশীভূত হন না; প্রত্যুত তিনি বিষয় রসাস্বাদনে বিরক্তি ভাব প্রকাশ করেন এবং কোন ক্রমেই স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন না। তিনি লোক সকলকে বিনশ্বর বিলোকন করিয়া সর্ব্ব পরিত্যাগে কৃতসংকল্প হইয়া পরিশেষে মোক্ষ লাভের উপায় উদ্ভাবন-পূর্ব্বক তৎসাধনে যত্নশীল হন।

হে দ্বিজসত্তম! মনুষ্য এই রূপে বৈরাগ্য অবলম্বন ও পাপকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সনাতন ধর্ম্ম ও মোক্ষ লাভ করে। তপস্যা ও মুক্তির আদি কারণ শম এবং দম; তদ্দ্বারা মনুষ্য অভিলষিত সমস্ত বস্তুই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়-নিরোধ, সত্য ও দম দ্বারা পরমোৎকৃষ্ট ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয়। ব্রাহ্মণ কহিলেন হে ব্যাধ! ইন্দ্রিয় কাহাকে কহে? তাহার নিগ্রহ কিরূপে করিতে হয়? তাহার ফলই বা কি প্রকার? এবং মনুষ্যগণ কিরূপেই বা তাহার ফল লাভ করিতে পারে? হে ধর্ম্মজ্ঞ! আমি এই সকল বিষয় প্রকৃতরূপে শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি।

নবাধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে যুধিষ্ঠির! ধর্ম্মব্যাধ ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক এই রূপ উক্ত হইয়া যে প্রত্যুত্তর করিয়াছিল, তাহা শ্রবণ কর। ব্যাধ কহিল, হে দ্বিজোত্তম! মনুষ্যের মন প্রথমত রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতির বিজ্ঞানার্থ প্রবর্ত্তিত হয়; পরিশেষে তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়া রাগ ও দ্বেষ ভজনা করে। অনন্তর তন্নিমিত্ত যত্ন, মহৎ মহৎ কার্য্যারম্ভ এবং পুনঃ পুনঃ অভিলষিত রূপ রস গন্ধাদির সেবা করিয়া

থাকে। পরে রাগ, দ্বেষ, লোভ ও মোহ যথাক্রমে প্রাদুর্ভূত হইয়া উঠে। লোভাভিভূত ও রাগদ্বেষ-বিমোহিত ব্যক্তির যথার্থ ধর্ম্মবুদ্ধি তিরোহিত হইয়া কপট ধর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মে। তখন সে কপট ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত হইয়া কুটিল ব্যবহার দ্বারা ধনোপার্জ্জন করিতে থাকে; এই রূপে ধনাগম সিদ্ধ হইলে বুদ্ধি তাহাতেই আসক্ত হয় এবং পাপচিকীর্ষা উত্তরোত্তর প্রবল হইয়া উঠে। সেই শমদমাদি-শূন্য বেদমার্গ-পরিভ্রষ্ট বন্ধুবান্ধব ও পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক নিবারিত হইলেও আমি বিলিপ্ত ও উদাসীন বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করে।

মনুষ্যের রাগ-দোষজনিত অধর্ম্ম ত্রিবিধ; পাপচিন্তা, পাপ কথন ও পাপাচরণ। অধর্ম্মপ্রবিষ্ট ব্যক্তির সদগুণ সকল বিনষ্ট হয়; পাপকর্ম্মকারী ব্যক্তিরা পাপীর সহিত মিত্রতা করিয়া দুঃখ ভোগ করত পরিশেষে বিপন্ন হইয়া উঠে। হে দ্বিজোত্তম! এইরূপে লোক সকল পাপী হয়, এক্ষণে কি রূপে ধর্ম্ম লাভ হয়, তাহা শ্রবণ করুন। যে ব্যক্তি সমুদায় দোষ সবিশেষ পর্য্যালোচনা করত কি সুখ কি দুঃখ সকল অবস্থাতেই সাধু ব্যবহার করে, তাহার বুদ্ধি ধর্ম্মে সাতিশয় অনুরক্ত হয়।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, হে সত্তম! তুমি যে সত্য ধর্ম্মের কীর্ত্তন করিতেছ; ইহার বক্তা অন্য আর কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না; অতএব আমার বোধ হয়, তুমি দিব্য-প্রভাব-সম্পন্ন কোন মহর্ষি হইবে।

ব্যাধ কহিল, হে ব্রহ্মন্! ইহ লোকে ব্রাহ্মণেরাই মহাভাগ, অগ্রভুক্ ও পিতাস্বরূপ; তাঁহাদিগের প্রিয় কার্য্য সম্পাদন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। তাঁহাদিগের প্রিয়তম ব্রাহ্মী বিদ্যা কীর্ত্তন করিতেছি; প্রণিপাত-পূর্ব্বক শ্রবণ করুন।

এই প্রত্যক্ষপ্রমাণসিদ্ধ স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎ কোন ক্রমেই কর্ম্মলভ্য নহে সচরাচর বিশ্বই ব্রহ্মস্বরূপ, ব্রহ্ম আকাশ প্রভৃতি মহাভূতাত্মক; তাঁহার পর উৎকৃষ্ট বস্তু আর কিছুই নাই। আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল এবং পৃথিবী এই পাঁচটি মহাভূত। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এবং গন্ধ এই কএকটী মহাভূতের গুণ। তারত্ব মন্দত্ব প্রভৃতি শব্দাদির গুণ সকলও পরস্পর সংক্রান্ত হইয়া থাকে; শব্দস্পর্শাদি পূর্ব্ব-পূর্ব্ব গুণ সকল পৃথিব্যাদি তিনটি গুণীতে যথাক্রমে বর্ত্তমান আছে। ষষ্ঠের নাম চেতনা; তাহা মন বলিয়া অভিহিত হয়; সপ্তমী বুদ্ধি; তৎপরে অহঙ্কার; পঞ্চ ইন্দ্রিয়; জীবাত্মা সত্ত্ব, রজ, এবং তম এই সপ্তদশ রাশি মায়াসংজ্ঞ। মন, বুদ্ধি, পঞ্চ ইন্দ্রিয়, তদ্গ্রাহ্য শব্দাদি পঞ্চ, মন্তব্য, বোদ্ধব্য, আকাশাদি পঞ্চ, আত্মা, অহঙ্কার ও গুণত্রয় এই চতুর্বিংশতি গণ; ইহার মধ্যে কতক গুলি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও কতক গুলি অতীন্দ্রিয়। এই সমস্ত কীর্ত্তন করিলাম; এক্ষণে আর কি শুনিতে অভিলাষ হয় বল।

দশাধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে ভারত! ব্রাহ্মণ ধর্ম্মব্যাধ কর্ত্তৃক এই রূপ উক্ত হইয়া প্রীতিকর বাক্যে তাহারে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ধর্ম্মব্যাধ! তুমি যে পঞ্চ মহাভূতের উল্লেখ করিলে, তাহাদিগের প্রত্যেকের গুণ বিশেষ রূপে কীর্ত্তন কর।

ব্যাধ কহিল, হে ব্রহ্মন্! ভূমি, জল, তেজ, বায়ু এবং আকাশ এই পঞ্চ মহাভূত; ইহাদিগের গুণ বলিতেছি শ্রবণ কর। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচটি পৃথিবীর গুণ; শব্দ, স্পর্শ, রূপ, এবং রস এই চারিটি জলের গুণ। শব্দ, স্পর্শ এবং রূপ এই তিনটি তেজের গুণ। শব্দ এবং স্পর্শ এই দুই টি বায়ুর গুণ আর একমাত্র শব্দ আকাশের গুণ। এই পঞ্চ গুণ এই রূপে পঞ্চ ভূতে সন্নিহিত হইয়া পঞ্চদশ সংখ্যা হয়।

জরায়ুজাদি ভূত সমূহে যে লোক সকল প্রতিষ্ঠিত আছে; তাহারা পরস্পর পৃথক্ পৃথক্ হইয়া থাকে না; সর্ব্বদা একত্র অবস্থিতি করে। যখন ভূত সকল দেহলাভ ভাবনা করে, তখন দেহী দেহান্তর প্রাপ্ত হয়; কিন্তু ভূতের পরস্পর বিয়োগ হয় না। সমুদায় ভূতই আনুপূর্ব্বিক তিরোহিত হয় এবং আনুপূর্ব্বিক আবির্ভূত হইয়া থাকে। যদ্দ্বারা স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগৎ পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে; সেই পাঞ্চভৌতিক ধাতু সকল সর্ব্বত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে। যে যে বস্তু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তাহাই ব্যক্ত; আর যাহা অনুমেয় ও অতীন্দ্রিয় সেই বস্তু অব্যক্ত, দেহী শব্দাদির গ্রাহক এই সমস্ত ইন্দ্রিয় ধারণ করিয়া পরিতৃপ্ত হন; তিনি সমুদয় লোকে ব্যাপ্ত সোপাধিক আত্মা এবং আত্মাতে বিলীন লোক সকল সন্দর্শন করেন। সেই সোপাধি জ্ঞানসম্পন্ন জীব প্রারব্ধ কর্ম্মে আবদ্ধ হইয়া নির্দ্দোত পর্য্যন্ত ভূত সকলকে প্রত্যক্ষ করিয়া স্বয়ং কন। তিনি নিরুপাধিহেতু ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া সকল অবস্থায় সর্ব্বভূতকে অবলোকন করেন; কিন্তু কদাচ কর্ম্মে লিপ্ত হন না। যিনি মায়াত্মক ক্লেশ অতিক্রম করিয়াছেন; তিনি লোকের জীবনাত্মিকা বৃত্তিপ্রকাশক জ্ঞান দ্বারা পরম পুরুষার্থ মোক্ষপদ প্রাপ্ত হন। যিনি অনাদি-নিধন, স্বয়ম্ভু, অব্যয়, অনুপম এবং অমূর্ত্ত; তাঁহাকেই বেদে ভগবান্ ও বুদ্ধিমান্ বলিয়া থাকে।

হে বিপ্র! আপনি যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছেন; তৎ সমুদায়ই তপোমূল। ইন্দ্রিয়-সংযম করিলেই তপস্যা হয়; উহা ভিন্ন তপোনুষ্ঠানের আর কোন প্রকার উপায় নাই। ইন্দ্রিয়ই স্বর্গ ও নরকের কারণ; ইন্দ্রিয়নিগ্রহ করিলে স্বর্গ ও ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র হইলে নরক লাভ হইয়া থকে। ইন্দ্রিয় ধারণের নামই যোগবিধি; ইন্দ্রিয়সংসর্গে রাগ দ্বেষাদিরূপ দোষ সংস্রব হয় এবং তাহাদিগের সংযমে সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি মন প্রভৃতি ছয় ইন্দ্রিয়কে বশীভূত করিতে সমর্থ হন; তিনি কদাপি অনর্থমূল পাপে লিপ্ত হন না।

পুরুষের শরীর রথ, আত্মা নিয়ন্তা এবং ইন্দ্রিয় সকল অশ্বস্বরূপ হইয়াছে। ধীর ব্যক্তি অপ্রমত্ত হইয়া দান্ত ও সদশ্ব-সংযোজিত রথাধিরূঢ় রথীর ন্যায় ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা পরম সুখে সঞ্চরণ করেন। যে ধীর পুরুষ আত্মনিষ্ঠ, একান্ত প্রমত্ত ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বগণের রশ্মি ধারণ করিতে সমর্থ হন, তিনি উৎকৃষ্ট সারথি। যেমন বিমুক্ত অশ্বগণ পথিমধ্যে চপলতা প্রকাশ করিলে তাহাদিগের ধৈর্য্য সম্পাদন করা সারথির কার্য্য; সেই রূপ ইন্দ্রিয় সকল উচ্ছৃঙ্খল হইলে ধীরতা বা তাহাদিগকে বশীভূত করা সাধু ব্যক্তির অবশ্য কর্ত্তব্য। যেমন প্রবল অনিল নৌকাকে জলমগ্ন করে; তদ্রূপ ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র মন মনুষ্যের বুদ্ধি হরণ করে। বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা মোহবশত শব্দাদি বিষয়জনিত সুখ ভোগই উপাদেয় ও বীতরাগ হওয়া অতি হেয় বলিয়া থাকে; কিন্তু সেই সকল বিষয়ের দোষ দর্শনে যাঁহারা বীতরাগ হইয়াছেন; তাঁহারাই ধ্যানজনিত উৎকৃষ্ট ফল ভোগ করেন।

একাদশাধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, ধর্ম্মব্যাধ এই রূপে নিগূঢ় তত্ত্ব সমুদায় বর্ণন করিলে পর ব্রাহ্মণ সমাহিত হইয়া পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সত্তম! তুমি সত্ত্ব, রজ ও তম গুণের বিষয় বিশেষরূপে কীর্ত্তন কর। ব্যাধ কহিল, হে ব্রহ্মন্! এই গুণত্রিতয়ের মধ্যে তম গুণ মোহাত্মক, রজ গুণ সকলের প্রবর্ত্তক এবং সত্ত্ব গুণ সাতিশয় প্রতিভাত হয় বলিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

অবিদ্যাবহুল, প্রবলেন্দ্রিয়, স্বপ্নশীল, বিবেকবিধুর, মোহাভিভূত, রোষপরবশ ও

অলস ব্যক্তিরাই তমোগুণান্বিত। যাহার বাসনা অত্যন্ত বলবতী; অভিমানের পরিসীমা নাই; যিনি অসূয়াশূন্য, উত্তম মন্ত্রী এবং আপনারে মহৎ বলিয়া বোধ করেন; তিনি রজোগুণ-বিশিষ্ট। যে ব্যক্তি ধীর, সর্ব্বত্র সুপরিচিত, বিষয়বাসনা-বিরহিত, ক্রোধ-বিবর্জ্জিত, দান্ত, ধীশক্তিসম্পন্ন ও অসূয়াশূন্য; তিনিই সত্ত্বগুণাস্পদ। সাত্ত্বিক ব্যক্তি লোকব্যবহার সন্দর্শনে অত্যন্ত বিরক্ত হন; তিনি জ্ঞাতব্য বিষয় বুঝিতে পারিয়া রজ গুণ ও তম গুণের কার্য্যকে নিন্দা করেন।

বিরাগের লক্ষণ পূর্ব্বেই প্রকাশ পায়; দেখুন, অন্তঃকরণে বৈরাগ্যের সঞ্চার হইলে অহঙ্কার মৃদু ভাব অবলম্বন করে; অন্তঃকরণ সরল ও প্রসন্ন হইয়া উঠে; তখন আর তাহার মানাপমান জ্ঞান এবং কোন বিষয়ে কোন প্রকার সংশয় থাকে না। হে ব্রহ্মন্! অধিক কি বলিব, যদি শূদ্রযোনি-সম্ভূত ব্যক্তিও সদগুণ-সম্পন্ন হয়; তাহা হইলে সে বৈশ্যত্ব ও ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিতে পারে এবং সেই আর্জ্জবসম্পন্ন ব্যক্তির ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে। আপনার নিকট সমুদায় গুণ কীর্ত্তন করিলাম; এক্ষণে আর কি শুনিতে অভিলাষ করেন; বলুন।

দ্বাদশাধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে নরোত্তম! বিজ্ঞানাখ্য তেজোধাতু পার্থিব দেহ আশ্রয় করিয়া কেন দেহাভিমানী হয় এবং প্রাণাদি বায়ু নাড়ীমার্গ অবলম্বন করিয়া কি প্রকারে দেহচেষ্টা সকল বিধান করে?

ব্যাধ কহিল, হে ব্রহ্মন্! বিজ্ঞানোপাধিক বহ্নি চিদাত্মারে আশ্রয় করিয়া শরীরকে সচেতন করে; প্রাণ বিজ্ঞান ও চিদাত্মার সহিত মিলিত হইয়া চেষ্টমান হয়। বিজ্ঞানাত্মা, চিদাত্মা ও প্রাণের সমষ্টিই জীবাত্মা; ইহাতেই ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান সমুদায় প্রতিষ্ঠিত আছে; ইনি সর্ব্বভূতের শ্রেষ্ঠ এবং সকলের কারণ; আমরা ইহাঁর উপাসনা করিয়া থাকি। এই জীবই সর্ব্বভূতের আত্মা; ইনিই সনাতন পুরুষ; ইনিই মহান্, বুদ্ধি ও অহঙ্কার ও শব্দাদিবিষয়। ইহাঁর দ্বারাই লোক সকলের আন্তরিক ও বাহ্যিক চেষ্টা সম্পন্ন হয়। ইনি উপাধির আবেশপ্রভাবে জীবভাব লাভানন্তর জঠরানল আশ্রয়-পূর্ব্বক মূত্রাশয় ও পুরীষাশয়ে পৃথক পৃথক্ গতি লাভ করেন। মূত্র ও পুরীষরাশি বহন করিয়া অপান বায়ু পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে; সেই এক অপান বায়ু প্রযত্ন, কর্ম্ম ও বল এই ত্রিবিধ বিষয়ে বিদ্যমান থাকে। অধ্যাত্মবেত্তা মহাত্মারা তাহাকেই উদান বায়ু বলিয়া কীর্ত্তন করেন। আর যে বায়ু মনুষ্যের শরীরসন্ধিতে সন্নিবিষ্ট আছে; তাহাই ব্যান্ বলিয়া অভিহিত হয়।

ত্বগাদিকতক ব্যাপ্ত জঠরানল বায়ুপ্রেরিত হইয়া অন্নাদি রস, শোণিতাদি ধাতু ও পিত্তাদি দোষ সমুদায় পরিণত করিয়া সঞ্চরণ করিতেছে। প্রাণাদি বায়ুর একত্র সন্নিপাতহেতু সজ্ঘর্ষণ জন্মে; সেই সজ্ঘর্ষণজনিত উষ্মাকেই জঠর অগ্নি কহে; উহাতেই দেহীদিগের অন্নাদি ভুক্ত বস্তু সকল পরিপাক হইয়া থাকে। সমান ও উদানমধ্যে প্রাণ ও অপান বায়ু সমাহিত আছে; তন্নিমিত্ত প্রাণ, অপান ও সমান সপ্ত বায়ুর সংঘর্ষণজনিত অনল ধাতুময় দেহকে সম্যক পরিবর্দ্ধিত করিতেছে। সেই অগ্নির পায়ু পর্য্যন্ত প্রদেশকে অপান বলিয়া নির্দ্দেশ করে। সেই অপান হইতে দেহীদিগের প্রাণাদি পঞ্চ বায়ুর প্রবাহ সঞ্জাত হইতেছে। অগ্নিবেগে ঊর্দ্ধগামী প্রাণ অপানান্তে প্রতিহত ও ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া পুনর্ব্বার অগ্নিকে উৎক্ষিপ্ত করে। নাভির অধোভাগ পাকস্থলী ও ঊর্দ্ধভাগ আমাশয়। নাভিমধ্যে প্রাণ সকল প্রতিষ্ঠিত আছে। শরীরস্থ নাড়ী সকল

প্রাণ প্রভৃতি দশবিধ বায়ু দ্বারা প্রেরিত ও ও হৃদয় হইতে ঊর্দ্ধ, অধ ও তির্য্যক্‌ভাবে প্রবৃত্ত হইয়া অন্নরস সকল বহন করিতেছে। জিতক্রম ও ধীর যোগীরা এই নাড়ীপথ দ্বারা ব্রহ্মকে লাভ করিয়া থাকেন এবং মস্তকে আত্মারে ধারণ করেন। এই রূপে সর্ব্ব দেহে প্রাণ ও অপান বায়ু বিস্তীর্ণ রহিয়াছে। লিঙ্গ-শরীরাত্মক ও প্রাণাদি ষোড়শ কলা-সম্পন্ন সুতরাং মূর্ত্তিমান্ আত্মারে নিত্য যোগবলে অবগত হইবে। স্থালীসমাহিত অগ্নির ন্যায় যিনি ষোড়শ কলায় নিরন্তর অবস্থিতি করেন; তাঁহারে আত্মা বলিয়া জানিবে; পদ্মপত্রস্থ জলবিন্দুর ন্যায় যে দেব ষোড়শ কলায় অবস্থান করিতেছেন; তিনিই নিত্য পরমাত্মা ও যোগলভ্য। জীবাত্মা সত্ত্ব, রজ ও তম গুণের আশ্রয় ও নির্গুণ পরমাত্মার বশম্বদ। জড় শরীরাদি জীবের উপভোগ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। পরমাত্মা জীবরূপে স্বয়ং চেষ্টমান হইয়া ঈশ্বররূপে সকলকে চেষ্টমান করেন। আত্মজ্ঞানীরা সেই আত্মাকে জীব ও ঈশ্বর অপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং সপ্ত ভুবনপ্রবর্ত্তক বলিয়া কীর্ত্তন করেন। এই রূপে ভূতাত্মা সর্ব্বভূতে প্রকাশমান হইতেছেন। জ্ঞান-বানেরা সূক্ষ্ম বুদ্ধি দ্বারা তাঁহারে দর্শন করিয়া থাকেন। চিত্তের প্রসন্নতাবলে শুভাশুভ সমুদায় কর্ম্মই বিনষ্ট হইয়া যায়; পরিশেষে সেই বিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি ব্রহ্মসাক্ষাৎকার-জনিত অনন্ত সুখ সম্ভোগ করেন। যেমন পরিতৃপ্ত ব্যক্তি পরম সুখে নিদ্রিত হয় এবং সমীরণ-শূন্য প্রদেশে সুচারুরূপে প্রদীপিত দীপ যেমন সমুজ্জ্বলিত হইতে থাকে; আত্মপ্রসাদশালী ব্যক্তিও তদ্রূপ লক্ষিত হন। অপাহারী বিশুদ্ধচিত্ত পুরুষ পূর্ব্ব রাত্রিতেই হউক বা পর রাত্রিতেই হউক, নিরন্তর যোগ সাধন ও হৃদয়ে আত্মারে সন্দর্শন করত প্রদীপ্ততর দীপের ন্যায় মনোদীপ দ্বারা নির্গুণ আত্মারে অবলোকন করিয়া মুক্তি লাভ করেন।

সকল প্রকার উপায় উদ্ভাবন-পূর্ব্বক ক্রোধ ও লোভকে বশীভূত করিলে লোকের পবিত্রতা সম্পাদন হইয়া থাকে; তপস্যা কেবল সেতুস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ক্রোধ উপস্থিত হইলে তপস্যা হয় না; মাৎসর্য্যের উদয় হইলে ধর্ম্ম লাভ হয় না; মানাপমানের ভয় করিলে বিদ্যা লাভ হয় না ও প্রমত্ত হইলে আত্ম-সাক্ষাৎকার লাভ হয় না; অতএব উক্ত দোষ সকল পরিত্যাগ করিবে। অনৃশংসতাই উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম; ক্ষমাই পরম বল; আত্মজ্ঞানই অতি প্রধান জ্ঞান এবং সত্যই পরম পবিত্র ব্রত। যাহা সাধারণের হিতজনক তাহাই সত্য সত্যই শ্রেয়োলাভের অদ্বিতীয় উপায়; সত্যপ্রভাবেই যথার্থ জ্ঞান ও হিত সাধন হয়।

যাঁহার সকল অনুষ্ঠানই কামনাশূন্য আর যিনি বিষয়বাসনা সকল একেবারে বিসর্জ্জন করিয়াছেন; তিনিই যথার্থ বুদ্ধিমান্ ও উদাসীন। গুরু এই রূপ উদাসীন ব্যক্তিরে যোগ শ্রবণ না করাইয়া সঙ্কেত দ্বারা তদ্বিষয়ের উপদেশ প্রদান করিবেন; ভোগতৃষ্ণাতে চিত্তের ঔদাস্য হইলে ক্রমে ক্রমে ব্রহ্মে প্রীতি জন্মে; তাহাকেই যোগ-সংজ্ঞিত ব্রহ্মসংযোগ বলিয়া জানিবে। সকলের সহিত মৈত্রী ভাব সংস্থাপন করিবে; কোন প্রাণীর হিংসা ও কদাচ কাহার সহিত বিবাদ করিবে না। বুদ্ধিপূর্ব্বক প্রতিগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া ইহ কাল ও পর কালে বৈরাগ্য অবলম্বন করত সতত যতব্রত হইবে। অকিঞ্চনত্ব, সন্তোষ, নিরাশিত্ব, অচাপল্য ও আত্মজ্ঞান এই কএকটী বস্তুই সর্ব্বোৎকৃষ্ট; ইহাদিগকে হৃদয়ে অবকাশ দান করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

তপঃপরায়ণ, দান্ত, সংযতাত্মা, অজিত, জয়াভিলাষী ও নিস্পৃহ মুনিগণের সহিত

সর্ব্বদা সঙ্গত হইবে। যিনি সুখ দুঃখ সমুদায় পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সর্ব্ববিষয়ে একান্ত নিস্পৃহ; তিনিই গুণাগুণ-সম্পন্ন ললনাদি-সঙ্গহীন জীবাত্ম-নিষ্পাদ্য, জ্ঞানাধিগম্য, স্বর্গাদি-সুখবিশিষ্ট এবং জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয়স্বরূপ ব্রহ্ম লাভ করিতে সমর্থ হন। হে দ্বিজোত্তম! আমি যেরূপ শ্রবণ করিয়াছি; সংক্ষেপে তাহাই কহিলাম; এক্ষণে আর কি কীর্ত্তন করিব বলুন।

ত্রয়োদশাধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে যুধিষ্ঠির! ধর্ম্মব্যাধ এই রূপে সমুদায় মোক্ষধর্ম্ম কহিলে পর ব্রাহ্মণ প্রীত হইয়া তাহারে কহিলেন, হে ধর্ম্মাত্মন্! তুমি যাহা যাহা কহিলে, তৎসমুদায়ই ন্যায়ানুগত। ধর্ম্মবিষয়ে তোমার কিছুই অবিদিত নাই।

ব্যাধ কহিল, হে দ্বিজোত্তম! আমি যে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া এই সিদ্ধি লাভ করিয়াছি; আপনি তাহা এক বার প্রত্যক্ষ অবলোকন করুন। আর আপনি শীঘ্র গাত্রোত্থানপূর্ব্বক ভবনাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া আমার পিতা মাতাকে দর্শন করুন।

ব্রাহ্মণ ব্যাধের বাক্যানুসারে তাহার সহিত সেই পরম রমণীয় চতুঃশাল সৌধমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ঐ সৌধ সুরসদনসদৃশ, দেবগণ-পূজিত, নানাবিধ আসন ও শয়নীয়ে ব্যাপ্ত এবং পরমোৎকৃষ্ট গন্ধদ্রব্য সমুদায়ে সমাকীর্ণ। ব্রাহ্মণ তন্মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক দেখিলেন যে, ব্যাধের বৃদ্ধ পিতা ও মাতা শুক্লাম্বর পরিধান ও উত্তমরূপ আহার করিয়া পরম পরিতুষ্ট চিত্তে উৎকৃষ্ট আসনে উপবিষ্ট রহিয়াছে।

ধর্ম্মব্যাধ স্বীয় পিতামাতাকে অবলোকন করিবামাত্র তাহাদিগের পদতলে নিপতিত হইল। বৃদ্ধ দম্পতী নিজ তনয়কে চরণতলে নিপতিত নিরীক্ষণ করিয়া কহিতে লাগিল, বৎস! গাত্রোত্থান কর; ধর্ম্ম তোমারে রক্ষা করুন; আমরা তোমার শৌচ সন্দর্শনে পরম প্রীত হইয়াছি; অতএব তুমি দীর্ঘায়ু হও। তুমি ইষ্ট গতি, জ্ঞান ও মেধা প্রাপ্ত হইয়াছ; তুমি আমাদের সৎপুত্র; প্রত্যহই যথাকালে উত্তমরূপে আমাদিগকে পূজা করিয়া থাক ও দেবতা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ জ্ঞান কর। তুমি দ্বিজাতিগণের প্রতি সতত প্রযতচিত্ত ও একান্ত দান্ত হইয়াছ; অতএব হে পুত্র! আমার পূর্ব্ব পিতামহগণ তোমার দম ও পিতৃপূজন সন্দর্শনে তোমার প্রতি পরম পরিতুষ্ট রহিয়াছেন। তুমি কায়মনোবাক্যে আমাদের শুশ্রূষা করিতে অণুমাত্র ত্রুটি কর না। ফলত তোমার মন কেবল আমাদের প্রতিই সতত অনুরক্ত রহিয়াছে। হে বৎস! জমদগ্নি-নন্দন পরশুরাম যেমন স্বীয় বৃদ্ধ পিতামাতার সেবা করিয়াছিলেন; তুমিও তদ্রূপ আমাদের শুশ্রূষা করিতেছ।

বৃদ্ধ দম্পতীর বাক্যাবসানে ধর্ম্মব্যাধ গাত্রোত্থান-পূর্ব্বক সেই ব্রাহ্মণের বিষয় তাহাদের নিকট নিবেদন করিল। তখন তাহারা সেই ব্রাহ্মণকে স্বাগত প্রশ্নপূর্ব্বক যথাবিধি পূজা করিলে ব্রাহ্মণও প্রতিপূজন-পূর্ব্বক তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে বৃদ্ধ দম্পতি! তোমাদের পুত্র ও ভৃত্যগণ এবং স্বীয় শরীরের ত মঙ্গল? বৃদ্ধদ্বয় কহিল, হে মহাত্মন্! আমাদের সমুদায় মঙ্গল। আপনি ত নির্ব্বিঘ্নে আগমন করিয়াছেন? ব্রাহ্মণ হৃষ্টচিত্তে কহিলেন, হাঁ, নির্ব্বিঘ্নেই আগমন করিয়াছি।

তখন ধর্ম্মব্যাধ ব্রাহ্মণের প্রতি দৃষ্টিপাত করত কহিতে লাগিল, হে ভগবন্! ইহাঁরা আমার পিতা মাতা, আমি ইহাঁদিগকে দেবতার তুল্য বিবেচনা করি; দেবগণের উদ্দেশে যাহা যাহা করিতে হয়; তৎ সমুদায় ইহাঁদের সমীপেই সম্পন্ন করিয়া থাকি। যেমন ইন্দ্রাদি দেবগণ সর্ব্বলোকের পূজনীয়; তদ্রূপ এই বৃদ্ধ দম্পতি আমার অর্চ্চনীয়।

ব্রাহ্মণগণ যেমন দেবগণের নিমিত্ত উপহার আহরণ করেন, আমিও ইহাদের নিমিত্ত তদ্রূপ উপহার আহরণ করিয়া থাকি। এই পিতামাতা আমার পরম দেবতাস্বরূপ; আমি ইহাদিগকে নানাবিধ পুষ্প, ফল ও রত্ন দ্বারা সতত পরিতুষ্ট করি। আমি এই দুই জনকে অগ্নি, যজ্ঞ ও চারি বেদের ন্যায় জ্ঞান করি। হে ব্রহ্মন্! আমার ভার্য্যা, পুত্র, সুহৃজ্জন ও প্রাণ এই সমুদায়ই ইহাদিগের সেবার নিমিত্ত আছে। আমি পুত্র কলত্র সমভিব্যাহারে সতত ইহাদিগের শুশ্রূষা করি।

হে দ্বিজসত্তম! আমি স্বয়ং ইহাদিগকে স্নান করাইয়া পাদ প্রক্ষালন-পূর্ব্বক স্বহস্তে আহার প্রদান করি। সতত ইহাঁদের অনুকূল বাক্য প্রয়োগ করি, বিপ্রিয় বাক্য কদাচ আমার মুখ হইতে বিনির্গত হয় না। অধিক কি, ইহাদের প্রিয় কর্ম্মানুষ্ঠানের নিমিত্ত যদি অধর্ম্মাচরণ করিতে হয়; তথাপি আমি তাহাতে পরাঙ্মুখ হই না।

হে দ্বিজসত্তম! আমি পিতামাতারে ধর্ম্মস্বরূপ জ্ঞান করিয়া আলস্য পরিত্যাগপূর্ব্বক অনন্যমনে সতত তাঁহাদিগের শুশ্রূষা সম্পন্ন করিয়া থাকি। পিতা, মাতা, অগ্নি, আত্মা ও উপদেষ্টা এই পাঁচ জন গুরু। এই পাঁচজনের প্রতি সম্যক্‌রূপে সদ্ব্যবহার করিলে প্রত্যহ অগ্নিসেবা সম্পন্ন হয়। হে বিপ্রেন্দ্র! গৃহস্থ ব্যক্তির এই রূপ নিত্য ধর্ম্ম প্রতিপালন করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

চতুর্দ্দশাধিক শততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, ধর্ম্মব্যাধ এই রূপে ব্রাহ্মণসমীপে স্বীয় মাতাপিতার বৃত্তান্ত নিবেদনানন্তর পুনরায় কহিতে লাগিল; হে ব্রহ্মন্! যে নিমিত্ত সেই সত্যশীলা পতিপরায়ণা কামিনী "হে বিপ্র! আপনি মিথিলায় গমন করুন; তত্রস্থ ব্যাধ আপনারে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিবে" এই কথা বলিয়া আপনারে এস্থানে প্রেরণ করিয়াছেন; আমি দিব্য চক্ষু ও তপোবলপ্রভাবে তাহা বুঝিতে পারিয়াছি।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, হে যতব্রত! সুশীলা পরিব্রতা তোমারে যে পরম ধর্ম্মজ্ঞ ও গুণবান্ বলিয়াছিলেন; এক্ষণে তাহা আমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিলাম।

ব্যাধ কহিল, হে বিপ্রবর! সেই পতিব্রতা আমার বৃত্তান্ত সম্যক্‌রূপে জানিতে পারিয়াই আপনারে আমার নিকট উপস্থিত হইতে কহিয়াছেন। আমি আপনার হিত সাধনার্থই আপনারে এই সমুদায় প্রদর্শন করিলাম; এক্ষণে হিতোপদেশ প্রদান করিতেছি; শ্রবণ করুন।

আপনি পিতামাতার অনুমতি না লইয়াই তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বেদাধ্যয়নার্থ গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া নিতান্ত অন্যায় কার্য্য করিয়াছেন। সেই বৃদ্ধ জনক জননী আপনার শোকে অন্ধ হইয়াছেন; অতএব আপনি তাঁহাদিগকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত শীঘ্র গমন করুন। আপনি তপস্বী, মহাত্মা ও ধর্ম্মনিরত; অতএব আপনি শীঘ্র পিতামাতারে প্রসন্ন করিতে গৃহাভিমুখে গমন করুন; নতুবা আপনার সমুদায় ধর্ম্ম কর্ম্মই ব্যর্থ হইবে। হে ব্রহ্মন! আমি আপনারে সদুপদেশ প্রদান করিতেছি; আপনি আমার বাক্যে শ্রদ্ধা করত সত্বরে জনকজননীসন্নিধানে গমন করুন।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, হে ধর্ম্মাত্মন্! তুমি যাহা কহিলে, তৎ সমুদায়ই যথার্থ; তাহার সন্দেহ নাই; অতএব আমি তোমার প্রতি পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি।

ব্যাধ কহিল, হে ব্রহ্মন্! আপনি প্রাকৃত জনগণের দুষ্প্রাপ্য সনাতন কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা দেবপ্রতিম হইয়াছেন; অতএব স্বীয় পিতামাতার সমীপে গমনপূর্ব্বক অপ্রমত্ত চিত্তে তাঁহাদের পূজা করুন।

আমার মতে উহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কর্ম্ম আর কিছুই নাই।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! আমি ভাগ্যবলেই এখানে আসিয়াছি ও ভাগ্যবলেই তোমার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছি। হে ধর্ম্মাত্মন্! তোমার ন্যায় ধর্ম্মোপদেষ্টা ব্যক্তি নিতান্ত দুর্লভ; কেন না এই জগতীতলে সহস্রের মধ্যে এক জন ধর্ম্মজ্ঞ হন কি না সন্দেহ। হে মহাত্মন্! অদ্য আমি তোমার সত্যাচার সন্দর্শনে পরম প্রীত হইলাম। আমি নরকে নিপতিত হইতেছিলাম; তুমিই অদ্য আমারে সমুদ্ধৃত করিলে। অদ্য ভবিতব্যতা-প্রভাবে তোমার সন্দর্শন প্রাপ্ত হইয়াছি। যেমন ভৌম নরকে পতনোন্মুখ রাজা যযাতি সদাত্মা স্বীয় দৌহিত্রগণের অনুগ্রহে সন্তারিত হইয়াছিলেন; তদ্রূপ তুমি আজি আমারে রক্ষা করিলে।

হে পুরুষাগ্রগণ্য! আমি তোমার বচনানুসারে অদ্যাবধি সংযতচিত্তে পিতামাতার শুশ্রূষা করিব। মূঢ় ব্যক্তি কখনই ধর্ম্মাধর্ম্ম নির্ণয় করিতে বা উহার উপদেশ দিতে পারে না; আর সনাতন ধর্ম্ম শূদ্রজাতির নিতান্ত দুর্জ্ঞেয়; অতএব স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, তোমার শূদ্রতা প্রাপ্তিবিষয়ে অবশ্যই কোন গূঢ় কারণ আছে। হে মহামতে! আমি যথার্থরূপে এই বিষয় জানিতে বাসনা করি; তুমি অনুগ্রহ করিয়া কীর্ত্তন কর।

ব্যাধ কহিল, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আমার মতে ব্রাহ্মণগণের বাক্য অতিক্রমণ করা নিতান্ত অনুচিত; অতএব আমার পূর্ব্বজন্মের বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছি; শ্রবণ করুন। আমি পূর্ব্বজন্মে বেদবেদাঙ্গ-পারগ ব্রাহ্মণ ছিলাম; আপনার দোষেই এই দুরবস্থাগ্রস্ত হইয়াছি। হে দ্বিজবর! পূর্ব্বজন্মে এক ধনুর্ব্বেদপরায়ণ ভূপতি আমার সখা ছিলেন। তাঁহার সহিত সতত সহবাস হওয়াতে আমিও ক্রমে ক্রমে এক জন ধনুর্দ্ধর হইয়া উঠিলাম। একদা ঐ ভূপতি প্রধান প্রধান যোদ্ধা ও মন্ত্রিগণ সমভিব্যাহারে মৃগয়াভিলাষী হইয়া এক তপোবনে গমন করিলেন। আমিও তাঁহার সহিত মৃগয়ায় গমন করিলাম। দৈবের কি অখণ্ডনীয় প্রভাব! আমি তীক্ষ্ণ শরনিকর দ্বারা মৃগগণের প্রাণ সংহার করিতেছিলাম; এমত সময়ে দৈবাৎ এক বাণ মহর্ষির গাত্রে নিপতিত হইল।

হে দ্বিজবর! মহর্ষি বাণাঘাতে একান্ত ব্যথিত ও ধরাতলে নিপতিত হইয়া উচ্চ স্বরে কহিলেন, হায়! আমি কাহারও কোন অপরাধ করি নাই; তবে কে এমন পাপ কর্ম্ম করিল? আমি ঐ সময়ে শর দ্বারা মৃগবিদ্ধ করিয়াছি বিবেচনা করিয়া সহসা তথায় গমনপূর্ব্বক দেখিলাম, বাণ দ্বারা ঋষিরে বিদ্ধ করিয়াছি। হে ব্রহ্মন্! মহর্ষিরে ক্ষিতিতলে বিলুণ্ঠমান অবলোকন করত আপনার অকার্য্য স্মরণ করিয়া নিতান্ত ব্যথিতচিত্ত হইলাম। পরে বিনয় বচনে মহর্ষিরে কহিলাম, হে ব্রহ্মন্! আমি অজ্ঞাতসারে এই কুকর্ম্ম করিয়াছি; অতএব আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন। মহর্ষি আমার বাক্যে অনাস্থা প্রদর্শনপূর্ব্বক রোষকষায়িত লোচনে আমারে কহিলেন, অরে ক্রূর! তুই ব্যাধ হইয়া শূদ্রযোনিতে জন্ম গ্রহণ করবি।

পঞ্চদশাধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

ব্যাধ কহিল, হে দ্বিজবর! ঋষি এই রূপ অভিসম্পাত করিলে আমি তাঁহার শরণাগত হইয়া বিনয়নম্র বাক্য নিবেদন করিলাম, মহর্ষে! আমি অজ্ঞানপ্রযুক্ত ঈদৃশ দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি; অতএব আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া ক্ষমা প্রদর্শন করুন। ঋষি কহিলেন, আমি যে শাপ প্রদান করিয়াছি; তাহা কোন ক্রমেই ব্যর্থ হইবে না; তবে অধুনা এই মাত্র অনুগ্রহ করিতে পারি যে,

তুমি শূদ্রযোনি-সম্ভূত হইয়া পরম ধার্ম্মিক হইবে এবং অবিচলিত ভক্তিসহকার পিতা-মাতার শুশ্রূষা করিবে। সেই শুশ্রূষাফলে তোমার সিদ্ধি ও মহত্ত্ব লাভ হইবে এবং তুমি জাতিস্মর হইয়া স্বর্গে গমন করিবে। অনন্তর শাপ ক্ষয় হইলে তুমি পুনরায় ব্রাহ্মণকুলে সমুৎপন্ন হইবে।

উগ্রতেজা মহর্ষি প্রথমত অতি কঠোর শাপ প্রদান করিয়া পরিশেষে আমার প্রতি এই রূপ অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেন। আমি তাঁহার শরীর হইতে শর উদ্ধৃত করিয়া তাঁহারে লইয়া আশ্রমে গমন করিলাম; কিন্তু ভাগ্যক্রমে শরাঘাতে তাঁহার প্রাণ বিয়োগ হয় নাই। হে দ্বিজোত্তম! আমার পূর্ব্ব বৃত্তান্ত সমস্ত কীর্ত্তন করিলাম; আমি মুনিবচনপ্রভাবে ও পিতৃভক্তিবলে স্বর্গ লাভ করিতে পারিব; সন্দেহ নাই।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, হে মহামতে! মনুষ্য এই রূপে সুখ দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া থাকে; অতএব উৎকণ্ঠিত হওয়া সর্ব্বতোভাবে অনুচিত। তুমি পূর্ব্বে আপনার জাতি জানিয়াও মৃগয়ারূপ দুষ্কর কর্ম্ম করিয়াছিলে; এই নিমিত্ত আত্মকৃত কর্ম্মদোষ-জনিত ক্লেশ কিঞ্চিৎকাল ভোগ কর; পরে পবিত্র দ্বিজকুলে সমুৎপন্ন হইবে; সন্দেহ নাই। সম্প্রতি তোমারে ব্রাহ্মণ বলিয়া আমার বোধ হইতেছে; পাতিত্য-জনক, কুক্রিয়াসক্ত, দাম্ভিক ব্রাহ্মণ প্রাজ্ঞ হইলেও শূদ্রসদৃশ হয় আর যে শূদ্র সত্য, দম ও ধর্ম্মে সতত অনুরক্ত; তাহারে আমি ব্রাহ্মণ বিবেচনা করি; কারণ, ব্যবহারেই ব্রাহ্মণ হয়। মনুষ্যেরা কর্ম্মদোষবশত দুর্গতি লাভ করিয়া থাকে, কিন্তু তোমার উভয়বিধ কার্য্যেই অতিসামান্য দোষ দৃষ্ট হইতেছে; অতএব প্রগাঢ় উৎকণ্ঠা দূরীকৃত কর। লোক-ব্যবহারজ্ঞ, ধর্ম্মপরায়ণ ভবাদৃশ ব্যক্তিরা কখন বিষাদসাগরে নিমগ্ন হন না।

ব্যাধ কহিল, হে দ্বিজোত্তম! জ্ঞান দ্বারা মানসিক দুঃখ ও ঔষধ দ্বারা শারীরিক দুঃখ নিবারিত হয়; এই জ্ঞান স্থবির ব্যক্তির ন্যায় বালকদিগের অন্তঃকরণে সমুদিত হয় না। অল্পবুদ্ধি মনুষ্যেরাই ইষ্টবিয়োগ ও অনিষ্ট-সংযোগে দুঃখিত হয়। সকল ভূতই সুখ, দুঃখ ও মোহে সংযুক্ত এবং বিযুক্ত হইয়া থাকে; অতএব তন্নিমিত্ত শোক করা নিতান্ত অনুচিত।

লোকে অনিষ্টাপাত দর্শনে অত্যন্ত বিরক্ত হয়; কিন্তু যদি উপক্রমে অবগত হইতে পারে; তাহা হইলে অনিষ্টাপাতের প্রতিকার চেষ্টা করে। আর শোক করিলে কেবল পরিতাপ ভিন্ন আর কিছুই লাভ হয় না। যাঁহারা সুখ দুঃখ উভয়ই পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হন; সেই জ্ঞানতৃপ্ত মনীষী মহাপুরুষেরাই যথার্থ সুখী।

অসন্তোষ অতি হেয় পদার্থ; উহার অন্ত নাই; মূঢ় লোকেরাই নিরন্তর সেই অসন্তোষের পরবশ হইয়া থাকে; কিন্তু পণ্ডিতগণের চিত্তক্ষেত্রে অশেষ সুখনিদান সন্তোষ বদ্ধমূল হইয়া সর্ব্বদা বাস করে; তাঁহারা দুর্গতি প্রাপ্ত হইলেও কখন শোকাভিভূত হন না। জ্ঞানী ব্যক্তির বিষণ্ণ হওয়াও কোন ক্রমে উচিত নহে; কারণ, বিষাদ তীব্রতর বিষস্বরূপ; যেমন ক্রোধান্ধ ভুজঙ্গ বালককে দংশন করে; তদ্রূপ বিষাদ নির্ব্বোধ ব্যক্তির প্রাণ সংহার করে। বিষাদ বিক্রমসময়ে যাঁহারে অভিভূত করে; সে তেজোবিহীন; সুতরাং তাহার পৌরুষ থাকে না।

কর্ম্ম করিলে অবশ্যই তাহার ফল ভোগ করিতে হয়; অতএব দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া ঔদাস্য করা অবিধেয়; কেন না অন্তঃকরণে নির্ব্বেদ উপস্থিত হইলে কিছুমাত্র প্রতিভা থাকে না; অতএব দুঃখ হইতে বিমুক্ত হইবার উপায় উদ্ভাবন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। শোকরহিত হইয়া

কার্য্য করিলে কদাচ দুঃখ বা বিপদ্ উপস্থিত হয় না। যে প্রাজ্ঞ পুরুষেরা জীবের বিনশ্বরত্ব চিন্তা করিয়া জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হন; তাঁহারা কদাচ শোকাভিভূত হন না; প্রত্যুত সদ্গতি লাভ করেন।

হে বিদ্বন্! আমি এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া বিষণ্ণ বা শোকাভিভূত হই না; বরং অবিচলিত চিত্তে কালের প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছি।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, হে ধর্ম্মব্যাধ! তুমি অসামান্য ধীশক্তি-সম্পন্ন, মেধাবী, ধর্ম্মজ্ঞ ও জ্ঞানে পরিতৃপ্ত হইয়াছ; অতএব তোমার নিমিত্ত উদ্বিগ্ন হইবার আবশ্যক নাই। এক্ষণে বিদায় হই; তোমার মঙ্গল হউক; ধর্ম্ম তোমারে রক্ষা করুন; তুমি সর্ব্বদা অপ্রমত্ত হইয়া ধর্ম্ম চিন্তা করিবে। ব্যাধ কৃতাঞ্জলিপুটে যে আজ্ঞা বলিয়া ব্রাহ্মণকে বিদায় করিলে পর তিনি তাহারে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর ব্রাহ্মণ গৃহে উপস্থিত হইয়া যথান্যায়ে দৃঢ়তর ভক্তি-সহকারে পিতামাতার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। হে ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য যুধিষ্ঠির! তুমি ধর্ম্মবিষয়ে যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে এবং ধর্ম্মব্যাধ যে পতিব্রতা ও ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য এবং জনকজননীর শুশ্রূষা কীর্ত্তন করিয়াছেন তৎ সমুদায় বর্ণন করিলাম। যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে ধর্ম্মবিদাম্বর! আপনি যে অদ্ভুত অনুত্তম ধর্ম্মাখ্যান কীর্ত্তন করিলেন; ইহা পরম প্রীতিকর ও শ্রুতিসুখাবহ বলিয়া এই দীর্ঘ কাল মুহূর্ত্তের ন্যায় অতিবাহিত হইল। আমি ধর্ম্মাখ্যান শ্রবণে অদ্যাপি পরিতৃপ্ত হই নাই।

ষোড়শাধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির মহর্ষি মার্কণ্ডেয়ের সমীপে উক্ত প্রকার ধর্ম্মসংযুক্ত কথা শ্রবণানন্তর পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ব্রহ্মন্! পূর্ব্বে ভগবান্ হুতাশন কি নিমিত্ত সলিলে প্রবেশ করিয়াছিলেন? অগ্নি এক; কিন্তু কার্য্যকালে তাঁহার বহুত্ব দৃষ্ট হয়; তাহার কারণ কি? তিনি অন্তর্হিত হইলে পর ভগবান্ অঙ্গিরা কিরূপে স্বয়ং হুতাশন হইয়া হব্য বহন করিয়াছিলেন? কার্ত্তিকেয় কিরূপে সমুৎপন্ন হন? কিরূপেই বা মহাদেবের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করেন? আর গঙ্গা ও কৃত্তিকাগণই বা কিরূপে তাঁহার মাতা হইয়াছিলেন? হে মহর্ষে! আপনার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে আমার একান্ত কৌতূহল জন্মিয়াছে; আপনি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া সমুদায় বৃত্তান্ত যথাবৎ কীর্ত্তন করুন।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে রাজন্! ভগবান্ হুতাশন যে নিমিত্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তপোনুষ্ঠানজন্য সলিলে প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং মহর্ষি অঙ্গিরা যে প্রকারে স্বীয় প্রভাবে সমুদায় জগৎ সন্তাপিত ও তিমির বিনষ্ট করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি; শ্রবণ কর।

পূর্ব্বকালে মহাভাগ অঙ্গিরা আশ্রমে থাকিয়া অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান দ্বারা অগ্নি অপেক্ষা অধিকতর তেজস্বী হইয়া উঠিলেন। তিনি ক্রমে ক্রমে সূর্য্যের ন্যায় স্বীয় প্রভাপ্রভাবে সমুদায় জগৎ প্রকাশিত করিতে লাগিলেন। ঐ সময় ভগবান্ হব্যবাহন সলিলমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক তপোনুষ্ঠান করিতেছিলেন। তিনি অঙ্গিরার প্রভাবে একান্ত সন্তপ্ত ও গ্লানিযুক্ত হইলেন কিন্তু উহার কোন কারণই অবগত হইতে পারিলেন না। পরিশেষে মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, ব্রহ্মা এই সমস্ত লোকের নিমিত্ত অন্য এক অগ্নি সৃষ্টি করিয়াছেন। বহু দিবস তপস্যা করাতে আমার অগ্নিত্ব বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে কি করি; কিরূপেই বা পুনরায়

অগ্নিত্ব প্রাপ্ত হই। ভগবান্ হুতাশন এই রূপে চিন্তা করিতে করিতে সেই অগ্নিসদৃশ লোকতাপন মহর্ষিরে নিরীক্ষণ করিয়া শনৈঃ শনৈঃ তাঁহার সমীপে গমন করিলেন।

মহাভাগ অঙ্গিরা অগ্নিরে অবলোকন করিয়া সভয়ান্তঃকরণে কহিলেন, হে ভগবন্! আপনি শীঘ্র অগ্নি হইয়া জনগণের হিত সাধন করুন; আপনি এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক ত্রিলোকীমধ্যে বিশেষরূপে জ্ঞাত আছেন। ভগবান্ কমলযোনি তিমিরাপনোদনজন্য প্রথমে আপনার সৃষ্টি করিয়াছেন; অতএব আপনি শীঘ্র আপনার অধিকার প্রাপ্ত হউন।

অগ্নি কহিলেন, লোকমধ্যে আমার কীর্ত্তি বিনষ্ট হইয়াছে; আপনি এক্ষণে হুতাশনত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। লোকে আপনারেই অগ্নি বলিয়া জানিবে; আমারে কেহই অগ্নি বলিয়া মান্য করিবে না; অতএব আমি অগ্নিত্ব পরিত্যাগ করিতেছি; আপনিই প্রথম অগ্নি হউন আর আমি দ্বিতীয় অগ্নি হইব।

অঙ্গিরা কহিলেন, হে হুতাশন! আপনি অগ্নি হইয়া হবির্বহন দ্বারা প্রজাগণের স্বর্গলাভের পথ প্রকাশ করুন আর আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া আমারে প্রথমে একটী পুত্র প্রদান করুন।

ভগবান্ হুতাশন অঙ্গিরার প্রার্থনানুরূপ কার্য্য করিতে সম্মত হইলে বৃহস্পতি নামে অঙ্গিরার এক পুত্র জন্মিল। দেবগণ অগ্নির প্রভাবে অঙ্গিরার প্রথম পুত্র জন্মিয়াছে জানিয়া তাঁহার সমীপে আগমনপূর্ব্বক কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি দেবগণের সমীপে সমুদায় কারণ ব্যক্ত করিলেন। দেবগণও তাঁহার বাক্যে অনুমোদন করিলেন। হে রাজন্! অগ্নি নানাপ্রকার, উহাঁরা বহুবিধ কর্ম্ম দ্বারা বিখ্যাত; উহাঁদের এক একটী দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়া থাকে।

সপ্তদশাধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে নৃপবর! ব্রহ্মার তৃতীয় পুত্র অঙ্গিরার ভার্য্যার নাম শুভা। শুভার গর্ভে অঙ্গিরার যে কতকটী সন্তান হইয়াছে, কহিতেছি শ্রবণ কর। বৃহৎকীর্ত্তি, বৃহজ্জ্যোতি, বৃহদ্ব্রহ্মা, বৃহন্মনা, বৃহন্মন্ত্র, বৃহদ্ভাস ও বৃহস্পতি। অঙ্গিরার প্রথম কন্যা দেবী ভানুমতী; উনি উক্ত সন্তানগণ অপেক্ষা সাতিশয় রূপবতী। দ্বিতীয় কন্যার নাম রাগা; ইনি সর্ব্বভূতের অনুরাগাস্পদ ছিলেন বলিয়া ঐ নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যিনি রুদ্রের সুতা বলিয়া বিখ্যাত; যিনি সাতিশয় তনুত্বপ্রযুক্ত লোকে দৃশ্যাদৃশ্য হইয়াছেন; সেই সিনিবালী অঙ্গিরার তৃতীয় কন্যা। চতুর্থ কন্যা অর্চ্চিষ্মতী; উহাকে পূর্ণিমা বলে। পঞ্চম কন্যা হবিষ্মতী; উহারে চতুর্থী কহে। ষষ্ঠ দুহিতা মহিষ্মতী; উহাই চতুর্দ্দশীযুক্তা পূর্ণমাসী বলিয়া থাকে। যিনি দীপ্ত যজ্ঞ সমুদায়ে মহামতি বলিয়া বিখ্যাত; যাঁহারে দেখিয়া লোকে বিস্মিত হয়; সেই কুহূ অঙ্গিরার সপ্তম কন্যা।

অষ্টাদশাধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে নৃপবর! চন্দ্রমসী নামে বৃহস্পতির যে মনস্বিনী ভার্য্যা ছিলেন, তিনি পরম পবিত্র ছয় পাবক ও এক কন্যা প্রসব করেন। যজ্ঞকালে যে হুতাশনে ঘৃতাহুতি প্রদত্ত হয়, সেই অগ্নির নাম শংযু। চাতুর্মাস্য ও অশ্বমেধ যজ্ঞের সময় উহাঁর সমীপে অগ্রজ পশু থাকে। উনি অনেকবিধ শিখা দ্বারা প্রদীপ্ত হইয়া শোভমান হন। ঐ শংযুর ভার্য্যার নাম সত্যা; উনি ধর্ম্মের কন্যা। সত্যার গর্ভে শংযুর এক পুত্র ও তিন কন্যা জন্মে। পুত্রটী প্রদীপ্ততর হুতাশন; উহাঁর নাম ভরদ্বাজ; উনি শংযুর প্রথম পুত্র। যজ্ঞানুষ্ঠানসময়ে প্রথম আজ্যভাগ দ্বারা উহাঁকে পূজা করিয়া থাকে। শংযুর দ্বিতীয় পুত্রের

নাম উর্জ্জভরত ; শংযুর আর যে তিনটী কন্যা ছিলেন ; ঐ ভরত তাঁহাদের অপেক্ষা জ্যেষ্ঠ। উর্জ্জভরতের পুত্রের নাম ভরত ও কন্যার নাম ভরতী। ভরতপুত্র প্রজাপতি-ভরতের তনয় পাবক ; ইনি লোকে সাতিশয় পূজিত।

ভরদ্বাজের ভার্য্যার নাম বীরা। বীরার গর্ভে ভরদ্বাজের ঔরসে বীর নামা হুতাশনের জন্ম হয়। দ্বিজগণ সোমের ন্যায় উহাঁকেও আজ্য দ্বারা আহুতি প্রদান করিয়া থাকেন। উহাঁর আর তিনটী নাম রথপ্রভু, রথাধান ও কুম্ভরেতা। উনি সরযূতে সিদ্ধি লাভ ও স্বীয় তেজঃপুঞ্জ-প্রভাবে সূর্য্যকে আবৃত করিয়াছিলেন এবং উহাঁর আরাধনা করিলে সুবর্ণ প্রদান করিয়া থাকেন। যিনি কখনই স্বীয় যশ, তেজ ও শ্রী হইতে চ্যুত হন না ; তাঁহার নাম নিশ্চ্যবন অগ্নি। উনি কেবল পৃথিবীরই স্তব করেন। উহাঁর পুত্রের নাম বিপাপ অগ্নি ; উনি কলুষশূন্য, বিশুদ্ধ ও অর্চ্চিষ্মান্। যিনি রোরুদ্যমান প্রাণিগণের নিষ্কৃতি করেন ; তাঁহার নাম নিষ্কৃতি হুতাশন। নিষ্কৃতির পুত্র স্বন। উনি লোকের শরীরে রোগ প্রদান করেন ; বেদনার্ত্ত ব্যক্তিগণ উহাঁর প্রভাবেই আর্ত্তস্বরে চীৎকার করে।

যিনি জগতীতলস্থ সমুদায় লোকের বুদ্ধি আক্রমণ করিয়া থাকেন ; অধ্যাত্মবেত্তারা তাঁহাকে বিশ্বজিৎ অগ্নি বলিয়া কীর্ত্তন করেন। যিনি দেহিগণের অন্তরে থাকিয়া ভুক্ত দ্রব্য সমুদায় পাক করেন ; তিনি লোকে বিশ্বভুক্ হুতাশন বলিয়া প্রসিদ্ধ। ব্রহ্মচারী, যতাত্মা, বিপলব্রত ব্রাহ্মণগণ পাকযজ্ঞে সতত ইহাঁকে পূজা করিয়া থাকেন। পবিত্রা গোতমী নদী ইহার পত্নী। ব্রহ্মচারী ব্যক্তিগণ ঐ হুতাশনে সমুদায় ধর্ম্ম্য কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া থাকেন। যে দারুণ বড়বাগ্নি সমুদ্রের জল পান করেন ও সতত ঊর্দ্ধগামী ; উহার নাম ঊর্দ্ধভাক্ ; আর প্রাণকে আশ্রয় করিয়া যে অগ্নি থাকে ; তাহার নাম কবি।

লোকে যাঁহারে নিত্য বারিপূত স্বিষ্ট নাম হবি প্রদান করিয়া থাকে ; তাঁহার নাম স্বিষ্টকৃৎ অগ্নি। যে অগ্নি প্রলয়কালে সমুদায় লোক বিনষ্ট হইলেও ক্রোধস্বরূপে বর্ত্তমান থাকেন ; তাঁহার নাম মন্যু। মন্যুর কন্যার নাম স্বাহা ; উহাঁর স্বভাব সাতিশয় ক্রূর ও দারুণ ; সে সকল লোকেই অবস্থিতি করে ; স্বর্গে যাঁহার তুল্য রূপবান্ও আর কেহই নাই ; লোকে তাঁহারে কামপাবক বলিয়া জানে। দেবগণ উহাঁর অসামান্য রূপলাবণ্য সন্দর্শনে উহাঁরে কামপাবক আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। যিনি মাল্য ধারণ, ধনুগ্রহণ ও রথে আরোহণ-পূর্ব্বক সমরে সমুদায় শত্রুগণকে সংহার করেন ; তাহার নাম অমোঘ হুতাশন। উকথ নামে অগ্নি বেদবাক্য দ্বারা সতত সংস্তুত হইয়া থাকেন। উহাঁর পুত্র মহাবাক্ ; মহাবাকের অপর নাম সকাশ্বাস।

একোনবিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মহারাজ ! বশিষ্ঠতনয় কাশ্যপ, প্রাণপুত্র প্রাণ, অঙ্গিরাত্মজ চ্যবন ও ত্রিসুবর্চ্চা ; ইহাঁরা প্রজাপতিসম যশঃ সম্পন্ন ধর্ম্মপরায়ণ এক পুত্র লাভ করিবার নিমিত্ত অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান করিলেন। পরে তাঁহারা মহাব্যাহৃতি মন্ত্র ধ্যান করিলে পঞ্চবর্ণ, মহাপ্রভাব, প্রভাসম্পন্ন এক তেজ প্রাদুর্ভূত হইল। তাঁহার মস্তক প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় ; ভুজদণ্ড প্রচণ্ড দিবাকরের ন্যায় ; ত্বক ও নেত্র সুবর্ণাভ এবং জঙ্ঘাযুগল কৃষ্ণবর্ণ। মহাতপা পঞ্চ মহর্ষি তাঁহারে তপোবলে পঞ্চবর্ণ-সম্পন্ন করিলেন। সেই পঞ্চবংশকর দেব পাঞ্চজন্য বলিয়া বিখ্যাত হইলেন।

কিয়ৎকাল অতীত হইলে পাঞ্চজন্য পিতৃগণের প্রজা সৃষ্টি করিবার নিমিত্ত মন

সহস্র বৎসর তপঃসাধন করিয়া ঘোরতর অগ্নি উৎপাদন করিলেন। পরে মস্তক হইতে বৃহৎ রথন্তর, আস্যদেশ হইতে হরি হর, নাভি হইতে শিব, শোণিত হইতে ইন্দ্র, প্রাণ হইতে বায়ু ও অগ্নি এবং বাহুদ্বয় হইতে উদাত্ত, অনুদাত্ত, বিশ্বসংসার ও ভূত সমুদায় সৃষ্টি করিলেন।

অনন্তর তাঁহা হইতে বৃহদ্রথের প্রণিধি, কাশ্যপের মহন্তর, অঙ্গিরসের ভানু, বর্চ্চের রৌভর ও প্রাণের অনুদাত্ত নামক পাঁচটী পাঁচটী পুত্র উৎপন্ন হইয়া পঞ্চবিংশতি সংখ্যক পুত্র হইল। তিনি যজ্ঞবিঘ্নকারী অন্যান্য পঞ্চদশ দেবতাকেও সৃষ্টি করিলেন; সুভীম, অতিভীম, অবল, ভীমবল, ভীম, সুমিত্র, মিত্রবান্, মিত্রজ্ঞ, মিত্রবর্দ্ধন, মিত্রধর্ম্মা সুরপ্রবীর, বীর, সুবেশ, সুরবর্চ্চা ও দেবহন্তা এই পঞ্চদশ দেবতারা পাঁচটী পাঁচটী করিয়া তিন দল হইল; উহারা স্বর্গ হইতে যজ্ঞ অপহরণ করিতে আরম্ভ করিল; এবং বল প্রয়োগপূর্ব্বক হবনীয় দ্রব্যজাত হরণ ও বিনষ্ট করিতে লাগিল। এই হেতু বিচক্ষণ পুরুষেরা বহির্ব্বেদিতে তাহাদিগের প্রাপ্য ভাগ প্রদান করিতেন। পরে উহারাও তখন যজ্ঞভূমির অন্তর্ব্বেদিতে গমন করিত না। অগ্নিচয়নকর্ত্তা যজমান আসন প্রদানপূর্ব্বক মন্ত্রবলে উহাদিগকে সন্তুষ্ট করিলে, উহারা কখন যজ্ঞীয় হবি অপহরণ করে না।

অগ্নির বৃহদুক্থ নামে আর একটী পুত্র পৃথিব্যভিমানী দেবতা বলিয়া অভিহিত হন। পৃথিবীতে অগ্নিহোত্র যজ্ঞ করিবার সময় সাধু লোকেরা তাঁহাকে অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। রথন্তর নামে অনলও অগ্নির পুত্র বলিয়া বিখ্যাত। হোতৃ বৃহস্পতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সেই রথন্তরকে উদ্দেশ করিয়া হবি প্রদান করিয়া থাকেন। মহাযশা পাঞ্চজন্য অনল পুত্রগণের সহিত পরম প্রীত মনে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

বিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মহারাজ! পুষ্টিমতি নামে ভরত অগ্নি অতিশয় কঠিন নিয়মবলে সঞ্জাত হইয়াছেন; তিনি সন্তুষ্ট হইলে লোকে পুষ্টি লাভ করিয়া থাকে। ঐ অগ্নি প্রজাবর্গের ভরণ পোষণজন্য ভরত বলিয়া বিখ্যাত। অশিব নামে যে অনল বিদ্যমান আছেন; তিনি শক্তির উপাসক। আর যে হুতাশন দুঃখিত ব্যক্তির মঙ্গল সম্পাদন করেন; তাঁহার নাম শিব। পরে তপস্যার অতি সমৃদ্ধ ঐশ্বর্য্য লাভের নিমিত্ত পুরন্দর নামে অগ্নির আর এক পুত্র উৎপন্ন হইল। ঐ অগ্নি হইতে উষ্মা নামে অগ্নি জন্মিল; ঐ উষ্মা সর্ব্বদা মনুষ্যলোকে লক্ষিত হইয়া থাকে। মনু নামা অগ্নি প্রাজাপত্য ব্রত সম্পাদন করেন। বেদবেদাঙ্গ-পারগ ব্রাহ্মণগণ অগ্নিকে শম্ভু এবং প্রদীপ্ততর মহাপ্রভ অগ্নিকে আবসথ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। সেই তেজ অতি প্রদীপ্ত সুবর্ণ-সদৃশপ্রভ পঞ্চ সোমভাগী হব্যবাহ উৎপাদন করিলেন।

অস্তগমনকালে একান্ত পরিশ্রান্ত দিবাকর অগ্নিস্বরূপ হন। যিনি মহাঘোর অসুর ও পৃথগ্বিধ মনুষ্যগণকে সৃষ্টি করেন; অগ্নি তাঁহারে উৎপাদন করিলে অঙ্গিরারূপধারী অগ্নি প্রাজাপত্যকারী ভানুকে সৃষ্টি করিলেন। বেদপারগ ব্রাহ্মণগণ তাঁহারে বৃহদ্ভানু বলিয়া থাকেন; সূর্য্যদুহিতা সুপ্রজা ও বৃহদ্ভাসা এই দুইটি ভানু অনলের ভার্য্যা। তাঁহারা ছয় পুত্র প্রসব করেন। আমি এক্ষণে তাহাদিগের জন্মবৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছি; শ্রবণ কর।

যিনি দুর্ব্বল প্রাণিগণের প্রাণ প্রদান করিতেছেন; সেই অগ্নি ভানুর প্রথম পুত্র বলদ বলিয়া অভিহিত হন। যিনি ভূত সকল বিনষ্ট হইলে নিদারুণ মনুষ্যস্বরূপ হন; সেই অগ্নি ভানুর দ্বিতীয় পুত্র মন্যুমান্ নামে বিখ্যাত। দর্শ পৌর্ণমাস যজ্ঞে

যাঁহারে উদ্দেশ করিয়া হবি প্রদান করিতে হয়; সেই অগ্নিকে বিষ্ণু, ধৃতিমান্ ও অঙ্গিরা বলিয়া থাকে। ইন্দ্রের সহিত যিনি আশ্রবণ নামে হবির অংশ প্রাপ্ত হইতেন; তিনি ভানুবংশ্য আগ্রয়ণ নামে প্রসিদ্ধ। চাতুর্ম্মাস্য যাগে আগ্নেয় প্রভৃতি আটটী হবির উৎপত্তিস্থান; অগ্রহ নামে ভানুর পঞ্চম পুত্র স্তুত নামে ষষ্ঠ পুত্রও জন্মিয়াছিল।

ভানুর তৃতীয় ভার্য্যা নিশারোহিণী নাম্নী এক কন্যা অগ্নি ও সোম নামক দুই পুত্র এবং অন্য পঞ্চ পাবক প্রসব করিলেন। শ্রীমান বৈশ্বানর নামে প্রথম পাবক; ইনি ইন্দ্রের সহিত চাতুর্ম্মাস্য যাগে অগ্র হবি দ্বারা পূজিত হন। যিনি এই লোকের প্রভু; তাঁহার নাম বিশ্বপতি; তিনি দ্বিতীয় পাবক। তাঁহারেই উদ্দেশ করিয়া স্বিষ্ট আজ্য প্রদত্ত হয় বলিয়া তাহার নাম স্বিষ্টকৃৎ। তিনি হিরণ্যরশ্মিপুঞ্জ-নন্দিনী রোহিণীকে সন্তানোৎপাদনের নিমিত্ত ভার্য্যাত্বে প্রতিগ্রহ করিলেন। মনুর তৃতীয় পুত্রের নাম সন্নিহিত; ইনি শব্দরূপ গ্রহণের প্রবর্ত্তক; এবং দেহীদিগের দেহ সকল আশ্রয় করিয়া প্রাণকে প্রবর্ত্তিত করিতেছেন। যাঁহার বর্ম্ম শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণ; যিনি অন্য অন্য হুতাশনের পুষ্টি বর্দ্ধন করেন; যিনি স্বয়ং নিষ্পাপ কিন্তু ক্রোধের উদ্রেক হইলে কাম্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন এবং যতিগণ যাঁহাকে কপিল ঋষি বলিয়া কীর্ত্তন করেন; তিনিই সাংখ্য যোগপ্রবর্ত্তক কপিল নামক অগ্নি ও চতুর্থ পাবক। ভূতগণ নানাবিধ কর্ম্মে অগ্র নামক যজ্ঞীয় দ্রব্য প্রতিনিয়ত যাঁহাকে দান করে; তাহার নাম অগ্রণী; তিনিই পঞ্চম পাবক।

বহুবিধ দোষদুষ্ট অগ্নিহোত্রের প্রায়শ্চিত্ত সাধনের নিমিত্ত এই সকল ও অন্যান্য প্রথিত পাবকগণকে সৃষ্টি করিলেন। যখন বায়ুসহকারে অগ্নি সকল পরস্পর সংশ্লিষ্ট হইবে; তখন শুচি নামক অগ্নির উদ্দেশে অষ্টাকপাল নামক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে। যখন দক্ষিণাগ্নি গার্হপত্য ও আহবনীয় অগ্নি দ্বারা সংসক্ত হইবে; তখন শুচি নামক অগ্নির উদ্দেশে অষ্টাকপাল যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে।

যদি ঋতুবতী নারী অগ্নিহোত্রিক অগ্নিকে স্পর্শ করে; তাহা হইলে দস্যুমান্ নামক অগ্নির উদ্দেশে অষ্টাকপাল যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে। যদি মৃত জীব বা পশুরা অগ্নিকে স্পর্শ করে; তাহা হইলে সুরভিমান্ নামক অগ্নির উদ্দেশে অষ্টাকপাল যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে। পীড়িত ব্রাহ্মণ ত্রিরাত্র অগ্নিতে হোম করিলে উত্তর নামক অগ্নির উদ্দেশে অষ্টাকপাল যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে। যাঁহার আবাসে দর্শ পৌর্ণমাস যাগ প্রতিষ্ঠিত আছে; তিনি পথিকৃৎ নামক অগ্নির উদ্দেশে অষ্টাকপাল যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেন। যখন সূতিকাগ্নি অগ্নিহোত্রিক অগ্নিকে স্পর্শ করিবে; তখন অগ্নিমান্ অগ্নির উদ্দেশে অষ্টাকপাল যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে।

একবিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, ভূলোক-ভুবলোকাধিপতি বরুণলোকে বিখ্যাত সহনামা অগ্নির দুহিতা নামে এক পরম প্রিয়তমা ভার্য্যা ছিলেন; তিনি তাঁহার গর্ভে অদ্ভুত নামে পাবকের উৎপাদন করেন। ব্রাহ্মণেরা পুরুষ-পরম্পরাগত যে অদ্ভুতাখ্য পাবককে আত্মা ও ভুবনভর্ত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; আধান্য ও মহৎ প্রভৃতি সর্ব্বভূতের অধীশ্বর সেই মহাতেজা ভগবান্ পাবক নিত্য বিচরণ করিতেছেন। গৃহপতি নামে অগ্নি যজ্ঞে নিত্য পূজিত হন ও লোকের হুত হব্য সকল বহন করেন। যে মহাত্মা লোকত্রয়সংহর্ত্তা এবং ভূলোক, ভুবর্লোক ও মহর্লোকের অধীশ্বর; অগ্নিষ্টোমে নিয়ত পু-

জিত; যিনি মৃত প্রাণী সকলকে দগ্ধ করেন; সেই ভরত অগ্নি সহের পৌত্র ও অদ্ভুতের পুত্র।

একদা দেবতারা হব্য বহনার্থ ভরতকে অন্বেষণ করিতেছেন; ইত্যবসরে তিনি দেবতাদিগকে সমাগত দেখিয়া ভয়ে অর্ণবমধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেবতারাও তাঁহার অন্বেষণার্থ সমুদ্রে প্রবিষ্ট হইলেন। অনন্তর ভরতাগ্নি অথর্ব্বা হুতাশনকে অবলোকন করিয়া কহিলেন, হে বীর! সম্প্রতি আমি অদৃশ্য হইলাম; তুমি দেবগণের হব্য বহনকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া আমার প্রিয় কার্য্য সম্পাদন কর। তাহা হইলে তুমি অগ্নিত্ব প্রাপ্ত হইবে; সন্দেহ নাই। ভরত অগ্নি অথর্ব্বাকে এই আদেশ করিয়া স্বয়ং স্থানান্তরে প্রস্থান করিলে মৎস্যেরা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া অথর্ব্বা অগ্নির বৃত্তান্ত সকল নিবেদন করিল; তখন সেই অনল ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া মৎস্যদিগকে কহিলেন; তোরা বিবিধ প্রকারে শরীরীর ভক্ষ্য হইবি।

অনন্তর তিনি দেবগণের আজ্ঞাক্রমে হব্য বহন করিবার নিমিত্ত অথর্ব্বাকে পুনরায় নানাপ্রকার অনুনয় করিতে লাগিলেন। অথর্ব্বা কোন ক্রমেই তাহাতে সম্মত না হইয়া কলেবর পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ধরাপ্রবিষ্ট হইলেন। তাঁহার অঙ্গসংস্পর্শে নীল লোহিতাদি ধাতু সকল, পূয় হইতে গন্ধ ও তেজ, অস্থি হইতে দেবদারু, শ্লেষ্মা হইতে স্ফাটিক, পিত্ত হইতে মরকত, যকৃৎ হইতে কৃষ্ণায়স এবং কার্ষ্ণ, পাষাণ ও লৌহ হইতে প্রজা সকল উৎপন্ন হইল। তাঁহার নখর সকল অভ্র ধাতু, শিরাজাল বিদ্রুম হইল এবং সুবর্ণ, পারদ প্রভৃতি অন্যান্য ধাতু সকলও তাঁহার শরীর হইতে সমুৎপন্ন হইল।

অথর্ব্বা অনল এই রূপে কলেবর পরিত্যাগানন্তর নিরুপাধিক ধ্যানে চিত্ত নিবিষ্ট করিয়া তপোনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। এ দিকে ভৃগু অঙ্গিরা প্রভৃতি মুনিগণের তপোবলে উত্থাপিত হইয়া নিয়ত নামে বহ্নি সাতিশয় দেদীপ্যমান হইয়া উঠিলেন। তিনি তখন অথর্ব্বাকে তপস্যা করিতে দেখিয়া ভয়ে পুনর্ব্বার মহার্ণবে প্রবেশ করিলেন। এই রূপে অগ্নি বিনষ্ট হইলে সমস্ত জগৎ সাতিশয় ভীত হইয়া অগ্নর্ব্বার শরণাপন্ন হইল; সুরাসুর প্রভৃতি লোক সকল তৎসন্নিধানে উপনীত হইয়া অথর্ব্বার অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। অথর্ব্বা পাবককে এই রূপ অবলোকন করিয়া স্বয়ং সকল লোকের সৃষ্টি করিলেন এবং সর্ব্বভূতের সমক্ষে মহার্ণবকে উন্মথিত করিলেন। এই রূপে পূর্ব্ববিনষ্ট পাবক ভগবান্ অথর্ব্বা কর্ত্তৃক আহূত হইয়া সর্ব্বভূতের হব্য বহন করিতে আরম্ভ করিলেন।

তিনি বেদোক্ত বিবিধ বহ্নির সৃষ্টি করিয়া নানাস্থান ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তথায় সিন্ধু, নদ, পঞ্চ নদ, শোণ, দেবিকা, সরস্বতী, গঙ্গা, শতকুম্ভা, সরযূ, গণ্ডসা, চর্ম্মণ্বতী, মহী, মেধ্যা, মেধাতিথি, তাম্রবতী, বেত্রবতী, কৌশিকী, তমসা, নর্ম্মদা, গোদাবরী, বেণা, উবেণা, ভীমা, বড়বা, ভারতী, সুপ্রয়োগা, কাবেরী, মুর্ম্মুরা, তুঙ্গবেণা, কৃষ্ণবেণা ও কপিলা এই সকল নদী অগ্নিদিগের মাতা বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। অদ্ভুতের ভার্য্যা প্রিয়া; তাঁহার পুত্র বিভুরসি। যত প্রকার পাবক উক্ত হইল; সোমও তত সংখ্যক আছে। ভগবান অত্রি অপত্যকামনায় স্রষ্টুকাম অগ্নিদিগের ধ্যান করাতে তাঁহারা তদীয় শরীর হইতে নিঃসৃত হইলেন। এই রূপে হুতাশনগণ অত্রির বংশে সঞ্জাত হন।

আমি মহাত্মা অগ্নিদিগের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম; ইহারা এই রূপে অপ্রমেয়, শ্রীমান্ ও তিমিরাপহ হইয়া উঠিলেন। বেদে অদ্ভুতাখ্য অগ্নির যেরূপ মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন; সেই রূপ সকল অগ্নিরই মাহাত্ম্য

জানিবে। যেমন জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞ হইতে বহুবিধ ক্রতু নিঃসৃত হইয়াছে; সেই রূপ প্রথম অগ্নি ভগবান্ অঙ্গিরা হইতে সকল অগ্নি সম্ভূত হইয়াছে।

দ্বাবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে কুরুবংশাবতংস! অগ্নিদিগের বিবিধ বংশের বিষয় কীর্ত্তিত হইল; এক্ষণে অদ্ভুত অগ্নির নন্দন অমিত-তেজা কার্ত্তিকেয় যেরূপে ব্রহ্মর্ষিপত্নীগণ হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছিলেন; তাহা কীর্ত্তন করিতেছি; শ্রবণ কর।

পূর্ব্বকালে দেবগণ ও অসুরগণ সাতিশয় যত্ন সহকারে পরস্পর সংগ্রাম করিতেন; ঐ যুদ্ধে ঘোররূপী দানবগণেরই সতত জয় লাভ হইত। তখন সুরারিপতি পুরন্দর এই রূপে আপনার সৈন্য সমুদায় ক্রমে ক্রমে ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে দেখিয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, স্বীয় বরপ্রভাবে দানবদলের দারুণ শরনিকরে নিঃশেষিতপ্রায় দেবসেনাগণকে রক্ষা করিতে সমর্থ এক জন সেনানায়কের নিতান্ত প্রয়োজন হইয়াছে। অনন্তর তিনি একদা মানস শৈলে গমনপূর্ব্বক একান্তচিত্তে ঐ বিষয় চিন্তা করিতেছেন; এমত সময়ে "কোন পুরুষ এস্থানে সত্বরে উপস্থিত হইয়া আমারে পরিত্রাণ করুন; তিনি আমারে পতি প্রদান করুন বা স্বয়ং আমার পতি হউন;" এই রূপ স্ত্রীলোকের আর্ত্তস্বর অকস্মাৎ তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইলে তিনি তখন করুণাপরতন্ত্র হইয়া 'ভয় নাই' বলিয়া তাঁহারে আশ্বাস প্রদান করিলেন এবং দেখিলেন, গদাপাণি কিরীটধারী কেশী দানব ঐ কন্যার হস্ত ধারণ করিয়াছে। তখন তিনি সাতিশয় ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া কেশীকে কহিলেন, দুরাচার! তুমি কি নিমিত্ত এই কন্যারে হরণ করিতেছ? আমি বজ্রী; আমার সমক্ষে উহারে পীড়ন করিও না।

কেশী কহিল, হে ইন্দ্র! তুমি ইহার বাসনা পরিত্যাগ কর; আমি ইহারে অভিলাষ করিয়াছি; আমি এক্ষণে তোমারে ক্ষমা করিতেছি; তুমি প্রাণ লইয়া আপন আলয়ে প্রস্থান কর। কেশী এই বলিয়া ইন্দ্রনিধন মানসে গদা নিক্ষেপ করিল। ইন্দ্র অর্দ্ধপথেই বজ্র দ্বারা সেই গদা দ্বিধা ছেদন করিলেন। তখন কেশী ক্রুদ্ধ হইয়া ইন্দ্রের উপর এক শৈলশিখর নিক্ষেপ করিলে ভগবান্ পুরন্দর বজ্র দ্বারা সেই গিরিশৃঙ্গ ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ভূতলে নিপাতিত করিলেন। সেই গিরিশিখর কেশীর কায়ে পতিত হওয়াতে সে সাতিশয় ব্যথিত হইয়া কন্যা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক দ্রুতবেগে পলায়ন করিল। দানব পলায়ন করিলে পর, দেবরাজ ইন্দ্র কন্যারে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে শুভাননে! তুমি কে? কাহার দুহিতা? এবং এস্থানেই বা কি করিয়া থাক?

ত্রয়োবিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

কন্যা কহিলেন, আমি প্রজাপতির কন্যা; আমার নাম দেবসেনা; আমার ভগিনীর নাম দৈত্যসেনা; কেশী দানব পূর্ব্বে তাহারে হরণ করিয়াছে। হে সুররাজ! আমরা দুই ভগিনী আমোদ প্রমোদ করিবার নিমিত্ত প্রজাপতির অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক সখীগণ সমভিব্যাহারে সতত এই মানস শৈলে সমাগত হইতাম। সেই সময় মহাসুর কেশী প্রত্যহই আমাদিগকে হরণ করিবার চেষ্টা করিত। দৈত্যসেনা কেশীর প্রতি অনুরক্ত ছিল; কিন্তু আমি ঐ দানবকে অবজ্ঞা করিতাম; এই নিমিত্ত সে তাহাকে আমার সমক্ষে হরণ করিতে পারে নাই। পরে সে অবসর পাইয়া দৈত্যসেনারে হরণ করিয়াছে; এক্ষণে আমারেও লইয়া যাইতেছিল; কেবল আপনিই অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া পরিত্রাণ করিয়াছেন। হে দেবেন্দ্র! এক্ষণে কৃপা করিয়া এক জন দুর্জ্জয় ব্যক্তিকে আমার পতিরূপে নির্দ্দিষ্ট করুন।

ইন্দ্র কহিলেন, হে বালে! দাক্ষায়ণী আমার মাতা; তুমি আমার মাতৃষ্বসার কন্যা। এক্ষণে তুমি আমার সমীপে স্বীয় বলের কথা প্রকাশ করিয়া বল।

কন্যা কহিলেন, হে মহাবাহো! আমি অবলা; কিন্তু পিতৃবর-প্রভাবে অসামান্য বলবীর্য্য-সম্পন্ন সুরাসুর-নমস্কৃত এক ব্যক্তি আমার পতি হইবেন।

ইন্দ্র কহিলেন, তোমার পতির বল কিরূপ হইবে? আমি তোমার নিকট তদ্বিষয় বিশেষরূপে শ্রবণ করিতে বাসনা করি; তুমি অতি শীঘ্র তাহা বল।

কন্যা কহিলেন, হে ভগবন্! যে মহাবল পরাক্রান্ত বীর পুরুষ আপনারে সমভিব্যাহারে লইয়া সমরে সমুদায় দেব, দানব, যক্ষ, কিন্নর, উরগ, রাক্ষস ও দুষ্ট দৈত্যগণকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবেন; তিনিই আমার পতি হইবেন।

দেবরাজ তাঁহার বাক্য শ্রবণানন্তর সাতিশয় দুঃখিত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এই দেবী যাদৃশ পতির অভিলাষ করিতেছেন; তদ্রূপ ব্যক্তি ত এক্ষণে বর্ত্তমান নাই। পরে দেবরাজ শতক্রতু দেখিলেন, মহাদ্যুতি ভাস্কর উদয়াচলে সমুদিত এবং চন্দ্রমা তাঁহার শরীরে প্রবিষ্ট হইতেছেন। সেই রৌদ্র মুহূর্ত্তে অমাবস্যা সমুপস্থিত হইল; উদয়াচলে দেবাসুরের ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল। প্রাতঃকালে রক্তবর্ণ মেঘবৃন্দে আবৃত ও পূর্ব্ব দিগ্‌ভাগ লোহিতবর্ণ হইল। ভগবান্ হুতাশন ভার্গবগণ ও আঙ্গিরসগণ কর্ত্তৃক পৃথগ্বিধ মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক হুত হব্য গ্রহণ করিয়া সূর্য্যে প্রবেশ করিতেছেন। অমাবস্যা প্রভৃতি পর্ব্ব সকলে চতুর্ব্বিংশতি দিবাকর সমুপস্থিত হইয়াছেন।

ভগবান্ পুরন্দর শশিদিবাকরের একতাও সেই রৌদ্র সমবায় সমবলোকন করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, সূর্য্য ও চন্দ্রমার ঘোর পরিবেশ দৃষ্ট হইতেছে, এই রজনীর অবসানে অবশ্যই মহাযুদ্ধ হইবে; নদীর তরঙ্গ শোণিতময় ও প্রতিকূলগামী হইয়াছে; উল্কামুখী শৃগালিনী সূর্য্যাভিমুখী হইয়া চীৎকার করিতেছে; ও সূর্য্যের সহিত চন্দ্রের অদ্ভুত সমাগম হইয়াছে। স্পষ্টই বোধ হইতেছে, ভগবান্ চন্দ্রমা যে পুত্র উৎপাদন করিবেন; তিনিই এই দেবীর পতি হইবেন। অথবা সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন অগ্নি যাঁহারে উৎপাদন করিবেন; তিনি ইহাঁর ভর্ত্তা হইবেন। ভবান্ ইন্দ্র এই রূপ চিন্তা করত দেবসেনারে গ্রহণপূর্ব্বক ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া পিতামহকে কহিলেন; হে বিধাতঃ! আপনি এই রমণীর উপযুক্ত পতি নির্দ্দেশ করিয়া বলুন।

ব্রহ্মা কহিলেন, হে দানবনিসূদন ইন্দ্র! তুমি যেরূপ চিন্তা করিয়াছ; সেই রূপেই এক পুত্র সমুৎপন্ন হইবে; সে তোমার সমভিব্যাহারে সেনানীকার্য্য সমাধান করিবে ও সেই বীর পুরুষ এই দেবীর পতি হইবে; সন্দেহ নাই।

যে স্থানে বশিষ্ঠপ্রমুখ দেবর্ষিগণ যজ্ঞানুষ্ঠান করিতেছিলেন; সুররাজ শতক্রতু ব্রহ্মার বাক্য শ্রবণানন্তর তাঁহারে নমস্কার করিয়া সেই কন্যা সমভিব্যাহারে তথায় সমুপস্থিত হইলেন। অন্যান্য সুর সমুদায়ও সোমরস-পিপাসু হইয়া ঐ স্থানে আগমন করিয়াছিলেন। দ্বিজাতিগণ সুসমিদ্ধ হুতাশনে যথাবিধি আহুতি প্রদান করিয়া পরিশেষে দেবগণের নামোল্লেখ-পূর্ব্বক আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন। ভগবান্ হুতাশন ঋষিগণ কর্ত্তৃক আহূত ও সহসা সূর্য্যমণ্ডল হইতে বিনিঃসৃত হইয়া বাক্যসংযম-সহকারে নিয়মানুসারে তথায় আগমন করিলেন। তিনি মহর্ষিগণ-প্রদত্ত বিবিধ হব্য গ্রহণপূর্ব্বক দেবগণকে প্রদান করিয়া সেস্থান হইতে প্রস্থান করিতেছেন; এমত সময়ে সেই সকল

মহাত্মা মহর্ষিগণের পত্নীরা তাঁহার নেত্রপথে পতিত হইলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ উপবিষ্ট কেহ কেহ বা নিদ্রিত ছিলেন। ভগবান্ হুতাশন রুক্মবেদীর ন্যায়, চন্দ্রলেখার ন্যায়, হুতাশন-শিখার ন্যায় সেই ঋষিপত্নীগণকে অবলোকন করিয়া কন্দর্পশরে নিতান্ত কাতর হইলেন তখন তিনি মনে মনে চিন্তা করিলেন; পতিব্রতা ঋষিপত্নীগণ আমার প্রতি অনুরক্ত নহেন; তথাপি আমি উহাদিগকে অভিলাষ করিতেছি; আমার এ কি অন্যায় চিত্তবিকার উপস্থিত হইল! যাহা হউক, আমি প্রকাশ্য রূপে উহাদিগকে দর্শন বা কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে কখনই সমর্থ হইব না; অতএব গার্হপত্যে প্রবেশ-পূর্ব্বক উহাদিগকে অনিমিষ নয়নে নিরীক্ষণ করি।

ভগবান্ হুতাশন মনে মনে ঐরূপ স্থির করত গার্হপত্যে প্রবেশপূর্ব্বক মহর্ষিপত্নীগণকে নিরীক্ষণ করিয়া যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইতে লাগিলেন। তাঁহার শিখা সমুদায় এরূপ সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল; দেখিলে বোধ হয় যেন, তিনি তৎসমুদায় দ্বারা মহর্ষি ভার্য্যাগণকে স্পর্শ করিতেছেন। ভগবান্ দহন এই রূপে মহিলাগণের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহাদিগের প্রতি মন সমর্পণ করত তথায় বহু দিবস বাস করিলেন। পরিশেষে তাঁহাদের অলাভে নিতান্ত সন্তপ্ত ও মরণে কৃতনিশ্চয় হইয়া বনে গমন করিলেন।

ইতিপূর্ব্বে দক্ষদুহিতা স্বাহা ভগবান্ হুতাশনের প্রতি অনুরাগিণী হইয়াছিলেন। তিনি বহু দিন অবধি দহনের ছিদ্রান্বেষণ করিতেছিলেন; কিন্তু বহ্নি নিতান্ত অপ্রমত্ত বলিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। দক্ষতনয়া, এক্ষণে অগ্নি কামার্ত্ত হইয়া বনে গমন করিয়াছেন, জানিয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, আমি সপ্তর্ষি-পত্নীগণের রূপ ধারণপূর্ব্বক অগ্নির নিকট গমন করি; তাহা হইল তাহার পরিতোষ লাভ ও আমারও মনোবাঞ্ছা পরিপূর্ণ হইবে; তাহার সন্দেহ নাই।

চতুর্ব্বিবংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে রাজন্! দক্ষদুহিতা স্বাহা দেবী প্রথমে অঙ্গিরার সহধর্ম্মিণীর মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া পাবকসন্নিধানে গমনপূর্ব্বক কহিলেন, হে হুতাশন! আমি অঙ্গিরার ভার্য্যা; আমার নাম শিবা; আমি কামশরে সাতিশয় কাতর হইয়া তোমার নিকট আগমন করিয়াছি; আমার কামনা পরিপূর্ণ কর; নতুবা প্রাণ পরিত্যাগ করিব। অবশিষ্ট সপ্তর্ষি-পত্নীগণ মন্ত্রণা করিয়া আমারে তোমার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন।

অগ্নি কহিলেন, আমি যে সাতিশয় কামসন্তপ্ত হইয়াছি; তাহা তুমি কিপ্রকারে অবগত হইয়াছ? যে সকল ঋষিপত্নীগণের কথা উল্লেখ করিলে; তাঁহারাই বা কিপ্রকারে অবগত হইলেন?

স্বাহা কহিলেন, তুমি চির কাল আমাদের অনুরাগভাজন ছিলে; কিন্তু আমরা তোমার নিকটে ভীত হইয়া থাকিতাম। সম্প্রতি ইঙ্গিত দ্বারা তোমার অভিপ্রায় অবগত হইয়া আগমন করিয়াছি; তুমি শীঘ্র আমার মনোরথ সম্পন্ন কর। আমার ভগিনীগণ প্রতীক্ষা করিতেছেন; আমি ত্বরায় প্রস্থান করিব।

তখন হুতাশন হর্ষাতিশয়-সহকারে প্রীতিপ্রফুল্লমূর্ত্তি স্বাহার পাণিগ্রহণ করিলেন। স্বাহা দেবী পরম প্রীতি-সহকারে পাণিকমলে আগ্নেয় তেজ গ্রহণপূর্ব্বক চিন্তা করিতে লাগিলেন; যদ্যপি কাননস্থ লোকেরা আমার এতাদৃশ রূপ সন্দর্শন করে; তাহা হইলে তাহারা অবশ্যই ব্রাহ্মণীদিগের দোষ পাবকের কর্ণগোচর করিবে; অতএব এস্থানে আর অবস্থান করা উচিত হয় না;

এক্ষণে তেজ রক্ষা করত গরুড়ী হইয়া অবিলম্বে এই বন হইতে প্রস্থান করাই শ্রেয়ঃ।

অনন্তর তিনি সুপর্ণীরূপ ধারণপূর্ব্বক সেই মহাবন হইতে প্রস্থান করিয়া পথিমধ্যে শরস্তম্বাচ্ছাদিত শ্বেত পর্ব্বত অবলোকন করিলেন। সেই পর্ব্বত অসংখ্য দৃষ্টিবিষ সপ্তশীর্ষ সর্প দ্বারা পরিরক্ষিত; ভয়ঙ্কর রাক্ষস, রাক্ষসী, পিশাচ এবং ভূতগণপরিবৃত ও নানাবিধ মৃগপক্ষিগণে সমাকুল ছিল। সুপর্ণরূপিণী স্বাহা সহসা দুর্গম শ্বেত ভূধরে উপনীত হইয়া সেই আগ্নেয় তেজ কাঞ্চনকুণ্ডে নিক্ষেপ করিলেন। তিনি মহাতেজা সপ্তর্ষিগণের পত্নীদিগের রূপ ধারণপূর্ব্বক অগ্নির মনোরথ সফল করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি অরুন্ধতীর অসামান্য তপঃপ্রভাব ও অকৃত্রিম স্বামিশুশ্রূষা-নিবন্ধন তদীয় দিব্য রূপ ধারণে অসমর্থ হইলেন। এই রূপে তিনি ছয় জন মহর্ষির পত্নীর রূপ ধারণ করিয়া প্রতিপদ্ তিথিতে সেই অগ্নিরেত কাঞ্চনকুণ্ডে ছয় বার নিক্ষেপ করেন; সেই তেজোময় স্কন্ন রেত হইতে এক পুত্র উৎপন্ন হইলেন; এই নিমিত্ত তাঁহার নাম স্কন্দ হইল এবং তিনি ঋষিগণ কর্ত্তৃক পূজিত ও বিখ্যাত হইলেন।

তাঁহার ছয় মস্তক, দ্বাদশ চক্ষু, দ্বাদশ কর্ণ, দ্বাদশ হস্ত, এক গ্রীব ও এক জঠর। তিনি দ্বিতীয়াতে অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ সুব্যক্ত, তৃতীয়াতে সুস্পষ্ট শিশুর ন্যায় প্রতীত এবং চতুর্থীতে সমুদায় অঙ্গপ্রত্যঙ্গসম্পন্ন হইয়া উঠিলেন। লোহিতবর্ণ মেঘমালায় আচ্ছাদিত গগনমণ্ডলে নবোদিত সূর্য্যের যেরূপ শোভা হয়; তদ্রূপ সুকুমার কুমার অতীব দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। ত্রিপুরাসুর-নিহন্তা মহাদেব দানবকুলবিনাশন যে শরাসন রক্ষা করিয়াছিলেন; মহাবল পরাক্রান্ত কুমার সেই শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক নিনাদ করিলে সচরাচর ত্রৈলোক্য যেন মূর্চ্ছিতপ্রায় হইল।

চিত্র ও ঐরাবত নামে নাগেন্দ্রযুগল সেই জলদগম্ভীর কুমারনিনাদ কর্ণগোচর করিবামাত্র তদভিমুখে ধাবমান হইল। সূর্য্যসমপ্রভ কুমার তাহাদিগকে অবলোকন করিয়া দুই হস্ত দ্বারা শক্তি, অপর এক হস্ত দ্বারা তাম্রচূড় ও ভুজান্তর দ্বারা প্রকাণ্ড কুক্কুট অস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক ভীম নিনাদ করত ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। তিনি অপর হস্তযুগল দ্বারা সর্ব্বভূত-ভয়ঙ্কর শঙ্খ ধ্বনিত করিলেন এবং ভুজদ্বয় দ্বারা আকাশের নানা স্থানে অভিঘাত করিতে লাগিলেন। দেখিলে বোধ হয় যেন, তিনি যুগপৎ ত্রিলোকী গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছেন! অপ্রমেয়াত্মা ষড়ানন সেই ভূধরশিখরে এই রূপে ক্রীড়া করত উদয়াচল-সন্নিবিষ্ট সহস্ররশ্মির ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিলেন।

তিনি শৈলশিখরে সমাসীন হইয়া ইতস্তত দৃষ্টি নিক্ষেপপূর্ব্বক দিগ্ দিগন্ত সকল সন্দর্শন করত পুনর্ব্বার নিনাদ করিলেন। তাঁহার সেই ভয়ঙ্কর শব্দ শ্রবণগোচর করিয়া নানা জাতীয় লোক সকল ভীত ও উদ্বিগ্নমনা হইয়া তথায় আগমনপূর্ব্বক তাঁহার শরণাগত হইল। যে সকল বর্ণ তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল; তাঁহারা পারিষদ ব্রাহ্মণ বলিয়া উক্ত হইয়াছেন।

সেই মহাবাহু স্কন্দ গাত্রোত্থান-পূর্ব্বক শরণাগত ব্যক্তি সকলকে সান্ত্বনা করত ধনুরাকর্ষণ করিয়া শ্বেত পর্ব্বতে বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। পরে শরাঘাতে হিমাচলসুত ক্রৌঞ্চ মহীধর বিদারিত করিলেন; তদবধি হংস ও গৃধ্রগণ সেই পথ দ্বারা মেরুতে গমনাগমন করিয়া থাকে। ক্রৌঞ্চ ভূধর শরাঘাতে বিশীর্ণ হইয়া আর্ত্তস্বরে রোদন করত নিপতিত হইল। ক্রৌঞ্চের নিপাত সন্দর্শনে অন্যান্য শৈলগণ অতিশয়

আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। মহাবল পরাক্রান্ত ষড়ানন তাহাদিগের কারুণ্য বিলাপ শ্রবণ করিয়া কিঞ্চিন্মাত্র ব্যথিত হইলেন না।

অনন্তর তিনি সিংহনাদ-পূর্ব্বক শক্তি বিক্ষেপ করিয়া তৎক্ষণাৎ শ্বেতাচলের শিখরদেশ বিদীর্ণ করিলেন। ভূধর ভীত ও শরাঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া পৃথিবী পরিত্যাগ-পূর্ব্বক অন্যান্য অচলগণ সমভিব্যাহারে উৎপতিত হইল। বসুন্ধরা পর্ব্বতগণের উৎপতনে সর্ব্বাঙ্গ-ব্যাপিনী বেদনায় নিতান্ত অধীরা হইয়া স্কন্দের নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহার প্রসাদে পুনরায় পূর্ব্বের ন্যায় বলবতী হইয়া উঠিলেন। পর্ব্বতেরাও স্কন্দকে নমস্কার করিয়া পুনর্ব্বার পৃথিবীতে গমন করিল। অনন্তর সকল লোক শুক্ল পঞ্চমীতে অবিচলিত ভক্তিসহকারে স্কন্দের উপাসনা করিতে লাগিল।

পঞ্চবিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মহারাজ! মহাবীর্য্য কার্ত্তিকেয় জন্ম গ্রহণ করিলে ভয়ানক উৎপাত উপস্থিত হইতে লাগিল। স্ত্রীপুরুষের বৈরভাব, শীত গ্রীষ্মের একান্ত প্রাদুর্ভাব ও দিঙ্‌মণ্ডল, নভঃস্থল এবং গ্রহ সকল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। পৃথিবী ভীষণরূপে শব্দায়মান হইতে লাগিল। মহর্ষিগণ চতুর্দ্দিকে এই রূপ ভয়ঙ্কর উৎপাত সন্দর্শনে উদ্বিগ্ন মনে সকলের শান্তি বিধান করিতে লাগিলেন। চৈত্ররথ কাননে যাহারা নিয়ত বাস করিতেছিল; তাহারা, ভগবান্ পাবক সপ্তর্ষিগণের ছয় পত্নীর সহিত সমাগত হইয়া এই অনর্থপরম্পরা ঘটাইতেছেন, এই কথা বারংবার কহিতে লাগিল। কেহ কেহ সুপর্ণীকে গমন করিতে দেখিয়া কহিল, তোমা হইতেই এই অনর্থাপাত হইতেছে। কিন্তু স্বাহা যে এই রূপ অনুষ্ঠান করিয়াছেন; কেহই ইহার বিন্দু বিসর্গও অনুধাবন করিতে পারিল না। অনন্তর সুপর্ণী এইটি আমারই পুত্র, এই বলিয়া সে কার্ত্তিকেয়-সন্নিধানে উপনীত হইয়া কহিল, হে বৎস! আমি তোমার জননী।

বনবাসীরা কহিত, এই ছয় ঋষিপত্নীই ষড়াননের প্রসূতি! এই রূপে সপ্তর্ষিগণ সন্তানোৎপত্তি সম্বাদ শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ দেবী অরুন্ধতী ব্যতিরেকে ছয় পত্নীরে পরিত্যাগ করিলেন। তখন স্বাহা সপ্তর্ষিগণকে কহিলেন, এইটি আমারই পুত্র। সুপর্ণী যাহা কহিয়াছে, তাহা নিতান্ত বিরুদ্ধ। বিশ্বামিত্র সপ্তর্ষিগণের যজ্ঞ সম্পাদন-পূর্ব্বক প্রচ্ছন্ন ভাবে কামানলদগ্ধ পাবকের পশ্চাদ্ভাগে উপস্থিত হইয়াছিলেন; এই নিমিত্ত তিনি এই বিষয়ের আদ্যোপান্ত সমস্ত অবগত আছেন। তিনিই প্রথমত কুমারের শরণাপন্ন হইয়া স্তব করেন; পরে ত্রয়োদশ প্রকার মাঙ্গলিক কৌমার কার্য্য সম্পাদন ও জাতকর্ম্মাদি ক্রিয়া সকল সমাধান করিয়াছেন এবং লোকহিতার্থে ষড়াননের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন, কুক্কুট অস্ত্রের সাধন এবং শক্তি দেবী ও পরিষদ্‌বর্গের আরাধনা করেন; এই কারণে তিনি কুমারের অতি প্রীতিভাজন হইয়াছেন।

মহাতপা বিশ্বামিত্র স্বাহার মুনিপত্নীরূপ ধারণ অবগত হইয়া সপ্তর্ষিদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে মহর্ষিগণ! আপনাদিগের সহধর্ম্মিণীরা কিছুমাত্র অপরাধ করেন নাই। সপ্তর্ষিগণ বিশ্বামিত্রমুখে আদ্যোপান্ত এই কথা শ্রবণ করিয়া সন্দিগ্ধ মনে স্ব স্ব পত্নীদিগকে পরিত্যাগ করিলেন।

অনন্তর দেবগণ কার্ত্তিকেয়ের জন্মবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া ইন্দ্রকে কহিলেন, হে ত্রিদশনাথ! আপনি শীঘ্রই কার্ত্তিকেয়কে সংহার করুন, তাহার বলবীর্য্য নিতান্ত অসহ্য হইয়াছে; অতএব বিলম্ব করা উচিত নহে। যদি আপনি তাহারে বিনাশ না করেন; তাহা হইলে সে আপনারে ও আমাদিগকে

ত্রৈলোক্যের সহিত পরাভব করিয়া নিশ্চয়ই ইন্দ্রত্ব অধিকার করিবে। তখন দেবরাজ নিতান্ত ব্যথিত হইয়া দেবগণকে কহিলেন, দেবগণ! সেই মহাবল পরাক্রান্ত বালক স্ববিক্রম-প্রভাবে বিশ্ববিধাতা ব্রহ্মারেও বিনাশ করিতে পারে; অতএব আমি তাহারে কিরূপে সংহার করিব!

দেবগণ কহিলেন, হে ইন্দ্র! এক্ষণে বুঝিলাম; আপনার বল বীর্য্য সমুদায় হ্রাস হইয়া গিয়াছে; নতুবা কি নিমিত্ত আপনি এরূপ কহিতেছেন! যাহা হউক, অদ্য অসাধারণ-ক্ষমতাপন্ন লোকমাতা সকল স্কন্দসন্নিধানে গমন করুন; ইহাঁরাই তাহারে বিনাশ করিবেন। মাতৃগণ এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র তথাস্তু বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর মাতৃগণ সেই অতুলবল বালককে অবলোকন করিয়া বিষণ্ণ বদনে মনে মনে চিন্তা করিলেন; আমরা কোন রূপেই ইহারে বিনাশ করিতে পারিব না। পরে তাঁহারা কার্ত্তিকেয়ের শরণাপন্ন হইয়া কহিলেন, হে বৎস! তুমি আমাদিগের পুত্র স্বরূপ; আমরা কোন অংশেই নিন্দনীয় নহি এবং পুত্রবাৎসল্যেও নিতান্ত বিহ্বল হইয়াছি; অতএব তুমি আমাদিগকে মাতৃভাবে অভিনন্দন কর। কার্ত্তিকেয় এই কথা শ্রবণ করিয়া লোকমাতৃগণের স্তন্য পান বাসনায় যথোচিত উপচারে অর্চ্চনা ও তাঁহাদিগের মনোভিলাষ পূর্ণ করিলেন। এই অবসরে মহাবল অগ্নি তথায় উপস্থিত হইলে কুমার তাঁহার অর্চ্চনা করিলেন। অগ্নি তৎকৃত সৎকার গ্রহণপূর্ব্বক মাতৃগণের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহারে বেষ্টন করত রক্ষা করিতে লাগিলেন। পরে মাতৃগণের ক্রোধপ্রভাবে এক নারী সমুৎপন্ন হইল। যেমন জননী স্বীয় সন্তানকে রক্ষা করিয়া থাকেন; তদ্রূপ ঐ নারী শূল ধারণপূর্ব্বক এবং ক্রূরদর্শনা রুধিরপ্রিয়া লোহিত সাগরদুহিতা কার্ত্তিকেয়কে আলিঙ্গনপূর্ব্বক রক্ষা করিতে লাগিলেন। আগমপ্রসিদ্ধ অগ্নি ছাগরূপধারী ও বহুসন্তানসম্পন্ন হইয়া সতত ক্রীড়নক দ্বারা অচলস্থ কুমার কার্ত্তিকেয়ের প্রীতি সম্পাদন করিতেন।

ষড়্বিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মহারাজ! গ্রহ, উপগ্রহ, মহর্ষি, মাতৃগণ, অন্যান্য বহুতর ঘোরদর্শন স্বর্গবাসিগণ ও হুতাশনপ্রমুখ গর্ব্বিত পরিষদ্বর্গ মহাভাগ কার্ত্তিকেয়কে বেষ্টন করিয়া সেই স্থানে অবস্থান করিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র বিজয় লাভে নিতান্ত সন্দিগ্ধ হইয়া দেবগণের সহিত ঐরাবতে আরোহণ ও বজ্র ধারণপূর্ব্বক সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। কার্ত্তিকেয় তখন সেই উৎকৃষ্ট অশ্বরসম্বীত ধ্বজপটাবগুণ্ঠিত দেবসেনা নিরীক্ষণ করিয়া বিনাশার্থী ইন্দ্রের প্রতি ধাবমান হইলেন। দেবর্ষিপূজিত দেবরাজও কার্ত্তিকেয়কে সংহার করিবার নিমিত্ত সিংহনাদ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক দেবসেনাদিগকে উত্তেজিত করিয়া সত্বরে গমন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর তিনি কার্ত্তিকেয়ের সন্নিহিত হইয়া সুরগণ সমভিব্যাহারে সিংহনাদ পরিত্যাগ করিলে কার্ত্তিকেয়ও মহাসাগরের ন্যায় অতিমাত্র সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। দেবসেনা সকল সেই মহাসিংহনাদে বিচেতনপ্রায় হইয়া সেই স্থানে ইতস্তত ভ্রমণ করিতে লাগিল। তদবলোকনে ক্রোধাবিষ্ট কুমারের মুখ হইতে প্রজ্বলিত অনল রাশি উদ্গীর্ণ হইয়া কম্পিতকলেবর দেবসৈন্য সকলকে দগ্ধ করিতে লাগিল। তখন কাহার মস্তক কাহার বা অস্ত্র কাহার বা দেহ কাহার বা বাহন প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তখন তাহাদিগকে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত নক্ষত্রগণের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল।

অনন্তর দেবসেনা সকল দগ্ধদেহ হইয়া পাবকনন্দন স্কন্দের শরণাপন্ন হইল। দেবতারাও দেবরাজকে পরিত্যাগ করিয়া শান্তি লাভ করিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র দেবগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া স্কন্দের প্রতি বজ্র নিক্ষেপ করিলে তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্ব বিদীর্ণ হইয়া গেল। তখন সেই বিদীর্ণ পার্শ্বদেশ হইতে দিব্য সুবর্ণ কুণ্ডল ও শক্তিধারী এক যুবা পুরুষ নির্গত হইলেন। বজ্রপ্রহার দ্বারা সঞ্জাত হইয়াছেন বলিয়া তাঁহার নাম বিশাখ হইল। সুররাজ ইন্দ্র সেই কালানলসম কান্তিসম্পন্ন অন্য এক যুবা পুরুষ সমুৎপন্ন হইলেন দেখিয়া ভয়প্রযুক্ত কৃতাঞ্জলিপুটে স্কন্দের শরণাপন্ন হইলেন। স্কন্দ তাঁহারে ও তাঁহার সৈন্যগণকে অভয় প্রদান করিলে দেবগণ প্রহৃষ্টমনে বাদিত্র বাদন করিতে লাগিলেন।

সপ্তবিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মহারাজ! এক্ষণে কুমারের অদ্ভুতদর্শন পারিষদগণের বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছি; শ্রবণ করুন। বজ্রপ্রহারে স্কন্দের পার্শ্বদেশ হইতে কুমার সকল সঞ্জাত হইল। সেই সমস্ত দারুণ কুমারগণ গর্ভস্থ শিশু সন্তানকে হরণ করিয়া থাকে। পরে ঐ পার্শ্বদেশ হইতেই মহাবল-সম্পন্ন কুমারীগণ জন্ম গ্রহণ করিল। কুমার সকল বিশাখকে পিতৃতুল্য বোধ করিত। ছাগমুখ বিশাখ ও ভদ্রশাখ কন্যা, পুত্র ও মাতৃগণে পরিবৃত হইয়া সমরসময়ে সকলকে রক্ষা করিতেন। লোকে কুমার স্কন্দকে পিতা বলিয়া আহ্বান করিত। সন্তানার্থী ও পুত্রবান্ ব্যক্তি সকল প্রদোষ সময়ে অগ্নিরূপ রুদ্র ও স্বাহারূপ উমারে অর্চ্চনা করিয়া থাকে।

তপনামা বহ্নি হইতে যে সকল কন্যা উৎপন্ন হইয়াছিলেন; তাঁহারা স্কন্দসমিধানে গমন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! এক্ষণে আমরা আপনার প্রসাদে সকলের মাতা ও পূজনীয় হইতে অভিলাষ করিয়াছি; অতএব আপনি আমাদি[illegible] এই চিরাভিলষিত প্রিয় কার্য্য সম্পাদন করুন। স্কন্দ কহিলেন, হে কুমারীগণ! তোমাদের মনোরথ পরিপূর্ণ হইবে, এক্ষণে তোমরা শিবা ও অশিবা এই দুই ভাগে বিভক্ত হও।

অনন্তর লোকমাতা সকল স্কন্দকে পুত্রস্থানীয় করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। কাকী, হলিমা, মালিনী, বৃংহিলা, আর্য্যা, পলালা ও বৈমিত্রা এই সাতটি শিশুমাতা বা মাতৃগণ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। স্কন্দদেবের প্রসাদবলে মাতৃগণের গর্ভে মহাবল পরাক্রান্ত অতি ভয়ঙ্কর লোহিতনেত্র আটটি শিশু জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহারাই বীরাষ্টক এবং ছাগবক্ত্র তাঁহাদিগের নবম বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকেন। স্কন্দের ছয়টি বক্ত্রের মধ্যে ছাগবক্ত্রটিই প্রধান ও মধ্যবর্ত্তী। মাতৃগণ তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। যিনি দিব্য শক্তি সৃষ্টি করিয়াছেন; তাঁহার নাম ভদ্রশাখ। হে মহারাজ! শুক্ল পঞ্চমীতে বিবিধাকার সমুৎপাদন ও ষষ্ঠীতে ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল।

অষ্টাবিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে রাজন্! হিরণ্ময়লোচন স্কন্দদেব হিরন্ময় কবচ, হিরন্ময় মালা হিরণ্ময় চূড়া ও হিরণ্ময় মুকুট পরিধান করিয়া উপবেশন করিলে স্বয়ং কমলরূপা শ্রী মূর্ত্তিমতী হইয়া তাঁহারে আলিঙ্গন করিলেন। সর্ব্বসুলক্ষণ-সম্পন্ন ষড়ানন লক্ষ্মীর সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া পৌর্ণমাসী-সমুদ্ভাসিত শশীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন মহাত্মা ব্রাহ্মণগণ তাঁহারে যথাবিধি পূজা করিয়া কহিলেন, হে হিরণ্যগর্ভ! তোমার মঙ্গল হউক; তুমি সর্ব্ব লোকের কল্যাণ-

কর হও; তুমি ছয় রাত্রিমাত্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছ; ইতিমধ্যে সমুদায় লোক তোমার বশবর্ত্তী হইয়াছে; অতএব হে সুরোত্তম! তুমি এই সমস্ত লোককে অভয় প্রদান করিয়া ইন্দ্রত্ব পদে অধিরোহণ কর।

স্কন্দ কহিলেন, হে তপোধনগণ! ইন্দ্র সমুদায় লোকের কি কর্ম্ম করিয়া থাকেন এবং কিপ্রকারে বা দেবগণকে প্রতিনিয়ত রক্ষা করেন?

ঋষিগণ কহিলেন, সুররাজ ইন্দ্র সন্তুষ্ট চিত্তে প্রজাগণকে বল, তেজ, সুখ প্রভৃতি সমুদায় অভিলষণীয় বস্তু প্রদান, দুষ্টের দমন, শিষ্টের প্রতিপালন ও সমুদায় চরাচর জগৎকে স্ব স্ব কার্য্যে অনুশাসন করেন। যে স্থানে সূর্য্য নাই; সে স্থানে তিনিই সূর্য্য; এবং যে স্থানে চন্দ্র নাই, সে স্থানে তিনিই চন্দ্রমা হন। তিনি কারণবশত অগ্নি, বায়ু; পৃথিবী ও জল হইয়া থাকেন। হে বীর! বিপুলবলশালী ইন্দ্রের এই সকল কর্ত্তব্য কর্ম্ম। তুমিও বীরশ্রেষ্ঠ; অতএব আমাদিগের ইন্দ্রত্ব পদে অধিষ্ঠিত হও।

ইন্দ্র কহিলেন, হে মহাবাহো! তুমি আজি ইন্দ্রত্ব পদে অভিষিক্ত হইয়া আমাদিগের সুখ সৌভাগ্য বিধান কর।

স্কন্দ কহিলেন, হে শক্র! তুমি বিজয়ী হইয়া অনাকুলিত চিত্তে ত্রৈলোক্য শাসন কর; আমি তোমার কিঙ্কর হইয়া থাকিব; ইন্দ্রত্ব পদ আমার অভীপ্সিত নহে।

ইন্দ্র কহিলেন, হে বীর! তুমি অতি অদ্ভুত বল ধারণ করিয়াছ; অতএব দেবগণের অরাতিকুল নির্ম্মূল কর। লোকে তোমার তেজ দর্শনে অতিশয় বিস্মিত হইয়াছে। আমি দুর্ব্বলতাপ্রযুক্ত পরাজিত হইয়াছি; অতএব ইন্দ্রত্ব পদে অধিরূঢ় হইলে সকলে আমারে অবজ্ঞা করিবে। তাহাতে আমাদিগের সুহৃদ্ভেদ হইবারও বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। আমাদিগের প্রণয় ভঙ্গ হইলে উদ্যোগী সাবধান শাত্রবগণ অবিলম্বেই তাহা অবগত হইবে; পরে প্রজাগণও পরস্পর অন্যতর পক্ষে পক্ষপাতনিবন্ধন দুই দলে বিভক্ত হইবে। এই রূপ ভূতভেদকালে আমাদিগের পরস্পরের বিগ্রহ ঘটনারও অসম্ভাবনা নাই; তাহা হইলে তখন তুমি নিঃশঙ্ক চিত্তে আমারে পরাজয় করিবে। অতএব হে মহাবল! তুমি কোন বিচার না করিয়া অবিলম্বে ইন্দ্রত্ব পদে আরোহণ কর।

স্কন্দ কহিলেন, হে শক্র! তুমিই ত্রৈলোক্যের অধীশ্বর; আমি তোমার আজ্ঞাবহ ও অনুগত; এক্ষণে কি করিব অনুমতি কর।

ইন্দ্র কহিলেন, হে মহাবল! আমি তোমার বাক্যে ইন্দ্রত্ব পদে অধিরোহণ করিব; সন্দেহ নাই। কিন্তু তুমি যদি যথার্থই আমার শাসন রক্ষা করিতে উৎসুক হইয়া থাক; তাহা হইলে দেবগণের সৈনাপত্যে অভিষিক্ত হও।

স্কন্দ কহিলেন, হে সুররাজ! দেবগণের অর্থসিদ্ধি, গোব্রাহ্মণের হিত সাধন ও দানবগণের উৎসাদন করিবার নিমিত্ত আমারে সৈনাপত্যে অভিষিক্ত কর।

তখন ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ স্কন্দদেবকে সৈনাপত্যে অভিষিক্ত করিলেন; মহর্ষিগণ পূজা করিতে লাগিলেন। তাঁহার মস্তকে কাঞ্চনময় ছত্র সুসমৃদ্ধ বহ্নিমণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। যশস্বী ত্রিপুরারি দেবী সমভিব্যাহারে আগমনপূর্ব্বক তাঁহার গলদেশে বিশ্বকর্ম্ম-বিনির্ম্মিতা কাঞ্চনময়ী মালা প্রদান করিয়া অর্চ্চনা করিলেন।

ব্রাহ্মণগণ অগ্নিরে রুদ্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন; এই রুদ্ররূপ অনল কর্ত্তৃক উৎসৃষ্ট শুক্রে শ্বেত পর্ব্বতে কৃত্তিকাগণের প্রযত্নে স্কন্দ দেব জন্ম গ্রহণ করেন, এই জন্য ইনি রুদ্রপুত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ হইলেন। দেবগণ রুদ্রকে তাঁহার অভিনন্দন করিতে দেখিয়া তাঁহারে রুদ্রসূনু বলিয়া থাকেন।

কলত তিনি রুদ্ররূপ বহ্নির ঔরসে ঋষিপত্নী-রূপধারিণী স্বাহা হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছেন।

শ্রীমান্ পাবকনন্দন অজীর্ণ-রক্তাম্বর-পরিবেষ্টিত-কলেবর হইয়া লোহিত বসনদ্বয়-সম্বলিত অংশুমানের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। তাঁহার রথে অগ্নিপ্রদত্ত কুক্কট কেতুভূত হইয়া কালানলের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। যে শক্তি দেবগণের জয়বর্দ্ধিনী এবং সর্ব্বভূতের চেষ্টা, বল, প্রভা ও শান্তি; তিনি তাঁহাতে সমাবিষ্ট হইলেন। তাঁহার সহজাত কবচ শরীরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিল; যুদ্ধকাল উপস্থিত হইলেই আবির্ভূত হইত। শক্তি, ধর্ম্ম, বল, তেজ, কান্তি, সত্য, উন্নতি, ব্রাহ্মণত্ব, অসম্মোহ, ভক্তগণের পরিরক্ষণ, অরাতিগণের নির্দ্দলন ও লোকাভিরক্ষণ এই সমস্ত গুণ তাঁহার জন্মকালেই সমুৎপন্ন হইয়াছিল।

এবম্বিধ গুণসম্পন্ন স্কন্দ দেবগণ কর্ত্তৃক অভিষিক্ত ও অলঙ্কৃত হইয়া পরিপূর্ণ চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। স্বাধ্যায়ধ্বনি, দেবগণের বাদ্যধ্বনি ও গন্ধর্ব্বগণের গীতধ্বনি সমুদ্ভূত হইতে লাগিল। দেবগণ, অপ্সরাগণ, পিশাচগণ ও অন্যান্য প্রাণী সকলে অলঙ্কৃত হইয়া তাঁহারে বেষ্টন করিয়া রহিলেন; তিনিও তাঁহাদের মধ্যবর্ত্তী হইয়া পরমানন্দে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। দেবগণ তাঁহারে অবলোকন করিয়া তমোরাশি-বিনাশী চণ্ডরশ্মির ন্যায় বোধ করিয়াছিলেন।

অনন্তর "তুমি আমাদের সেনাপতি হইলে" এই কথা বলিতে বলিতে দেবসৈন্যগণ ষড়াননের চতুর্দ্দিকে আগমন-পূর্ব্বক স্তব ও পূজা করিতে আরম্ভ করিলে, তিনিও তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিলেন।

দেবরাজ ইতিপূর্ব্বে দেবসেনা নাম্নী যে রমণীরে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; ভগবান্ ব্রহ্মা স্বয়ং যাঁহারে রুদ্রসুতের প্রণয়িনী হইবে বলিয়া আশ্বাস দিয়াছেন; এক্ষণে কার্ত্তিকেয় সেনাপতি-পদে অভিষিক্ত হইলে তিনি সেই কন্যারে আনয়ন করিয়া কহিলেন, হে সুরোত্তম! ভগবান্ ব্রহ্মা তোমার জন্মিবার অগ্রে ইহাঁরে তোমার পত্নীরূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন; অতএব তুমি বেদবিহিত বিধিপূর্ব্বক করকমল দ্বারা ইহাঁর পাণিকমল পরিগ্রহ কর।

স্কন্দ ইন্দ্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া যথাবিধি তাঁহার পাণিপীড়ন করিলে মন্ত্রবেত্তা বৃহস্পতি জপ ও হোমক্রিয়া নির্ব্বাহ করিলেন। ব্রাহ্মণগণ যাঁহারে ষষ্ঠী, সুখপ্রদা লক্ষ্মী, সিনীবালী, অপরাজিতা ও কুহু বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; সেই দেবসেনা স্কন্দের মহিষী হইলেন। যখন দেবসেনা সনাতন স্কন্দদেবের প্রণয়িনীপদে অধিষ্ঠিত হইলেন; তখন স্বয়ং লক্ষ্মী দেবী মূর্ত্তিমতী হইয়া তাঁহারে আশ্রয় করিলেন। ভগবান্ কার্ত্তিকেয় পঞ্চমীতে লক্ষ্মীর সহিত সম্মিলিত হইয়াছিলেন, এই জন্য ঐ তিথি শ্রীপঞ্চমী এবং ষষ্ঠীতে তাঁহার প্রয়োজন সকল সুসম্পন্ন হইয়াছিল; এই নিমিত্ত ষষ্ঠী মহাতিথি বলিয়া প্রসিদ্ধ হইল।

একোন ত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে ধর্ম্মনন্দন! এদিকে সেই ছয় জন মহর্ষিপত্নী স্ব স্ব পতি কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া অসামান্য শ্রীসম্পন্ন দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের সমীপে আগমনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, বৎস! আমাদের স্বামিগণ ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া বিনাপরাধে আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। কোন ব্যক্তি আমাদিগের ভর্ত্তৃগণকে কহিয়াছে, আমরা তোমারে সমুৎপন্ন করিয়াছি; তাঁহারা এই কথা শ্রবণে বিচার না করিয়াই আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছেন; এক্ষণে তুমি আমাদিগকে পরিত্রাণ কর। হে মহা-

ভাগ! তোমার প্রসাদে আমাদের অক্ষয় স্বর্গ লাভ হইবে; আমরা তন্নিমিত্তই তোমারে পুত্র করিতে বাসনা করি; তুমি আমাদের পুত্র হইয়া মাতৃঋণ হইতে মুক্ত হও।

স্কন্দ কহিলেন, হে মহর্ষিপত্নীগণ! আপনারা আমার মাতা; আমি আপনাদের পুত্র; এতদ্ভিন্ন আপনারা আর যাহা অভিলাষ করেন; তৎসমুদায়ও সম্পূর্ণ হইবে। অনন্তর কার্ত্তিকেয় দেবরাজকে বিষণ্ণ দেখিয়া কহিতে লাগিলেন, সুররাজ! কি করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন। ইন্দ্র কহিলেন, হে মহাত্মন্! রোহিণীর কনিষ্ঠ ভগিনী অভিজিৎ স্পর্দ্ধা করিয়া জ্যেষ্ঠ হইবার বাসনায় তপোনুষ্ঠান করিতে বনে গমন করিয়াছে; তন্নিমিত্ত আমি নক্ষত্রসংখ্যা পূরণে অসমর্থ হইয়াছি; অতএব এক্ষণে তুমি ব্রহ্মার সহিত মিলিত হইয়া গগনচ্যুত অভিজিতের পরিবর্ত্তে অন্য নক্ষত্র প্রতিষ্ঠিত করিবার উপায় চিন্তা কর। স্কন্দ ইন্দ্র কর্ত্তৃক এই রূপ অভিহিত হইয়া ব্রহ্মার নিকট গমন করিলে তিনি ধনিষ্ঠাদি কালের কল্পনা করিলেন। সেই কালই পূর্ব্বে রোহিণী নক্ষত্র হইয়াছিল। এ দিকে কৃত্তিকাগণ ইন্দ্রের অভিপ্রায় অবগত হইয়া নক্ষত্রসংখ্যা পূরণ করিবার নিমিত্ত স্বর্গে গমন করিলেন। তাঁহারা ছয় জন গারুড়ীর সহিত মিলিত হইয়া সপ্তর্ষীর্ষাভ নক্ষত্ররূপে অদ্যাপি দীপ্তি পাইতেছেন।

অনন্তর বিনতা স্কন্দকে কহিলেন, হে মহাভাগ! তুমিই আমার পিণ্ডদ পুত্র; আমি তোমার সহিত সতত একত্র বাস করিতে বাসনা করি।

স্কন্দ কহিলেন, জননি! আপনার অভিলাষ পূর্ণ করিলাম; আপনারে নমস্কার; আপনি পুত্রস্নেহ-সহকারে আমারে প্রতিপালন ও আপনার স্নুষার সহিত সুখসচ্ছন্দে বাস করুন।

অনন্তর মাতৃগণ একত্র হইয়া স্কন্দকে কহিলেন, হে কুমার! পণ্ডিতগণ আমাদিগকে সর্ব্বলোক-মাতা বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন; তন্নিমিত্ত আমরা তোমার মাতা হইতে বাসনা করি; তুমি আমাদিগকে পূজা কর।

স্কন্দ কহিলেন, আপনারা আমার মাতা; আমি আপনাদের পুত্র; আজ্ঞা করুন, আপনাদিগের কি অভিলাষ সম্পাদন করিব?

বিনতাদি মাতৃগণ কহিলেন, ব্রাহ্মী মাহেশ্বরী প্রভৃতি যাহারা পূর্ব্বে মাতৃত্ব পদে পরিকল্পিত হইয়াছে; এক্ষণে তাহাদের সেই পদ আর না থাকে; আমরা যেন তাহাদের স্থানীয় হইয়া লোকের পূজনীয় হই; কেহ যেন তাহাদিগকে পূজা না করে। আর তোমার নিমিত্ত তাহারা আমাদের ভর্ত্তৃগণকে প্রকোপিত করিয়া যে সমস্ত সন্তান সন্ততি বিনষ্ট করিয়াছে; তৎ সমুদায় আমাদিগকে প্রদান কর।

স্কন্দ কহিলেন, হে মাতৃগণ! আমি আগ্রহাতিশয়-সহকারে প্রার্থনা করিলেও মহর্ষিগণ আপনাদের গ্রহণে সম্মত হইবেন না; অতএব এক্ষণে অন্য কোন্ প্রকার প্রজা আপনাদের অভিলষণীয় বলুন।

মাতৃগণ কহিলেন, আমরা তোমার সহিত একত্র মিলিত হইয়া সেই সমুদায় পূর্ব্বোক্ত মাতৃগণের প্রজা ও পিত্রাদিকে তক্ষণ করিতে বাসনা করি।

স্কন্দ কহিলেন, হে মাতৃগণ! আমি আপনাদিগকে প্রজা প্রদান করিতেছি; কিন্তু আপনারা অতি দারুণ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন; অতএব প্রণতিপূর্ব্বক কহিতেছি, আপনারা অনুগ্রহ করিয়া ঐ প্রজাগণকে রক্ষা করুন।

মাতৃগণ কহিলেন, হে মহাত্মন্! আমরা তোমার ইচ্ছানুসারে ঐ সন্তানগণকে রক্ষা করিব; কিন্তু তোমার সহিত চির কাল একত্র বাস করিতে বাসনা করি।

স্কন্দ কহিলেন, মানব-সন্ততিগণের যত দিন ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রম পরিপূর্ণ না হইবে; তাবৎ কাল আপনারা নানাবিধ রূপ ধারণ-পূর্ব্বক তাহাদিগের বিঘ্ন উৎপাদন করুন। আর আমি আপনাদিগকে এক রৌদ্র অব্যয় পুরুষ প্রদান করিতেছি; আপনারা তাহার সহিত বাস করিবেন।

ভগবান্ স্কন্দ এই কথা কহিবামাত্র তাঁহার শরীর হইতে অগ্নিতুল্য এক বীর পুরুষ বিনির্গত হইল; মনুষ্যগণের সন্তান সন্ততি ভক্ষণ করাই উহার উদ্দেশ্য। ঐ পুরুষ উৎপন্ন হইবামাত্র ক্ষুধায় একান্ত কাতর ও বিসংজ্ঞপ্রায় হইয়া সহসা ধরাতলে নিপতিত হইল এবং তৎপরে স্কন্দের অনুজ্ঞানুসারে ঘোররূপ গ্রহ হইয়া উঠিল। ব্রাহ্মণগণ ঐ গ্রহকে স্কন্দাপস্মার; মহারৌদ্রা বিনতারে শকুনিগ্রহ; রাক্ষসী পূতনারে পূতনাগ্রহ ও কষ্টদায়িনী ঘোররূপা নিশাচরী পিশাচীরে শীতপূতনা কহিয়া থাকেন। শীতপূতনা মানুষীগণের গর্ভ সমুদায় হরণ করে। অদিতি রেবতী বলিয়া বিখ্যাত; উহার গ্রহের নাম রৈবত। ঐ মহাঘোর গ্রহও বালকগণের বিঘ্ন উৎপাদন করিয়া থাকে। দৈত্যগণের মাতা দিতিরে মুখমণ্ডিকা কহে। দুরাসদা মুখমণ্ডিকা সাতিশয় শিশুমাংস-লোলুপ।

হে পাণ্ডবনাথ! যে যে কুমার ও কুমারীগণ স্কন্দ হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে; তাহারা সকলেই মহাগ্রহ ও গর্ভভোজী। ঐ সমুদায় কুমারগণ উক্ত কুমারীগণের পতি। উহারা সকলেই অজ্ঞাতসারে বালকগণকে হরণ করিয়া থাকে।

প্রাজ্ঞ লোক সমুদায় গোমাতারে সুরভি কহিয়া থাকেন। শকুনিগ্রহ তাঁহার উপর আরোহণ-পূর্ব্বক বালকগণকে ভোজন করে। কুক্কুরমাতা সরমা সর্ব্বদা মানুষীগণের গর্ভ হরণ করিয়া থাকে। পাদপ সমুদায়ের মাতারে করঞ্জনিলয়া কহে। তিনি সাতিশয় অনুকম্পা-পরতন্ত্র, সৌম্যমূর্ত্তি ও বরপ্রদা; এই নিমিত্ত পুত্রার্থী ব্যক্তিগণ করঞ্জ পাদপ অবলোকন করিলেই তাঁহারে নমস্কার করে। এই অষ্টাদশ ও অন্যান্য গ্রহ সমুদায় মাংস ভক্ষণ ও মধু পানে নিতান্ত অভিলাষী; উহারা দশ দিবস অনবরত সূতিকাগৃহে বাস করে।

হে মহারাজ! নাগমাতা কদ্রু সূক্ষ্ম কলেবর পরিগ্রহ করিয়া গর্ভিণীর শরীরে প্রবেশপূর্ব্বক গর্ভ ভক্ষণ করে। গন্ধর্ব্বগণের মাতা গর্ভিণীর গর্ভ গ্রহণপূর্ব্বক প্রস্থান করে; এই নিমিত্ত লোকে কোন কোন নারীর গর্ভ বিলীন হইতে দৃষ্ট হইয়া থাকে। অপ্সরাদিগের জননী গর্ভিণীগণের গর্ভ গ্রহণ করিয়া থাকে; এই নিমিত্ত পণ্ডিতগণ গর্ভ বিনষ্ট হইয়াছে কহেন। লোহিত সমুদ্রের কন্যা স্কন্দের ধাত্রী, উহার নাম লোহিতযোনি; কদম্ব বৃক্ষে উহারে পূজা করে। পুরুষগণের মধ্যে রুদ্র যেমন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; স্ত্রীগণের মধ্যে আর্য্যাও তদ্রূপ। আর্য্যা কুমারের মাতা; লোকে অভিলাষ সিদ্ধির নিমিত্ত উঁহারে পৃথক্ পূজা করিয়া থাকে।

হে রাজন্! যে সমুদায় মহাগ্রহের বিষয় কীর্ত্তিত হইল; তাহারা বালকগণের ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত অমঙ্গল বিধান করে। আর যে সমুদায় পুরুষগ্রহ ও মাতৃগণের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম; উহারা স্কন্দগ্রহ বলিয়া বিখ্যাত। স্নান, ধূপ, অঞ্জন, বলি ও উপহার প্রদান দ্বারা উহাদিগের শান্তি হয়। উহারা উক্ত প্রকারে সম্যক্ রূপে অভ্যর্চ্চিত হইলে মনুষ্যগণকে আয়ু, বীর্য্য প্রভৃতি শুভ ফল প্রদান করে। হে মহারাজ! এক্ষণে মনুষ্যগণের ষোড়শ বৎসর বয়ঃক্রম অতিক্রান্ত হইলে যে সকল গ্রহ দ্বারা তাহাদের অপকার হয়; আমি মহেশ্বরকে নমস্কার করিয়া তৎ সমুদায়ের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি; শ্রবণ কর।

হে পাণ্ডবনাথ! মনুষ্যগণ নিদ্রা বা

জাগরণাবস্থায় দেবগণকে দেখিবামাত্র যে উন্মত্ত হইয়া উঠে; উহাকে দেবগ্রহ কহে। মানবজাতি আসীন বা শয়ান হইয়া পিতৃগণকে দেখিবামাত্র যে উন্মাদগ্রস্ত হয়; উহাকে পিতৃগ্রহ কহে। সিদ্ধগণকে অবমাননা করিয়া বা তাঁহাদিগের ক্রোধপ্রযুক্ত অভিশপ্ত হইয়া যে হঠাৎ উন্মত্ত হয়; উহার নাম সিদ্ধগ্রহ। বিবিধ প্রকার গন্ধ বা রস আঘ্রাণ করিবামাত্র যে সহসা উন্মত্ত হয়; উহাকে রাক্ষসগ্রহ কহে; গন্ধর্ব্বের আবেশবশত যে সহসা উন্মত্ত হইয়া উঠে; উহার নাম গন্ধর্ব্বগ্রহ; নিত্য নিত্য পিশাচের আরোহণবশত যে ক্ষিপ্ত হয়; উহাকে পৈশাচ গ্রহ কহে; এবং যক্ষের আবেশবশত যে হঠাৎ উন্মাদগ্রস্ত হইয়া উঠে; উহাকে যক্ষগ্রহ কহে। দোষবশত চিত্ত প্রকুপিত হওয়াতে যে ব্যক্তি উন্মত্ত হয়; শাস্ত্রমতে অতি শীঘ্র তাহার চিকিৎসা করা বিধেয়। যে ব্যক্তি বৈক্লব্য, ভয় বা ঘোর দর্শন দ্বারা হঠাৎ উন্মত্ত হইয়া উঠে, সান্ত্ববাদই তাহার রোগোপশমের উত্তম উপায়।

হে রাজন্! গ্রহ তিন প্রকার; কোন কোন গ্রহ ক্রীড়াভিলাষী, কোন কোন গ্রহ ভোগাভিলাষী ও কেহ কেহ কামক্রীড়াভিলাষী। এই সকল গ্রহ মনুষ্যগণের সপ্ততি বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত অহিতাচরণ করিয়া থাকে; তৎপরে গ্রহসদৃশ জ্বর তাহাদিগকে আক্রমণ করে। হে রাজন্! যে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয়, দান্ত, শুচি, অতন্দ্রিত, আস্তিক ও শ্রদ্ধাবান; এবং মহেশ্বরের প্রতি যাহার অবিচলিত ভক্তি; গ্রহগণ কদাচ তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় না।

ত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে রাজন্! স্কন্দ সমুদায় মাতৃগণের প্রিয় কার্য্য সম্পাদন করিলে পর স্বাহা কহিলেন, বৎস! তুমি আমার পুত্র; অতএব তোমা কর্ত্তৃক আমার প্রীতিকার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, ইহাই নিতান্ত বাসনা। স্কন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবতি! আপনি কিদৃশী প্রীতির অভিলাষিণী?

তিনি কহিলেন, আমি দক্ষ প্রজাপতির প্রিয়তমা কন্যা; আমার নাম স্বাহা; বাল্যাবধি হুতাশনের প্রতি আমার সাতিশয় অনুরাগ জন্মিয়াছে; কিন্তু তিনি তাহা সম্যক্ অবগত নহেন। যাহা হউক, এক্ষণে অভিলাষ যে, নিরন্তর হুতাশনের সহিত বাস করত কাল যাপন করি।

স্কন্দ কহিলেন, দেবি! অদ্যাবধি সৎপথস্থিত ব্রাহ্মণেরা মন্ত্রপূত হব্য কব্য প্রভৃতি দ্রব্যজাত স্বাহা বলিয়া হুতাশনে আহুতি প্রদান করিবেন; তাহা হইলে সর্ব্বদাই আপনার অনলসহবাস হইবে; সন্দেহ নাই। স্বাহা স্কন্দের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণে পরম প্রীত ও যথাবিধি পূজিত হইয়া তাঁহার পূজা করত চিরপ্রার্থিত ভর্ত্তা পাবকের সহিত সম্মিলিত হইলেন।

অনন্তর ভগবান্ প্রজাপতি স্কন্দকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে ত্রৈলোক্যবিজয়িন্! তুমি তোমার পিতা ত্রিপুরনিসূদন মহাদেবের নিকট গমন কর। মহাদেব অগ্নিতে এবং উমা স্বাহাতে সমাবিষ্ট হইয়া লোকহিতার্থে তোমারে উৎপাদন করিয়াছেন; তুমি সকলের অজেয়। মহাত্মা রুদ্র উমাযোনিতে শুক্র নিক্ষেপ করেন; সেই শুক্র পঞ্চধা বিভক্ত হইয়া পঞ্চ স্থানে নিপতিত হয়। প্রথমত তাহা হইতে মিঞ্জিকা-মিঞ্জিকমিথুন উৎপন্ন হইয়া এই পর্ব্বতে পতিত হয়; এবং লোহিত সাগরে তাহার এক ভাগ, সূর্য্যরশ্মিতে কিঞ্চিৎ, ভূলোকে কিঞ্চিৎ ও বৃক্ষে তাহার কিয়দংশ পতিত হইয়াছিল। এই রূপে স্থানে স্থানে তোমার নানা প্রকার পরিবর্দ্ধণ সঞ্জাত হইয়াছে; তাহারা সকলেই অতি ভীষণ ও পিশিতাশন। তখন পিতৃবৎসল স্কন্দ যে আজ্ঞা বলিয়া পিতা

মহাদেবের সন্নিধানে গমনপূর্ব্বক তাঁহার পূজা করিলেন।

ধনার্থী ও ব্যাধিপ্রশমনার্থী লোকে অর্ক পুষ্প দ্বারা সেই পঞ্চ গণের পূজা করিবে। বালকহিতার্থে রুদ্রসম্ভব মিঞ্জিকা-মিঞ্জিক-মিথুনকে সর্ব্বদাই নমস্কার করিবে। যে শুক্রাংশ বৃক্ষে নিপতিত হইয়াছিল; তাহা হইতে মানুষমাংসাদ কতিপয় দেবী সমুৎপন্ন হইয়াছেন; তাঁহারা বৃদ্ধিকা নামে প্রসিদ্ধ; প্রজার্থী লোকে তাঁহাদিগকে নমস্কার করিবে। হে রাজন! এই রূপে অসংখ্য পিশাচগণ সঞ্জাত হইয়াছে।

সম্প্রতি কার্ত্তিকেয়ের ঘণ্টা ও পতাকার উৎপত্তির বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি; শ্রবণ কর। ঐরাবতের বৈজয়ন্তী নামে দুইটি লোহিতবর্ণ ঘণ্টা ছিল; দেবরাজ স্বয়ং উহা আনয়নপূর্ব্বক একটি বিশাখকে অপরটি স্কন্দকে প্রদান করিলেন। তিনি দেবপ্রদত্ত সমস্ত ক্রীড়নক দ্বারা ক্রীড়া করত পিশাচ ও দেবগণে পরিবৃত হইয়া কাঞ্চনশৈলে অবস্থিতি করিলেন। তাঁহার সন্নিধানবশত কুসুমকানন-সুশোভিত সেই নগপতিরও পরম রমণীয় শোভা সম্পন্ন হইয়াছিল। যেমন সূর্য্য-সন্নিধানে সুচারুকন্দর মন্দরের শোভা হয়; তদ্রূপ স্কন্দের সন্নিধানে শ্বেত পর্ব্বত অতীব প্রতিভাত হইয়া উঠিল। তথায় কানন সকল করবীর, পারিজাত, জবা, অশোক ও কদম্ব প্রভৃতি প্রফুল্ল কুসুম সমূহে বিরাজিত রহিয়াছে; নানা জাতীয় দিব্য মৃগ ও পক্ষিগণ বিচরণ করিতেছে; অতি গভীরনিস্বন দেবতা ও দেবর্ষিগণ নিয়ত বাস করিতেছেন; অপ্সরা ও গন্ধর্ব্বনিবহ নিরন্তর নৃত্য করিতেছে এবং সর্ব্বদাই প্রাণিগণের আনন্দধ্বনি সমুত্থিত হইতেছে। ফলত দেবরাজাধিষ্ঠিত সমস্ত জগৎ সেই শ্বেতাচলে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।

মহাত্মা কার্ত্তিকের সমস্ত জগতের আধারভূত সেই পর্ব্বতে প্রত্যহ অভিনব বস্তু সন্দর্শন দ্বারা নয়ন ও মন পরিতৃপ্ত করিতে লাগিলেন; কিন্তু দৃষ্টপূর্ব্ব বস্তুর দর্শননিবন্ধন ক্লেশের লেশও অনুভব করেন নাই।

অনন্তর ভগবান্ পাবকি সৈনাপত্যে অভিষিক্ত হইলে ভূতভাবন ভবানীপতি আহ্লাদিত হইয়া পার্ব্বতী সমভিব্যাহারে সহস্রসিংহ-সংযোজিত লোহিতবর্ণ সমুজ্জ্বল রথে আরোহণ-পূর্ব্বক ভদ্রবটে গমন করিলেন। মৃগেন্দ্রগণ মুহূর্ত্ত কালমধ্যে নভোমণ্ডলে সমুত্থিত হইয়া গভীর গর্জ্জনে চরাচর ত্রাসিত করিতে লাগিল; বোধ হইল যেন তাহারা আকাশমণ্ডল গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। সৌদামিনী-সমভিব্যাহারী সূর্য্য যেমন শক্রশরাসনসনাথ জলধরপটলে শোভমান হন; তদ্রূপ পশুপতি পার্ব্বতী সমভিব্যাহারে সেই রথে দীপ্তি পাইতে লাগিলেন।

ধনপতি কুবের গুহ্যকগণ-পরিবৃত হইয়া সুরুচির পুষ্পক রথে আরোহণ-পূর্ব্বক মহাদেবের অগ্রে অগ্রে চলিলেন; দেবরাজ ইন্দ্র দেবগণ সমভিব্যাহারে ঐরাবতে আরোহণ করিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন। যুদ্ধবিশারদ বহুসংখ্যক দেবতা বসু ও রুদ্রগণের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে গমন করিতে লাগিলেন; মাল্যাভরণবিভূষিত যক্ষ, রক্ষ ও গ্রহগণপরিবৃত মহাযক্ষও সেই পক্ষ আশ্রয় করিয়া চলিলেন।

ঘোররূপ যম ভয়ঙ্করব্যাধিশত-পরিবেষ্টিত হইয়া গমন করিতে লাগিলেন; অতি ভীষণ, সুতীক্ষ্ণ, ত্রিশিখর বিজয়াখ্য রুদ্রশূল তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। উগ্রপাশ সলিলাধিপতি ভগবান্ বরুণদেব বিবিধ প্রকার জলজন্তুগণ-পরিবৃত হইয়া ধীরে ধীরে চলিলেন। রুদ্রের পট্টিশ অস্ত্র গদা, মুষল, শক্তি প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্র সমভি-

ব্যাহারে বিজয়ের অনুগমন করিল। পট্টিশের পশ্চাৎ রুদ্রের ছত্র, তাহার পশ্চাৎ কমণ্ডলু ও তাহার দক্ষিণ পার্শ্বে দেবপূজিত পরম শোভমান দণ্ড গমন করিতে লাগিল। ভৃগু ও অঙ্গিরা প্রভৃতি ঋষিগণ তাহাদিগের সমভিব্যাহারে চলিলেন।

মহাতেজা ভগবান্ রুদ্র বিমলস্যন্দনাধিষ্ঠিত হইয়া দেবগণের সন্তোষোৎপাদন করত পট্টিশ প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। দেবতা, ঋষি, গন্ধর্ব্ব, ভুজগ, অপ্সরা, নদী, হ্রদ, সমুদ্র, গ্রহ, নক্ষত্র, দেবশিশু ও ধরাঙ্গনাগণ পুষ্পবৃষ্টি করত রুদ্রের অনুগামী হইলেন। মেঘ সকল মহাদেবকে প্রণাম করিয়া তাঁহার অনুগমন করিল। নিশাকর মহাদেবের মস্তকে শুভ্র ছত্র ধারণ করিলেন; বায়ু ও অগ্নি চামর ব্যজন করিতে লাগিলেন। রাজর্ষিগণ বৃষধ্বজের স্তব করত পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। গৌরী, বিদ্যা, গান্ধারী, কেশিনী ও সাবিত্রী প্রভৃতি সকলে পার্ব্বতীর অনুগামিনী হইলেন। ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ সেনামুখে অবস্থিতি করিয়া তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে লাগিলেন।

যে রুদ্রসখা রাক্ষসগ্রহ সর্ব্বদা শ্মশানে ব্যাপৃত থাকে; সে পতাকা গ্রহণ করিয়া অগ্রে অগ্রে চলিল এবং লোকানন্দদায়ক পিঙ্গলাখ্য যক্ষেন্দ্রও তাহার অনুগমন করিল; এই রূপে মহাদেব পরম সুখে গমন করিতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহার অগ্রে কি পশ্চাতে অথবা কোন ব্যক্তির গমন করিবার ক্ষমতা ছিল না। যিনি শিব, ঈশ, রুদ্র, পিতামহ ও মহেশ্বর বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছেন; মানবগণ সৎ কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা বিবিধ ভাবসহকারে তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া থাকে।

এই রূপে কৃত্তিকানন্দন দেবসেনাপতি সুরসেনাপরিবৃত হইয়া দেবদেবের অনুগমন করিলেন। অনন্তর মহাদেব তাঁহারে কহিলেন, হে মহাবল! তুমি নিরন্তর অতন্দ্রিত হইয়া সপ্তম মারুত-স্কন্দকে রক্ষা করিবে। কার্ত্তিকেয় বিনয়নম্র বাক্যে কহিলেন, তাত! আমি সর্ব্বদাই সপ্তম মারুত-স্কন্দকে প্রতিপালন করিব; সন্দেহ নাই; এক্ষণে যদি অন্য কোন কর্ত্তব্য কর্ম্ম থাকে; তাহাও শীঘ্র অনুমতি করুন।

রুদ্র কহিলেন, হে বৎস! তুমি কোন কার্য্যোপলক্ষে পরম ভক্তি ও শ্রদ্ধাসহকারে আমারে সন্দর্শন করিলে অবশ্যই তোমার মঙ্গল হইবে। এই বলিয়া মহেশ্বর রুদ্র স্কন্দকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক গমনের আদেশ প্রদান করিলেন।

অনন্তর অতি ভয়ঙ্কর উৎপাত সকল উপস্থিত হইল। দেবগণ সহসা মোহে আক্রান্ত ও অভিভূত হইলেন; নক্ষত্রপুঞ্জের সহিত নভোমণ্ডল অকস্মাৎ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল; বিশ্ব সংসার এক বারে ঘোরতর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল; মেদিনীমণ্ডল বিলক্ষণ শব্দায়মান, সহসা বিমোহিত ও কম্পিত হইতে লাগিল। ভূতভাবন ভগবান্ শঙ্কর, দেবী পার্ব্বতী, দেবগণ ও মহর্ষিগণ ইঁহারা সকলে এই ভয়ানক ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া বিলক্ষণ ক্ষুভিত হইলেন।

অনন্তর পর্ব্বতাম্বুদ-সন্নিভ পয়োধরাকার বিবিধায়ুধধারী প্রচণ্ড সৈন্যমণ্ডলী দৃষ্টিগোচর হইল। সেই অসংখ্য দানবদল তর্জ্জন গর্জ্জনপূর্ব্বক ভগবান্ শঙ্কর ও অমরগণের প্রতি ধাবমান হইয়া তাঁহাদের সৈন্যের প্রতি অনবরত শরজাল, প্রাস, অসি, পরিঘা, শতঘ্নী, গদা ও পর্ব্বত সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিল। তখন দেবসৈন্যেরা দানবশরপ্রহারে নিতান্ত পীড়িত ও সমরে পরাঙ্মুখ হইয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। শত শত হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। যেমন হুতাশন সমস্ত কানন দগ্ধ করিয়া থাকে; তদ্রূপ দানবেরা শরাগ্নি

দ্বারা দেবসৈন্যদিগকে দগ্ধ করিতে লাগিল। দেবগণ তখন দানবদলের শরাঘাতে বিদীর্ণমস্তক, ক্ষতবিক্ষতকায় ও নিঃসহায় হইয়া অনাথের ন্যায় পলায়ন করিলেন।

অনন্তর দেবরাজ ইন্দ্র সৈন্যগণকে দানবভয়ে পলায়ন করিতে দেখিয়া প্রবোধ বাক্যে কহিতে লাগিলেন, হে বীরগণ! তোমাদিগের মঙ্গল হইবে; তোমরা ভয় পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক অক্লিষ্ট চিত্তে পূর্ব্ববৎ বল বিক্রম প্রকাশ কর; ও ভীষণদর্শন দুর্বৃত্ত দানবগণকে পরাজয় করিতে আমার সহিত অগ্রসর হও। দেবগণ এই কথা শ্রবণ করিয়া আশ্বস্ত মনে ইন্দ্রের আশ্রয় লাভপূর্ব্বক দৈত্যগণের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহারা মহাবল বায়ু, মহাভাগ সাধ্য ও বসুগণের সহিত ক্রোধভরে দৈত্যগণের প্রতি ধাবমান হইয়া শর বর্ষণ আরম্ভ করিলেন।

নিশিত শর সকল দৈত্যকলেবরে নিপতিত হইয়া প্রচুর পরিমাণে রুধির পান করিতে লাগিল। ভুজঙ্গ যেমন গিরিদরী হইতে বিনির্গত হয়; তদ্রূপ দেবশরনিকর দৈত্যদেহ ভেদ করিয়া ভূতলে নিপতিত হইল। অসুরগণের শরীর শরনির্ভিন্ন হইয়া ছিন্ন অভ্রখণ্ডের ন্যায় তদ্দণ্ডেই ধরাতলশায়ী হইতে লাগিল। দৈত্যসেনা এই সকল ভয়ঙ্কর ব্যাপার অবলোকন করিয়া একান্ত শঙ্কিত ও সাতিশয় ভীত হইয়া সমরে পরাঙ্মুখ হইল। তখন দেবগণ উদ্যতায়ুধ হইয়া প্রহৃষ্ট মনে কোলাহল করিতে লাগিলেন; তূরী প্রভৃতি বহুবিধ সুমধুর বাদ্য সকল অনবরত বাদিত হইতে লাগিল।

এই রূপে দেব ও দানবগণের শোণিতপঙ্কিল তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল। ইত্যবসরে দেবতারা দেখিলেন, দানবেরা ভীষণ সিংহনাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক সুরগণকে সংহার করিতেছে; এবং তূরী ভেরী প্রভৃতি নানাবিধ বাদ্যধ্বনি হইতেছে। দেখিতে দেখিতে মহিষ নামে মহাবল পরাক্রান্ত এক দৈত্য বীর অতি প্রকাণ্ড পর্ব্বত হস্তে লইয়া সহসা অসুরসৈন্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। দেবগণ ঘনাবলীপরিবেষ্টিত সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় সেই মহিষাসুরকে নিরীক্ষণ করিয়া ভীত মনে পলায়ন করিতে লাগিলেন।

মহিষাসুর তাঁহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া পর্ব্বত নিক্ষেপ করিলে অযুতসংখ্য দেবসৈন্য সেই পর্ব্বতপ্রহারে কলেবর পরিত্যাগ করিয়া ভূতলে নিপতিত হইল। অনন্তর মহিষাসুর অন্যান্য দানবের সহিত দেবগণের অন্তঃকরণে সাতিশয় ভয় উৎপাদন করিয়া ক্ষুদ্রমৃগানুসারী সিংহের ন্যায় রণক্ষেত্রে বিচরণ করিতে লাগিল। তখন দেবতারা তাহারে অবলোকন করিয়া ভীত মনে অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক বাসবের সহিত পলায়ন করিলেন।

অনন্তর মহিষাসুর রোষকলুষিত মনে দ্রুত পদে রুদ্রের রথসন্নিধানে গমন করিয়া ধুর গ্রহণ করিলে ভূলোক ও দ্যুলোক শব্দায়মান হইয়া উঠিল; জলদজালতুল্য মহাকায় দৈত্য সকল সিংহনাদ করিতে লাগিল; এবং মহর্ষিগণ বিমোহিত হইলেন। তখন অসুরেরা মনে করিল এই বার আমরা সম্পূর্ণ জয় লাভ করিব।

রণস্থল এই রূপ তুমুল হইয়া উঠিলে ভগবান শঙ্কর মহিষাসুরকে সংহার করিবার নিমিত্ত তদীয় অন্তকস্বরূপ কার্ত্তিকেয়কে স্মরণ করিলেন। মহিষ তখন দেবগণের ভয় ও অসুরদিগের হর্ষ বর্দ্ধনপূর্ব্বক সিংহনাদ করিতে লাগিল। ইত্যবসরে লোহিতাম্বরসম্বীত, রক্তমাল্যবিভূষিত, সুবর্ণবর্ম্মধারী ভগবান্ স্কন্দ কনকসঙ্কাশ রথে আরোহণপূর্ব্বক প্রচণ্ড সূর্য্যের ন্যায় ক্রোধে নিতান্ত অধীর হইয়া তথায় সমুপস্থিত হইলেন। তখন দেবসৈন্যেরা তাঁহারে দেখিবামাত্র

সত্বরে সমরাভিমুখে ধাবমান হইল। মহাবল মহাসেন প্রজ্বলিত শক্তি পরিত্যাগ করিয়া তৎক্ষণাৎ মহিষাসুরের মস্তক ছেদন করিলে সে তখন প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া ভূতলে নিপতিত হইল। তাহার পর্ব্বতাকার মস্তক ভূতলে পতিত হইবামাত্র উত্তর কুরুর ষোড়শ যোজন বিস্তীর্ণ দ্বার অবরুদ্ধ হইয়া গেল। তত্রত্য অন্যান্য সকলেরই গতি বিধি রোধ হইল; কেবল উত্তর কৌরবেরা ঐ পথ দিয়া অক্লেশে গমনাগমন করিতে লাগিল।

তখন স্কন্দদেব বারংবার শক্তি নিক্ষেপপূর্ব্বক শত্রুগণকে সংহার করিতে লাগিলেন। দেব ও দানবেরা এই ভয়ঙ্কর ব্যাপার স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিলেন। এই রূপে মহাসেন অনবরত শর বর্ষণ করিয়া শত্রুগণকে নিঃশেষপ্রায় করিলে পর নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ তদীয় পারিষদবর্গ প্রহৃষ্ট মনে অবশিষ্ট অসুরগণকে সংহার করিয়া তাহাদিগের মাংস ভক্ষণ ও শোণিত পান করিতে লাগিল। সূর্য্যদেব যেমন অন্ধকার ধ্বংস ও অনল যেমন মহীরুহগণকে ভস্মসাৎ করিয়া থাকে; তদ্রূপ কার্ত্তিকেয় স্বকীয় অদ্ভুত বলবীর্য্যপ্রভাবে শত্রুগণকে সংহার করিলেন।

এই রূপে ক্ষণকালমধ্যেই দানবকুল নির্ম্মূল হইলে তিনি দেবরাজ ইন্দ্রের সন্নিধানে গমন করিলেন। ইন্দ্র তাঁহারে উপনীত দেখিয়া আলিঙ্গন-পূর্ব্বক কহিলেন, হে স্কন্দ! যে মহিষ দৈত্য ব্রহ্মদত্ত বরপ্রভাবে দেবগণকে তৃণতুল্য জ্ঞান করিত; তুমি সেই দেবকণ্টক অসুরকে বিনাশ করিয়াছ। পূর্ব্বে যাহারা আমাদিগকে যুদ্ধে একান্ত পরিতাপিত করিয়াছিল; শত মহিষাসুরতুল্য বলশালী সেই অসুরগণ আজি তোমা হইতেই বিনষ্ট হইয়াছে এবং তোমারই পারিষদবর্গ অবশিষ্ট অসুরদিগের রুধির পান ও মাংস ভক্ষণ করিয়াছে। তুমি দেবাদিদেব মহাদেবের ন্যায় শত্রুগণের অজেয়; তোমার এই প্রাথমিক অদ্ভুত কর্ম্ম ত্রিলোকে প্রখ্যাত এবং এই কীর্ত্তি চিরস্থায়িনী হইবে; অধিক কি, অদ্যাবধি দেবগণ তোমার বশম্বদ হইয়া রহিলেন।

এই বলিয়া দেবরাজ ইন্দ্র ভগবান্ ত্র্যম্বকের অনুজ্ঞানুসারে দেবগণের সহিত স্বস্থানে প্রস্থান করিলে দেবাদিদেব রুদ্র দেবগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, তোমরা স্কন্দকে আমার সদৃশ প্রভাবসম্পন্ন জ্ঞান করিবে; আমি এক্ষণে ভদ্রবটে চলিলাম; এই রূপ নির্দ্দেশ করিয়া তিনি গমন করিলেন। হে মহারাজ! কৃত্তিকানন্দন স্কন্দ এই প্রকারে অসুরদিগকে সংহার করিয়া মহর্ষিগণের পূজা গ্রহণপূর্ব্বক এক দিবসে ত্রৈলোক্য জয় করিলেন। যে ব্রাহ্মণ সমাহিত হইয়া স্কন্দের এই জন্মবৃত্তান্ত পাঠ করেন; তাঁহার পুষ্টি ও স্কন্দের সলোকতা লাভ হয়।

একত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে তপোধন! আপনি স্কন্দদেবের ভুবনবিখ্যাত নাম সকল কীর্ত্তন করিয়া আমার কৌতূহল চরিতার্থ করুন।

মার্কণ্ডেয় যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণ করিয়া কার্ত্তিকেয়ের নামাবলি বলিতে আরম্ভ করিলেন; আগ্নেয়, স্কন্দ, দীপ্তকীর্ত্তি, অনাময়, ময়ূরকেতু, ধর্ম্মাত্মা, ভূতেশ, মহিষার্দ্দন, কামজিৎ, কামদ, কান্ত, সত্যবাক্, ভুবনেশ্বর, শিশু, শীঘ্র, শুচি, চণ্ড, দীপ্তবর্ণ, শুভানন, অমোঘ, অনঘ, রৌদ্র, প্রিয়, চন্দ্রানন, দীপ্তশক্তি, প্রশান্তাত্মা, ভদ্রকৃৎ, কূটমোহন, ষষ্ঠীপ্রিয়, ধর্ম্মাত্মা, পবিত্র, মাতৃবৎসল, কন্যাভক্তা, বিভক্তা, স্বাহেয়, রেবতীসুত, প্রভু, নেতা, বিশাখ, নৈগমেয়, সুদুশ্চর, সুব্রত, ললিত, বালক্রীড়নক-প্রিয়, খচারী, ব্রহ্মচারী, শূর, শরজন্মা, বিশ্বামিত্রপ্রিয়, দেবসেনা-

প্রিয়, বাসুদেবপ্রিয় ও প্রিয়কৃৎ। কার্ত্তিকেয়ের এই দিব্য নাম সকল সংকীর্ত্তন করিলে ঐশ্বর্য্য ও স্বর্গ লাভ হয়; তাহার সন্দেহ নাই।

হে যুধিষ্ঠির! এক্ষণে আমি দেব ও ঋষিগণের সহিত একত্র হইয়া তাঁহার স্তব করি; হে স্কন্দ! তুমি ব্রহ্মপ্রিয়; ব্রাহ্মণের ন্যায় ব্রতধারী, ব্রহ্মজ্ঞ ও ব্রাহ্মণগণের নেতা; তুমি স্বাহা, তুমি স্বধা, তুমি পরম পবিত্র; মন্ত্র সকল তোমারই স্তব করিয়া থাকে; তুমিই বিখ্যাত হুতাশন; তুমিই সংবৎসর; তুমিই ছয় ঋতু, মাস, অর্দ্ধমাস, অয়ন ও দিক্। হে রাজীবলোচন! তুমি সহস্রমুখ ও সহস্রবাহু; তুমি লোক সকলের পাতা; তুমি পরম পবিত্র হবি; তুমিই সুরাসুরগণের শুদ্ধিকর্ত্তা; তুমি সেনাগণের অধিপতি; তুমিই প্রচণ্ড প্রভু ও শত্রুগণের জেতা; তুমি সহস্রভূ; তুমি পৃথিবী; তুমি সহস্র তুষ্টি; তুমিই সহস্রভুক্ ও সহস্রশীর্ষ; তুমি অনন্তরূপ, তুমি সহস্রপাৎ, তুমিই গুরুশক্তিধারী।

হে দেব! গঙ্গা, স্বাহা, মহী ও কৃত্তিকাগণ তোমার মাতা; কুক্কুট তোমার ক্রীড়নক; তুমি ইচ্ছামত বিবিধ রূপ ধারণ করিতে সমর্থ। তুমি দক্ষ, তুমি সোম, তুমি সমীরণ, তুমি ধর্ম্ম, গিরীন্দ্র ও সহস্রলোচন; তুমি সনাতনের সনাতন, তুমি প্রভুর প্রভু; তুমিই উগ্রধন্বা; তুমি সত্যের কর্ত্তা ও দানবগণের হর্ত্তা; ঋপুগণের জেতা ও সুরগণের শ্রেষ্ঠ; তুমি পরম সূক্ষ্ম তপঃস্বরূপ, তুমিই পরাপরের অভিজ্ঞ এবং তুমি স্বয়ংই সেই পরাপর; হে সুরবীর! তোমারই ধর্ম্ম, কাম ও শক্তি সমুদায় জগৎ ব্যাপ্ত করিয়া আছে। আমি তোমারে স্তব করিতেছি; হে লোকনাথ! তোমারে নমস্কার; তুমি দ্বাদশ নেত্রবাহু, তোমার সূক্ষ্ম গতির আর কিছুই জানি না।

যে বিপ্র সমাহিত হইয়া স্কন্দদেবের এই স্তোত্র পাঠ বা ব্রাহ্মণগণের শ্রবণগোচর করান অথবা ব্রাহ্মণের মুখে শ্রবণ করেন; তিনি ধন, আয়ু, যশ, পুত্র, শত্রুক্ষয়, পুষ্টি ও তুষ্টি প্রাপ্ত হইয়া পরিশেষে স্কন্দলোকে বাস করেন।

মার্কণ্ডেয়সমস্যা পর্ব্ব সমাপ্ত।

দ্রৌপদী-সত্যভামা-সংবাদ পর্ব্বাধ্যায়।

দ্বাত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহাত্মা পাণ্ডবগণ ও বিপ্র সমুদায় আশ্রমমধ্যে সুখে সমাসীন হইয়া আছেন; এমত সময়ে দ্রৌপদী ও সত্যভামা তথায় প্রবেশ করিলেন। পরস্পর প্রিয়বাদিনী সেই কামিনীদ্বয় বহু দিবসের পর পরস্পর সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া পরম প্রফুল্ল চিত্তে উপবেশন-পূর্ব্বক কুরু ও যদুবংশ-সংক্রান্ত নানাবিধ কথোপকথন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে কৃষ্ণপ্রিয়া সত্যভামা একান্তে বসিয়া যাজ্ঞসেনীরে কহিলেন, হে দ্রৌপদি! তুমি লোকপালসদৃশ সুদৃঢ়কলেবর মহাবীর পাণ্ডবগণের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়া থাক? তাঁহারা যে কখনই তোমার প্রতি ক্রোধান্বিত হন না; প্রত্যুত ঈদৃশ বশীভূত হইয়াছেন যে, তোমা ভিন্ন আর কাহারেও মনে করেন না; ইহার কারণ কি? সোমবারাদি ব্রতচর্য্যা, উপবাসাদিরূপ তপ, সঙ্গমাদিতে স্নান, মন্ত্র, ঔষধ, কামশাস্ত্রোক্ত বশীকরণ বিদ্যা, অচ্যুত তারুণ্যাদি, জপ, হোম বা অঞ্জনাদি ঔষধ, ইহার কোন্ উপায়ের প্রভাবে পাণ্ডবগণ তোমার এতাদৃশ বশীভূত হইয়াছেন? হে পাঞ্চালি! এক্ষণে তুমি আমারে এরূপ কোন যশস্য ও সৌভাগ্যজনক উপায়

বল ; যদ্দ্বারা আমি কৃষ্ণকে নিরন্তর বশীভূত করিয়া রাখিতে পারিব।

যশস্বিনী সত্যভামা এই কথা বলিয়া বিরত হইলে পর পতিব্রতা দ্রৌপদী তাঁহারে কহিতে লাগিলেন, হে সত্যভামে! তুমি আমারে যেরূপ ব্যবহারের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে; অসৎ স্ত্রীগণই ঐরূপ আচার করিয়া থাকে; অতএব কিরূপে উহার উত্তর প্রদান করিব; তুমি বুদ্ধিমতী; বিশেষত কৃষ্ণের মহিষী; ঈদৃশ বিষয়ে সংশয় বা প্রশ্ন করা তোমার উচিত নহে। দেখ, স্বামী পত্নীরে মন্ত্রপরায়ণ জানিতে পারিলে গৃহস্থিত সর্পের ন্যায় তাহার নিমিত্ত সতত উদ্বিগ্ন থাকেন। উদ্বিগ্ন ব্যক্তির শান্তি নাই; অশান্ত লোক কখনই সুখ লাভ করিতে সমর্থ হয় না। হে ভদ্রে! স্বামী কদাচ মন্ত্র দ্বারা বশীভূত হন না। জিঘাংসু ব্যক্তিরাই উপায় দ্বারা শত্রুর রোগোৎপাদন বা তাহারে বিষ প্রদান করিয়া থাকে। লোকে জিহ্বা বা ত্বক্ দ্বারা যে সমস্ত বস্তু সেবন করে; তৎসমুদায়ে চূর্ণবিশেষ মিশ্রিত করিয়া প্রদান করিলে অবশ্যই প্রাণ সংহার হয়।

অনেক পাপপরায়ণ কামিনীগণ স্বামীদিগকে বশ করিবার নিমিত্ত ঔষধ প্রদান করায় তাহাদিগের মধ্যে কেহ জলোদরগ্রস্ত, কেহ বা কুষ্ঠী, কেহ বা পলিত, কেহ বা পুরুষত্বরহিত, কেহ বা জড়, কেহ বা অন্ধ কেহ বা বধির হইয়া গিয়াছে। হে বরবর্ণিনি! কামিনীগণের কদাপি স্বামীর বিপ্রিয়াচরণ কর্ত্তব্য নহে।

হে সত্যভামে! আমি মহাত্মা পাণ্ডবগণের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়া থাকি; তাহা কহিতেছি; শ্রবণ কর। আমি কাম, ক্রোধ ও অহঙ্কার পরিহারপূর্ব্বক সতত পাণ্ডবগণ ও তাঁহাদের অন্যান্য স্ত্রীদিগের পরিচর্য্যা করিয়া থাকি। অভিমান পরিহারপূর্ব্বক প্রণয় প্রকাশ করিয়া অনন্যমনে পতিগণের চিত্তানুবর্ত্তন করি। দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ ও দুরবেক্ষণে সতত শঙ্কিত থাকি; কদাপি দ্রুত পদসঞ্চারে মন্দরূপে গমন বা কুৎসিত রূপে উপবেশন করি না; এবং সেই সূর্য্যসম তেজস্বী অরাতিনিপাতন মহারথ পাণ্ডবগণের ইঙ্গিতজ্ঞ হইয়া সতত সেবা করি। কি দেব কি গন্ধর্ব্ব কি পরম সুন্দর অলঙ্কৃত যুবা মানব কাহারেও মনে স্থান প্রদান করি না; ভর্ত্তৃগণ স্নান, ভোজন ও উপবেশন না করিলে কদাপি আহার বা উপবেশন করি না। ভর্ত্তা ক্ষেত্র, বন বা গ্রাম হইতে গৃহে আগমন করিলে তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থানপূর্ব্বক আসন ও উদক প্রদান দ্বারা তাঁহার অভিনন্দন করি।

আমি প্রত্যহ উত্তমরূপে গৃহ পরিষ্কার, গৃহোপকরণ মার্জ্জন, পাক, যথা সময়ে ভোজন প্রদান ও সাবধানে ধান্য রক্ষা করিয়া থাকি। দুষ্ট স্ত্রীর সহিত কখন সহবাস করি না; তিরস্কার বাক্য মুখেও আনি না; সকলের প্রতি অনুকূল ও আলস্যশূন্য হইয়া কাল যাপন করি। পরিহাসসময় ব্যতীত হাস্য এবং দ্বারে বা অপরিষ্কৃত স্থানে কিংবা গৃহোপবনে সতত বাস করি না। অতি হাস ও অতি রোষ পরিত্যাগপূর্ব্বক সত্যে নিরত হইয়া নিরন্তর ভর্ত্তৃগণের সেবা করিয়া থাকি; তাঁহাদিগকে অবলোকন না করিয়া এক মুহূর্ত্তও সুখী থাকি না। স্বামী কোন আত্মীয়ের নিমিত্ত প্রোষিত হইলে পুষ্প ও অনুলেপন পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রতানুষ্ঠান করি। ভর্ত্তা যে যে দ্রব্য পান, সেবন বা ভোজন না করেন; আমিও তৎ সমুদায় তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করি। উপদেশানুসারে অলঙ্কৃত ও প্রয়ত হইয়া স্বামীর হিতানুষ্ঠান সাধন করিয়া থাকি।

আমার শ্বশ্রূ কুটুম্ববিষয়ে আমারে যে সমুদায় ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়াছেন এবং ভিক্ষা, বলি, শ্রাদ্ধ, পর্ব্বাহে স্থালীপাক ও

মান্যগণের পূজা প্রভৃতি যে সকল কর্ম্ম আমার মনে জাগরূক আছে; আমি অতন্দ্রিত চিত্তে দিবারাত্র তৎসমুদায় পালন করি। আমি প্রযত্নাতিশয়-সহকারে সর্ব্বদা বিনয় ও নিয়ম অবলম্বন এবং মৃদু, সত্যশীল, সাধু ও ধর্ম্মপালক পতিগণকে ক্রুদ্ধ সর্প সমুহের ন্যায় জ্ঞান করত পরিচর্য্যা করিয়া থাকি।

হে ভদ্রে! আমার মতে পতিরে আশ্রয় করিয়া থাকাই স্ত্রীদিগের সনাতন ধর্ম্ম। পতিই নারীর দেবতা ও একমাত্র গতি; তজ্জন্য তাঁহার বিপ্রিয়ানুষ্ঠান করা নিতান্ত গর্হিত। আমি পতিগণকে অতিক্রম করিয়া শয়ন, আহার বা অলঙ্কার পরিধান করি না এবং প্রাণান্তেও শ্বশ্রূর নিন্দায় প্রবৃত্ত হই না। হে শুভে! সতত সাবধানতা, কার্য্যদক্ষতা ও গুরুশুশ্রূষা সন্দর্শনে স্বামিগণ আমার বশীভূত হইয়াছেন।

হে সত্যভামে! আমি প্রত্যহ বীরপ্রসবিনী আর্য্যা কুন্তীরে স্বয়ং অন্ন, পান ও আচ্ছাদন প্রদান দ্বারা সেবা করি; কদাপি উঁহার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ভোজন বা বসন ভূষণ পরিধান করি না। পূর্ব্বে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের নিকেতনে প্রত্যহ অষ্ট সহস্র ব্রাহ্মণ রুক্মপাত্রে ভোজন করিতেন; এবং যাঁহাদিগের প্রত্যেকের সমভিব্যাহারে ত্রিংশৎ কর্ম্মকরী পরিচর্য্যায় নিযুক্ত ছিল; এমন অষ্টাশীতি সহস্র গৃহমেধী স্নাতক প্রতিদিন প্রতিপালিত হইতেন। অপর দশ সহস্র স্নাতকের নিমিত্ত প্রত্যহ স্বর্ণপাত্র সমুদায় সুসংস্কৃত অন্নে পরিপূর্ণ থাকিত। আমি ঐ সমুদায় ব্রাহ্মণগণকে অন্ন, পান ও আচ্ছাদন প্রদানপূর্ব্বক সমুচিত সৎকার করিতাম।

মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের নৃত্যগীতবিশারদ শত সহস্র দাসী ছিল; তাহারা মহার্হ মাল্য ও চন্দনে বিভূষিত এবং সর্ব্বদা বলয়, কেয়ূর, নিষ্ক ও মণি প্রভৃতি অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া থাকিত। আমি তাহাদের সকলেরই নাম, রূপ ও কৃতাকৃত কর্ম্ম সমুদায় জ্ঞাত ছিলাম এবং তাহাদিগকে অন্ন, পান ও আচ্ছাদন প্রদান করিতাম। সেই সকল দাসীরা পাত্র হস্তে লইয়া দিবারাত্র অতিথিগণকে ভোজন করাইত। ইন্দ্রপ্রস্থবাসকালে শত সহস্র অশ্ব ও দশ অযুত হস্তী যুধিষ্ঠিরের অনুযাত্র ছিল।

মহারাজ ধর্ম্মরাজের রাজ্যশাসন সময়ে এই সমস্ত বিষয় ছিল; আমি তৎসমুদায়, অন্তঃপুরস্থ ভৃত্যগণ, গোপালগণ ও মেষপালগণের তত্ত্বাবধান করিতাম। হে ভদ্রে! আমি একাকিনী মহারাজের সমুদায় আয় ব্যয়ের বিষয় অবগত ছিলাম। পাণ্ডবগণ আমার উপর সমুদায় পোষ্যবর্গের ভার অর্পণ করিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠানে নিরত হইতেন; আমি সমুদায় সুখ পরিহার করিয়া দিবারাত্র সেই দুর্ব্বহ ভার বহন করিতাম। আমি একাকিনী জলনিধির ন্যায় নিধিপূর্ণ কোষাগারের তত্ত্বাবধান করিতাম; দিবা ও রাত্রি সমান জ্ঞান এবং ক্ষুধা তৃষ্ণারে সহচরী করিয়া সতত কৌরবগণের আরাধনা করিতাম। আমি সর্ব্বাগ্রে প্রতিবোধিত ও সর্ব্বশেষে শয়ান হইতাম এবং সতত সত্য ব্যবহারে রত থাকিতাম। হে সত্যভামে! আমি পতিগণকে বশীভূত করিবার এই মহৎ উপায় জানি; কিন্তু অসদাচার কামিনীগণের ন্যায় কদাচ কুব্যবহার করি না; তাহা করিতে অভিলাষও করি না।

সত্যভামা ধর্ম্মচারিণী পাঞ্চালরাজতনয়ার এই রূপ ধর্ম্মসংযুক্ত বাক্য শ্রবণানন্তর তাঁহারে কহিলেন, হে যাজ্ঞসেনি! আমার অপরাধ হইয়াছে, ক্ষমা কর; সখীজনের পরিহাসবাক্য স্বভাবত প্রায়ই এরূপ হইয়া থাকে; তাহাতে ক্রোধ বা দুঃখ করা উচিত নয়।

ত্রয়স্ত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

দ্রৌপদী কহিলেন, সখি! স্বামীর চিত্ত

অনুরঞ্জন ও আকর্ষণ করিবার যে অব্যর্থ উপায় বলিতেছি; তদনুরূপ কার্য্য করিলে তোমার স্বামী আর কখন অন্য নারীর মুখাবলোকন করিবেন না। পতিই পরম দেবতা; পতির ন্যায় দেবতা আর কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না; অতএব তাঁহার প্রসাদে সমস্ত মনোরথ সফল হয়; কোপ সমুদায় বিনষ্ট হয়; তাঁহা হইতেই অপত্য, বিবিধ বিষয়োপভোগ, উত্তম শয্যা, বিচিত্র আসন, বসন, গন্ধ, মাল্য, স্বর্গ, পুণ্য লোক ও মহতী কীর্ত্তি লাভ হইয়া থাকে। সুখের সময় সুখ লাভ হয় না; সাধ্বী স্ত্রী প্রথমত দুঃখ ভোগ করিয়া পরিশেষে সুখভাগিনী হন।

তুমি কৃষ্ণের প্রতি প্রতিদিন অকৃত্রিম প্রণয় প্রকাশপূর্ব্বক রমণীয় বেশ ভূষা, সুচারু ভোজনদ্রব্য, মনোহর গন্ধ মাল্য প্রদান দ্বারা তাঁহার আরাধনা করিলে তিনি আপনারে তোমার পরম প্রণয়াস্পদ বিবেচনা করিয়া অবশ্যই তোমার প্রতি অনুরক্ত হইবেন; তাহার সন্দেহ নাই। দ্বারদেশাগত স্বামীর কণ্ঠস্বর শ্রবণ করিবামাত্র গাত্রোত্থানপূর্ব্বক গৃহমধ্যে দণ্ডায়মান থাকিবে; অনন্তর তিনি গৃহপ্রবিষ্ট হইলেই পাদ্য ও আসন প্রদানপূর্ব্বক তাঁহার অভ্যর্থনা করিবে। তিনি কোন কার্য্যের নিমিত্ত দাসীরে নিয়োগ করিলে তুমি স্বয়ং উত্থিত হইয়া সেই কার্য্য সম্পাদন করিবে। তোমার এই প্রকার সদ্ব্যবহার সন্দর্শনে কৃষ্ণ তোমারে অবশ্যই সাতিশয় পতিপরায়ণা জ্ঞান করিবেন। পতি তোমার নিকট যাহা কহিবেন; তাহা গোপনীয় না হইলেও তুমি কদাচ প্রকাশ করিবে না; কারণ তোমার সপত্নী যদি কখন সেই কথা কৃষ্ণকে বলে; তাহা হইলে তিনি তোমার প্রতি বিরক্ত হইতে পারেন।

যে সমস্ত ব্যক্তি স্বামীর প্রণয়পাত্র, সতত অনুরক্ত ও হিতসাধনে নিযুক্ত; বিশ্বস্ত উপায় দ্বারা তাঁহাদিগকে ভোজন করাইবে; এবং প্রযত্নাতিশয়-সহকারে স্বামীরে দ্বেষ্য, বিপক্ষ, অহিতাচারী ও কুহকীদিগের সহবাস পরিত্যাগ করাইবে। অন্য পুরুষের সমক্ষে মত্ততা ও অনবধানতা পরিত্যাগপূর্ব্বক মৌনাবলম্বিনী হইয়া স্বীয় অভিপ্রায় সংযত করিয়া রাখিবে। প্রদ্যুম্ন ও শাম্ব তোমার পুত্র হইলেও স্বামীর অসমক্ষে কদাপি তাহাদিগের সহিত একত্র বাস করিও না।

সৎকুলজাত পুণ্যশীল পতিব্রতা স্ত্রীদিগের সহিত সখ্য করিবে; ক্রূর, কলহপ্রিয়, ঔদরিক, চৌর, দুষ্ট ও চপল অবলাদিগের সহবাস সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিবে এবং সদ্গন্ধচর্চ্চিতকলেবর ও মহার্হ-মাল্যাভরণবিভূষিত হইয়া সর্ব্বদা স্বামীর শুশ্রূষাপরতন্ত্র হইবে। এই রূপ সদাচরণে কাল হরণ করিলে কেহ তোমার প্রতি শত্রুতাচরণ করিতে পারিবে না এবং তোমার মহতী কীর্ত্তি, পরম সৌভাগ্য ও স্বর্গ লাভ হইবে।

চতুস্ত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ভগবান্ জনার্দ্দন মার্কণ্ডেয় প্রভৃতি মহর্ষি ও মহাত্মা পাণ্ডবগণ সমভিব্যাহারে নানাপ্রকার অনুকূল কথাপ্রসঙ্গে কিয়ৎকাল অতিবাহিত করিয়া তাঁহাদিগের নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক রথারোহণসময়ে সত্যভামারে আহ্বান করিলেন। সত্যভামা অবিচলিত প্রণয়ভাবে দ্রুপদাত্মজারে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, অয়ি প্রিয়সখি! উৎকণ্ঠিত হইও না; দুঃখ দূর কর; চিন্তিত হইয়া রজনী জাগরণ করিবার আবশ্যকতা নাই; তোমার স্বামিগণ নিজ ভুজবলে অনতিকালমধ্যেই পুনরায় এই বসুমতী অধিকার করিবেন। তোমার ন্যায় সুশীলা ও সুলক্ষণা কামিনীদিগকে কখনই চির কাল ক্লেশ ভোগ করিতে হয় না; আমি শুনিয়াছি; অবশ্যই তুমি ভর্ত্তৃগণের সহিত নিষ্কণ্টকে রাজ্য ভোগ করিবে।

হে দ্রুপদনন্দিনি! পাণ্ডবেরা ধৃতরাষ্ট্রতনয়দিগের বধসাধনরূপ বৈরনির্য্যাতন করিয়া রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইলে যে সমস্ত দর্পবিমোহিত কুরুকামিনীগণ তোমারে পদব্রজে পাণ্ডবদিগের সহিত বনে গমন করিতে দেখিয়া উপহাস করিয়াছিল; অচিরাৎ তাহাদিগের সেই গর্ব্ব খর্ব্ব ও সঙ্কল্প ব্যর্থ হইয়াছে দেখিবে। যাহারা নিতান্ত দুঃখের সময় তোমার অপ্রিয় কার্য্য করিয়াছে; তাহাদিগকে নিশ্চয়ই শমনসদনে গমন করিতে হইবে।

প্রতিবিন্ধ্য, সুতসোম, শ্রুতকর্ম্মা, শতানীক ও শ্রুতসেন প্রভৃতি তোমার পুত্রেরা সকলেই ক্ষেমাস্পদ, মহাবীর ও কৃতাস্ত্র; ইহারা অভিমন্যুর ন্যায় দ্বারবতী নগরীতে সাতিশয় প্রীত ও অনুরক্ত হইয়া রহিয়াছে এবং সুভদ্রাও তোমার ন্যায় সেই সকল পুত্রের প্রতি সমান স্নেহ করিয়া থাকেন। তিনি সন্তাপশূন্য ও নির্দ্বন্দ্ব হইয়া তোমাদিগের সুখে সুখ ও দুঃখে দুঃখ অনুভব করেন। প্রদ্যুম্নজননীও ইহাদিগের প্রতি সর্ব্বতোভাবে সেই রূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন। এবং কৃষ্ণ, ভানু প্রভৃতি পুত্রগণ অপেক্ষা ইহাদিগকে সমধিক স্নেহ করেন। আমার শ্বশুর ইহাদিগের গ্রাসাচ্ছাদনের নিমিত্ত সর্ব্বদাই যত্নবান্ রহিয়াছেন। বলরাম প্রভৃতি অন্ধক ও বৃষ্ণিবংশীয়েরা উহাদিগের সহিত বয়স্য ভাবে কাল যাপন করিতেছেন। হে ভাবিনি! প্রদ্যুম্ন ও তোমার পুত্রগণের পরস্পর সদ্ভাব চির কাল সমভাব থাকিবে; তাহার সন্দেহ নাই।

সত্যভামা দ্রৌপদীরে এবম্বিধ নানাবিধ প্রিয় সম্ভাষণপূর্ব্বক প্রদক্ষিণ করিয়া রথে আরোহণ করিলে কৃষ্ণ দ্রৌপদীরে সান্ত্বনা করত পাণ্ডবগণের নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক স্বীয় নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

দ্রৌপদী-সত্যভামা-সংবাদ পর্ব্ব সমাপ্ত।

ঘোষযাত্রা পর্ব্বাধ্যায়।

পঞ্চত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, হে তপোধন! শীতোষ্ণ বাতাতপে একান্ত কর্ষিতাঙ্গ পাণ্ডবগণ অরণ্যে বাস করত সেই রমণীয় সরোবর ও পুণ্য বন প্রাপ্ত হইয়া কি করিয়াছিলেন? আপনি আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পাণ্ডবেরা সেই সরোবরসন্নিধানে উপনীত হইয়া এক গৃহ নির্ম্মাণপূর্ব্বক তথায় বাস করিতে লাগিলেন; সময়ক্রমে তাঁহারা কমনীয় কানন, উন্নত অচল ও সমস্ত নদীপ্রদেশে সঞ্চরণ করিতেন। কখন কখন তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত বেদবেদাঙ্গপারগ স্বাধ্যায়সম্পন্ন প্রাচীন মহর্ষিগণ সমুপস্থিত হইলে পাণ্ডবেরাও তাঁহাদিগকে বিবিধ উপচারে অর্চ্চনা করিতেন।

অনন্তর একদা কথাকুশল এক ব্রাহ্মণ পাণ্ডবগণের নিকট আগমনপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া যদৃচ্ছাক্রমে রাজা ধৃতরাষ্ট্রসন্নিধানে উপনীত হইলেন। ব্রাহ্মণ তথায় উপবিষ্ট ও পূজিত হইয়া রাজার আদেশানুসারে পাণ্ডবদিগকে কহিলেন, হে পাণ্ডবগণ! তোমরা এক্ষণে দুর্বিষহ দুঃখে নিপতিত হইয়া দিন দিন ক্ষীণ হইতেছ এবং অরণ্যবাসক্লেশে নিতান্ত ক্লিষ্ট দ্রুপদনন্দিনী বীরসনাথ হইয়াও অনাথার ন্যায় রহিয়াছেন।

রাজা ধৃতরাষ্ট্র এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র একান্ত কৃপাপরতন্ত্র হইয়া ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন; পরে কিয়ৎক্ষণ মৌনাবলম্বন-পূর্ব্বক পাণ্ডবগণকে আত্মপ্রভব বোধ করিয়া কহিলেন, হে বৎসগণ! যে সত্যবাদী সচ্চরিত্র যুধিষ্ঠির রত্নরোচমান আস্তরণসংস্তীর্ণ শয্যায়

শয়ন করিত; এবং নিশাবসানে মাগধ সমূহের স্তুতিবাদশব্দে প্রবোধিত হইত; এক্ষণে সে ধরাশায়ী হইয়া প্রভাত কালে পক্ষিকুলের কলরবে জাগরিত হয়! কোপপরীতচেতা, বাতাতপকর্ষিত ও বন্য উপচারের নিতান্ত অযোগ্য বৃকোদর কিরূপে দ্রৌপদীসমক্ষে ক্ষিতিতলে শয়ন করিতেছে! এক্ষণে আমার নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, ধর্ম্মরাজের একান্ত বশম্বদ সুকুমার অর্জ্জুন নকুল, সহদেব, দ্রৌপদী, ভীম ও যুধিষ্ঠিরকে সুখপরিভ্রষ্ট দেখিয়া ক্রোধাবিষ্ট মনে সর্ব্বাঙ্গীন বেদনায় পরিদুন ব্যক্তির ন্যায় যামিনীযোগে কদাচ নিদ্রিত হয় না; প্রত্যুত উগ্রতেজা অজগরের ন্যায় মুহুর্ম্মুহু দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে থাকে।

যমজ নকুল সহদেব দেবতুল্য রূপসম্পন্ন এবং সুখোপচারসমুচিত হইয়াও ধর্ম্ম ও সত্যের অনুরোধে অপ্রশান্ত মনে নিতান্ত দুঃখে রজনী জাগরণ করিয়া থাকে। এক্ষণে অনিলতুল্য বলশালী অপ্রতিহতপ্রভাব ভীমসেন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক ধর্ম্মপাশে সংযত হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক ক্রোধ সংবরণ করিয়া আছে এবং স্বয়ং সত্য ও ধর্ম্ম দ্বারা নিবারিত হইয়া আমার আত্মজদিগকে সংহার করিবার নিমিত্ত কাল প্রতীক্ষা করিতেছে।

দুঃশাসন ছল দ্বারা অজাতশত্রু রাজা যুধিষ্ঠিরকে দ্যূতে পরাজিত করিয়া যে সকল পরুষ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিল; তাহা বৃকোদরের শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া অনলের ন্যায় নিরন্তর তাহারে দগ্ধ করিতেছে। যে ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির কদাচ মনোমধ্যে পাপ চিন্তার উদয় হইতে দেয় না; মহাবীর অর্জ্জুন সেই যুধিষ্ঠিরের অনুসরণ করিয়া থাকে; কিন্তু অরণ্যবাসক্লেশে কেবল ভীমেরই ক্রোধহুতাশন অনিলোদ্দীপিত অনলের ন্যায় নিরবচ্ছিন্ন পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। সেই ভীম ক্রোধে দগ্ধপ্রায় হইয়া করে কর নিষ্পেষণপূর্ব্বক মদীয় পুত্রপৌত্রগণকে তস্মাবশিষ্ট করিয়াই যেন অত্যুষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছে। কালকল্প ভীম অর্জ্জুনের সহিত মিলিত হইয়া অশনিসঙ্কাশ নিশিত শরনিকর নিক্ষেপপূর্ব্বক বিপক্ষসেনাদিগকে নিঃশেষিত করিবে।

দুর্য্যোধন, দুঃশাসন ও শকুনি ইহারা যখন কপট দ্যূত অবলম্বনপূর্ব্বক রাজ্য হরণ করিয়াছে; তখন তাহারা কেবল মঙ্গলের প্রতিই দৃষ্টিপাত করিয়া ভাবী অমঙ্গলের বিষয় এক কালে বিস্মৃত হইয়াছিল। মনুষ্য শুভাশুভ কর্ম্ম সম্পাদনপূর্ব্বক তাহার ফল প্রতীক্ষা করিয়া থাকে; পরে সেই ফল লাভ করিয়া তাহারা একান্ত বিমোহিত হয়; অতএব লোকের মোক্ষ প্রাপ্তি হওয়া অতি দুরূহ। ইহা প্রসিদ্ধ আছে যে, ক্ষেত্র সুপ্রণালীক্রমে কর্ষিত, বীজ রোপিত এবং বর্ষা কালে দেবতা বারি বর্ষণ করিলে কৃষকের প্রচুর পরিমাণে ফল লাভ হয় বটে; কিন্তু দৈববিড়ম্বনাবশত ইহার অন্যথা ঘটিয়া থাকে।

অক্ষপ্রিয় শকুনি দ্যূতে প্রবৃত্ত হইয়া অতিশয় অশুভ কার্য্য করিয়াছে; পাণ্ডবেরা তৎকালে দুর্য্যোধন প্রভৃতিকে বিনাশ না করায় নিতান্ত অপ্রিয়ানুষ্ঠান হইয়াছে এবং আমিও কুপুত্রের বশবর্ত্তী হইয়া অতিশয় কুকর্ম্ম করিয়াছি; অতএব এক্ষণে বোধ হয়, কুরুকুলের বিনাশকাল সমুপস্থিত হইয়াছে; সন্দেহ নাই। দেখ, সমীরণ প্রেরিত না হইলেও প্রবাহিত হইয়া থাকে; গর্ভবতী অবশ্যই সন্তান প্রসব করে; দিনপ্রারম্ভে রজনী নাশ ও রজনীপ্রারম্ভে দিনের নাশ হয়; অতএব পাপ কর্ম্মের ফল অবশ্যই ফলিবে; তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু বিপৎকাল উপস্থিত হইলে বুদ্ধির বৈপরীত্য জন্মে; সুতরাং তখন হিতাহিত বিবেচনা থাকে না; এইনিমিত্তই মনুষ্যেরা অন্যায়াচরণ দ্বারা

বিত্তোপার্জ্জন করে ; উহা কদাচ ধর্ম্ম কর্ম্মে নিযোজিত না করিয়া কেবল অসদুপায় দ্বারা তাহার রক্ষণাবেক্ষণে স্বভাবত প্রবৃত্ত হয় ; সুতরাং ঐ অর্থ অনর্থের মূল হইয়া উঠে।

ধনঞ্জয় অরণ্য হইতে ইন্দ্রলোকে গমন করিয়া চতুর্বিধ দিব্য অস্ত্র সংগ্রহপূর্ব্বক পুনরায় ভূলোকে আগমন করিয়াছে ; অতএব তাহার বলবীর্য্য অলোকসামান্য ; কাহার সাধ্য সহ্য করে ! দেখ, কোন্ ব্যক্তি স্বর্গে সশরীরে গমন করিয়া পুনর্ব্বার পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইবার অভিলাষ করে ? ইহাতে বোধ হয়, অর্জ্জুন হইতেই কালোপহত কুরুকুল সমূলে নির্ম্মূল হইবে ; তাহার সন্দেহ নাই। অর্জ্জুন অদ্বিতীয় ধনুর্দ্ধর ; তাঁহার গাণ্ডীবের বেগ অতি ভয়ঙ্কর এবং সেই সমস্ত অস্ত্রও দিব্য অস্ত্র ; এক্ষণে কাহার সাধ্য ইহাদিগের দুর্বিষহ তেজ সহ্য করে ! অনন্তর শকুনি মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া দুর্য্যোধন ও কর্ণকে নির্জ্জনে আনয়নপূর্ব্বক সমস্ত নিবেদন করিল। তখন হীনমতি দুর্য্যোধন তাহা শ্রবণ করিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইল।

ষট্‌ত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! দুষ্ট মতি শকুনি রাজা ধৃতরাষ্ট্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া কর্ণের সহিত দুর্য্যোধনসমীপে সমুপস্থিত হইয়া অবসরক্রমে কহিলেন, মহারাজ ! তুমি মহাবল পরাক্রান্ত পাণ্ডবগণকে প্রব্রাজিত করিয়াছ ; এক্ষণে দেবরাজের ন্যায় একাকী এই সাম্রাজ্য ভোগ কর। এক্ষণে সকল ভূপালই তোমার নিকট করপ্রদ হইয়াছেন এবং তুমিও পাণ্ডবগণের পূর্ব্বপ্রণয়িনী লক্ষ্মীরে ভ্রাতৃবর্গের সহিত সম্যক্‌রূপে অধিকার করিয়াছ। আমরা পূর্ব্বে ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করিয়া রাজা যুধিষ্ঠিরের যেরূপ সমৃদ্ধি দেখিয়াছিলাম ; এক্ষণে তোমারও তদ্রূপ অবলোকন করিতেছি।

তুমি স্বীয় বুদ্ধিবলে রাজা যুধিষ্ঠির হইতে রাজলক্ষ্মী আত্মসাৎ করিয়াছ ; এক্ষণে অতি অল্প দিবস হইল তোমার বিপক্ষেরা ক্লেশে সময় অতিবাহিত করিতেছে ; সুতরাং তোমার সুখ সম্ভোগাভিলাষ চরিতার্থ করিবার বিলক্ষণ অবকাশ রহিয়াছে। আর অন্যান্য রাজাও তোমার নিদেশ প্রতিপালন করিবার নিমিত্ত নিরন্তর উন্মুখ হইয়া আছে। গ্রাম, নগর ও আকরে পরিপূর্ণ, শৈলকাননোপশোভিত এই সসাগরা ধরাও তোমার সম্পূর্ণরূপ অধিকৃত হইয়াছে।

হে কুরুশ্রেষ্ঠ ! এক্ষণে তুমি ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মান ও ভূপালবর্গ কর্ত্তৃক পূজ্যমান হইয়া সুখে কালাতিপাত করিতেছ। যেমন রশ্মিমালী সূর্য্য স্বর্গে দেবতাদিগের মধ্যে দীপ্তি পান ; তদ্রূপ তুমি স্বীয় পৌরুষপ্রভাবে এই ধরাতলে দেদীপ্যমান হইতেছ। দ্বাদশ রুদ্রপরিবেষ্টিত যমরাজ ও দেবগণপরিবৃত দেবরাজের ন্যায় তুমি কৌরববর্গপরিবেষ্টিত হইয়া সাতিশয় বিরাজমান হইতেছ। যাহারা তোমার আদেশ পালনে অনাদর প্রদর্শন করিয়া থাকে ; আমরা সেই অরণ্যবাসী পাণ্ডবদিগকে শ্রীহীন দেখিব ; তাহার সন্দেহ নাই। শুনিতে পাই, এক্ষণে তাহারা বনবাসী ব্রাহ্মণগণের সহিত দ্বৈত বনে এক সরোবরসন্নিধানে বাস করিতেছে। অতএব তুমি প্রচণ্ড দিবাকরের ন্যায় তেজঃপ্রভাবে তাহাদিগকে সমধিক সন্তপ্ত করিবার নিমিত্ত পরম শ্রীসম্পন্ন হইয়া তথায় গমন কর।

হে কুরুশ্রেষ্ঠ ! এক্ষণে তাহারা রাজ্যচ্যুত, শ্রীভ্রষ্ট ও অসমৃদ্ধ হইয়াছে ; কিন্তু তুমি রাজ্যেশ্বর, শ্রীমান্ ও সুসমৃদ্ধ ; সুতরাং এই অবসরেই তাহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করা তোমার সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। তাহারা মহাভিজাত্যসম্পন্ন, সকলমঙ্গলাস্পদ, মনুতনয় রাজা যযাতির ন্যায় তোমারে সন্দ-

র্শন করিবে। সুহৃৎ ও শত্রুগণ পুরুষের লক্ষ্মীরে প্রদীপ্তা দেখিলে তাহাদিগের হর্ষ ও শোকসাগর একে বারে উদ্বেল হইয়া উঠে। যেমন উত্তুঙ্গ-শৈলশৃঙ্গারোহী ব্যক্তি জগতীস্থ সমস্ত বস্তুই অধীন ও নীচ বোধ করে; ক্ষেমাস্পদ ব্যক্তি একান্ত দুর্দশাগ্রস্ত শত্রুগণকে তদ্রূপ বোধ করিয়া থাকে; হে মহারাজ! ইহা অপেক্ষা সুখের বিষয় আর কি আছে?

পুত্র, ধন ও রাজ্য লাভ করিলে যেরূপ প্রীতি লাভ হয়; শত্রুদিগের দুঃখ দর্শনে তদপেক্ষা সমধিক প্রীতি লাভ হইয়া থাকে। তুমি সকলকাম হইয়া বল্কলাজিনধারী ধনঞ্জয়কে আশ্রমস্থ দেখিয়া সন্তুষ্ট হইবে; এবং দিব্যাম্বরবিভূষিত তোমার প্রিয়তমা সকল বল্কলাজিনসংবৃতা একান্ত দুঃখিতা দ্রৌপদীর সহিত সাক্ষাৎ করিলে সে ইহাদিগকে দেখিয়া নিতান্ত নির্বেদগ্রস্ত হইয়া ধনহীন জীবন ও আপনারে বারংবার নিন্দা করিবে। অধিক কি, সে সভামধ্যে তাদৃশ অপমান সহ্য করিয়া যেরূপ বিমনা হইয়াছিল; তোমার প্রিয়তমাদিগকে অলঙ্কৃতা অবলোকন করিয়া তদপেক্ষাও সমধিক বিমনা হইবে; সন্দেহ নাই। কর্ণ ও শকুনি রাজা দুর্য্যোধনকে এই রূপ কহিয়া তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন।

সপ্তত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে নৃপবর! রাজা দুর্য্যোধন কর্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন; কিন্তু পুনরায় দীনের ন্যায় কহিতে লাগিলেন, হে অঙ্গরাজ! তুমি যে সকল কথা কহিলে, তৎসমুদায় আমারও মনে জাগরূক আছে; কিন্তু পিতার নিকট হইতে পাণ্ডবগণের সন্নিধানে গমন করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হই নাই। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র তাহাদের নিমিত্ত পরিদেবন ও তাহাদিগকে সমধিক তপোবলসম্পন্ন বিবেচনা করিয়া থাকেন; অথবা তিনি আমাদিগের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়াও ভাবী অনিষ্ট ঘটনার সম্ভাবনায় আমাদিগকে তথায় গমন করিতে অনুমতি করেন না। আর পাণ্ডবগণের উৎসাদন ব্যতীত আমাদিগের দ্বৈত বনে গমন করিবারও অন্য কোন প্রয়োজন নাই।

হে কর্ণ! মহামতি বিদুর দ্যূতক্রীড়ার সময় সমুপস্থিত হইলে তোমারে আমারে ও শকুনিরে যাহা যাহা কহিয়াছিলেন, তৎসমুদায় তোমার বিদিত আছে। আমিও সেই সকল কথা এবং অন্যান্য পরিদেবন বাক্য চিন্তা করিয়া দ্বৈত বনে গমন করিব কি না, ইহার কিছুই স্থির করিতে সমর্থ হইতেছি না। যাঁহা হউক, এক্ষণে কৃষ্ণসমবেত ভীম ও অর্জ্জুনকে অরণ্যানীমধ্যে ক্লেশ ভোগ করিতে নিরীক্ষণ করিব মনে করাতে আমার চিত্ত নিতান্ত প্রফুল্ল হইতেছে। ফলত পাণ্ডুনন্দনগণকে বল্কলাজিনধারী দর্শনে আমার যেরূপ সুখী হইবার সম্ভাবনা; বোধ করি, সমুদায় সসাগরা ধরার আধিপত্য লাভ করিলেও তাদৃশ আহ্লাদ জন্মে না।

হে কর্ণ! আমি অরণ্যমধ্যে দ্রৌপদীরে যে কাষায়বসনধারিণী অবলোকন করিব; ইহার পর আর সুখের বিষয় কি হইতে পারে! যদি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ও ভীমসেন আমারে অসামান্য সম্পত্তিসম্পন্ন অবলোকন করে; তাহা হইলে আমার জীবন প্রফুল্ল হইবে ও আহ্লাদের আর পরিসীমা থাকিবে না। এখন কি করি? কি উপায়ে দ্বৈত বনে গমন করিব? কিরূপেই বা মহারাজের অনুমতি প্রাপ্ত হইব? তুমি শকুনি ও দুঃশাসনের সহিত পরামর্শ করিয়া তথায় যাইবার কোন উপায় স্থির কর। আমি তথায় গমন করিব কি না, ইহা আজি স্থির করিয়া কল্য মহারাজের সমীপে গমন করিব। তোমরা যে উপায় স্থির করিবে; আমি এবং ভীষ্ম তথায় উপবিষ্ট থাকিলে

পর তুমি শকুনি সমভিব্যাহারে সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া তাহা অবশ্যই প্রকাশ করিবে। তৎপরে আমি মহারাজ ও পিতামহ ভীষ্মের বাক্য শ্রবণানন্তর পিতামহকেই অনুনয় করিয়া গমনে উদ্যত হইব।

তাহারা দুর্য্যোধনের বাক্যে সম্মত হইয়া স্ব স্ব নিকেতনে গমন করিল। রজনী প্রভাত হইবামাত্র কর্ণ দুর্য্যোধনের সমীপে আগমনপূর্ব্বক সহাস্য বদনে কহিলেন, মহারাজ! উপায় স্থির হইয়াছে শ্রবণ কর। দ্বৈত বনে যে সমস্ত আভীরপল্লী আছে; তৎসমুদায়ের তত্ত্বাবধান করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য; অতএব আইস, আমরা ঘোষযাত্রাচ্ছলে দ্বৈতবনে গমন করি। বল্লবপল্লীতে সতত গমন করা নিতান্ত আবশ্যক বোধ করিয়া মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র অবশ্যই গমনে অনুজ্ঞা প্রদান করিবেন।

তাঁহারা দুই জনে এই রূপে ঘোষযাত্রাবিষয়ক কথোপকথন করিতেছেন; এমত সময় গান্ধাররাজ শকুনি তথায় আগমনপূর্ব্বক সহাস্য মুখে কহিলেন, হে রাজন! আমি দ্বৈত বনে গমন করিবার এক অত্যুৎকৃষ্ট উপায় স্থির করিয়াছি; মহারাজের সম্মুখে উহা কহিবামাত্র তিনি তৎক্ষণাৎ গমনে অনুমতি করিবেন। দ্বৈতবনে যে সমুদায় আভীরপল্লী আছে; তৎসমুদায়ের তত্ত্বাবধান করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। অতএব আইস, আমরা এক্ষণে ঘোষযাত্রাচ্ছলে দ্বৈত বনে গমন করি।

শকুনির বাক্য শ্রবণমাত্র তাঁহারা সকলেই পরমাহ্লাদে হাস্য করিতে করিতে পরস্পরের কর গ্রহণ করিলেন এবং ঐ উপায়ই স্থির করিয়া মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন।

অষ্টত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর তাঁহারা সকলে অনাময় প্রশ্নপূর্ব্বক ধৃতরাষ্ট্রের সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনিও তাঁহাদিগের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলেন।

অনন্তর সমঙ্গ নামে এক জন গোপ তাঁহাদিগের বচনানুসারে ধৃতরাষ্ট্রকে নিবেদন করিল, মহারাজ! ধেনু সকল সমীপে রহিয়াছে। পরে রাধেয় ও শকুনি পার্থিবশ্রেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন, হে কৌরবরাজ! ঘোষপল্লী অতি রমণীয় স্থানে সন্নিবেশিত আছে; গোবৎসদিগের বয়ঃক্রম, বর্ণ ও সংখ্যাদিনিরূপক অঙ্ক প্রদান করিবারও উত্তম সময় উপস্থিত হইয়াছে এবং আপনার পুত্র দুর্য্যোধনেরও সাতিশয় মৃগয়াভিলাষ জন্মিয়াছে; অতএব গমনে অনুমতি প্রদান করুন।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, মৃগয়া উত্তম বটে এবং ধেনুগণের পর্য্যবেক্ষণ করাও আবশ্যক; কিন্তু গোপগণের নিকট বিশ্বস্ত হইয়া গমন করা অনুচিত; কারণ আমি শুনিয়াছি, নরব্যাঘ্র পাণ্ডবেরা তথায় অবস্থিতি করিতেছে; অতএব আমি তোমাদিগকে সে স্থানে গমন করিতে অনুমতি প্রদান করিতে পারি না। পাণ্ডবেরা সকলেই তপোবলসম্পন্ন, সমর্থ ও মহারথ; তোমরা কেবল কপটতাচরণপূর্ব্বক তাহাদিগকে পরাজয় করিয়া অরণ্যমধ্যে অনেক কষ্ট দিয়াছ। যুধিষ্ঠির পরম ধার্ম্মিক; তিনি সেই ক্রোধ পরিত্যাগ করিলেও করিতে পারেন; কিন্তু ভীমসেন মহাক্রুদ্ধস্বভাব এবং দ্রুপদরাজনন্দিনীও সাতিশয় তেজস্বিনী; কদাচ ক্ষমাপর নহেন। তোমরা হিতাহিতবিবেকবিমূঢ় ও অত্যন্ত গর্ব্বিত; তথায় গমনপূর্ব্বক পাণ্ডবগণের কিছুমাত্র অপরাধ করিলেই তাহারা হয় ত তপঃপ্রভাবে তোমাদিগকে দগ্ধ করিবে; নতুবা অমর্ষপ্রদীপ্ত হইয়া অস্ত্রানলে ভস্মীভূত করিবে; তাহার সন্দেহ নাই। অথবা যদি তোমরা বহুসংখ্যক বলিয়া কোনক্রমে তাহাদিগকে পরাভব কর; তাহা হইলেও নিতান্ত অভদ্রতা প্রকাশ পাইবে।

আর তাহাও সহজ ব্যাপার নহে; পাণ্ডবগণকে পরাজয় করা অতিশয় সুকঠিন।

মহাবাহু অর্জ্জুন ইন্দ্রলোকে বাস করত সমুদায় দিব্যাস্ত্রে সুশিক্ষিত হইয়া বনে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। তিনি যখন অস্ত্র শিক্ষায় সুনিপুণ হন নাই; তখনই সাগরাম্বরা পৃথিবী জয় করিয়াছেন; অধুনা কৃতাস্ত্র হইয়া কি তোমাদিগকে নিহত করিবেন না? অতএব আমার বাক্যানুসারে সর্ব্বদা সাবধান থাকিবে; পাণ্ডবদিগকে বিশ্বাস করিলেই তোমাদিগের অত্যন্ত দুঃখ উপস্থিত হইবে; তাহার সন্দেহ নাই। যদ্যপি কোন সৈনিক পুরুষ যুধিষ্ঠিরের অপকার করে; তাহা হইলে সেই অবিবেককৃত কর্ম্ম দ্বারা তোমাদিগেরই দোষ হইতে পারে। অতএব ধেনুগণের রূপ, গুণ ও বয়ঃক্রমাদি নিরূপক চিহ্ন প্রদান করিবার নিমিত্ত বিশ্বস্ত পুরুষদিগকে প্রেরণ কর; স্বয়ং তোমার তথায় গমন করা আমার অভিপ্রায়সিদ্ধ হয় না।

শকুনি কহিলেন, মহারাজ! পাণ্ডবজ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির পরম ধার্ম্মিক; তিনি সভামধ্যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, দ্বাদশ বৎসর বনে বাস করিবেন এবং তদীয় ধর্ম্মচারী অনুজেরাও তাঁহার নিতান্ত অনুগত; অতএব তাঁহারা প্রতিজ্ঞাভঙ্গভয়ে আমাদিগের প্রতি কদাচ ক্রোধ করিবেন না। মৃগয়ায় আমাদিগের অত্যন্ত অভিলাষ হইয়াছে এবং ধেনুগণকে অঙ্কন করিতেও ইচ্ছা করিয়াছি; কিন্তু পাণ্ডবগণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাসনা নাই। আমরা তাঁহাদিগের আশ্রমে গমন করিব না এবং তথায় কোন প্রকার অত্যাচারও করিবার অভিলাষ নাই।

মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র শকুনির বাক্য শ্রবণানন্তর অনিচ্ছাপূর্ব্বক অমাত্যসমেত দুর্য্যোধনকে দ্বৈত বন গমনে অনুজ্ঞা করিলেন। দুর্য্যোধন অনুমতি প্রাপ্তিমাত্র কর্ণ, শকুনি, দুঃশাসন, অন্যান্য ভ্রাতৃগণ, সহস্র সহস্র মহিলা এবং মহতী সেনা সমভিব্যাহারী হইয়া দ্বৈত বনে যাত্রা করিলেন। পৌরগণ স্ব স্ব পত্নী সমভিব্যাহারে তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিল। অষ্ট সহস্র রথ, তিন অযুত হস্তী, নবতি শত অশ্ব ও সহস্র সহস্র পদাতি তাঁহার সমভিব্যাহারে চলিল। অসংখ্য শকট, আপণ, বেশ্যা, বণিক, বন্দী ও মৃগয়াশীল পুরুষ পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল।

এই রূপে নরপতি দুর্য্যোধনের প্রয়াণ সময়ে জনতার আধিক্য হওয়াতে বর্ষাকালীন সমুদ্ধত মহাবায়ুনিস্বনের ন্যায় ঘোরতর গভীর কোলাহল ধ্বনি সমুত্থিত হইল। নরপতি সেই জনতা সমভিব্যাহারে গমন করত দ্বৈত বনে সমুপস্থিত হইবার দুই ক্রোশ পথ অবশিষ্ট থাকিতে এক বাসোচিত স্থানে অবস্থিতি করিলেন।

উনচত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন বহুতর অরণ্য অতিক্রম করিয়া পরিশেষে আভীরপল্লীতে সমুপস্থিত হইলেন। তথায় পরিচারকদিগকে আদেশ করিবামাত্র তাহারা ছায়াবহুল মহীরুহসম্পন্ন প্রসন্নসলিলযুক্ত ও সর্ব্বগুণোপেত প্রদেশে দুর্য্যোধনের গৃহ নির্ম্মাণ করিতে লাগিল এবং তাঁহারই গৃহসন্নিধানে শকুনি, কর্ণ ও রাজসহোদরদিগের পৃথক পৃথক্ গৃহ প্রস্তুত করিল।

দুর্য্যোধন তথায় বাস করিয়া শত সহস্র গো সন্দর্শনপূর্ব্বক গণনা ও চিহ্ন দ্বারা তাহাদিগকে সম্যক্ বিদিত হইলেন। পরে বৎস সকলকে যথাক্রমে অঙ্কিত করিয়া তাহাদিগকে দমনাই বলিয়া নির্দ্দেশ করত বালবৎস ধেনু সকলকেও গণনা করিলেন। অনন্তর ত্রিবর্ষবয়স্ক বৃষদিগের সংখ্যা নিরূপণ এবং তৎ সমুদায় অঙ্কিত করিয়া গোপালকগণের সমভিব্যাহারে পর্য্যটন করিতে লাগিলেন।

পৌর জন ও বহুসংখ্য সৈন্যগণ অমর সমূহের ন্যায় স্বেচ্ছানুসারে তথায় বাস করিতে লাগিল। তখন নৃত্যগীতবাদ্যানুরক্ত গোপ ও গোপাঙ্গনাগণ বিবিধ অলঙ্কার পরিধান করিয়া দুর্য্যোধনের নিকট উপনীত হইল। দুর্য্যোধন অঙ্গনাগণপরিবৃত হইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে তাহাদিগকে বহুবিধ অন্ন ও পানীয় প্রদানপূর্ব্বক প্রার্থনাধিক অর্থ দান করিলেন।

অনন্তর তাঁহারা মৃগয়ার্থ নির্গত হইয়া মৃগ, মহিষ, বরাহ, গবয় ও ভল্লুকদিগের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজা দুর্য্যোধন বহুসংখ্য বন্য মাতঙ্গগণকে নিশিত শর দ্বারা ছিন্ন ভিন্ন করিয়া রমণীয় প্রদেশে মৃগয়া করিতে লাগিলেন। পরে গৌরস পান ও অন্যান্য মাংস উপযোগ করিয়া মত্ত মধুকরসেবিত, ময়ূরগণের কেকারবমুখরিত পরম রমণীয় বন ও উপবন সকল অবলোকনপূর্ব্বক সপ্তচ্ছদ, পুন্নাগ, বকুলসমাকীর্ণ অতি পবিত্র দ্বৈতবননামক সরোবরে উপস্থিত হইলেন। রাজা যুধিষ্ঠির যদৃচ্ছাক্রমে ঐ সরোবরের চতুষ্পার্শ্বে গৃহ নির্ম্মাণপূর্ব্বক ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্রের ন্যায় পরম সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়া অনায়াসলভ্য বন্য উপকরণ দ্বারা দিব্য বিধানানুসারে নিজ সহধর্ম্মিণী দ্রৌপদীর সহিত একদিবসসাধ্য যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন।

রাজা দুর্য্যোধন ঐ সরোবরের এক পার্শ্বে ক্রীড়ানিবাস প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত শত সহস্র পরিচারকদিগকে আদেশ করিলেন। তাহারা রাজাজ্ঞা প্রাপ্তিমাত্র সরোবরের অভিমুখে ধাবমান হইল। পূর্ব্বে গন্ধর্ব্বরাজ স্বীয় সন্তানগণ, অপ্সরাগণ ও দেববৃন্দে পরিবৃত হইয়া অলকা হইতে আগমনপূর্ব্বক তথায় বিহার করিয়াছিলেন; এই নিমিত্ত ঐ সরোবর সমাবৃত ছিল। রাজপরিচারকেরা তথায় উপস্থিত হইলে দ্বারপালগণ তাহাদিগকে নিবারণ করিল। তখন ভৃত্যগণ তথা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া ভূপাল-সন্নিধানে আদ্যোপান্ত সমুদায় বৃত্তান্ত নিবেদন করিলে রাজা দুর্য্যোধন ঐ অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র "শীঘ্র গিয়া গন্ধর্ব্বদিগকে অপসারিত কর," এই রূপ আদেশ প্রদান করিয়া যুদ্ধদুর্ম্মদ সৈন্যগণকে প্রেরণ করিলেন।

অনন্তর সেনানায়কেরা রাজার নিদেশানুসারে সেই সরোবরসন্নিধানে গমন করিয়া গন্ধর্ব্বগণকে কহিল, হে গন্ধর্ব্বগণ! মহাবল পরাক্রান্ত ধৃতরাষ্ট্রতনয় রাজা দুর্য্যোধন বিহার করিবার নিমিত্ত এই স্থানে আগমন করিতেছেন; অতএব তোমরা সত্বরে অপসৃত হও। গন্ধর্ব্বেরা এই কথা শ্রবণ করিয়া হাস্যমুখে অতি কঠোর বাক্য প্রয়োগপূর্ব্বক কহিলেন, রে মূঢ় সৈন্যগণ! তোদের রাজা দুর্য্যোধন নিতান্ত মন্দবুদ্ধি; অদ্যাপি তাহার চেতনা হয় নাই; কেন না যেমন দেবগণ বৈশ্যদিগকে আজ্ঞা করিয়া থাকেন, তদ্রূপ সেও আমাদিগকে আজ্ঞা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। তোদেরও মৃত্যু নিতান্ত সন্নিকৃষ্ট; কারণ তোরা তাহারই নিদেশানুসারে আমাদিগকে এই রূপ কহিতেছিস্। অতএব এস্থান হইতে শীঘ্রই পলায়ন কর্; নচেৎ অদ্যই শমনসদনে গমন করিবি। তখন সেনানায়কেরা গন্ধর্ব্বগণের এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র অতিমাত্র বেগে ধার্ত্তরাষ্ট্রসন্নিধানে গমন করিল।

চত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! অনন্তর গন্ধর্ব্বগণ যাহা যাহা কহিয়াছিল, সেনানায়কেরা সকলে একত্র হইয়া দুর্য্যোধনসমীপে তৎসমুদয় নিবেদন করিল। প্রতাপবান্ দুর্য্যোধন, গন্ধর্ব্বেরা তাঁহার সেনাগণকে নিবারণ করিয়াছে শুনিয়া যৎপরোনাস্তি ক্রোধান্বিত হইয়া তাহাদিগকে কহিলেন, হে সৈন্যগণ! তোমরা সত্বরে গমন করিয়া সেই অধার্ম্মিক বিপ্রিয়কারী গন্ধর্ব-

গণকে শাসন কর; যদি সুররাজ শতক্রতু সমুদায় দেবগণ সমভিব্যাহারে আসিয়া তাহাদের সাহায্য করেন; তথাপি তোমরা কিছুমাত্র শঙ্কা করিবে না। দুর্য্যোধনের এই রূপ বচন শ্রবণানন্তর যাবতীয় ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ ও সহস্র সহস্র যোদ্ধা বদ্ধপরিকর হইয়া সিংহনাদে দশ দিক পরিপূর্ণ করত বলপূর্ব্বক সেই বনে প্রবেশ করিতে লাগিল। তখন অন্যান্য গন্ধর্ব্বগণ সান্ত্ববাদপূর্ব্বক তাহাদিগকে নিষেধ করিলেও তাহারা তাহাদের বাক্যে অনাদর করিয়া বনে প্রবেশ করিল।

গন্ধর্ব্বগণ যখন দেখিল যে, দুর্য্যোধনপ্রমুখ ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ কোন ক্রমেই বাক্যে নিবারিত হইবার নহে; তখন তাহারা সকলে সমবেত হইয়া গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রসেনের নিকট গমনপূর্ব্বক ঐ সমস্ত অত্যাচার নিবেদন করিল। তিনিও তখন ক্রোধে অধীর হইয়া সমাগত সেনাগণকে আদেশ করিলেন, তোমরা শীঘ্র গিয়া সেই অনার্য্যগণের শাসন কর।

গন্ধর্ব্বগণ চিত্রসেনের অনুজ্ঞা প্রাপ্তিমাত্র অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণের সহিত সংগ্রাম করিতে ধাবমান হইল। কুরুসৈন্যেরা গন্ধর্ব্বগণকে বেগে ধাবমান দেখিয়া দুর্য্যোধনের সমক্ষেই পলায়ন করিতে লাগিল। কিন্তু মহাবীর কর্ণ তাহাদিগকে পলায়নপরায়ণ দেখিয়াও রণে পরাঙ্মুখ হইলেন না। তিনি ক্ষুরপ্র, বিশিখ, ভল্ল, বৎসদণ্ড ও অন্যান্য অয়োময় নিশিত শর বর্ষণপূর্ব্বক শত শত গন্ধর্ব্বগণের প্রাণ সংহার করিতে লাগিলেন। নিশিত সায়ক নিক্ষেপ দ্বারা এক কালে অসংখ্য গন্ধর্ব্বগণের মস্তক ধরাতলে পাতিত করিয়া তাহাদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিলেন। কর্ণ কর্ত্তৃক আহত গন্ধর্ব্বগণ শত সহস্র সংখ্যায় একত্র হইয়া পুনরায় আগমন করিল; চিত্রসেনের সেনাসমাগমে পৃথিবীতল মুহূর্ত্তমধ্যেই গন্ধর্ব্বগণে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

তখন রাজা দুর্য্যোধন, শকুনি, দুঃশাসন ও বিকর্ণ প্রভৃতি অন্যান্য ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ গম্ভীরনিঃস্বন রথে আরোহণপূর্ব্বক কর্ণকে অগ্রসর করিয়া গন্ধর্ব্বসেনার উপর পুনরায় শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। গন্ধর্ব্বগণও তাঁহাদিগের প্রতি শর সমূহ নিঃক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। এই রূপে ক্রমে ক্রমে তুমুল সংগ্রাম সমুপস্থিত হইলে কিয়ৎক্ষণ পরে গন্ধর্ব্বগণ কৌরবদিগের শরে পীড়িত ও নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িল। তদ্দর্শনে কৌরবগণ আনন্দিত চিত্তে গর্ব্বভরে সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিল।

তখন গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রসেন গন্ধর্ব্বগণকে বিত্রাসিত দেখিয়া ক্রোধকম্পিত কলেবরে কৌরবগণকে বধ করিবার মানসে আসন হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক যুদ্ধক্ষেত্রে সমাগত হইলেন এবং মায়াস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। কৌরবসেনাগণ চিত্রসেনের বিচিত্র মায়ায় মুগ্ধ হইল। তখন দশ দশ জন গন্ধর্ব্বসেনা এক এক জন কৌরবসৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলে তাহারা শত্রুগণের প্রহারে সাতিশয় পীড়িত হইয়া রণ পরিত্যাগপূর্ব্বক ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিতে লাগিল।

এই রূপে দুর্য্যোধনের সেনা সমুদয় ভীত হইয়া পলায়ন করিলেও মহাবীর কর্ণ পর্ব্বতের ন্যায় স্থিরতর ভাবে দণ্ডায়মান ও ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ হইয়া দুর্য্যোধন ও শকুনিরে সহায় করিয়া গন্ধর্ব্বগণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। তখন সহস্র সহস্র গন্ধর্ব্বগণ একত্র হইয়া কর্ণকে সংহার করিবার মানসে অসি, পট্টিশ, শূল, গদা প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক ধাবমান হইয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। এবং কেহ কেহ তাহার রথের যুগকাষ্ঠ, কেহ কেহ বা ধ্বজ, কেহ কেহ

ঈষা, কেহ কেহ বা অশ্বগণকে, কেহ কেহ সারথিরে, কেহ কেহ বা রথগুপ্তি, কেহ কেহ বা রথবন্ধন ছেদনপূর্ব্বক তাঁহার রথ তিল তিল করিয়া খণ্ড খণ্ড করিল। তখন কর্ণ নিতান্ত নিরুপায় হইয়া অসি চর্ম্ম ধারণপূর্ব্বক রথ হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন এবং আত্মত্রাণের নিমিত্ত সত্বরে বিকর্ণের রথে আরোহণ করিয়া স্বহস্তে অশ্ব চালনপূর্ব্বক পলায়ন করিলেন।

একচত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! গন্ধর্ব্বগণ কর্ত্তৃক মহারথ কর্ণ পরাভূত হইলে কৌরবসেনা সমরে পরাঙ্মুখ হইয়া পলায়ন করিল; কিন্তু দুর্য্যোধন সকলকে রণবিমুখ ও পলায়নপর নিরীক্ষণ করিয়াও স্বয়ং বিমুখ হইলেন না। তিনি কেবল একমাত্র সাহসসহায় হইয়া মহাবল পরাক্রান্ত দুর্জ্জয় গন্ধর্ব্ব সৈন্যের উপর অনবরত শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন; গন্ধর্ব্বসেনা তদীয় অচিন্ত্য শর বর্ষণ সন্দর্শন করিয়া তাঁহারে নিহত করিবার মানসে রথের চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিল এবং রথের ধ্বজা, সারথি, যুগ, সৈন্য, অশ্ব, ত্রিবেণু ও তল্প প্রভৃতি সমুদায় বস্তু বাণ দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিতে লাগিল।

মহাবাহু চিত্রসেন দুর্য্যোধনকে বিরথ ও ভূতলনিপতিত অবলোকন করিয়া নিকটে আগমনপূর্ব্বক জীবিতাবস্থায় তাঁহারে গ্রহণ করিলেন এবং অন্যান্য গন্ধর্ব্ব সকল মিলিত হইয়া রথস্থ দুঃশাসনকে চতুর্দ্দিক হইতে আক্রমণ করিল; এবং বিবিংশতি, চিত্রসেন, বিন্দও অনুবিন্দ প্রভৃতি ধার্ত্তরাষ্ট্র ও রাজপত্নীদিগকে লইয়া ইতস্তত প্রস্থান করিল। এই রূপে মহীপতি দুর্য্যোধন অপহৃত হইলে তাঁহার সেনাগণ গন্ধর্ব্বগণ কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া, যানযুগ্য, শকট, আপণ, বেশ্যা ও পূর্ব্বপলায়িত সেনা সমভিব্যাহারে পাণ্ডবগণের শরণাগত হইয়া কহিল, হে পাণ্ডবগণ! গন্ধর্ব্বগণ মহারাজ দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, দুর্বিষহ, দুর্মুখ, দুর্জ্জন ও রাজপত্নীদিগকে বন্ধন করিয়া হরণ করিয়াছে; এক্ষণে আপনারা তাঁহাদিগের অনুগমন করুন। দুর্য্যোধনের অমাত্যবর্গ এই কথা বলিয়া অতি দীন মনে বাষ্পাকুল লোচনে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের শরণাপন্ন হইল।

ভীমসেন সেই সকল বৃদ্ধ দীনভাবাপন্ন যুধিষ্ঠিরের অনুগ্রহপ্রার্থী অতি কাতর দুর্য্যোধনের অমাত্যদিগকে কহিলেন; আমরা বদ্ধপরিকর হইয়া গজ বাজী সংগ্রহপূর্ব্বক প্রযত্নাতিশয়-সহকারে যে কার্য্য করিতাম; আজি গন্ধর্ব্বেরা তাহা সম্পন্ন করিয়াছেন। মনুষ্যের মনোরথ সকল সফল হয় না; তাহারা মনে মনে এক প্রকার চিন্তা করে; কিন্তু অন্য প্রকার ঘটিয়া উঠে; কপটদ্যূতবেদী ধৃতরাষ্ট্রের দুর্ম্মন্ত্রণার ফল এই; ইহা সকলেই অবগত আছেন যে, যাহারা অক্ষম ব্যক্তির প্রতি দ্বেষ করে; অবশ্যই তাহারা অন্য দ্বারা তাহার প্রতিফল প্রাপ্ত হয়।

অদ্য গন্ধর্ব্বেরা আমাদিগের সমক্ষে এই অলৌকিক কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। ইহা পরম সৌভাগ্যের বিষয় যে, আমাদিগের হিতচিকীর্ষু ব্যক্তিও ভূমণ্ডলে আছে; আমরা স্বচ্ছন্দে নিশ্চেষ্ট রহিয়াছি; কিন্তু অন্য লোকে আমাদিগের ভার অনায়াসে বহন করিল। যে দুর্ম্মতি মনে করিয়াছিল, আপনি পরম সুখে থাকিবে; আর আমরা শীত, আতপ, বাত ও বর্ষায় নিরতিশয় ক্লেশপরম্পরায় কাল যাপন করিব; অদ্য সেই অধর্ম্মচারী দুরাত্মা কৌরব্যের স্বভাবানুবর্ত্তী লোকেরা পরাভব প্রত্যক্ষ করুক। আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি, কুন্তীতনয়েরা অনৃশংস; কিন্তু যে ব্যক্তি ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে এই কুমন্ত্রণা প্রদান করিয়াছে, সেই অধার্ম্মিক।

উগ্রস্বভাব ভীম ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া কৌরবদিগের প্রতি এই রূপ কটু বাক্য প্র-

রোগ করিতেছেন দেখিয়া রাজা যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভীমসেন! এ সময় এরূপ ব্যবহার করা পুরুষের উচিত নহে।

দ্বিচত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে বৃকোদর! কৌরবগণ দুরবস্থাগ্রস্ত ও ভয়ার্ত্ত হইয়া আমাদিগের আশ্রয় লইয়াছে; অতএব তুমি এক্ষণে কিরূপে এই সকল কথা কহিতেছ! দেখ, জ্ঞাতিভেদ, জ্ঞাতিবিবাদ ও জ্ঞাতিবৈর সর্ব্বদাই ঘটিয়া থাকে; তথাপি কুলধর্ম্ম কদাচ নির্ম্মূল হইবার নহে। যদি অপর কোন ব্যক্তি বংশের অনিষ্ট চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়; তাহা হইলে সেই কুলজাত সৎ পুরুষদিগের কর্ত্তব্য যে, তাঁহারা একমতাবলম্বী হইয়া পরকৃত দৌরাত্ম্যের প্রতিকার করেন।

আমরা এই স্থলে বহু কাল বাস করিতেছি, দুর্বুদ্ধি ধৃতরাষ্ট্রতনয় ইহা জ্ঞাত হইয়াও আমাদিগের অবমাননাপূর্ব্বক এই প্রকার অপ্রিয় কার্য্য অনুষ্ঠান করিয়াছে এবং গন্ধর্ব্বেরা দুর্য্যোধনকে অপহরণ ও বলপূর্ব্বক অবলাগণকে গ্রহণ করিয়া আমাদিগের কুলে কলঙ্কার্পণ করিতেছে; অতএব এক্ষণে আত্মকুল রক্ষা ও শরণাগত ব্যক্তিরে পরিত্রাণ করিবার নিমিত্ত তোমরা শীঘ্র উত্থিত ও সজ্জিত হও। হে ভীম! তুমি অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেবের সহিত মিলিত হইয়া সুযোধনকে গন্ধর্ব্বহস্ত হইতে বিমোচন কর।

ইন্দ্রসেন প্রভৃতি সারথিগণ অস্ত্র শস্ত্র পরিগ্রহপূর্ব্বক কাঞ্চনধ্বজশালী নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্রে পরিপূর্ণ ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগের রথ সকল সুসজ্জিত করিয়া রাখিয়াছে; তোমরা তাহাতে আরোহণ করিয়া গন্ধর্ব্বগণের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হও এবং সুযোধনকে মোচন করিবার নিমিত্ত প্রাণপণে যত্ন কর। হে ভীম! এক জন সামান্য ক্ষত্রিয়ও শরণাগত ব্যক্তিরে স্বশক্ত্যনুসারে রক্ষা করিয়া থাকে; অতএব তোমার কথা আর কি কহিব। যদি শত্রুগণ "আমাদিগকে রক্ষা কর" বলিয়া কোন আর্য্য ব্যক্তির সম্মুখে কৃতাঞ্জলিপুটে শরণাপন্ন হয়; তাহা ইলে তিনি অবশ্যই তাহাদিগকে রক্ষা করিয়া থাকেন। শত্রুরে রক্ষা করা বরপ্রাপ্তি, রাজ্যলাভ ও পুত্রোৎপত্তির তুল্য বলিয়া কীর্ত্তিত হয়।

সুযোধন বিপদাপন্ন হইয়া তোমারই বাহুবলে জীবন লাভের অভিলাষ করিতেছে; ইহা অপেক্ষা আনন্দের বিষয় আর কি আছে! হে বৃকোদর! যদি আমার যজ্ঞ আরব্ধ না হইত; তাহা হইলে আমি অসন্দিগ্ধ মনে স্বয়ং ধাবমান হইতাম। এক্ষণে তুমি সন্ধি স্থাপন করিয়া সুযোধনকে গন্ধর্ব্বহস্ত হইতে মুক্ত কর; যদি তাহাতে কৃতকার্য্য না হও; তাহা হইলে অল্পমাত্র পরাক্রম প্রকাশ করিয়া কার্য্য সাধন করিবে। ইহাতেও যদি কৃতকার্য্য হইতে না পার; তবে সকল উপায় উদ্ভাবনপূর্ব্বক শত্রুরে শাসন করিয়া সুযোধনকে পরিত্রাণ করিবে। এক্ষণে আমি যজ্ঞানুষ্ঠানে ব্যাপৃত আছি; অতএব এ সময় ইহা ভিন্ন আর কিছু বলিতে পারি না।

ধনঞ্জয় রাজা যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক দুর্য্যোধনকে বিমুক্ত করিবার নিমিত্ত অঙ্গীকার করিয়া কহিলেন, যদি গন্ধর্ব্বরাজ সন্ধি দ্বারা দুর্য্যোধনকে পরিত্যাগ না করে; তাহা হইলে আজি পৃথিবী তাহার শোণিত পান করিবে। কৌরবগণ অর্জ্জুনের এই অঙ্গীকার বাক্য শ্রবণ করিয়া সুস্থচিত্ত ও নির্ভীক হইল।

ত্রিচত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, নরনাথ! রাজা যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণানন্তর ভীমসেনপ্রমুখ পাণ্ডবগণ প্রহৃষ্ট বদনে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক বিবিত্র অভেদ্য কবচ ধারণ ও বিবিধ দিব্যাস্ত্র গ্রহণ করত উত্তমরূপে বদ্ধপরিকর হইয়া প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় লক্ষিত হইতে

লাগিলেন। তাঁহারা শীঘ্রগামী তুরঙ্গগণসংযুক্ত মহার্হ রথে আরোহণপূর্ব্বক সত্বরে গমন করিলেন। কৌরব সৈন্য মহারথ-পাণ্ডুনন্দনগণকে আগমন করিতে দেখিয়া কোলাহল করিতে আরম্ভ করিল। জয়শীল মহারথ গন্ধর্ব্বগণ নির্ভয়চিত্তে ক্ষণকালমধ্যে সেই কাননে আগমনপূর্ব্বক রথস্থ পাণ্ডবচতুষ্টয়কে সন্দর্শন করিয়া নিবৃত্ত হইল এবং গন্ধমাদনবাসীরা লোকপালগণের ন্যায় শোভমান সেই পাণ্ডবচতুষ্টয়কে নিরীক্ষণ করিয়া বিপুল সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে তথায় দণ্ডায়মান রহিল। পরে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের আদেশানুসারে অল্পে অল্পে সংগ্রাম হইতে লাগিল।

যখন শত্রুনিপাতন সব্যসাচী ধনঞ্জয় দেখিলেন যে, মন্দমতি গন্ধর্ব্বসৈন্যগণ মৃদু যুদ্ধে ক্ষান্ত হইবার নহে; তখন সান্ত্ববাদ প্রয়োগপূর্ব্বক কহিলেন, হে খেচরগণ! তোমরা আমার ভ্রাতা সুযোধনকে পরিত্যাগ কর।

গন্ধর্ব্বগণ যশস্বী অর্জ্জুনের বাক্য শ্রবণানন্তর কহিতে লাগিল; হে তাত! আমরা অক্ষুব্ধ চিত্তে একমাত্র গন্ধর্ব্বরাজের বাক্যানুসারে কার্য্য করি ও তাঁহারই শাসন প্রতিপালন করিয়া থাকি; তিনি আমাদিগকে যেরূপ আদেশ করিয়াছেন; তদনুসারেই কার্য্য করিব; তিনি ভিন্ন অন্য কেহই আমাদের শাসনকর্ত্তা নাই।

কুন্তীনন্দন ধনঞ্জয় গন্ধর্ব্বগণের এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনরায় কহিলেন, বল প্রকাশপূর্ব্বক পরস্ত্রী অপহরণ করা ও মনুষ্যের সহিত একত্র মিলিত হওয়া গন্ধর্ব্বরাজের নিতান্ত অনুচিত; অতএব তোমরা ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞানুসারে এই ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ ও উহাদের পত্নীদিগকে পরিত্যাগ কর। যদি তোমরা ইহাদিগকে সহজে পরিত্যাগ না কর; তাহা হইলে আমি বিক্রম প্রকাশপূর্ব্বক তোমাদের হস্ত হইতে মোচন করিব; তাহার সন্দেহ নাই।

সব্যসাচী ধনঞ্জয় এই কথা বলিয়া গন্ধর্ব্বগণের উপর শাণিত শর সমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন গন্ধর্ব্বেরাও পাণ্ডবগণের প্রতি শস্ত্র নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। এই রূপে পাণ্ডব ও গন্ধর্ব্বগণের তুমুল সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল।

চতুশ্চত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর দিব্যাস্ত্রসম্পন্ন হেমমাল্যধারী গন্ধর্ব্বেরা নিশিত শর বর্ষণ দ্বারা চারি দিক্ আচ্ছন্ন করিল। পাণ্ডবচতুষ্টয় ও সহস্র সহস্র গন্ধর্ব্ব সমবেত হইয়া ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন; তাহা দেখিয়া সকলেই নিতান্ত আশ্চর্য্য জ্ঞান করিল। পূর্ব্বে গন্ধর্ব্বেরা শরবৃষ্টি দ্বারা কর্ণ ও ধৃতরাষ্ট্রতনয়ের রথ যেমন বারংবার ছিন্ন ভিন্ন করিয়াছিলেন; তদ্রূপ পাণ্ডবচতুষ্টয়ের বর্ম্মও ছিন্ন ভিন্ন করিলেন। পাণ্ডবেরাও শত শত গন্ধর্ব্বদিগকে মুহুর্মুহু শরবিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন গগনচারী গন্ধর্ব্বেরা ক্ষতবিক্ষতদেহ হইয়া কোন ক্রমেই তাঁহাদিগের সম্মুখীন হইতে পারিলেন না।

অনন্তর বলমদমত্ত ক্রোধাবিষ্ট অর্জ্জুন ক্রোধপরায়ণ গন্ধর্ব্বগণকে লক্ষ্য করিয়া দিব্যাস্ত্রজাল প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিলে সহস্র সহস্র গন্ধর্ব্ব যমভবনে গমন করিল। পরে মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন নিশিত শরনিকর প্রহারে শত শত গন্ধর্ব্বকে সংহার করিতে লাগিলেন। মাদ্রীতনয় নকুল সহদেবও যুদ্ধে অগ্রসর হইয়া শত্রু সংহারে প্রবৃত্ত হইলেন।

অনন্তর গন্ধর্ব্বগণ শরাঘাতে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগকে গ্রহণপূর্ব্বক গগনমার্গে উত্থিত হইল; তখন মহাবীর অর্জ্জুন শর প্রয়োগপূর্ব্বক গন্ধর্ব্বদিগকে সমাচ্ছন্ন

করিলে তাহারা পঞ্জরমধ্যগত শকুন্তের ন্যায় শরজাল দ্বারা বদ্ধ হইয়া ক্রোধভরে অর্জ্জুনের প্রতি অনবরত গদা ও শক্তি বর্ষণ করিতে লাগিল। অর্জ্জুন সেই অস্ত্রজাল নিরাকরণ করিয়া গন্ধর্ব্বগণের প্রতি ভল্লাস্ত্র প্রয়োগ করিলে তদ্দ্বারা কাহার মস্তক কাহার বা চরণ কাহার বা বাহু শিলাবৃষ্টির ন্যায় নিরন্তর ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। উহা দেখিয়া গন্ধর্ব্বগণের অন্তঃকরণে সাতিশয় ভয় সঞ্চার হইল। তখন তাহারা অন্তরীক্ষ হইতে ভূতলস্থ অর্জ্জুনের প্রতি অনবরত শর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। অর্জ্জুন তাহাদিগের অস্ত্রজাল নিবারণ করিয়া পুনরায় অস্ত্র প্রয়োগপূর্ব্বক তাহাদিগকে বিদ্ধ করিলেন।

পরে তিনি স্থূলকর্ণ, ইন্দ্রজাল, সৌর, আগ্নেয় ও সৌম্য অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। যাদৃশ দৈত্যগণ দেবরাজ ইন্দ্রের অস্ত্রে নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছিল; তদ্রূপ গন্ধর্ব্বেরা অর্জ্জুনবাণে একান্ত দহ্যমান হইয়া সাতিশয় বিষণ্ণ হইয়া উঠিল। তাহারা যখন ঊর্দ্ধে উত্থিত হয়; তখন অর্জ্জুন বাণ প্রয়োগ দ্বারা তাহাদিগকে নিবারণ করিলেন; পরে তাহারা ইতস্তত ভ্রমণ করিতে লাগিল দেখিয়া ভল্লাস্ত্র দ্বারা তাহাদিগের গতি রোধ করিলেন।

অনন্তর গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রসেন গন্ধর্ব্বগণকে নিতান্ত ত্রাসিত ও ভীত দেখিয়া এক আয়সী গদা গ্রহণপূর্ব্বক অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হইলেন। এই অবসরে অর্জ্জুন শর সমূহ দ্বারা তদীয় হস্তস্থিত গদা সপ্তধা ছেদন করিলেন। তখন চিত্রসেন বিদ্যাপ্রভাবে প্রচ্ছন্ন হইয়া অর্জ্জুনের সহিত তুমুল সংগ্রাম করিতে লাগিলেন এবং দিব্যাস্ত্রজাল বিস্তারপূর্ব্বক অর্জ্জুনকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। অর্জ্জুন অস্ত্র দ্বারা তাঁহার অস্ত্র নিবারণ করিয়া পুনরায় অস্ত্র প্রয়োগ করিতে লাগিলেন; কিন্তু চিত্রসেন মায়াবলে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছেন বলিয়া তাঁহার অস্ত্রপ্রয়োগ সকল ব্যর্থ হইল।

মহাবীর অর্জ্জুন, অস্ত্রপ্রয়োগ ব্যর্থ হইল নিরীক্ষণ করত ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া আকাশগামী দিব্যাস্ত্র মন্ত্রপূত করিয়া নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন এবং অন্তর্হিত ব্যক্তির বধ সাধন করিবার নিমিত্ত শব্দবেধী বাণ প্রয়োগ করিলেন। গন্ধর্ব্বরাজ পার্থশরাঘাতে নিতান্ত পীড়িত ও তৎক্ষণাৎ তাঁহার সমক্ষে আবির্ভূত হইয়া কহিলেন, হে অর্জ্জুন! আমি তোমার প্রিয় সখা চিত্রসেন। তখন অর্জ্জুন যুদ্ধকাতর প্রিয় সখা চিত্রসেনকে সন্দর্শন করিয়া অস্ত্র সংহার করিলেন। তদ্দর্শনে অন্যান্য পাণ্ডবগণও বেগগামী স্বীয় তুরঙ্গম, শর ও ধনু সকল প্রতিসংহার করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর তাঁহারা পরস্পর কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া রথারূঢ় হইলেন।

পঞ্চচত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! অনন্তর মহাবীর ধনঞ্জয় গন্ধর্ব্বসেনাগণমধ্যে চিত্রসেনকে কহিলেন, হে বীর! আপনি কি নিমিত্ত কৌরবগণের নিগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছেন? আর কি নিমিত্তই বা সভার্য্য দুর্য্যোধনকে নিগ্রহ করিলেন?

চিত্রসেন কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! আমি স্ব স্থানে অবস্থিতি করিয়াই দুরাত্মা দুর্য্যোধনের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়াছিলাম। সেই মন্দমতি মনে করিয়াছিল যে, পাণ্ডবগণ বনমধ্যে অনাথের ন্যায় বাস করিতেছে; এই সময় আমি বিবিধ দাস, দাসী, হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি সম্পত্তি সমভিব্যাহারে তাহাদিগের দুর্দ্দশা দর্শন করিব। আর এই সমস্ত কৌরবগণ দ্রৌপদীরে উপহাস করিবার নিমিত্ত এখানে আসিয়াছিল। সুররাজ ইন্দ্র উহাদের দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া আমারে আদেশ করিলেন যে, "তুমি ত্বরায় গিয়া আমত্যসমবেত দুর্য্যোধনকে বন্ধন করিয়া আনয়ন কর; অর্জ্জুন ও তাহার ভ্রাতৃগণকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিও। ধন-

জয় তোমার প্রিয় সখা ও শিষ্য" হে পাণ্ডব! আমি সুররাজের বচনানুসারে এখানে আগমন করিয়া এই দুরাত্মা দুর্য্যোধনকে বন্ধন করিয়াছি; এক্ষণে ইহারে লইয়া সুরলোকে ইন্দ্রসন্নিধানে গমন করিব।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে চিত্রসেন! আপনি যদি আমার প্রিয়ানুষ্ঠান করিতে ইচ্ছা করেন; তবে দুর্য্যোধনকে পরিত্যাগ করুন। কারণ দুর্য্যোধন আমাদের ভ্রাতা; উহারে মুক্ত করা ধর্ম্মরাজের নিতান্ত অভিপ্রেত।

চিত্রসেন কহিলেন, এই পাপাত্মা দুর্য্যোধনকে মুক্ত করা কোন ক্রমে উচিত নহে। এই মন্দমতি, ধর্ম্মরাজ ও দ্রৌপদীরে বঞ্চনা করিয়াছিল। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ইহার দুষ্টাভিপ্রায় জানিতে পারেন নাই। চল, তাঁহার নিকট গিয়া সমুদায় বৃত্তান্ত বর্ণন করি; পরে তিনি যাহা কহিবেন; তদনুসারে কার্য্য করা যাইবে।

অনন্তর তাঁহারা সকলে একত্র হইয়া রাজা যুধিষ্ঠিরের সমীপে গমনপূর্ব্বক দুর্য্যোধনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। ধর্ম্মরাজ অজাতশত্রু সমুদায় বৃত্তান্ত শ্রবণানন্তর কৌরবগণ ও তাহাদিগের অঙ্গনাগণকে মুক্ত করিয়া দিলেন এবং গন্ধর্ব্বদিগকে প্রশংসা করিয়া কহিলেন, হে গন্ধর্ব্বগণ! তোমরা যে সমর্থ হইয়াও এই দুর্বৃত্ত দুর্য্যোধন এবং ইহার অমাত্য, জ্ঞাতি ও বান্ধববর্গের কোন হিংসা কর নাই; ইহা পরম সৌভাগ্যের বিষয়; তোমরা আমার যথেষ্ট উপকার করিয়াছ। এই দুরাত্মা ধৃতরাষ্ট্রতনয়কে মুক্ত করাতে আমার কুলমর্য্যাদা রক্ষা হইল। তোমাদের দর্শনে পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি; আজ্ঞা কর; কি অভিলাষ সম্পাদন করিব। তোমরা স্ব স্ব অভিলাষ পূর্ণ করিয়া সত্বরে গমন কর; বিলম্ব করিবার প্রয়োজন নাই।

চিত্রসেনপ্রমুখ গন্ধর্ব্বগণ ধীমান্ যুধিষ্ঠিরের অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া অপ্সরাগণ সমভিব্যাহারে হৃষ্টচিত্তে স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। কৌরবগণ যে সমুদায় গন্ধর্ব্বকে সংগ্রামে নিহত করিয়াছিল; দেবরাজ ইন্দ্র অমৃত বর্ষণ দ্বারা তাহাদিগকে পুনর্জীবিত করিলেন। পাণ্ডবগণ এই রূপে জ্ঞাতিগণ ও তাহাদের পত্নী সমুদায়কে বিমুক্ত করিয়া পরম প্রীত হইলেন। অনন্তর কৌরবগণ স্ত্রী পুত্র সমভিব্যাহারে তাঁহাদিগকে পূজা করিলে তাঁহারা তখন যজ্ঞমধ্যস্থ অনলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির প্রণয়বাক্যে ভ্রাতৃগণসমবেত দুর্য্যোধনকে কহিলেন, হে ভ্রাতঃ! তুমি আর কখন এরূপ সাহস করিও না; অসম সাহসিক ব্যক্তি কদাপি সুখী হইতে পারে না। যাহা হউক, এক্ষণে নির্ব্বিঘ্নে ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে পরম সুখে গৃহে গমন কর; অন্তঃকরণে কোন প্রকার দুঃখ চিন্তা করিও না।

নরপতি দুর্য্যোধন রাজা যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক এই রূপ অনুজ্ঞাত ও তাঁহারে অভিবাদনপূর্ব্বক যৎপরোনাস্তি লজ্জিত হইয়া বিকলেন্দ্রিয় আতুরের ন্যায় শনৈঃ শনৈঃ স্বীয় নগরাভিমুখে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। পূর্ব্ব বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া দুঃখে তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। এই রূপে ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ গমন করিলে ভ্রাতৃচতুষ্টয়সমবেত ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত ও অমরমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী সুররাজের ন্যায় তপোধনগণে সমাবৃত হইয়া পরমাহ্লাদে সেই দ্বৈত বনে বাস করিতে লাগিলেন।

ষট্‌চত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! দুরাত্মা অভিমানী গর্ব্বিত পাপপরায়ণ দুর্য্যোধন পুরুষকার ও উদারতা প্রকাশপূর্ব্বক সর্ব্বদাই পাণ্ডবদিগের অবমাননা করিত; কিন্তু সেই পাপিষ্ঠ শত্রু কর্ত্তৃক পরাজিত ও নিবদ্ধ হইলে মহাত্মা পাণ্ডবেরা তাহারে শত্রুহস্ত হইতে

মুক্ত করিলেন; বোধ হয়, এই নিমিত্ত তাহার অন্তঃকরণ ঘৃণা ও লজ্জায় অত্যন্ত ব্যাকুল হওয়াতে হস্তিনা পুরে প্রবেশ করা নিতান্ত দুষ্কর হইয়াছিল। তখন সে কিরূপে হস্তিনা পুরে প্রবেশ করিল, তাহা সবিস্তর বর্ণন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! দুর্য্যোধন ধর্ম্মরাজের নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক দুঃখে একান্ত কাতর ও শোকে হতবুদ্ধি হইয়া পরাভব চিন্তা করত চতুরঙ্গিণী সেনা সমভিব্যাহারে লজ্জাবনত মুখে নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে যবপূর্ণ ও জলসনাথ পরম রমণীয় ক্ষেত্রে যান সকল বিমুক্ত এবং হস্ত্যশ্ব রথ পদাতি প্রভৃতি সৈন্যচয় যথানিয়মে সন্নিবেশিত করিয়া স্বয়ং উজ্জ্বলতর সুচারু পর্য্যঙ্কোপরি উপবিষ্ট হইলেন।

অনন্তর কর্ণ নিশাবসান সময়ে রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের ন্যায় মলিনবদন শোকদুঃখপরিপ্লুত দুর্য্যোধনের নিকট উপনীত হইয়া কহিলেন; হে কুরুনন্দন! আমাদিগের পরম সৌভাগ্য যে, তোমার জীবন বিনষ্ট হয় নাই; তুমি কামরূপী গন্ধর্ব্বগণকে পরাভব করিয়াছ; ভাগ্যক্রমে অদ্য আমরা পুনরায় গান্ধার নগরে মিলিত হইলাম; এবং ভাগ্যক্রমে বিজিগীষু নির্জ্জিতশত্রু তোমার ভ্রাতৃগণকে নয়নগোচর করিলাম। তোমার সমক্ষে গন্ধর্ব্বেরা আমারে আক্রমণ করিলে আমার সৈন্যগণ প্রাণভয়ে ইতস্তত পলায়ন করিতে লাগিল; আমি তাহাদিগকে কোন ক্রমে নিবারণ করিতে না পারিয়া অরাতিশরে ক্ষতবিক্ষত ও নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া প্রস্থান করিলাম। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! তোমরা কিরূপে সেই অমানুষ যুদ্ধ হইতে স্ত্রী, সৈন্য ও রাহসগণ সমভিব্যাহারে অক্ষত শরীরে নির্ব্বিঘ্নে বিমুক্ত হইলে! মহারাজ! অদ্য রণস্থলে ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে তুমি যে কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছ; তাহা নির্ব্বাহ করে, এমন লোক আর ইহ লোকে দৃষ্টিগোচর হয় না।

রাজা দুর্য্যোধন কর্ণ কর্ত্তৃক এই রূপ অভিহিত হইয়া গদ্গদ স্বরে কহিতে লাগিলেন।

সপ্তচত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

দুর্য্যোধন কহিলেন, হে রাধেয়! তুমি আমাদের যুদ্ধের বিষয় কিছুই জান না; এই নিমিত্ত আমি তোমার বাক্যে ক্রুদ্ধ হইলাম না। তুমি বোধ করিয়াছ যে, আমি স্বীয় তেজঃপ্রভাবে গন্ধর্ব্বগণকে পরাজয় করিয়াছি; কিন্তু তাহা নহে। আমি সোদরগণ সমভিব্যাহারে অনেক ক্ষণ গন্ধর্ব্বদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলাম; তাহাতে আমাদের উভয় পক্ষেরই সৈন্য ক্ষয় হইল। তৎপরে যখন মায়াবী গন্ধর্ব্বগণ গগনতলে থাকিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল; তখন আমরা তাহাদের সহিত সম ভাবে সংগ্রাম করিতে অসমর্থ হওয়াতে তাহারা আমাদিগকে পরাজয় করিল এবং পুত্র, কলত্র, অমাত্য, ভৃত্য, বল, বাহন সমভিব্যাহারে বন্ধন করিয়া আকাশমার্গে লইয়া চলিল।

ঐ অবসরে আমাদের কতকগুলি সৈনিক পুরুষ ও অমাত্য একত্র হইয়া শরণাগতরক্ষক পাণ্ডবদিগের নিকট গমনপূর্ব্বক দীনবচনে কহিল, হে মহাবীরগণ! স্বর্গবাসী গন্ধর্ব্বেরা, পত্নী সমূহ সমবেত রাজা দুর্য্যোধন ও তাঁহার ভ্রাতৃগণকে বলপূর্ব্বক বন্ধন করিয়া লইয়া যাইতেছে; আপনারা ত্বরায় গিয়া তাঁহাদিগকে মুক্ত করুন। কুরুকুল-কামিনীগণের অবমাননা আপনাদের পক্ষে নিতান্ত নিন্দার বিষয়।

ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির তাহাদের মুখে এই রূপ সংবাদ শ্রবণমাত্র অন্যান্য পাণ্ডবগণকে সম্মত করিয়া আমাদিগকে মুক্ত করিতে আদেশ করিলেন। তৎপরে পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডব-

গণ গন্ধর্ব্বদিগের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন এবংপরাজয়ে সমর্থ হইলেও সান্ত্ববাদপূর্ব্বক আমাদিগকে পরিত্যাগ করিতে কহিলেন; কিন্তু গন্ধর্ব্বগণ তাহাতে সম্মত হইল না দেখিয়া মহাবীর অর্জ্জুন, ভীমসেন, নকুল ও সহদেব তাহাদিগের উপর শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। গন্ধর্ব্বগণ শরাঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া যুদ্ধ পরিত্যাগপূর্ব্বক আমাদিগকে লইয়া পলায়ন করিতে লাগিল; ঐ সময় আমরা দেখিলাম, মহাবীর ধনঞ্জয় শরজালে বেষ্টিত হইয়া দিব্যাস্ত্র বর্ষণ করিতেছেন।

কিয়ৎ ক্ষণ পরে অর্জ্জুনের সখা গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রসেন ও ধনঞ্জয় পরস্পর আলিঙ্গনপূর্ব্বক কুশল প্রশ্ন করিলেন এবং অন্যান্য পাণ্ডবগণও চিত্রসেনকে অবলোকন করিয়া অনাময় জিজ্ঞাসা করিলেন। এই রূপে তাঁহারা যুদ্ধ পরিত্যাগপূর্ব্বক একত্র মিলিত হইয়া পরস্পরকে পূজা করিলেন।

অষ্টচত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

দুর্য্যোধন কহিলেন, হে কর্ণ! তখন মহাবীর অর্জ্জুন গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রসেনের সহিত সমাগত হইয়া সহাস্য মুখে কহিলেন, "সখে! তুমি এক্ষণে আমার ভ্রাতৃগণকে পরিত্যাগ কর; আমরা জীবিত থাকিতে ইহাদিগের এই রূপ অবমাননা নিতান্ত অযোগ্য হইতেছে।" আমরা যে প্রকার অভিসন্ধি করিয়া নগর হইতে নির্গত হইয়াছিলাম; গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রসেন অভিহিত হইয়া তাহার আদ্যোপান্ত সমস্তই অর্জ্জুনের কর্ণগোচর করিলেন। আমি তৎকালে নিতান্ত লজ্জিত হইয়া মনে করিলাম, ভগবতী বসুন্ধরা বিদীর্ণ হইলে এখনই ইহাঁর অভ্যন্তরে প্রবেশ করি।

অনন্তর গন্ধর্ব্বেরা পাণ্ডবগণের সহিত ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট উপস্থিত হইয়া আমাদিগের দুর্মন্ত্রণা ও বন্ধনবৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত সমস্তই নিবেদন করিল। হে কর্ণ! আমি প্রিয়াসমক্ষে বদ্ধ ও শত্রুবশম্বদ হইয়া রাজা যুধিষ্ঠিরের উপহারস্বরূপ হইলাম; ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি আছে! আমি যাহাদিগকে রাজ্য হইতে নিষ্কাশিত করিয়াছি এবং যাহারা আমার পরম শত্রু; এক্ষণে তাহারাই আবার বন্ধন মোচন ও জীবন প্রদান করিল! ফলত এই রূপ অপমান সহ্য করিয়া জীবন ধারণ করা অপেক্ষা যদি রণক্ষেত্রে বিপক্ষহস্তে আমার মৃত্যু হইত; তাহাও মঙ্গলের বিষয়; কারণ গন্ধর্ব্বহস্তে মৃত্যু হইলে ভূমণ্ডলে আমার প্রভূত যশোরাশি বিস্তীর্ণ হইত এবং আমিও ইন্দ্রসদনে অক্ষয় পুণ্য লোক লাভ করিতাম। এক্ষণে আমি যেরূপ কর্ত্তব্য অবধারণ করিয়াছি; শ্রবণ কর।

অদ্য তোমরা আমার দুঃশাসন প্রভৃতি ভ্রাতৃগণ ও বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত নগরে প্রতিগমন কর। আমি এ স্থানেই প্রায়োপবেশন করিব; শত্রুকৃত অপমান সহ্য করিয়া আর পুর প্রবেশ করিব না। পূর্ব্বে আমি শত্রুগণের মান নাশ ও সুহৃজ্জনের মান বর্দ্ধন করিতাম; আজি সুহৃদ্গণের শোক ও শত্রুপক্ষের হর্ষ বর্দ্ধন করিয়া বারণাবত নগরে প্রতিগমনপূর্ব্বক মহারাজকে কি বলিব! আর ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, বিদুর, বাহ্লীক, সঞ্জয় ও সোমদত্তি প্রভৃতি অন্যান্য বৃদ্ধসম্মত ব্যক্তি, প্রধান প্রধান শিল্পী, ব্রাহ্মণ এবং উদাসীনেরাই বা আমারে কি বলিবেন এবং আমিই বা তাহাদিগকে কি প্রত্যুত্তর প্রদান করিব! আমি শত্রুগণের মস্তকে অবস্থান ও বক্ষঃস্থলে বিক্রম প্রকাশ করিয়া আত্মদোষে স্থানভ্রষ্ট হইয়াছি; এই কথা এক্ষণে তাঁহাদিগের নিকট কিরূপে কহিব!

দুর্বিনীত ব্যক্তি শ্রী, বিদ্যা ও ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া কখন নিরবচ্ছিন্ন সুখ সচ্ছন্দে নিরাপদে কাল যাপন করিতে পারে না; দেখ, অহঙ্কারান্বিত হইয়া আমার কি দশা ঘটি-

য়াছে। আমি মোহাবিষ্ট হইয়া এই রূপ অন্যায্য ও গর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম বলিয়া এক্ষণে বিষম সঙ্কটে নিপতিত হইয়াছি; অতএব আমি এক্ষণে প্রায়োপবেশন করিব; আমার জীবন ধারণে আর প্রয়োজন নাই। আমি বিপৎকালে শত্রু কর্ত্তৃক উদ্ধৃত, উপহসিত ও যেরূপ অবমানিত হইয়াছি; তাহাতে ক্ষণমাত্রও জীবন ধারণ করিতে অণুমাত্র অভিলাষ করি না।

এই রূপে দুর্য্যোধন চিন্তাসাগরে একান্ত নিমগ্ন হইয়া দুঃশাসনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে দুঃশাসন! আমি তোমারে রাজ্যে অভিষেক করিতেছি; তুমি রাজা হইয়া সুপ্রণালীক্রমে কর্ণসৌবলপালিতা পৃথিবী শাসন কর। দেবরাজ ইন্দ্র যেমন দেবগণকে প্রতিপালন করিয়া থাকেন; তদ্রূপ তুমিও ভ্রাতৃগণকে বিশ্বস্ত চিত্তে পালন কর। বন্ধুবর্গ তোমারে আশ্রয় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করুক; তুমিই তাহাদিগের একমাত্র গতি। তুমি অপ্রমত্ত চিত্তে বিপ্রগণের সহিত সদ্ব্যবহার করিবে। যাদৃশ ভগবান্ বিষ্ণু দেবগণকে প্রীত করিয়া থাকেন; তদ্রূপ তুমিও জ্ঞাতিবর্গের প্রতি প্রীতিভাব রাখিবে; গুরু লোকদিগকে পালন করিবে। এক্ষণে তুমি সুহৃদ্গণের মান বর্দ্ধন ও শত্রুদিগকে তৎর্সনা করিয়া পৃথিবী পালন কর। এই বলিয়া রাজা দুর্য্যোধন দুঃশাসনকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, তুমি অবিলম্বেই পরম সুখে স্বনগরাভিমুখে গমন কর।

অনন্তর দুঃশাসন অতি দীন মনে গলদশ্রু নয়নে ও গদ্গদ বচনে, মহারাজ! প্রসন্ন হউন বলিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণিপাত করিলেন, এবং একান্ত দুঃখিত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন। তাঁহার নেত্র হইতে অনর্গল অশ্রু জল বিগলিত হইয়া দুর্য্যোধনের চরণযুগল অভিষিক্ত করিল। পরে ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! আপনি যেরূপ কহিতেছেন; ইহা কদাচ হইবে না। যদি সমুদায় ভূমি বিদীর্ণ ও নভোমণ্ডল খণ্ড খণ্ড হয়; যদি দিবাকর প্রখর প্রভা, চন্দ্রমা শীতাংশুতা ও হুতাশন উত্তাপ পরিত্যাগ করেন; যদি সমীরণ শীঘ্রগামিতাবিরহিত, হিমাচল ইতস্তত সঞ্চরিত ও সাগরবারি সমুদায় শুষ্ক হইয়া যায়; তথাপি আপনারে পরিত্যাগ করিয়া কদাচ রাজ্য শাসন করিব না। হে মহারাজ! আপনিই আমাদিগের বংশে শত বৎসর রাজ্য পালন করিবেন। দুঃশাসন এই বলিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার চরণ স্পর্শ করত করুণ স্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।

মহাবীর কর্ণ দুর্য্যোধন ও দুঃশাসনকে নিতান্ত দুঃখিত দেখিয়া ব্যথিত মনে কহিলেন কৌরব! তোমরা অজ্ঞানবশত প্রাকৃত লোকের ন্যায় কেন বিষণ্ণ হইতেছ? নিরন্তর শোকাভিভূত ব্যক্তির শোক কদাচ অপনীত হয় না। যখন শোক হইতেই ব্যসন উপস্থিত হইতেছে; তখন তোমরা শোক করিয়া কি বিশেষ ফল লাভ করিবে? অতএব এক্ষণে ধৈর্য্যাবলম্বন কর; শোকাকুল হইয়া শত্রুগণকে আনন্দিত করিও না। পাণ্ডবেরা যে তোমারে বন্ধন হইতে বিমুক্ত করিয়াছেন; বিবেচনা করিলে তাহা তাঁহাদিগের নিতান্ত কর্ত্তব্য বলিয়াই বোধ হইবে; সন্দেহ নাই; কেন না, তাহারা তোমার আশ্রয়ে প্রতিপালিত হইয়া পরম সুখে বাস করিতেছে। ইহা প্রসিদ্ধই আছে যে, রাজ্যান্তর্বাসী ব্যক্তিরা প্রতিনিয়তই রাজার প্রিয় কার্য্য সাধন করিয়া থাকে। অতএব তন্নিমিত্ত সামান্য লোকের ন্যায় বৃথা শোক করা নিতান্ত অবিধেয়। তুমি প্রায়োপবেশন করিবে বলিয়া তোমার সহোদরেরা একান্ত বিষণ্ণ হইতেছে। এক্ষণে তুমিই উহাদিগকে আশ্বাসিত করিয়া পুনরায় নগরে গমন কর।

ঊনপঞ্চাশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

কর্ণ কহিলেন, হে রাজন্! অদ্য নিশ্চয় জানিলাম, তুমি অত্যন্ত লঘুচেতা; পাণ্ডবেরা তোমাদিগকে শত্রু হইতে বিমুক্ত করিয়াছে, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে; রাজ্যান্তর্বাসী ব্যক্তি ও সৈনিক পুরুষেরা, সমক্ষেই হউক অথবা অসমক্ষেই হউক, প্রাণপণে অবশ্যই প্রভুর প্রিয় কার্য্য সম্পাদন করিবে। প্রধান পুরুষেরা শত্রুসেনা কর্ত্তৃক রণস্থলে নিগৃহীত হউন বা পরিত্যক্তই হউন, তাহাদিগকে ক্ষোভিত করিতে কখনই ত্রুটি করিবেন না। তাঁহারা জনপদবাসী যুদ্ধাজীব মানবগণের সহিত মিলিত হইয়া রাজকার্য্য সাধনের নিমিত্ত যথাসাধ্য যত্ন করিবেন; তাহার সন্দেহ নাই। পাণ্ডবেরা তোমার রাজ্যান্তর্বাসী; তাহারা যদৃচ্ছাক্রমে তোমারে যে মুক্ত করিয়াছে; তন্নিমিত্ত উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত নহে।

হে নৃপোত্তম! যুদ্ধে অপরাঙ্মুখ মহাবল পরাক্রান্ত পাণ্ডবেরা পূর্ব্বেই তোমার ভৃত্য ও সহায়স্বরূপ হইয়াছে; অতএব তুমি যে সময়ে যুদ্ধ যাত্রা কর; তৎকালে যে তাহারা স্বীয় সেনা সমভিব্যহারে তোমার অনুগমন করে নাই; ইহা কি তাহাদিগের সাধু ব্যবহার হইয়াছে? তুমি অদ্যাপি পাণ্ডবগণের রত্ন সমূহ উপভোগ করিতেছ; কিন্তু তন্নিমিত্ত তাহারা কিঞ্চিন্মাত্রও অসুখী হয় নাই এবং দুঃখে প্রায়োপবেশনও করে নাই; অতএব এক্ষণে গাত্রোত্থান কর; আর বিলম্বের প্রয়োজন নাই। রাজার প্রিয় কার্য্য সাধন করা রাজ্যান্তর্বাসীদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য জানিয়া পাণ্ডবেরা আপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়াছে; তন্নিমিত্ত এরূপ চিন্তিত হইবার প্রয়োজন কি?

হে রাজেন্দ্র! যদ্যপি আমার কথা রক্ষা না কর; তাহা হইলে আমি তোমার চরণ শুশ্রূষায় নিযুক্ত থাকিব। আমি তোমা ব্যতিরেকে কখন জীবন ধারণ করিতে পারিব না; আর তুমি প্রায়োপবেশন করিলে অবশ্যই রাজগণের নিকট উপহাসাস্পদ হইবে। প্রায়োপবেশনে কৃতসংকল্প রাজা দুর্য্যোধন কর্ণের এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়াও শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন না।

পঞ্চাশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! এই রূপে রাজা দুর্য্যোধন প্রায়োপবেশনে কৃতনিশ্চয় হইলে সুবলনন্দন শকুনি তাঁহারে কহিতে লাগিলেন, হে মহারাজ; কর্ণ যে সকল কহিয়াছেন; তুমি তৎ সমুদায় শ্রবণ করিয়াছ; উহাঁর সমুদায় বাক্যই ন্যায়াগত। তুমি কি নিমিত্ত মদুপার্জ্জিত বিপুল ঐশ্বর্য্য অকারণ পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রাণত্যাগে কৃতসংকল্প হইয়াছ? তুমি নিতান্ত অবোধ; অথবা বৃদ্ধগণের নিকট সদুপদেশ প্রাপ্ত হও নাই। দেখ, যে ব্যক্তি সহসা সমুপস্থিত হর্ষ বা দুঃখের বেগ সংবরণ করিতে সমর্থ না হয়; সে সম্পত্তিসম্পন্ন হইলেও উদকমধ্যগত আমপাত্রের ন্যায় শীঘ্র বিনষ্ট হয়। রাজা সাতিশয় ভীত, ক্ষমতাশূন্য, দীর্ঘসূত্রী, প্রমত্ত, ব্যসনী ও বিষয়াসক্ত হইলে প্রজাগণ কখন তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হয় না। পাণ্ডবগণ তোমার যথেষ্ট উপকার করিয়াছে; তদ্বিষয়ে তোমার শোক করা অনুচিত; বরং তাহাদিগের প্রত্যুপকার করাই তোমার পক্ষে একান্ত শ্রেয়স্কর। যে বিষয়ে তোমার হর্ষ প্রকাশ ও পাণ্ডবগণের সৎকার করা উচিত; তদ্বিষয়ে তুমি শোক করিয়া নিতান্ত বিপরীতাচরণ করিতেছ। এক্ষণে প্রসন্ন হও; কদাচ প্রাণ পরিত্যাগ করিও না; সন্তুষ্ট চিত্তে পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক উপকৃত হইয়াছ স্মরণ করিয়া তাঁহাদিগকে রাজ্য প্রদান কর, তাহা হইলে তোমার যশ ও ধর্ম্ম লাভ হইবে। তুমি অবিলম্বে কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনপূর্ব্বক পাণ্ডবগণের সহিত সৌভ্রাত্র

সংস্থাপন করিয়া তাঁহাদিগকে তাঁহাদের পৈতৃক রাজ্য প্রদান কর; তাহা হইলে পরম সুখে চির কাল যাপন করিবে।

মহারাজ দুর্য্যোধন শকুনির বাক্য শ্রবণানন্তর চরণতলে পতিত বিপরীতচেতা দুঃশাসনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সোদরস্নেহবশত বাহুযুগল দ্বারা তাহারে উত্থাপিত করত আলিঙ্গন ও মস্তকাঘ্রাণ করিলেন। কর্ণ, শকুনি ও অন্যান্য সুহৃদ্গণের সান্ত্বনাবাক্য শ্রবণে তাঁহার মন স্থির হওয়া দূরে থাকুক; প্রত্যুত সমধিক নির্ব্বেদ ও ব্রীড়ার উদয় হওয়ায় নৈরাশ্য অবলম্বন করিলেন এবং দীন বাক্যে কহিলেন, কি ধর্ম্ম কি ধন কি সুখ কি ঐশ্বর্য্য কি প্রভুত্ব কি ভোগ কিছুতেই আমার আবশ্যকতা নাই; আমি প্রায়োপবেশনে কৃতনিশ্চয় হইয়াছি; তোমরা ইহার বিরুদ্ধে কোন পরামর্শ প্রদান করিও না। সকলে একত্র হইয়া নগরে প্রতিগমনপূর্ব্বক আমার গুরুগণের সেবা কর। তাহারা দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণানন্তর পুনরায় তাঁহারে কহিল, মহারাজ! আমরা আর প্রতিগমন করিব না; আমরা তোমা ব্যতিরেকে কদাচ সেই নগরে প্রবেশ করিতে পারিব না। এক্ষণে তোমার যেরূপ গতি; আমাদিগেরও সেই রূপ হইবে।

মহারাজ দুর্য্যোধন সুহৃৎ, অমাত্য, ভ্রাতা ও স্বজনগণ কর্ত্তৃক এই রূপ বহু প্রকার অভিহিত হইয়াও আপনার প্রতিজ্ঞা হইতে বিচলিত হইলেন না। তিনি স্বর্গ লাভ বাসনায় জল স্পর্শপূর্ব্বক শুচি হইয়া ভূতলে কুশাস্তরণ সংস্তীর্ণ করত তদুপরি উপবিষ্ট হইলেন। কুশ ও চীর বসন পরিধান, বাক্য সংযম ও মনের একাগ্রতা অবলম্বন করিয়া বাহ্য ক্রিয়া সকল পরিত্যাগ করিলেন।

এই অবসরে সুরগণ কর্ত্তৃক পরাজিত পাতলতলবাসী দারুণ দৈত্যদল দুর্য্যোধনকে মরণে কৃতনিশ্চয় জানিয়া ও জাতিগণের ক্ষয় বুঝিতে পারিয়া বৃহস্পতি ও শুক্রাচার্য্যপ্রোক্ত অথর্ব্ববেদবিহিত মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক যজ্ঞ কর্ম্ম আরম্ভ করিল। যে সকল মন্ত্রজপসমাযুক্ত ক্রিয়া উপনিষদে অভিহিত হইয়াছে; তৎ সমুদায়ের অনুষ্ঠান হইতে লাগিল; বেদবেদাঙ্গপারগ ব্রাহ্মণগণ সুসমাহিত চিত্তে অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন।

কর্ম্ম সকল সুচারুরূপে সম্পন্ন হইলে পর অদ্ভুতরূপশালিনী আজ্ঞাকারিণী এক দেবতা জৃম্ভণ করিতে করিতে প্রাদুর্ভূত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে দানবগণ! তোমাদিগের কি করিতে হইবে? তখন দৈত্যগণ প্রফুল্ল চিত্তে কহিল, আপনি কৃতপ্রায়োপবেশন মহারাজ দুর্য্যোধনকে এই স্থানে আনয়ন করুন। সেই দেবতা দৈত্যগণের বাক্যে সম্মত হইয়া, নিমেষমধ্যে সুযোধনসমীপে গমনপূর্ব্বক তাঁহারে লইয়া, পাতালতলে প্রবেশ করিয়া, দানবগণের নিকট প্রদান করিলেন। দানবগণ দুর্য্যোধনকে সমানীত দেখিয়া রজনীযোগে সকলে একত্র সমাসীন হইয়া হৃষ্টমনে উৎফুল্ল লোচনে সম্মান প্রকাশপূর্ব্বক কহিতে লাগিল।

একপঞ্চাশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

দানবেরা কহিল, হে রাজেন্দ্র ভরতকুলশ্রেষ্ঠ সুযোধন! আপনি প্রতিদিন মহাবল পরাক্রান্ত শূরগণে পরিবৃত হইয়া অলৌকিক বল বিক্রম ও সাহস প্রকাশ করিয়াছেন; এক্ষণে কি নিমিত্ত প্রায়োপবেশন করিলেন। দেখুন! আত্মঘাতী ব্যক্তি নিরয়গামী হয় এবং সকলে তাহার মহতী অকীর্ত্তি কীর্ত্তন করে। তবাদৃশ বুদ্ধিমান্ পুরুষেরা কুল বিনাশন আত্মহত্যারূপ মহাপাপে কদাচ লিপ্ত হন না; অতএব আপনি ধর্ম্ম, অর্থ, সুখ, যশ, প্রতাপ ও বীর্য্য বিনাশিনী এবং অরাতিকুলের আনন্দ বর্দ্ধিনী এই দুর্ব্বুদ্ধি পরিত্যাগ করুন। আপনি প্রাকৃত মনুষ্য নহেন; আপনি স্বর্গীয়

মহাপুরুষ; যেরূপে আপনার কলেবর নির্ম্মিত হইয়াছে; ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক তাহার যথার্থ তত্ত্ব শ্রবণ করুন।

মহারাজ! আমরা পূর্ব্বে তপস্যা করিয়া মহেশ্বরপ্রসাদে আপনারে লাভ করিয়াছি; আপনার শরীরের পূর্ব্বার্দ্ধ বজ্রসমষ্টি দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে; ঐ অংশ অস্ত্র শস্ত্র দ্বারা অভেদ্য। পশ্চিম কায় দেবী কর্ত্তৃক পুষ্প দ্বারা বিনির্ম্মিত; উহা নয়নগোচর করিলে রমণীজনের মন মোহিত হয়। এই রূপে ভগবান ভবানীপতি ও পার্ব্বতী কর্ত্তৃক আপনি নির্ম্মিত হইয়াছেন; অতএব আপনার শরীর মানব শরীর নহে।

দিব্যাস্ত্রবিশারদ ভগদত্ত প্রমুখ মহাবল পরাক্রান্ত ক্ষত্রিয়গণ আপনার অরাতিকুল নির্ম্মূল করিবেন; অতএব আপনি বিষাদ পরিত্যাগ করুন, আপনার কিছুমাত্র ভয় নাই; কেবল ভবদীয় সহায়তা করিবার নিমিত্তই দানবেরা ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছে। অন্যান্য অসুরগণ ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপাচার্য্য প্রভৃতির শরীরে প্রবেশ করিলে তাঁহারা দয়াশূন্য হইয়া তোমার শত্রুগণের সহিত যথাসাধ্য যুদ্ধ করিবেন; তখন তাঁহারা পিতা পুত্র, ভ্রাতা, বন্ধু, বান্ধব, শিষ্য, জ্ঞাতি, বালক ও বৃদ্ধ, কাহারেও ক্ষমা করিবেন না। দারুণ দানবাবেশবশত বিমোহিত হইয়া এক কালে চির পরিচিত স্নেহে জলাঞ্জলি প্রদানপূর্ব্বক হৃষ্ট চিত্তে সকলকেই যুদ্ধে প্রহার করিবেন; তাহার সন্দেহ নাই। তাঁহারা বিধিনির্ব্বন্ধ ও দৈবপ্রভাবে হতজ্ঞান হইয়া "আমি তোমারে জীবিত থাকিতে পরিত্যাগ করিব না," এই রূপ পরস্পর বাক্‌যুদ্ধ, অনবরত অস্ত্র বর্ষণ, স্ব স্ব পুরুষকার প্রকাশ ও শ্লাঘা করত শত্রু বিনাশে প্রবৃত্ত হইবেন। তদ্দর্শনে মহাত্মা পাণ্ডবেরাও যুদ্ধ করিতে পরাঙ্মুখ হইবেন না; তাহা হইলে ভীষ্ম প্রভৃতি মহাবল পুরুষেরা দৈববলে পাণ্ডবগণের প্রাণ সংহার করিবেন। দৈত্য ও রাক্ষসগণ ক্ষত্রিয়যোনিতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে; তাহারাই কার্য্যকালে গদা, মুষল, শূল ও নানাপ্রকার অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক রণক্ষেত্রে সমুপস্থিত হইয়া আপনার শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করিবে।

হে রাজন্! আপনার অন্তঃকরণে নিরন্তর যে অর্জ্জুনভয় জাগরূক রহিয়াছে; আমরা তাহার নিরাকরণের সদুপায় বিধান করিয়াছি। পূর্ব্বনিহত নরকাসুরের আত্মা কর্ণমূর্ত্তি পরিগ্রহপূর্ব্বক জন্মান্তরীণ বৈর স্মরণ করত কৃষ্ণার্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া অর্জ্জুন ও অন্যান্য শত্রুদিগকে পরাজিত করিবেন। দেবরাজ ইন্দ্র ইহা জানিতে পারিয়া অর্জ্জুনকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত মহাবীর কর্ণের কুণ্ডলদ্বয় ও কবচ অপহরণ করিবেন। তন্নিমিত্ত আমরাও সংসপ্তক নামে শত-সহস্র দানব তথায় নিযুক্ত করিয়াছি; তাহারাই অর্জ্জুনকে নিহত করিবে; অতএব আপনি শোক পরিত্যাগ করুন। আপনি এই অখণ্ড ভূমণ্ডলের অদ্বিতীয় অধীশ্বর হইবেন; এক্ষণে বিষাদে প্রয়োজন নাই। হে রাজন্! আপনার বিনাশ হইলে আমরাও বিনষ্ট হইব; পাণ্ডবেরা যেমন দেবগণের, তদ্রূপ আপনি আমাদিগের একমাত্র গতি; অতএব এই দুর্ব্যবসায় হইতে বিনিবৃত্ত হইয়া গৃহে গমন করুন; আপনার বুদ্ধি যেন কদাচ অন্য দিকে প্রবর্ত্তিত না হয়। এই বলিয়া দানবেরা নিতান্ত দুর্জ্জয় মহারাজ দুর্য্যোধনকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক আত্মজের ন্যায় প্রবোধ বাক্যে আশ্বস্ত ও তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি স্থিরীকৃত করিল। পরে প্রিয় বাক্য প্রয়োগপূর্ব্বক আপনার জয় লাভ হউক বলিয়া তাঁহারে বিদায় করিল। তখন যে স্থানে তিনি প্রায়োপবেশন করিয়াছিলেন; সেই স্থানে পুনর্ব্বার তথায় তাঁহারে আনয়ন করিলেন এবং যথোচিত উপচারে তাঁ-

হার অর্চ্চনা করিয়া গমনের অনুজ্ঞা লাভপূর্ব্বক সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন।

অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন স্বপ্নকল্পিতের ন্যায় এই রূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমি পাণ্ডবগণকে পরাজয় করিব। তৎকালে তাঁহার এই রূপ বোধ হইল, যেন মহাবীর কর্ণ ও সংসপ্তকগণ পার্থ সংহারার্থ প্রস্তুত হইতেছেন। বস্তুত পাণ্ডবদিগকে পরাজয় করিবার নিমিত্ত দুর্ম্মতিপরতন্ত্র দুর্য্যোধনের বলবতী আশা এই রূপে ক্রমে ক্রমে বদ্ধমূল হইতে লাগিল, মহাবীর কর্ণ মৃত নরকাসুরের আত্মা কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া অর্জ্জুন-সংহারে কৃতনিশ্চয় হইলেন এবং সংসপ্তকগণ রাক্ষসাবেশপ্রভাবে রজ ও তমোগুণে অভিভূত হইয়া অর্জ্জুনবধে অধ্যবসায়ারূঢ় হইল। ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপ ইহাঁরা দানবাবিষ্ট হইয়া পাণ্ডবদিগের প্রতি পূর্ব্ববৎ স্নেহ প্রকাশে পরাঙ্মুখ হইলেন।

রাজা দুর্য্যোধন এই কথা অতি গোপনে রাখিলেন। পর দিন প্রভাতে মহাবীর কর্ণ কৃতাঞ্জলি হইয়া সহাস্য মুখে রাজা দুর্য্যোধনকে কহিলেন, মহারাজ! জীবন পরিত্যাগ করিলে জয় লাভ হয় না; জীবিত ব্যক্তি সকল মঙ্গলেরই ভাজন হইয়া থাকেন; অতএব তুমি প্রাণ পরিত্যাগ করিলে কিরূপে জয় বা মঙ্গল লাভ হইবে। এক্ষণে ভয়, বিষাদ বা মরণের অবসর নাই। মহাবীর কর্ণ এই বলিয়া রাজা দুর্য্যোধনকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক পুনরায় কহিলেন, মহারাজ! তুমি শয্যা হইতে গাত্রোত্থান কর; কি নিমিত্ত অকারণ শোক করিতেছ? স্ব বীর্য্যপ্রভাবে শত্রুদিগকে একান্ত সন্তাপিত করিয়া এক্ষণে কেনই বা মরণাভিলাষী হইয়াছ? অথবা যদি অর্জ্জুনের বল বীর্য্যে তোমার শঙ্কা জন্মিয়া থাকে; তবে সত্যই প্রতিজ্ঞা করিতেছি, ত্রয়োদশ বর্ষ অতীত হইলে আয়ুধ গ্রহণপূর্ব্বক সমরানল প্রজ্বলিত করিয়া অবিলম্বেই তাহারে বধ করিব।

তখন রাজা দুর্য্যোধন কর্ণ ও দৈত্যগণের প্রবোধ বাক্যে এবং দুঃশাসনাদির অনবরত প্রণিপাতে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। পরে দানবদিগের বাক্যানুসারে বুদ্ধি স্থির করিয়া সৈন্যগণকে নগর গমনের আদেশ প্রদান করিলে, রথ অশ্ব মাতঙ্গ পদাতিক সঙ্কুল সৈন্য সকল গঙ্গাপ্রবাহের ন্যায় অনবরত গমন করিতে লাগিল। তখন শ্বেত ছত্র, শ্বেত পাতাকা ও শ্বেত চামরে শারদীয় সুবিমল নভোমণ্ডলের ন্যায় সৈন্যমণ্ডলী সুশোভিত হইয়া উঠিল। রাজা দুর্য্যোধন অ[illegible]জের ন্যায় পরম রাজশ্রীসম্পন্ন হইয়া [illegible] কর্ণ ও দ্যূতরত পুরুষগণের সহিত [illegible]মন করিতে লাগিলেন।

ব্রাহ্মণেরা জয়াশীর্ব্বাদ প্রয়োগপূর্ব্বক তাঁহার স্তুতিবাদে প্রবৃত্ত হইলেন; অধীনস্থ সমস্ত লোক তথায় আসিয়া তাঁহারে নমস্কার করিতে লাগিল। দুঃশাসন প্রভৃতি রাজসহোদরগণ ভুরিশ্রবা, সোমদত্ত ও বাহ্লিকের সহিত নানাবিধ হস্তী, অশ্ব ও রথে আরোহণপূর্ব্বক তাঁহার অনুসরণ করিলেন। এই রূপে ক্রমে ক্রমে তাঁহারা অল্প কালমধ্যেই স্বীয় নগরে সমুপস্থিত হইলেন।

দ্বিপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রাহ্মণ! মহাত্মা পাণ্ডুতনয়গণের বনবাস কালে ধনুর্দ্ধর ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ, কর্ণ, শকুনি, ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপাচার্য্য কি কার্য্য করিয়াছিলেন?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! রাজা সুযোধন পাণ্ডুতনয়গণ কর্ত্তৃক বিনির্মুক্ত হইয়া হস্তিনা নগরে আগমন করিলে পর কুরুকুলচূড়ামণি ভীষ্ম তাঁহারে কহিতে লাগিলেন, বৎস! আমি তোমার [illegible] বন গমন কালে তোমারে কহিয়াছিলাম যে, দ্বৈত বনে

গমন করা আমার সম্মত নহে। তুমি আমার বাক্যে অবহেলন করিয়া তথায় গমন করিলে শত্রুগণ বলপূর্ব্বক তোমারে আক্রমণ করিল; ধর্ম্মজ্ঞ পাণ্ডবগণ অরাতিহস্ত হইতে তোমারে বিমুক্ত করিয়াছেন; ইহাতে কি তোমার লজ্জার লেশমাত্রও হয় নাই। সূতপুত্র কর্ণ তোমার ও তোমার সৈন্য সমূহের সমক্ষেই গন্ধর্ব্বগণের ভয়ে ভীত হইয়া রণ পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিয়াছিল; ইহাতে তুমি মহাত্মা পাণ্ডুনন্দনগণ ও দুর্ম্মতি সূতপুত্রের পরাক্রম স্পষ্টই অবগত হইয়াছ। দুরাত্মা সূতপুত্র কি ধনুর্ব্বেদ কি শৌর্য্য কি ধর্ম্ম কিছুতেই পাণ্ডবগণের চতুর্থাংশভাগী নহে। অতএব এই কুলোদ্বৃদ্ধির নিমিত্ত পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধিস্থাপন আমার মতে শ্রেয়স্কর।

রাজা দুর্য্যোধন ভীষ্মের বাক্যে অনাস্থা প্রদর্শনপূর্ব্বক হাস্য করিতে করিতে শকুনি সমভিব্যাহারে তথা হইতে সহসা প্রস্থান করিলেন। কর্ণ ও দুঃশাসন প্রভৃতি ধনুর্দ্ধরগণ তাঁহাদের অনুগমন করিতে লাগিলেন। কুরুকুলাগ্রগণ্য ভীষ্ম তাঁহাদিগকে প্রস্থান করিতে দেখিয়া সাতিশয় লজ্জিত হইয়া স্বীয় ভবনাভিমুখে গমন করিলেন।

মহাত্মা ভীষ্ম স্ব স্থানে গমন করিলে পর নরপতি দুর্য্যোধন মন্ত্রিগণ সমভিব্যাহারে পুনরায় তথায় আগমনপূর্ব্বক মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। তিনি কহিলেন, দেখ, কিরূপে আমাদের শ্রেয়োলাভ হইবে, কোন্ কর্ম্ম অবশিষ্ট আছে, আর সেই কার্য্য কিরূপেই বা সম্পন্ন হইবে, এক্ষণে তদ্বিষয়ক পরামর্শ করি।

কর্ণ কহিলেন, হে দুর্য্যোধন! আমি যাহা কহিতেছি; অবধানপূর্ব্বক শ্রবণ কর। ভীষ্ম সতত আমাদের নিন্দা ও পাণ্ডবগণের প্রশংসা করিয়া থাকেন। তোমার দ্বেষ করিলেই আমার দ্বেষ করা হয়। তিনি সততই তোমার সমীপে আমার নিন্দা করেন। তিনি তোমার সমক্ষে যে পাণ্ডবগণের যশ কীর্ত্তন ও তোমার নিন্দা করিয়াছেন, তাহা আমি কখনই সহ্য করিব না। হে রাজন্! তুমি অনুমতি কর, আমি ভৃত্য, বল ও বাহন লইয়া শৈল কানন সমবেত সমুদায় মেদিনীমণ্ডল পরাজয় করিব; বলশালী পাণ্ডবেরা চারি জনে সমুদায় মেদিনীমণ্ডল পরাজয় করিয়াছিল; আমি একাকী তাহা সম্পন্ন করিব। যে কুরুকুলাধম ভীষ্ম সতত অনিন্দ্য ব্যক্তির নিন্দা ও অপ্রশংস্য ব্যক্তির প্রশংসা করিয়া থাকে; সে অদ্য আমার বল বিক্রম দর্শন করিয়া আত্মারে নিন্দা করুক। হে রাজন্! তুমি অনুমতি কর; আমি আয়ুধ গ্রহণ করিয়া তোমার নিকট সত্য করিতেছি; নিশ্চয়ই তোমার জয় লাভ হইবে।

নরপতি দুর্য্যোধন কর্ণের বচন শ্রবণানন্তর পরম প্রীত হইয়া কহিলেন, অঙ্গরাজ! তুমি আমার হিত কার্য্যে নিরত হওয়াতে আমি ধন্য ও কৃতার্থম্মন্য হইলাম; অদ্য আমার জন্ম সার্থক হইল। যখন তুমি সমুদায় শত্রু নিধনে কৃতসংকল্প হইয়াছ; তখন সচ্ছন্দে দিগ্বিজয়ে গমন করিতে প্রবৃত্ত হও; আর, আমারে সদুপদেশ প্রদান কর।

মহাবীর কর্ণ ধীমান্ দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক এই রূপ আদিষ্ট হইয়া যাত্রিক সমুদায়কে বহির্গত হইতে আদেশ করিলেন এবং শুভ তিথি নক্ষত্র ও মুহূর্ত্তে স্নাত ও ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া ধনুর্বাণ গ্রহণ ও রথে আরোহণ পূর্ব্বক বহির্গত হইলেন। তখন তাঁহার রথনির্ঘোষে সচরাচর ত্রৈলোক্য প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

ত্রিপঞ্চাশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহাবীর কর্ণ সৈন্যমণ্ডলীপরিবৃত হইয়া রমণীয় দ্রুপদ নগরী রোধ ও দ্রুপদ রাজারে পরাজিত করিয়া তাঁহার নিকট কর স্বরূপ রজত,

ও বিবিধ রত্নজাত গ্রহণ করিলেন। পরে দ্রুপদরাজের অনুচর রাজগণকে বশম্বদ ও করপ্রদ করিয়া উত্তরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। তথায় সমরানল প্রজ্বলিত করিয়া তত্রস্থ সমস্ত নৃপতিরে বশীভূত ও মহারাজ ভগদত্তকে পরাজিত করিলেন। পরে হিমাচলে আরোহণপূর্ব্বক তত্রস্থ পার্ব্বত্য রাজাদিগকে পরাজিত ও করপ্রদ করিয়া সত্বরে তথা হইতে অবতীর্ণ হইলেন।

অনন্তর পূর্ব্ব দিগ্বিভাগে যাত্রা করিয়া অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, মণ্ডিক, মিথিল, মাগধ, কর্কখণ্ড, আবশীর, যোধ্য ও অহিক্ষত্র এই কএকটি প্রদেশকে আপনার রাজ্যান্তর্গত করিলেন। পরে বৎসভূমি অধিকার করিয়া কেরণী, মৃত্তিকাবতী, মোহন, পত্তন, ত্রিপুরা ও কোশলাবাসী ভূপালদিগের নিকট জয় লাভপূর্ব্বক কর সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। অনন্তর দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিয়া তত্রত্য রাজাদিগকে পরাজিত করত মহারাজ রুক্মীর সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাবলপরাক্রান্ত রুক্মী কর্ণের সহিত তুমুল যুদ্ধ করিয়া কহিলেন, হে রাজন্! আপনার বল বিক্রমে পরম প্রীত ও প্রসন্ন হইয়াছি; অতএব আপনার আর বিঘ্নানুষ্ঠান করিব না। প্রতিজ্ঞা পালন করিলাম; এক্ষণে প্রীতিপূর্ব্বক আপনার ইচ্ছানুরূপ সুবর্ণ প্রদান করিতেছি; গ্রহণ করুন। তখন মহাবীর কর্ণ কর গ্রহণপূর্ব্বক রুক্মী সমভিব্যাহারে পাণ্ড্য ও শৈলদিগের প্রতি ধাবমান হইলেন। পরে মহীপতি কেরল, নীল, বেণুদারিতনয় এবং অন্যান্য দাক্ষিণাত্য রাজারে পরাজিত ও করপ্রদ করিলেন।

অনন্তর মহীপাল শিশুপালের সন্নিধানে গমনপূর্ব্বক তাঁহারে পরাজয় করিয়া পার্শ্বস্থ ভূপালগণকে পরাজিত করিলেন। পরে সন্ধি সংস্থাপনপূর্ব্বক অবন্তিদেশীয়দিগকে বশীভূত করিলেন এবং বৃষ্ণিবংশীয়দিগের সমভিব্যাহারে নশিদশ্ব ধৃনরাষ্ট্র বর্দ্ধনধহবি নিক্ষেপ করিবেন া করিয়া যবন, কআমিও তথায় গমন করিব দিগকে বশীভূত জর এই কথা বলিয়া নিস্তব্ধ ই অনন্তর ম্লেচ্ছ, লগ্নগুবগণ কেহই আগ্নেয়, মালব, শশক, অবাম দুত তথা হইয়ে টবিক ও পার্ব্বত্যগণকে ধক সমুদায় বৃত্তান্ত করিতে লাগিলেন। সমবেত স্বর নানা জনপর্ব্বত, বন ও সাগর প্রদেশ ও াক্ষণ সমুদায় নগর, জলপ্রায় কালমধ্যেই ঐ আ সম্পন্ন পৃথিবী অল্প বশীভূত করিয়া ত এবং ভূপালগণকে পুনরায় হস্তিনা পুরে ধন গ্রহণপক্ষা দুর্য্যোধন ভ্রাতৃবর্গ ও বন্ধুবান্ধব সমভিব্যাহারে প্রত্যুদ্গমনপূর্ব্বক তাঁহারে যথোচিত উপচারে অর্চ্চনা করিয়া নগরমধ্যে তাঁহার দিগ্বিজয়সংবাদ প্রচারিত করিয়া দিলেন ও প্রীত মনে কহিলেন, হে কর্ণ! তোমার মঙ্গল হউক। বাহ্লিক, ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপাচার্য্য হইতে যে কার্য্য প্রাপ্ত হই নাই; অদ্য তাহা তোমা হইতেই সম্পূর্ণরূপে লাভ করিলাম। অধিক কি, তুমি আছ বলিয়া আমি সনাথ হইয়াছি। পাণ্ডবেরা বা অন্য উন্নতিশালী রাজারা তোমার ষোড়শী কলারও উপযুক্ত নহে। যাদৃশ দেবরাজ অদিতিকে ভক্তিভাবে দেখিয়া থাকেন; তদ্রূপ তুমি যশস্বিনী গান্ধারী ও রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে নিরীক্ষণ করিবে।

অনন্তর হস্তিনা নগরে মহাকোলাহল ও হাহাকার শব্দ উত্থিত হইল; কেহ কেহ কর্ণকে প্রশংসা কেহ বা নিন্দা করিতে লাগিল; কোন কোন রাজা তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন। এদিকে কর্ণ মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া গান্ধারী ও তাঁহারে সন্দর্শন এবং তাঁহাদিগের পাদ বন্দন করিলেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্র প্রীতিপূর্ব্বক কর্ণকে আলিঙ্গন করিয়া গমনের অনুমতি করিলেন। হে মহারাজ! শকুনি

র সম্মত নহে। তুা ন ছিল যে,
তদবধি মনে ... লন করিয়া তথায় গমন করিয়া
মহাবীর কর্ণ প... পূর্ব্বক তোমারে আক্রমণ।
রাখিয়াছে; তা... অরাতিহস্ত হইতেঅন-

চতুঃপঞ্চাশদধিক দ্বিশ...

বৈশম্পায়ন কহিলে...ন ; ইহাতে বিলন,
স্তর সূতপুত্র কর্ণ ...মাত্রও হয় নাই শত্রু
দুর্য্যোধন! এই ভূ...ও তোমার সৈন্যদ্বয় ন্যায়
আর কেহই নাই ...ণের ভয়ে ভীর।
নির্ব্বিঘ্নে এই প...ক পর্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া

রাজা দুর্যো...া ? ! তুমি যাহার সহায়, যা-
হ...লন, অ...নুরক্ত এবং যাহার কার্য্য সাধনে সতত ন...ত ; তাহার কিছুই দুর্লভ নাই। এক্ষণে আমার এক অভিপ্রায় আছে ; শ্রবণ কর। পাণ্ডুনন্দনের রাজসূয় যজ্ঞ দর্শনাবধি উহার অনুষ্ঠানে আমারও স্পৃহা হইয়াছে ; অধুনা তুমি আমার সেই অভিলাষ সম্পাদন কর।

মহাবীর কর্ণ কহিলেন, হে রাজন্! এক্ষণে সমুদায় ভূপতিই তোমার বশীভূত হইয়াছেন ; অতএব তুমি দ্বিজগণকে আহ্বান করিয়া যজ্ঞোপকরণ সমুদায় আহরণ কর। বেদপারগ ঋত্বিক্‌গণ আসিয়া সুচারু রূপে কর্ম্ম সম্পন্ন করুন। হে মহারাজ! তুমি বহুবিধ অন্ন, পান ও অতুল সমৃদ্ধিসম্পন্ন মহাযজ্ঞ আরম্ভ কর।

মহারাজ দুর্য্যোধন কর্ণের বাক্য শ্রবণানন্তর স্বীয় পুরোহিতকে আনয়নপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, হে দ্বিজসত্তম! আপনি আমার নিমিত্ত বিপুলদক্ষিণ মহাক্রতু রাজসূয়ের যথাবিধি অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হউন।

পুরোহিত দুর্য্যোধনবাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে মহারাজ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির জীবিত থাকিতে আপনাদের বংশে কেহই রাজসূয়ানুষ্ঠান করিতে সমর্থ হইবেন না। বিশেষত আপনার পিতা ধৃতরাষ্ট্র জীবিত থাকিতে রাজসূয়ানুষ্ঠান করা আপনার পক্ষে নিতান্ত বিরুদ্ধ। হে মহারাজ! রাজসূয় যজ্ঞের সদৃশ আর এক মহাসত্র আছে ;
... অনুষ্ঠান করুন। যে সমুদায় ভূপতি আপনার করপ্রদ হইয়াছেন ; এক্ষণে তাঁহারা আপনারে সুবর্ণ কর প্রদান করুন। আপনি সেই সুবর্ণ সমূহ দ্বারা লাঙ্গল প্রস্তুত করাইয়া তদ্দ্বারা যজ্ঞভূমি কর্ষণ করিতে আজ্ঞা প্রদান করুন এবং তথায় যথাশাস্ত্র প্রভূতান্নসম্পন্ন সুসংস্কৃত যজ্ঞের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হউন। এই সৎপুরুষসম্পাদ্য যজ্ঞের নাম বৈষ্ণব যজ্ঞ। বিষ্ণু ব্যতীত আর কেহই পূর্ব্বে এ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে পারেন নাই। এই যজ্ঞ রাজসূয় যজ্ঞের সমকক্ষ। ইহা আপনার পক্ষে শ্রেয়স্কর ; ইহাতে আমাদের সম্পূর্ণ মত আছে। আপনার আশা সকল ও এই যজ্ঞ নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইবে ; তাহার সন্দেহ নাই।

মহীপতি দুর্য্যোধন পুরোহিতের বাক্য শ্রবণ করিয়া কর্ণ, শকুনি ও স্বীয় ভ্রাতৃগণকে কহিলেন, দেখ, ব্রাহ্মণ যাহা কহিলেন, উহাতে আমার সম্পূর্ণ মত আছে ; তোমাদের মত কি? তখন কর্ণ প্রভৃতি সকলেই দুর্য্যোধনের বাক্যে অনুমোদন করিলেন। পরে মহারাজ দুর্য্যোধন শিল্পিগণকে সুবর্ণ লাঙ্গল প্রস্তুত করিতে আজ্ঞা প্রদান করিবামাত্র অনতিকালমধ্যেই সমুদায় দ্রব্যজাত প্রস্তুত হইয়া উঠিল।

পঞ্চপঞ্চাশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! তখন সমুদায় শিল্পী, অমাত্যগণ এবং মহাপ্রাজ্ঞ বিদুর দুর্য্যোধনের সমীপে গমনপূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! মহামূল্য সুবর্ণময় লাঙ্গল ও যজ্ঞের অন্যান্য দ্রব্য সমুদায় প্রস্তুত এবং শুভ সময়ও সমুপস্থিত হইয়াছে ; মহারাজ দুর্য্যোধন ইহা শ্রবণ করিয়া যজ্ঞ আরম্ভ করিতে অনুমতি করিলে পর সেই ক্রতু যথাশাস্ত্র অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। দু-

র্য্যোধন স্বয়ং শাস্ত্রানুসারে দীক্ষিত হইলেন। ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ ও যশস্বিনী গান্ধারী সাতিশয় প্রহৃষ্ট মনে ভূপতিগণ ও ব্রাহ্মণ সমুদায়ের নিমন্ত্রণের নিমিত্ত চতুর্দ্দিকে শীঘ্রগামী দূত সকল প্রেরণ করিতে লাগিলেন। দূতগণ তাঁহাদের অনুমতি প্রাপ্তিমাত্র দ্রুত পদসঞ্চারে গমন করিতে লাগিল। ঐ সময় দুঃশাসন উহাদের মধ্যে এক জনকে কহিলেন, হে দূত! তুমি দ্বৈত বনে গমনপূর্ব্বক পাপাত্মা পাণ্ডব ও তত্রস্থ বিপ্র সমুদায়কে নিমন্ত্রণ করিয়া আইস।

দুঃশাসনের আজ্ঞানুসারে পাণ্ডবগণসমীপে গমনপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া কহিতে লাগিল, হে মহারাজ! নরপতি দুর্য্যোধন স্ববীর্য্যার্জ্জিত অর্থজাত দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠান করিতেছেন; যাবতীয় ভূপতি ও ব্রাহ্মণ সকল তথায় গমন করিতেছেন। কৌরবকুলাগ্রণী নরনাথ দুর্য্যোধন আপনারে আমন্ত্রণ করিবার নিমিত্ত আমারে প্রেরণ করিয়াছেন; তাঁহার মানস যে, আপনি তথায় উপস্থিত হইয়া যজ্ঞ দর্শন করেন।

মহারাজ যুধিষ্ঠির দূতের বাক্য শ্রবণানন্তর কহিলেন, আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণের কীর্ত্তিবর্দ্ধন মহারাজ দুর্য্যোধন যে অত্যুৎকৃষ্ট যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছেন; ইহা পরম সৌভাগ্যের বিষয়। কিন্তু আমরা এক্ষণে কোন মতেই তথায় যাইতে পারিব না; আমাদিগকে অবশ্যই ত্রয়োদশ বর্ষ নিয়মানুসারে প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করিতে হইবে।

ধর্ম্মরাজের বাক্যাবসান হইলে মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন কহিলেন, হে দূত! তুমি দুর্য্যোধনের সমীপে শীঘ্র গিয়া বল যে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ত্রয়োদশ বৎসর অতীত হইলে পর যখন যুদ্ধযজ্ঞে অস্ত্রাগ্নিমধ্যে তাহারে নিক্ষেপ করিবেন; সেই সময়ই তাহার সহিত ইহাঁর সাক্ষাৎকার হইবে। আর, যখন ইনি সমরানলদগ্ধ ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণের উপর ক্রোধহবি নিক্ষেপ করিবেন; তৎকালে আমিও তথায় গমন করিব। মহাবীর বৃকোদর এই কথা বলিয়া নিস্তব্ধ হইলেন, অন্যান্য পাণ্ডবগণ কেহই কোন কটূক্তি করিলেন না। তখন দূত তথা হইতে দুর্য্যোধনসমীপে গমনপূর্ব্বক সমুদায় বৃত্তান্ত নিবেদন করিল।

অনন্তর নানা জনপদের অধিপতি ভূপতিগণ ও ব্রাহ্মণ সমুদায় হস্তিনা নগরে আগমন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা যথাবিধ পূজিত হইয়া পরম প্রীত হইলেন। তখন মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র সমুদায় কৌরবগণে পরিবৃত হইয়া পরম পরিতুষ্ট চিত্তে বিদুরকে কহিলেন, হে ক্ষত্তঃ! যজ্ঞসদনে সমাগত সমুদায় লোকে যাহাতে উত্তমরূপে ভোজন করিতে পায়; শীঘ্র তদ্বিষয়ের চেষ্টা কর। মহামতি বিদুর ধৃতরাষ্ট্রের আদেশানুসারে যথাবিধি অন্ন, পান, গন্ধ, মাল্য ও বিবিধ প্রকার বসন দ্বারা সর্ব্ব বর্ণের পূজা করিতে লাগিলেন। মহারাজ দুর্য্যোধন সমাগত ভূপতিবর্গের অবস্থানের নিমিত্ত উত্তমোত্তম গৃহ সমুদায় নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। পরিশেষে যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে পর তাঁহাদিগকে ও ব্রাহ্মণগণকে বিবিধ ধন প্রদান ও সান্ত্বনাপূর্ব্বক বিদায় করিয়া ভ্রাতৃগণ, কর্ণ ও শকুনি সমভিব্যাহারে হস্তিনা নগরে প্রবেশ করিলেন।

ষট্‌পঞ্চাশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর স্তুতিপাঠকেরা রাজা দুর্য্যোধনকে স্তব করিতে লাগিল; অভ্যাগত লোকে তাঁহার মস্তকোপরি মাঙ্গলিক লাজাঞ্জলি ও চন্দনচূর্ণ নিক্ষেপ করিয়া স্তুতিবাদ করিতে আরম্ভ করিল। ভূপালেরা কহিলেন, মহারাজ! ভাগ্যক্রমে আপনার যজ্ঞ নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছে। উদ্ভটেরা কহিল, আপনার যজ্ঞ রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের তুল্য

হয় নাই; বলিতে কি, ইহা তাহার ষোড়শ অংশেরও উপযুক্ত নহে। সুহৃজ্জনেরা কহিল, ইহার সদৃশ যজ্ঞ আর কোথাও অনুষ্ঠিত হয় নাই।

ভ্রাতৃপরিবৃত দুর্য্যোধন এই রূপ প্রীতিকর বাক্য শ্রবণ করিতে করিতে পুরমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক পিতামাতার পাদ বন্দন, ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর ও কৃপ প্রভৃতি নমস্যদিগকে নমস্কার ও অনুজবর্গের প্রণাম গ্রহণ করিয়া বিচিত্র সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। ইত্যবসরে মহাবীর কর্ণ গাত্রোত্থান করিয়া কহিলেন, মহারাজ! এক্ষণে তুমি নির্ব্বিঘ্নে যজ্ঞ সম্পন্ন করিলে; কিন্তু যখন পাণ্ডবদিগকে বিনষ্ট করিয়া মহাসমারোহে রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠান করিবে; তৎকালে আমি তোমারে সমুচিত সৎকার করিব; সন্দেহ নাই। রাজা দুর্য্যোধন কহিলেন, হে বীর! তুমি কি সত্যই কহিতেছ; আমি দুরাত্মা পাণ্ডবদিগকে সংহার করিয়া মহাক্রতু রাজসূয় সম্পন্ন করিলে তুমি আমারে সৎকার করিবে?

এই বলিয়া তিনি মহাবীর কর্ণকে আলিঙ্গন করত রাজসূয় যজ্ঞের কথা উত্থাপনপূর্ব্বক পার্শ্বস্থ কৌরবদিগকে কহিলেন, হে কৌরবগণ! আমি পাণ্ডবদিগকে বিনাশ করিয়া কবে রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠান করিব।

তখন কর্ণ কহিলেন, মহারাজ! আমি অর্জ্জুনকে বিনাশ না করিয়া পাদ ধাবন বা জল গ্রহণ করিব না; আজি অবধি আসুর ব্রত ধারণ করিব। কোন অর্থী আসিয়া আমার নিকট কোন বস্তু প্রার্থনা করিলে আমি তাহারে কদাচ পরাঙ্মুখ করিব না।

তখন ধার্ত্তরাষ্ট্রেরা মহাবীর কর্ণের অর্জ্জুনবধ প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করিয়া আক্রোশ প্রকাশ করিতে লাগিল এবং মনে করিল যেন, তাহারা পাণ্ডবদিগকে পরাজয় করিয়াছে। অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন অন্যান্য মহীপালগণকে বিদায় করিয়া অনুজবর্গের সহিত স্ব স্ব বাসগৃহে প্রবেশ করিলেন।

এ দিকে পাণ্ডবেরা দূতমুখে দুর্য্যোধনের বৈষ্ণব যজ্ঞবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া নিতান্ত চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইয়া আছেন; এই অবসরে এক দূত উপস্থিত হইয়া রাজা যুধিষ্ঠিরকে কর্ণের অর্জ্জুনবধ প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করাইল। ধর্ম্মরাজ তাহা শুনিবামাত্র মহাবল পরাক্রান্ত কর্ণের একান্ত দুর্ভেদ্য কবচের বিষয় চিন্তা করিয়া সাতিশয় উদ্বিগ্ন হইলেন। তখন আপনাদিগের দুর্বিষহ ক্লেশপরম্পরা স্মরণ হওয়াতে তাঁহার অন্তঃকরণ হইতে শান্তিরস এককালে তিরোহিত হইয়া গেল। অনন্তর তিনি সেই দুরন্ত হিংস্র ও শ্বাপদসমাকীর্ণ দ্বৈত বন পরিত্যাগের কল্পনা করিতে লাগিলেন।

রাজা দুর্য্যোধন অনুজবর্গ, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ ও কৃপাচার্য্যের সহিত সমবেত হইয়া এই সসাগরা ধরা শাসন করিতে লাগিলেন। তিনি, দান ও ভোগ দ্বারা ধনের সার্থকতা সম্পাদিত হইয়া থাকে বলিয়া প্রতিনিয়ত প্রাণপণে নৃপতিগণের প্রিয় সম্পাদন ও ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞের অনুষ্ঠান দ্বারা বিপ্রদিগের তুষ্টি সাধন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

ঘোষযাত্রা পর্ব্ব সমাপ্ত।

মৃগস্বপ্নোদ্ভব পর্ব্বাধ্যায়।

সপ্তপঞ্চাশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! মহাবল পরাক্রান্ত পাণ্ডুনন্দনগণ দুর্য্যোধনকে মোচন করিয়া পরিশেষে সেই বনমধ্যে কি কি কর্ম্ম করিয়াছিলেন?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! একদা রজনীযোগে ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির নিদ্রাবসানে

র পূর্ব্বে স্বপ্নে দেখিলেন যে, কতকগুলি মৃগ বাষ্পকণ্ঠে কম্পান্বিত কলেবরে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ধর্ম্মরাজ তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কে? কি নিমিত্ত এ স্থানে দণ্ডায়মান রহিয়াছ? যাহা তোমাদের বলিতে ইচ্ছা হয় বল।

মৃগেরা যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণানন্তর কহিতে লাগিল, হে মহারাজ! আমরা মৃগ; এই দ্বৈত বন আমাদের আবাসস্থান। সর্ব্বাস্ত্রবিশারদ মহাবল পরাক্রান্ত আপনার ভ্রাতৃগণ অত্রত্য মৃগগণকে প্রায় নিঃশেষিত করিয়াছেন; কেবল আমরা কএকটী অবশিষ্ট আছি। অতএব আপনি স্থানান্তরে গিয়া বাস করুন; আমাদিগকে এক কালে সমূলে উৎসন্ন করিবেন না। এক্ষণে আমরা এই বনের মৃগবৃদ্ধির বীজভূত হইয়াছি; যদি আপনি অনুগ্রহ করেন; তাহা হইলে পুনরায় আমাদের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়।

সর্ব্বভূতহিতকারী ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই হতাবশিষ্ট মৃগগণকে সাতিশয় বিত্রস্ত ও কম্পিত কলেবর নিরীক্ষণ করত যৎপরোনাস্তি দয়ার্দ্র হইয়া কহিলেন, হে মৃগগণ! আমি অবশ্যই তোমাদের প্রার্থনানুরূপ কার্য্য করিব।

রাত্রিশেষে এই রূপ স্বপ্ন দর্শনানন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির প্রতিবুদ্ধ হইয়া ভ্রাতৃগণকে কহিলেন; আজি যামিনীযোগে আমি স্বপ্নে নিরীক্ষণ করিলাম যেন, অত্রত্য মৃগগণ আমার নিকট আসিয়া কহিতেছে; "হে মহারাজ! আমরা অধুনা অতি অল্পমাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছি; অতএব আপনি আমাদের প্রতি দয়া করুন।" হে ভ্রাতৃগণ! তাহারা যথার্থ কহিয়াছে; বনবাসিগণের প্রতি দয়া করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। আমাদের বনবাসের আর এক বৎসর আট মাস অবশিষ্ট আছে; ঐ সময় আমাদিগকে মৃগমাংসও উপযোগ করিতে হইবে; অতএব আইস, আমরা মরুভূমির প্রান্তস্থিত তৃণবিন্দু সরোবরসমীপবর্ত্তী সেই পরম রমণীয় কাম্যক বনে গমনপূর্ব্বক তথায় বনবাসের অবশিষ্ট সময় অতিবাহিত করি।

ধর্ম্মপরায়ণ পাণ্ডবগণ যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণমাত্র ব্রাহ্মণগণ, অন্যান্য সমভিব্যাহারী লোক এবং ইন্দ্রসেনপ্রমুখ ভৃত্যবর্গ সমভিব্যাহারে বিবধ অন্নপানীয়সম্পন্ন পথ অবলম্বনপূর্ব্বক গমন করিতে করিতে কাম্যক কানন নয়নগোচর করিলেন। যেমন সুকৃতি ব্যক্তিরা স্বর্গে প্রবেশ করেন; তদ্রূপ তাঁহারা সেই অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

মৃগস্বপ্নোদ্ভব পর্ব্ব সমাপ্ত।

ব্রীহিদ্রৌণিক পর্ব্বাধ্যায়।

অষ্টপঞ্চাশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পাণ্ডবেরা বহু ক্লেশে অরণ্যবাসে একাদশ বৎসর অতিবাহিত করিলেন এবং নির্দ্দিষ্ট কাল অল্পমাত্রই অবশিষ্ট আছে এই রূপ অনুধ্যান করত অনায়াসলভ্য বন্য ফল মূল ভক্ষণপূর্ব্বক দিন পাত করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির স্বকর্ম্মদোষজনিত ভ্রাতৃগণের দুঃখ, দ্যূতসম্ভূত শত্রুগণের দৌরাত্ম্য ও কর্ণের অতি পরুষ বচন স্মরণ করিয়া শল্যাহত হৃদয়ের ন্যায় সুখে রজনীতে নিদ্রিত হইতেন না; প্রত্যুত রোষাবেশপ্রভাবে ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেন। অর্জ্জুন, ভীম, নকুল, সহদেব ও দ্রৌপদী ইহাঁরা বনবাসের নির্দ্দিষ্ট কাল অল্পমাত্রই অবশিষ্ট আছে, এই ভাবিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের অনুরোধে সেই দুর্বিষহ দুঃখ সহ্য করিতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহাদিগের

কলেবর উৎসাহ, চেষ্টা ও অমর্ষপ্রভাবে যেন অন্য প্রকার বোধ হইতে লাগিল।

"এই রূপে কিয়ৎকাল অতীত হইলে একদা সত্যবতীসুত ভগবান্ ব্যাস পাণ্ডবগণকে অবলোকন করিবার নিমিত্ত তথায় উপস্থিত হইলেন। রাজা যুধিষ্ঠির প্রত্যুদ্গমনপূর্ব্বক বিধানানুসারে তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিয়া আসন প্রদান করিলেন। মহাতপা ব্যাস আসনে আসীন হইলে মহারাজ যুধিষ্ঠিরও প্রণাম করিয়া তাঁহার সন্নিধানে উপবিষ্ট হইলেন।

অনন্তর সত্যবতীনন্দন ব্যাস স্বীয় পৌত্রগণকে বন্য ফলমূলাহারী ও নিতান্ত কৃশকায় নিরীক্ষণ করিয়া বাষ্পগদ্গদ বচনে কৃপা প্রদর্শনপূর্ব্বক কহিলেন, হে ধর্ম্মরাজ! তপোনুষ্ঠান না করিলে কদাচ সুখ লাভ হয় না। মনুষ্য পর্য্যায়ক্রমে সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে; কিন্তু অনন্ত সুখ সম্ভোগে কেহই সমর্থ হয় না। বিশুদ্ধ বুদ্ধিসম্পন্ন প্রাজ্ঞ লোক উন্নতি লাভে হর্ষ ও হীন দশায় কোন ক্রমে বিষণ্ণ হন না; অতএব উপস্থিত সুখ দুঃখ সমভাবে বোধ করিবে। যাদৃশ কৃষক শস্যের সময় প্রতিপালন করিয়া থাকে; তদ্রূপ সকলেরই সুখ দুঃখের অবসর প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য।

হে যুধিষ্ঠির! তপস্যা অপেক্ষা সার পদার্থ আর নাই; তপস্যা হইতে পরম সুখ লাভ হয়; তপস্যাপ্রভাবে সকল বস্তুই সিদ্ধ হইতে পারে। সত্য, সরলতা, অক্রোধ, সংবিভাগ, দম, শম, অনসূয়া, অহিংসা, শৌচ ও ইন্দ্রিয়সংযম, এই কএকটি গুণ মনুষ্যের পবিত্রতা সম্পাদন করিয়া থাকে। সৎপথবিরোধী অধর্ম্মরুচি মনুষ্যেরা কদাচ সুখ লাভ করিতে পারে না। ইহ লোকে যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করা যায়; পর লোকে তাহার ফল ভোগ হইয়া থাকে; অতএব মনুষ্য তপস্যা ও নিয়মে নিরন্তর নিরত থাকিবে। প্রদানকাল উপস্থিত হইলে বিগতমৎসর হইয়া প্রফুল্ল মনে অর্থীকে পূজা ও প্রণামপূর্ব্বক শক্ত্যনুসারে দান করিবে।

সত্যবাদী ব্যক্তি অনায়াসে দীর্ঘায়ু ও সরল হইয়া থাকে। অক্রোধী ও অসূয়াশূন্য মনুষ্য পরম নির্ব্বাণ লাভ করে। দান্ত ও শান্তিপর হইলে নিরন্তর সুখসচ্ছন্দতা লাভ হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়দমনশীল ব্যক্তি অন্যের সম্পত্তি সন্দর্শন করিয়া কদাচ সন্তপ্ত হন না। যে ব্যক্তি সংবিভাগকর্ত্তা, দাতা, অহিংসক এবং সুখ ও ভোগসম্পন্ন; সে পরম আরোগ্য লাভ করে। যে ব্যক্তি সম্মানার্হ মনুষ্যকে সম্মান করিয়া থাকে; মহৎ কুলে তাহার জন্ম লাভ হয়। জিতেন্দ্রিয় পুরুষ কদাচ ব্যসনী হন না। যিনি শুভ বিষয়ে অনুশোচনা করেন; তিনি কল্যাণমতি হইয়া প্রাদুর্ভূত হন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভগবন্! পর লোকে দান ধর্ম্ম ও তপস্যার কি কি গুণ লাভ হয় এবং দুষ্কর কর্ম্মই বা কি? আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন। ব্যাসদেব কহিলেন, হে যুধিষ্ঠির! পৃথিবীতে দান অপেক্ষা দুষ্কর আর কিছুই নাই। লোকের অর্থতৃষ্ণা অতি বলবতী; অর্থও অতি কষ্টে লাভ হইয়া থাকে। দেখ, মনুষ্য ধন লাভে লোলুপ হইয়া প্রিয়তর প্রাণের প্রত্যাশা পরিত্যাগপূর্ব্বক সাগর ও অরণ্যে প্রবেশ করে; কেহ কেহ কৃষি ও গোরক্ষণে নিযুক্ত হয়; কেহ বা দাসত্ব পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়া থাকে; সুতরাং এই রূপ দুঃখোপার্জ্জিত ধন পরিত্যাগ করা নিতান্ত দুষ্কর। বিশেষত ন্যায়োপার্জ্জিত অর্থ দেশ, কাল ও পাত্র বিবেচনা করিয়া প্রদান করা সাতিশয় সুকঠিন। যে ব্যক্তি অন্যায়ত অর্থ উপার্জ্জন করিয়া সম্প্রদান করে; সেই দান তাহারে মহৎ পাপভয় হইতে পরিত্রাণ করিতে সমর্থ হয় না; কিন্তু যথার্থ অবসরে বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে অর্থীকে ন্যায়োপার্জ্জিত

অর্থ প্রদান করিলে তাহার অনন্ত ফল লাভ হইয়া থাকে।

একোনষষ্ট্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

ব্যাস কহিলেন, হে ধর্ম্মনন্দন! মহর্ষি মুদ্গল এক দ্রোণ ব্রীহি প্রদান করিয়া যে ফল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; তদ্বিষয়ে একটি পুরাতন ইতিহাস আছে; শ্রবণ কর।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে মহর্ষে! মহাত্মা মুদ্গল কিরূপে ব্রীহিদ্রোণ প্রদান করেন এবং কোন্ বিধান অবলম্বনপূর্ব্বক কাহারে উহা প্রদান করিয়াছিলেন; তদ্বিষয় শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইয়াছে; সকল ধর্ম্মাভিজ্ঞ ভগবান্ ঈশ্বর যে মহাত্মার কর্ম্মে পরিতুষ্ট হইয়াছেন; তিনিই আমার মতে সার্থকজন্মা।

ব্যাস কহিলেন, কুরুক্ষেত্রে সত্যবাদী অসূয়াশূন্য জিতেন্দ্রিয় মুদ্গল নামে এক ধর্ম্মাত্মা মহর্ষি ছিলেন। তিনি উঞ্ছ ও কপোতবৃত্তিমাত্র অবলম্বনপূর্ব্বক জীবিকা নির্ব্বাহ, অতিথি সৎকার ও অন্যান্য ধর্ম্ম কর্ম্ম সম্পন্ন করিতেন। ঐ মহর্ষি ইষ্টীকৃত ও দর্শপৌর্ণমাস যজ্ঞের অনুষ্ঠানে নিয়ত তৎপর থাকিতেন; তিনি কপোতবৃত্তি অবলম্বন করিয়া এক পক্ষে এক দ্রোণ ব্রীহি উপার্জ্জন করিতেন এবং পক্ষান্তে তদ্দ্বারা দেবতা ও অতিথিগণের পূজা করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিত; পুত্র কলত্র সমভিব্যাহারে তাহাই উপযোগ করিয়া জীবন ধারণ করিতেন। ত্রিভুবনাধীশ্বর ইন্দ্র দেবগণের সহিত প্রতিপর্ব্বে মহর্ষিসন্নিধানে আগমনপূর্ব্বক যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিতেন। মহর্ষি মুদ্গল প্রতিপর্ব্বে প্রফুল্লান্তঃকরণে বিশুদ্ধ ভাবে অতিথিগণকে অন্ন প্রদান করিতেন বলিয়া অতিথিগণ সমাগত হইবামাত্র তাঁহার ব্রীহিদ্রোণ বর্দ্ধিত হইত; সুতরাং তিনি অনায়াসেই শত শত ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইতেন।

মহর্ষি দুর্ব্বাসা পরম ধার্ম্মিক ব্রতপরায়ণ মুদ্গলের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া উন্মত্তের ন্যায় দিগম্বর ও কেশবিহীন হইয়া বিবিধ পরুষ বাক্য প্রয়োগ করিতে করিতে মহর্ষি মুদ্গলের সমীপে গমনপূর্ব্বক কহিলেন, হে দ্বিজসত্তম! আমি অন্নার্থী হইয়া তোমার নিকট আগমন করিয়াছি। মহর্ষি মুদ্গল অকপট ভক্তিসহকারে সেই উন্মত্তবেশধারী ক্ষুধিত দুর্ব্বাসারে স্বাগত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা এবং পাদ্য, অর্ঘ ও উত্তম অন্ন প্রদান করিলেন। সাতিশয় ক্ষুধিত দুর্ব্বাসা ক্রমে ক্রমে মুদ্গলের গৃহস্থিত সমুদায় অন্ন ভক্ষণ করিলেন। ভোজনাবসানে উচ্ছিষ্ট অন্ন সমুদায় অঙ্গে লেপনপূর্ব্বক স্বাভিলষিত স্থানে প্রস্থান করিলেন। তিনি তাহার পর পর্ব্বাহেও তথায় আগমনপূর্ব্বক সমুদায় অন্ন ভক্ষণ করিলেন।

মহর্ষি মুদ্গল নিরাহারে পুত্র কলত্র সমভিব্যাহারে পুনরায় উঞ্ছ বৃত্তি অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। কি ক্ষুধা কি ক্রোধ কি মাৎসর্য্য কি অবমাননা কি সম্ভ্রম কিছুতেই তাঁহারে ক্ষুণ্ণ করিতে পারিল না। তিনি এই রূপে ক্ষুধা তৃষ্ণা পরিহারপূর্ব্বক উঞ্ছ বৃত্তির অনুশীলন করিতে লাগিলেন। মহাতপা দুর্ব্বাসাও পর্ব্বে পর্ব্বে আগমনপূর্ব্বক তাঁহার সমুদায় অন্ন ভক্ষণ করিয়া যাইতে লাগিলেন। মহর্ষি দুর্ব্বাসা ক্রমে ক্রমে ছয় বার মুদ্গলের সমস্ত অন্ন ভোজন করিলেও তাঁহার কিছুমাত্র মনঃক্ষোভ নিরীক্ষণ করিলেন না; প্রত্যুত সতত তাঁহারে বিশুদ্ধমনাই দেখিতেন।

তখন মহর্ষি দুর্ব্বাসা পরম প্রীত হইয়া কহিলেন, হে মহাত্মন্ মুদ্গল! ইহ লোকে তোমার সমান মাৎসর্য্যবর্জ্জিত দাতা আর দৃষ্টিগোচর হয় না। হে মহর্ষে! ক্ষুধা ধর্ম্ম, জ্ঞান ও ধৈর্য্য নাশ করে; রসনা রসের দিকেই সতত ধাবমান হয়। প্রাণ আহারপ্রভাবেই দেহে

অবস্থান করে ; মন অতি চঞ্চল ও দুর্নিবার; তাহারে বশীভূত করা অতি কঠিন। ইন্দ্রিয়গণ ও মনের একাগ্রতাই তপস্যা ; তাহা কেবল তোমাতেই বিদ্যমান দেখিতেছি। হে মহাত্মন্! শ্রমোপার্জ্জিত দ্রব্য পরিত্যাগ করা নিতান্ত দুষ্কর ; কিন্তু আপনি অনায়াসেই তাহা করিতেছেন। আমি আপনার সহিত একত্র মিলিত হইয়া পরম প্রীত ও অনুগৃহীত হইলাম। ইন্দ্রিয়সংযম, ধৈর্য্য, সংবিভাগ, দম, শম, দয়া, সত্য ও ধর্ম্ম এই সমুদায়ই তোমাতে বর্ত্তমান আছে। তুমি কর্ম্ম দ্বারা সমুদায় লোক জয় এবং উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিয়াছ। স্বর্গবাসীরাও তোমার যশ কীর্ত্তন করিতেছেন ; তুমি অচিরাৎ সশরীরেই স্বর্গ গমন করিবে।

মহর্ষি দুর্ব্বাসা এই কথা কহিবামাত্র এক দেবদূত হংসসারসযুক্ত কিঙ্কিনীজালজড়িত কামচারী বিচিত্র বিমান লইয়া মহাতপা মুদ্গলের সমীপে আগমনপূর্ব্বক কহিল, হে মহর্ষে! আপনার সিদ্ধি লাভ হইয়াছে ; আপনি স্বীয় কর্ম্মপ্রভাবে এই বিমান প্রাপ্ত হইয়াছেন ; অতএব ইহাতে আরোহণ করুন।

মহর্ষি মুদ্গল দেবদূতের বাক্য শ্রবণানন্তর কহিলেন, হে দেবদূত! তুমি স্বর্গনিবাসিগণের গুণ, তপস্যা, নিয়ম, সুখ এবং দোষই বা কিরূপ ; ইহা কীর্ত্তন কর। কুলোচিত সৎ পুরুষগণ সাধুদিগের মিত্রকে সপ্তপদ বলিয়া কীর্ত্তন করেন ; আমি সেই মিত্রতা অবলম্বন করিয়া তোমারে জিজ্ঞাসা করিতেছি ; তুমি এ বিষয়ে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া আমারে সৎ পরামর্শ প্রদান কর ; আমি তোমার বাক্যানুসারে কার্য্য করিব; তাহার সন্দেহ নাই।

ষষ্ট্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

দেবদূত কহিল, মহর্ষে! আপনি বুদ্ধিমান্ হইয়াও অবোধের ন্যায় কি নিমিত্ত স্বর্গসুখ উত্তম বলিয়া তাহার বহু মান করিতেছেন? স্বর্গলোক উপরিভাগে অবস্থিত ; তথায় নিরন্তর দেবযান সকল গমনাগমন করিতেছে ; সেস্থানে তপোবলবিহীন, যজ্ঞানুষ্ঠানবিবর্জ্জিত, মিথ্যাভিরত নাস্তিকেরা গমন করিতে সমর্থ হয় না। যাঁহারা ধার্ম্মিক, জিতাত্মা, শান্ত, দান্ত, নির্ম্মৎসর, ধ্যান ও ধর্ম্মে একান্ত অনুরক্ত এবং সমরপ্রিয় মহাবীর ; তাঁহারাই শমদমমূলক অনুত্তম ধর্ম্মানুষ্ঠানপূর্ব্বক সৎ পুরুষগণনিষেবিত পবিত্র লোক প্রাপ্ত হন।

দেবতা, সাধ্য, বিশ্ব, মহর্ষি, যাম, ধাম, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ ইহাদিগের কামফলপ্রদ অনেকানেক লোক দেদীপ্যমান রহিয়াছে। ত্রয়স্ত্রিংশৎ যোজন বিস্তৃত হিরণ্ময় অদ্রিরাজ মেরুতে নন্দন প্রভৃতি অনেকানেক পবিত্র পরম রমণীয় দেবোদ্যান শোভা পাইতেছে; সেই স্থান পুণ্যবান্ লোকদিগের বিহারভূমি ; তথায় ক্ষুধা, পিপাসা, গ্লানি, ভয়, বীভৎস বা অন্য কোন প্রকার অশুভ অনুভূত হয় না; সর্ব্বদাই পরম রমণীয় সুখস্পর্শ সুগন্ধ গন্ধবহ মন্দ মন্দ বেগে সর্ব্বত্র সঞ্চারিত হইতেছে; শ্রুতিসুখাবহ শব্দ শ্রবণ ও মন মোহিত করিতেছে। তথায় শোক, তাপ, ত্বরা ও আয়াসের লেশ নাই। হে মুনীন্দ্র! লোকে স্বোপার্জ্জিত সুকৃতফলে সেই সর্ব্বসুখাস্পদ স্থান প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তথায় গমন করিলে কর্ম্মজ তৈজস শরীর সমুদ্ভূত হয় ; পিতৃমাতৃজ শরীর পরিগ্রহ করিতে হয় না ; তথায় স্বেদ, পুরীষ, মূত্র, দুর্গন্ধ ও রজ প্রভৃতি বস্তু দ্বারা বস্ত্র অপবিত্র বা মলিন হয় না। তত্রত্য লোকদিগের দিব্য গন্ধযুক্ত মনোরম মাল্যদাম ম্লান হয় না ; তাঁহারা সর্ব্বদা বিমান দ্বারা গমনাগমন করেন ; ঈর্ষা, শোক ও শ্রমজনিত ক্লেশের লেশও অনুভব করেন না ; এবং নির্ম্মৎসর ও মোহবিবর্জ্জিত ;

হইয়া পরম সুখে কাল যাপন করিতেছেন। হে মুনিপুঙ্গব! ঈদৃশ লোক অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট লোক আছে; এই রূপে অশেষ গুণসম্পন্ন অনেকানেক দিব্য লোক উপর্য্যুপরি অবস্থিতি করিতেছেন।

পূর্ব্ব দিকে শুভাস্পদ তেজোময় ব্রহ্মলোক বাস করে; তথায় পবিত্রস্বভাব ঋষিগণ স্ব স্ব শুভ কর্ম্মফলে গমন করেন; তথায় ঋভু নামে দেবগণ আছেন; তাঁহাদিগের লোক সর্ব্বোৎকৃষ্ট; দেবতারাও তাঁহাদিগের উদ্দেশে যজ্ঞ করিয়া থাকেন। তাঁহারা প্রভাসম্পন্ন; সকলের অভীষ্ট ফলপ্রদ; তাঁহাদিগের স্ত্রীকৃত তাপ নাই; ঐশ্বর্য্যজনিত মাৎসর্য্যও নাই। তাঁহারা আহুতি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ ও অমৃত ভোজন করেন না; তাঁহাদিগের শরীর দিব্য ও অনির্ব্বচনীয়; কোন প্রকার আকৃতি বা মূর্ত্তি নাই; তাঁহারা দেবদেব ও সনাতন; তাঁহাদিগের সুখকামনা নাই; কল্প পরিবর্ত্তিত হইলেও তাঁহারা পরিবর্ত্তিত হন না; নিরন্তর এক ভাবেই থাকেন। তাঁহাদিগের জরা, মৃত্যু, হর্ষ, শোক, দুঃখ, রাগ ও দ্বেষ নাই; এই দুষ্প্রাপ্য পরমা গতি দেবতাদিগেরও অভিলষণীয়; তাহা বিষয়বাসনানিরত জনগণের অগম্য। মনীষিগণ বিবিধ নিয়মানুষ্ঠান ও বিধিপূর্ব্বক দানাদি দ্বারা এই ত্রয়স্ত্রিংশৎ দেবলোক প্রাপ্ত হন। আপনি লোকাতিশায়িনী বদান্যতাপ্রভাবে এই পরম সুখাবহ স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন; অতএব তপঃপ্রভাবসম্পন্ন হইয়া সুকৃতিলব্ধ সম্পত্তি উপভোগ করুন।

হে বিপ্রেন্দ্র! স্বর্গের সুখ ও নানাবিধ লোকের বর্ণন করিলাম এবং স্বর্গের গুণ সমূহও কীর্ত্তিত হইয়াছে; এক্ষণে উহার দোষ কীর্ত্তন করিতেছি; শ্রবণ করুন।

লোকে স্বর্গ প্রাপ্ত হইয়া পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ফল ভোগ করে; কিন্তু অন্য কোনরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে না; সুতরাং পুণ্যপাদপ ক্রমে ক্রমে সমূলে উন্মূলিত হইয়া যায়। পুণ্যের ক্ষয় হইলে পুনরায় যে অধঃপতন হয়; ইহা আমার মতে মহাদোষ; কারণ বহু দিবস সুখে কালাতিপাত করিয়া পরিশেষে দুর্গতি লাভ করিলে তাহা সাতিশয় ক্লেশকর হইয়া উঠে। অন্যের অতুল ঐশ্বর্য্য সন্দর্শন করিয়া অমরলোকস্থ জনগণের যে অসন্তোষ ও পরিতাপ জন্মে; ইহা অপেক্ষা ক্লেশজনক আর কি আছে! কণ্ঠবিলম্বিত মাল্য ম্লান হইলে পতনোন্মুখ ব্যক্তির অন্তঃকরণে ভয়ের সঞ্চার হয় এবং পতন কালে তিনি রজোগুণাক্রান্ত ও তাঁহার বুদ্ধি বিমোহিত হইয়া যায়। ব্রহ্মভবন পর্য্যন্ত এই সমস্ত দারুণ দোষ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

সুরলোকবাসে লক্ষ লক্ষবিধ গুণ সমূহ লক্ষিত হয়; কিন্তু স্বর্গভ্রষ্ট মনুষ্যদিগের এই একমাত্র গুণ দৃষ্ট হয় যে, তাঁহারা অন্য কোন অধম গতি প্রাপ্ত না হইয়া অতীত শুভাদৃষ্ট স্মরণ ও অনুতাপ করত কেবল মনুষ্যলোকেই জন্ম গ্রহণ করেন। সেই মহাভাগ সে স্থানেও সুখে কালাতিপাত করিতে পারেন; কিন্তু যদি সম্যক্ বিবেচনাপূর্ব্বক কার্য্য না করেন; তাহা হইলে পরিশেষে তিনি নীচতা প্রাপ্ত হন; কারণ পৃথিবী কর্ম্মভূমি; আর স্বর্গ ফলভূমি; ইহ লোকে কর্ম্ম করিলে পর লোকে তাহার ফল ভোগ হয়। হে মহর্ষে! আপনি যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন; আমি তৎ সমুদায় কীর্ত্তন করিলাম; এক্ষণে আর বিলম্ব করিতে পারি না; অতএব অনুমতি করুন; আমি সচ্ছন্দে গমন করি।

মুনিবর এই কথা শ্রবণানন্তর সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া কহিলেন; হে দেবদূত! তুমি যে মহাদোষ কীর্ত্তন করিলে, তাহাই আমার আবশ্যক; স্বর্গে বা সুখে প্রয়োজন নাই। স্বর্গভ্রষ্ট হইলে পুনরায় নরলোকে জন্ম পরি-

গ্রহ করিতে হয় এবং দারুণ দুঃখ ও পরিতাপ সহ্য করিতে হয়; এই নিমিত্ত আমি স্বর্গ প্রাপ্তির কামনা করি না। যে স্থানে গমন করিলে পুনরায় পরিভ্রষ্ট হইতে হয় না এবং শোক, দুঃখ ও মনস্তাপ থাকে না; আমি প্রাণপণে সেই স্থানের অন্বেষণ করিব।

দেবদূত কহিল, ব্রহ্মসদনের ঊর্দ্ধে পরমোৎকৃষ্ট বিশুদ্ধ সনাতন জ্যোতির্ম্ময় বিষ্ণুপদ আছে; লোকে উহারে পরব্রহ্ম বলিয়া জানেন। হে বিপ্র! সে স্থানে দম্ভ, ক্রোধ, লোভ, মোহ ও বিষয়বাসনাপরায়ণ পুরুষেরা গমন করিতে পারে না। নির্ম্মম, নিরহঙ্কার, নির্দ্বন্দ্ব, জিতেন্দ্রিয়, ধ্যান ও যোগনিরত মানবেরাই তথায় গমন করিতে সমর্থ হন।

অনন্তর ধর্ম্মাত্মা মুনিবর দেবদূতকে বিদায় করিয়া উঞ্ছ বৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করত অনুত্তম শম গুণ আশ্রয় করিলেন। তখন তাঁহার নিন্দা ও স্তুতিবাদ এবং লোষ্ট্র ও কাঞ্চন সমান জ্ঞান হইতে লাগিল। এই রূপে তিনি বিশুদ্ধ জ্ঞানযোগ সহকারে ধ্যানস্থ হইলে, তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি ক্রমে ক্রমে নির্ম্মল হইয়া উঠিল; এবং তিনি ধ্যানযোগবলে পরম পুরুষার্থ শাশ্বত মুক্তিপদ লাভ করিলেন। অতএব হে কৌন্তেয়! রাজ্যচ্যুত হইয়াছ বলিয়া, তোমার শোক করা অনুচিত; তুমি তপোবলে পুনরায় তাহা প্রাপ্ত হইবে; তন্নিমিত্ত চিন্তা কি? দেখ, সুখ দুঃখ চক্রের ন্যায় নিরন্তর পরিবর্ত্তিত হইতেছে; সুখের অবসানে দুঃখ এবং দুঃখের বিগমে সুখ ভোগ হইয়া থাকে। ত্রয়োদশ বৎসর অতীত হইলে পৈতৃক রাজ্য পুনঃ প্রাপ্ত হইবে; অতএব মনোদুঃখ দূর কর। ভগবান্ মহামুনি ব্যাস এই কথা বলিয়া স্বীয় আশ্রমাভিমুখে গমন করিলেন।

ব্রীহিদ্রৌণিক পর্ব্ব সমাপ্ত।

দ্রৌপদীহরণ পর্ব্বাধ্যায়।

একষষ্ট্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, হে মহামুনে! মহাত্মা পাণ্ডবগণ অরণ্যমধ্যে মুনিগণ সমভিব্যাহারে বিচিত্র কথাপ্রসঙ্গে চিত্ত বিনোদন করত দ্রুপদনন্দিনীর ভোজন পর্য্যন্ত আদিত্যপ্রদত্ত অক্ষয়ান্নে ও নানাবিধ আরণ্যক মৃগমাংসে অন্নার্থী ব্রাহ্মণগণের তৃপ্তি সাধন করিয়া সময়াতিপাতে প্রবৃত্ত হইলে কর্ণ, শকুনি ও দুরাত্মা ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ তাঁহাদিগের সহিত যেরূপ আচরণ করিয়াছিল; তাহা কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, নরনাথ! বনবাসী পাণ্ডবগণ নগরনিবাসী মানবের ন্যায় জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছেন শ্রবণ করিয়া রাজা দুর্য্যোধন এবং কপটাচারপরায়ণ কর্ণ ও দুরাত্মা দুঃশাসন প্রভৃতি সকলে বিবিধ উপায় দ্বারা পাণ্ডবগণের অনিষ্ট চিন্তা করিতেছে; এমন সময়ে মহাযশা দুর্ব্বাসা দশ সহস্র শিষ্য সমভিব্যাহারে যদৃচ্ছাক্রমে তথায় সমুপস্থিত হইলেন। শ্রীমান্ দুর্য্যোধন ও তাহার ভ্রাতৃগণ পরম কোপন তপস্বীরে অবলোকন করিয়া বিনয়, প্রশ্রয় ও দম অবলম্বনপূর্ব্বক আতিথ্য দ্বারা তাঁহারে আমন্ত্রণ এবং কিঙ্করবৃত্তি গ্রহণ করিয়া যথাবিধি পূজা করিলেন।

তিনি যে কএকদিন তথায় অবস্থিতি করিয়াছিলেন; রাজা দুর্য্যোধন শাপভয়ে শঙ্কিত হইয়া আলস্য পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহার পরিচর্য্যা করিলেন। মহাতপা দুর্ব্বাসা, "ক্ষুধিত হইয়াছি, শীঘ্র অন্ন প্রদান কর" বলিয়া স্নান করিতে গমন করিতেন; কিন্তু বহু ক্ষণের পর প্রত্যাগত হইয়া, "আজি আহার করিব না; আজি আমার ক্ষুধা নাই" বলিয়া অদর্শন হইতেন; পুনরায় সহসা আগমনপূর্ব্বক কহিতেন, "ত্বরান্বিত হইয়া

আমারে ভোজন করাও।” নিকৃতিপরায়ণ দুর্ব্বাসা কখন নিশীথ সময়ে উত্থান করিয়া পূর্ব্ববৎ অন্ন প্রস্তুত করাইতেন; কিন্তু তাহা ভোজন করিতেন না; প্রত্যুত তিরস্কার করিতেন। যখন রাজা দুর্য্যোধন তাঁহার তাদৃশ ব্যবহারও নির্ব্বিকার চিত্তে সহ্য করিতে লাগিলেন; তখন তিনি তাঁহার প্রতি পরিতুষ্ট হইয়া কহিলেন, হে ভারত! তোমার কল্যাণ হউক। এক্ষণে বর প্রার্থনা কর; আমি প্রীত হইলে তোমার কিছুই দুষ্প্রাপ্য থাকিবে না।

দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন ইতিপূর্ব্বে কর্ণ ও দুঃশাসনাদির সহিত মন্ত্রণা করিয়া প্রার্থনীয় বিষয় স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন; এক্ষণে শুদ্ধাত্মা মহর্ষির বাক্য শ্রবণে আপনারে পুনর্জ্জাত বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন; এবং অতিমাত্র হর্ষোৎফুল্ল হইয়া তাঁহার নিকটে এই প্রার্থনা করিলেন, হে ব্রহ্মন্! রাজা যুধিষ্ঠির আমাদিগের কুলের জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ; গুণবান্ এবং শীলসম্পন্ন; তিনি এক্ষণে ভ্রাতৃগণের সহিত বনে বাস করিতেছেন; অতএব আপনি যেমন আমার নিকট সশিষ্যে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছেন; সেই রূপ তাঁহার নিকটও আতিথ্য গ্রহণ করুন। যে সময়ে সুকুমারী দ্রুপদকুমারী ব্রাহ্মণ ও স্বামিগণের ভোজনাবসানে স্বয়ং ভোজন করিয়া সুখে বিশ্রাম করিবেন; তৎকালেই আপনারে তথায় গমন করিতে হইবে; আমার প্রতি এই অনুগ্রহ প্রদর্শন করুন।

বিপ্রশ্রেষ্ঠ দুর্ব্বাসা কহিলেন, আমি তোমার প্রতি প্রীতিবশত অবশ্যই তাহা করিব; এই বলিয়া অভিলষিত স্থানে প্রস্থান করিলেন। রাজা সুযোধন কৃতার্থম্মন্য হইয়া হর্ষোৎফুল্ল বদনে কর দ্বারা কর্ণের কর গ্রহণ করিলেন।

কর্ণ তাঁহার ভ্রাতৃগণের সমক্ষে কহিলেন, হে কৌরব! সৌভাগ্যক্রমে তোমার অভিলাষ পরিপূর্ণ হইল; তোমার শত্রুগণ দুস্তর ব্যসনার্ণবে মগ্ন হইল; এবং পাণ্ডবগণ দুর্ব্বাসার ক্রোধানলে পতিত হইল। এই রূপ দুর্য্যোধন প্রভৃতি সকলে পরম প্রীত চিত্তে হাস্য করিতে করিতে স্ব স্ব নিকেতনে গমন করিল।

দ্বিষষ্ট্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! কোন সময় মহর্ষি দুর্ব্বাসা পাণ্ডবগণ ও দ্রৌপদীরে কৃতভোজন এবং সুখাসীন জানিয়া দশ সহস্র শিষ্যে পরিবৃত হইয়া তাঁহাদিগের বসতি বনে উপস্থিত হইলেন। শ্রীমান্ যুধিষ্ঠির সেই অতিথিরে সমাগত দেখিয়া ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে তাঁহার অভিমুখে গমনপূর্ব্বক উত্তম আসনে উপবেশন করাইয়া, এবং যথাবিধি পূজা ও আতিথ্য গ্রহণে নিমন্ত্রণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, ভগবন্! শীঘ্র আহ্নিক সমাধান করিয়া আগমন করুন। মহর্ষি দুর্ব্বাসা এই চিন্তা করিতে করিতে শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে স্নান করিতে গমন করিলেন যে, ইনি কি প্রকারে আমারে ও আমার শিষ্যগণকে ভোজন করাইবেন।

অনন্তর মহাযশা দুর্ব্বাসা শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে সলিলে অবগাহন করিলেন। এ দিকে রমণীরত্ন দ্রৌপদী অন্নের নিমিত্ত সাতিশয় চিন্তাপরায়ণ হইয়াও যখন কোন উপায় স্থির করিতে পারিলেন না; তখন মনে মনে কংসনিসূদন মধুসূদনকে স্তব করিতে লাগিলেন; হে কৃষ্ণ! হে কৃষ্ণ! মহাবাহো! দেবকীনন্দন! হে অব্যয়! হে বাসুদেব! হে জগন্নাথ! হে প্রণতার্ত্তিবিনাশন! হে বিশ্বাত্মন্! হে বিশ্বজনক! হে বিশ্বসংহারকারিন! হে বিপন্নপাল! গোপাল! প্রজাপাল! হে পরাৎপর! আমি তোমারে নমস্কার করি; হে বরেণ্য! হে বরদ! হে অনন্ত! তুমি গতিহীনের গতি; হে পুরাণ পুরুষ! হে প্রাণ! হে সর্ব্বসাক্ষিন্! হে

পরাধ্যক্ষ! আমি তোমার শরণাপন্ন হইয়াছি; হে শরণাগতবৎসল! কৃপা করিয়া আমারে রক্ষা কর। হে নীলোৎপলদলশ্যাম! হে পদ্মপলাশলোচন! হে পীতাম্বর! হে কৌস্তুভভূষণ! তুমিই আদি ও অন্ত; তুমিই সকল ভূতের আশ্রয়; তুমিই পরতর জ্যোতি; তুমিই বিশ্বাত্মা; তুমি সর্ব্বতোমুখ; তুমি সকলের বীজ ও সকল সম্পদের নিধান; তুমি যাহারে রক্ষা কর; তাহার পাপভয় সুদূরপরাহত হয়। তুমি পূর্ব্বে যেমন সভামধ্যে দুঃশাসন হইতে আমারে মুক্ত করিয়াছিলে; এক্ষণে সেই রূপ এই সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ কর।

অচিন্ত্যগতি ভক্তবৎসল বাসুদেব দ্রুপদনন্দিনীস্তবে তাঁহার বিপদ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া পার্শ্বশায়িনী রুক্মিণীরে পরিত্যাগপূর্ব্বক ত্বরিত গমনে সেই বনে আগমন করিলেন। দ্রুপদনন্দিনী তাঁহারে নয়নগোচর করিয়া প্রণতিপূর্ব্বক দুর্ব্বাসার আগমনবৃত্তান্ত সকল নিবেদন করিলেন।

কৃষ্ণ কহিলেন, দ্রৌপদি! আমি অত্যন্ত ক্ষুধিত হইয়াছি; অগ্রে আমারে ভোজন প্রদান কর; পশ্চাৎ অন্যান্য কর্ম্ম করিও।

দ্রৌপদী তাঁহার বাক্য শ্রবণে লজ্জাবনতমুখী হইয়া কহিলেন, দেব! আমার ভোজন পর্য্যন্ত সূর্য্যদত্ত স্থালী অন্নে পরিপূর্ণ থাকে; কিন্তু আজি আমি ভোজন করিয়াছি; এখন ত আর তাহাতে কিছুই নাই।

কমলায়তলোচন বাসুদেব কহিলেন, দ্রৌপদি! আমি ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর হইয়াছি; এক্ষণে কি পরিহাস করা উচিত? শীঘ্র যাও; সেই স্থালী আনিয়া আমারে প্রদর্শন কর।

দ্রৌপদী তাঁহার নির্ব্বন্ধাতিশয় উল্লঙ্ঘন করিতে অসমর্থ হইয়া স্থালী আনিয়া প্রদর্শন করিলেন। সেই স্থালীর কণ্ঠে কিঞ্চিৎ শাকান্ন সংলগ্ন ছিল। বাসুদেব তাহা ভোজন করিয়া কৃষ্ণারে কহিলেন, ইহাতে বিশ্বাত্মা প্রীত ও পরিতুষ্ট হউন; এবং ভীমসেনকে কহিলেন, তুমি শীঘ্র ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করিতে আহ্বান কর।

দুর্ব্বাসা প্রভৃতি মুনিগণ স্নানার্থ দেবনদীতে গমন করিয়াছিলেন। মহাযশা ভীমসেন ভোজনার্থ তাঁহাদিগকে আহ্বান করিতে গমন করিলেন; তাঁহারা তৎকালে সলিলে অবতীর্ণ হইয়া অঘমর্ষণ করিতেছিলেন। পরে সলিল হইতে উত্তীর্ণ হইয়া পরস্পর সান্নরস উদ্গার অবলোকন করিয়া পরম পরিতৃপ্ত হইলেন; এবং দুর্ব্বাসার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, হে বিপ্রর্ষে! আমরা রাজা যুধিষ্ঠিরকে অন্ন প্রস্তুত করিতে কহিয়া স্নানার্থ আগমন করিয়াছি; কিন্তু আমরা অধুনা এরূপ পরিতৃপ্ত হইয়াছি যে, কোন প্রকারেই আহার করিতে পারিব না; অতএব অকারণ পাকক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইতেছে; এক্ষণে কি করিব।

দুর্ব্বাসা কহিলেন, আমরা বৃথা পাক নিমিত্ত রাজর্ষির নিকটে অপরাধী হইলাম; এক্ষণে এই অপরাধে পাণ্ডবগণ কোপদৃষ্টিতে আমাদিগকে ভস্মসাৎ না করেন; এমত উপায় চিন্তা কর। হে বিপ্রগণ! ধীমান্ অম্বরীষ রাজর্ষির প্রভাব স্মৃতিপথারূঢ় হইলে হরিপাদাশ্রিত ব্যক্তিমাত্র হইতেই ভীত হইতে হয়। বিশেষত পাণ্ডবগণ সকলেই মহাত্মা, ধর্ম্মপরায়ণ, শৌর্য্যশালী, কৃতবিদ্য, ব্রতধারী, তপস্বী, সদাচাররত এবং নারায়ণপরায়ণ; তাঁহাদের ক্রোধানল উদ্দীপিত হইলে তূলরাশির ন্যায় আমাদিগকে ভস্মসাৎ করিতে পারে; অতএব তাঁহাদিগকে কিছু না বলিয়াই সকলে শীঘ্র পলায়ন কর।

শিষ্যগণ দুর্ব্বাসার বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার সমভিব্যাহারে দশ দিকে পলায়ন করিলেন।

ভীমসেন দেবনদীতে মুনিগণকে অবলোকন করিয়া ইতস্তত তীর্থে তীর্থে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। তথায় তাপসগণের মুখে তাঁহাদিগের পলায়নবৃত্তান্ত শ্রবণপূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরের নিকটে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সমুদায় নিবেদন করিলেন। অনন্তর পাণ্ডবগণ তাঁহাদিগের প্রত্যাগমন প্রত্যাশায় কিয়ৎকাল প্রতীক্ষা করিয়া এই চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, দুর্ব্বাসা নিশীথ সময়ে অকস্মাৎ আগমন করিয়া আমাদিগকে ছলনা করিবেন; তাহা হইলে আমরা কি প্রকারে এই দৈবোপপাদিত ক্লেশ হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারিব।

শ্রীমান্ বাসুদেব চিন্তাপরায়ণ পাণ্ডবগণকে মুহুর্মুহু দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া কহিলেন, হে পাণ্ডবগণ! পাঞ্চালকুমারী কোপনস্বভাব দুর্ব্বাসা হইতে আপদ্ ঘটনার সম্ভাবনা দেখিয়া আমারে চিন্তা করিয়াছিলেন; আমি তন্নিমিত্ত সত্বর হইয়া আগমন করিয়াছি; অতএব দুর্ব্বাসা হইতে আর কিছুমাত্র ভয় নাই। তিনি তোমাদিগের তেজে ভীত হইয়া পূর্ব্বেই পলায়ন করিয়াছেন। যাঁহারা ধর্ম্মের অনুগত; তাঁহারা কখনই অবসন্ন হন না। হে পাণ্ডবগণ! তোমাদিগের কল্যাণ হউক; আমি এক্ষণে তোমাদিগকে আমন্ত্রণ করিয়া প্রস্থান করিলাম।

পাণ্ডবগণ ও দ্রৌপদী কেশবের বাক্য শ্রবণ করিয়া সুস্থচিত্ত হইলেন; এবং কহিলেন, হে গোবিন্দ! সিন্ধুনিমগ্ন ব্যক্তির ভেলা প্রাপ্তির ন্যায় আমরা তোমারে প্রাপ্ত হইয়া এই আপদ্ হইতে উত্তীর্ণ হইলাম; আপনি এক্ষণে গৃহে গমন করুন।

বাসুদেব পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। পাণ্ডবগণ ও দ্রৌপদী প্রফুল্ল চিত্তে বন হইতে বনান্তরে ভ্রমণ করত সুখে সময় যাপন করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! দুরাত্মা ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ এই রূপে পাণ্ডবগণের সহিত যত অনিষ্টাচরণ করিয়াছিলেন; সমুদায়ই ব্যর্থ হইয়াছিল।

ত্রিষষ্ট্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পাণ্ডবেরা বহুল মৃগযূথসংযুক্ত, ফলপুষ্পোপশোভিত, ঋতুকালরমণীয় অরণ্য সকল নিরীক্ষণ করিয়া কাম্যক বনে মৃগানুসরণ প্রসঙ্গে ইতস্তত পর্য্যটন করত অমরগণের ন্যায় বিহার করিতে লাগিলেন। পরে তাঁহারা সেই অরণ্যে কিয়ৎক্ষণ অবস্থান করিয়া মহর্ষি তৃণবিন্দু ও পুরোহিত ধৌম্যের নির্দ্দেশানুসারে দ্রৌপদীরে আশ্রমে রাখিয়া ব্রাহ্মণগণের তৃপ্তি সাধনার্থ মৃগয়া প্রসঙ্গে এককালে চতুর্দ্দিকে নির্গত হইলেন।

এই অবসরে সিন্ধুদেশাধিপতি জয়দ্রথ বিবাহার্থী হইয়া সমুচিত পরিচ্ছদ পরিধানপূর্ব্বক শাল্বেয়দিগের নিকট গমন করিলেন। তথা হইতে অনেকানেক ভূপালগণ সমভিব্যাহারে কাম্যক বনে উপস্থিত হইলেন। যাদৃশ সৌদামিনী নীল জলধরকে উজ্জ্বল করিয়া থাকে; তথায় পাণ্ডবপ্রিয়া দ্রৌপদী তদ্রূপ সেই বনবিভাগ আলোকময় করিয়া আশ্রমদ্বারে উপবেশন করিয়া আছেন; এই অবসরে তিনি রাজা জয়দ্রথের নয়নপথে পতিত হইলেন। তখন অন্যান্য ভূপালগণ ইনি অপ্সরা কি দেবকন্যা অথবা দৈবী মায়া, এই বলিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহারে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রাজা জয়দ্রথ দ্রৌপদীরে সন্দর্শনপূর্ব্বক নিতান্ত বিস্মিত ও মদনবাণে একান্ত আহত হইয়া তুষ্ট মনে রাজা কোটিকাস্যকে কহিলেন, হে সৌম্য! এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী ভুবনমোহিনী কাহার রমণী? বোধ হয়, ইনি মানুষী নহেন। আমি বিবাহার্থ ইহাঁরে নিজ রাজধানীতে লইয়া যাইব। এ-

ক্ষণে ইনি কাহার পরিগৃহীত ? কোথা হইতে আসিয়াছেন ? এই কণ্টকাকীর্ণ অরণ্যে আগমন করিবার কারণ কি ? আর ত্রিলোকললামভূতা ঐ ললনা আমারে কি ভজনা করিবেন ? এবং আমি ইহাঁরে পাইয়া কি সফলকাম হইব ? হে কোটিক ! তুমি সত্বরে গমন করিয়া এই সকল কথা সবিশেষ অবগত হইয়া আইস। তখন শৃগাল যেমন ব্যাঘ্রীকে জিজ্ঞাসা করে ; তদ্রূপ কোটিকাস্য দ্রৌপদীর নিকট উপনীত হইয়া কহিলেন।

চতুঃষষ্ট্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

কোটিকাস্য কহিলেন, হে সুলোচনে ! তুমি কে ? সর্ব্বরী সময়ে পবনবিকম্পিত প্রজ্বলিত হুতাশনশিখার ন্যায় কদম্বশাখা অবনত করিয়া একাকী আশ্রমপদে অবস্থান করিতেছ ; তথাচ তোমার অন্তঃকরণে কিছুমাত্র শঙ্কা নাই। তোমার রূপলাবণ্য অলোকসামান্য ; বোধ হয়, তুমি দেবনারী, যক্ষী, দানবী, অসুরপত্নী, অপ্সরা, মূর্ত্তিমতী উরগরাজদুহিতা, বনদেবী বা নিশাচরী হইবে। কিম্বা তোমারে মহারাজ বরুণ, যম বা সোমের সহধর্ম্মিণী অথবা ধনাধিপতি কুবেরের ভার্য্যা বলিয়া বোধ হয়। তুমি যেন প্রজাপতি ব্রহ্মা, বিধাতা কাশ্যপ, ভগবান্ রুদ্র অথবা ত্রিলোকীনাথ বিষ্ণুর আলয় হইতে এস্থানে উপস্থিত হইয়াছ। যাহা হউক, আমি তোমার নিকট সম্যক্ অপরিচিত এবং তুমি যে কাহার আশ্রয় লইয়া এস্থানে অবস্থিতি করিতেছ ; তাহাও সবিশেষ অবগত নহি। এক্ষণে আমি তোমার সম্মান বর্দ্ধনার্থ পিতা ও পতির নাম জিজ্ঞাসা করিতেছি ; তুমি তাহা সবিশেষ নির্দ্দেশ কর এবং এই অরণ্যমধ্যে একাকিনী কি করিতেছ ; তাহাও প্রকাশ করিয়া বল।

আমি সুরথ রাজার আত্মজ ; আমার নাম কোটিকাস্য। যিনি হুত হুতাশনের ন্যায় এই কাঞ্চনবিনির্ম্মিত রথে আরোহণ করিয়া আছেন ; যিনি ত্রিগর্ত্তক্ষত্রিয় কুলিন্দাধিপতির আত্মজ ; যিনি আমাদিগের অপেক্ষা ধনুর্ব্বেদে সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিয়াছেন ; সেই পর্ব্বতবাসনিরত আয়তলোচন ক্ষেমঙ্কর নামা মহাবীর তোমারে নিরীক্ষণ করিতেছেন। আর ঐ যে, প্রিয়দর্শন যুবা পুষ্করিণীসন্নিধানে দণ্ডায়মান আছেন ; উনি ইক্ষ্বাকুরাজ সুবলের তনয় ; সৌবীরক দেশীয় দ্বাদশ রাজকুমার লোহিতকায় অশ্বযুক্ত রথে আরোহণপূর্ব্বক দীপ্তিশীল যজ্ঞীয় অনলের ন্যায় ইহাঁর অনুগমন করিয়া থাকেন এবং অঙ্গারক, কুঞ্জর, গুপ্তক, শত্রুঞ্জয়, সুঞ্জয়, সুপ্রবৃদ্ধ, ভয়ঙ্কর, ভ্রমর, রবি, শূর, প্রতাপ, কুহন প্রভৃতি ষট্ সহস্র রথী ও হস্ত্যশ্ব রথ পদাতি সকল ইহাঁর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়া থাকে। ইহাঁর নাম সৌবীররাজ জয়দ্রথ ; বোধ হয়, তুমি লোকপরম্পরায় ইহাঁর নাম অবশ্যই শ্রবণ করিয়া থাকিবে। বলাহক, অনীক, বিদারণ প্রভৃতি সৌবীরপ্রবীর যুবা ভ্রাতৃগণ রাজা জয়দ্রথের অনুগমন করিয়া থাকেন। ইনি দেবগণপরিবৃত দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় এই সকল সহায়সম্পন্ন হইয়া গমন করেন। হে সুকেশি ! তুমি কাহার ভার্য্যা ও কাহারই বা দুহিতা ? আমরা এ বিষয়ে কিছুই বিদিত নহি ; অতএব এক্ষণে উহা কীর্ত্তন কর।

পঞ্চষষ্ট্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্ ! দ্রুপদরাজনন্দিনী কৃষ্ণা,* শিবিবংসাবতংস কোটিকাস্যের এই রূপ বাক্য শ্রবণানন্তর তাঁহারে অবলোকন করিয়া শাখা পরিত্যাগ ও কৌশেয় উত্তরীয় গ্রহণপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, হে নরেন্দ্রনন্দন ! তোমার সহিত কথোপকথন করা মাদৃশী মহিলার নিতান্ত অনুচিত ; কিন্তু এখানে এমন কোন পুরুষ বা নারী নাই যে, তোমার বাক্যের উত্তর

প্রদান করে; সুতরাং আমারে স্বয়ংই উত্তর করিতে হইল। আমি স্বধর্ম্মনিরত; বিশেষত একাকিনী রহিয়াছি; তুমিও একাকী এখানে আসিয়াছ; তন্নিমিত্ত তোমার সহিত আলাপ করা কোন ক্রমেই বিধেয় নহে; তবে তোমারে সুরথের পুত্র কোটিকাস্য বলিয়া অবগত হইয়াছি, এই নিমিত্ত তোমার সমীপে আপনার বন্ধুগণ ও কুলের পরিচয় প্রদান করিব।

হে শৈব্য! আমি দ্রুপদ রাজার কন্যা; আমার নাম কৃষ্ণা। আমি যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব এই পঞ্চ পাণ্ডবকে পতিত্বে বরণ করিয়াছি। তাঁহারা আমারে এখানে রাখিয়া মৃগয়ার নিমিত্ত চারি দিকে গমন করিয়াছেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির পূর্ব্ব দিকে, ভীমসেন দক্ষিণ দিকে, অর্জ্জুন পশ্চিম দিকে এবং নকুল সহদেব উত্তর দিকে গমন করিয়াছেন। তাঁহাদের আগমনসময় প্রায় সমুপস্থিত হইয়াছে। তোমরা বাহন হইতে অবতীর্ণ হইয়া ক্ষণকাল এই স্থানে অবস্থান কর। তাঁহারা আসিয়া তোমাদের যথেষ্ট সম্মান করিবেন; তৎপরে তোমরা অভিলষিত স্থানে গমন করিও। হে মহাত্মন্! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির একান্ত অতিথিপ্রিয়; তিনি তোমাদিগকে দেখিয়া যৎপরোনাস্তি প্রীত হইবেন; সন্দেহ নাই। পতিপরায়ণা দ্রুপদতনয়া কোটিকাস্যকে এই কথা কহিয়া সমাগত ব্যক্তিগণকে অতিথির ন্যায় পূজা করিবার মানসে পর্ণশালায় প্রবেশ করিলেন।

ষট্‌ষষ্ট্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, নরনাথ! সমুদায় রাজগণ তথায় সমুপবিষ্ট হইলে পর কোটিকাস্য দ্রৌপদীসমক্ষে যাহা যাহা কহিয়াছিলেন; তৎ সমুদায় তাহাদিগের নিকট কহিলেন। পাপাত্মা জয়দ্রথ কোটিকাস্যের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে কহিল, হে শৈব্য! ঐ সর্ব্বলোকললামভূতা ললনার বাক্য শ্রবণমাত্র আমার মন উহাতে রত হইয়াছে; তুমি কিরূপে উহার নিকট হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলে? আমি যে অবধি উহারে অবলোকন করিয়াছি; তদবধি অন্যান্য কামিনীগণকে বানরী বলিয়া বোধ হয়। ঐ কামিনী দর্শনাবধি আমার মন হরণ করিয়াছে; অতএব সে মানুষী কি না আমারে বল।

কোটিকাস্য কহিলেন, ঐ কামিনী রাজতনয়া; উহার নাম দ্রৌপদী; ও পঞ্চ পাণ্ডবের মহিষী; তাহারা সকলেই উহার প্রতি একান্ত অনুরক্ত। তুমি উহারে লইয়া সৌবীরাভিমুখে প্রস্থান কর।

বৃক যেমন সিংহগোর্ত্তে প্রবেশ করে; তদ্রূপ দুষ্টমতি জয়দ্রথ কোটিকাস্যের বাক্য শ্রবণানন্তর আমি দ্রৌপদীরে দেখিব বলিয়া পাণ্ডবগণের আশ্রমে প্রবেশ করিল এবং কৃষ্ণারে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল, হে বরারোহে! তোমার মঙ্গল ত? তুমি সতত যাঁহাদের কুশল কামনা কর; তাঁহারা সকলে ও তোমার ভর্ত্তৃগণ ত কুশলে আছেন?

দ্রৌপদী কহিলেন, তোমার রাজ্য, কোষ ও বলের কুশল ত? তুমি একাকী ধর্ম্মানুসারে সৌবীর ও সিন্ধুদেশ ত উত্তমরূপে শাসন করিতেছ? মহারাজ যুধিষ্ঠির ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ প্রভৃতি আমরা সকলেই কুশলে আছি। তুমি আর আর যাহাদের কথা জিজ্ঞাসা করিলে, তাহাদের সকলেরই মঙ্গল। এই পাদ্য ও আসন গ্রহণ কর। আমি তোমার প্রাতরাশ সম্পাদনের নিমিত্ত পঞ্চশত মৃগ প্রদান করিতেছি। কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির আসিয়া স্বয়ং তোমারে এণ, পৃষত, ন্যঙ্কু, হরিণ, শরভ, শশ, ঋক্ষ, রুরু, শম্বর, গবয়, বরাহ ও মহিষ প্রভৃতি বিবিধ পশুরাশি প্রদান করিবেন।

জয়দ্রথ কহিল, হে বরাননে! তুমি আ-

মারে যে সমুদায় প্রাতরাশ প্রদান করিতে বাসনা করিয়াছ; উহা পরমোৎকৃষ্ট। এক্ষণে আমার রথে আরোহণ কর; সুখে কাল যাপন করিবে। শ্রীহীন হৃতরাজ্য অরণ্যচারী পাণ্ডবগণের আর অনুরোধ করিও না; প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা শ্রীহীন ভর্ত্তার উপাসনা করেন না। হে নিতম্বিনি! সাতিশয় কষ্ট স্বীকার করিয়া রাজ্যভ্রষ্ট শ্রীবিহীন পাণ্ডুতনয়গণের প্রতি ভক্তি করায় কোন আবশ্যক নাই। উহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া আমার ভার্য্যা হও; তাহা হইলে আমার সহিত সমুদায় সিন্ধু ও সৌবীর রাজ্য পরম সুখে যাবজ্জীবন ভোগ করিতে পারিবে।

দ্রুপদতনয়া পঞ্চালী জয়দ্রথমুখে এই হৃদয়কম্পন বাক্য শ্রবণ করিয়া ভ্রুকুটীকুটিল মুখে তাহার বাক্যে অনাস্থা প্রদর্শনপূর্ব্বক তথা হইতে গমন করিতে উদ্যত হইয়া সিন্ধুরাজকে কহিলেন, রে দুরাত্মন্! তোমার লজ্জা হয় না; তুমি এরূপ বাক্য কদাচ প্রয়োগ করিও না। জয়দ্রথ তাহাতেও ক্ষান্ত না হওয়াতে দ্রৌপদী স্বীয় পতিগণের আগমন প্রতীক্ষা করিয়া মিষ্ট বাক্য দ্বারা সেই দুরাত্মাকে প্রলোভিত করিতে লাগিলেন।

সপ্তষষ্ট্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর দ্রুপদনন্দিনী ভ্রুকুটী বন্ধন ও ফুৎকার পরিত্যাগপূর্ব্বক ক্রোধকম্পিত কলেবরে পুনরায় জয়দ্রথকে কহিতে লাগিলেন; অরে মূঢ়! তুমি স্বকর্ম্মনিরত, যশস্বী, মহেন্দ্রতুল্য, যক্ষ ও রাক্ষসগণের অজেয়, মহারথ পাণ্ডবদিগের নিন্দা করিয়া লজ্জিত হইতেছ না? সাধু ব্যক্তিরা কদাচ পরম পূজ্য কৃতবিদ্য বনবাসী বা গৃহস্থ তপস্বীর প্রতি কুবাক্য প্রয়োগ করেন না; পামরগণই তাদৃশ কার্য্য করিয়া থাকে। আমার বোধ হয়, ক্ষত্রিয়সমাজে এমন কোন ব্যক্তি তোমার সমভিব্যাহারে নাই যে, মহাগর্ত্তে পতোন্মুখ মানবের হস্ত ধারণপূর্ব্বক প্রতিনিবৃত্ত করে।

যেমন অবিবেকী ব্যক্তি দণ্ডমাত্র গ্রহণ করিয়া হিমাচলের উপত্যকায় গিরিকূটপরিমিত মদশ্রাবী কুঞ্জরকে আক্রমণ করিবার মানস করে; তদ্রূপ তুমিও ধর্ম্মরাজকে পরাজয় করিতে বাসনা করিতেছ। যখন তুমি ক্রুদ্ধ ভীমসেনকে অবলোকন করিবে; তখন মনে করিবে যে, অজ্ঞানতাবশত সুখপ্রসুপ্ত মহাবল পরাক্রান্ত সিংহকে পদাঘাত করিয়া তাহার মুখলোম উৎপাটনপূর্ব্বক পলায়ন করিতেছ। যখন অর্জ্জুনের সহিত তোমারে যুদ্ধ করিতে হইবে; তখন তুমি মনে করিবে যে, পর্ব্বতকন্দরজাত মহাবল পরাক্রান্ত শয়ান সিংহকে পদাঘাত করিতেছ। রে দুরাত্মন্! তুমি পুরুষশ্রেষ্ঠ নকুল ও সহদেবের সহিত সংগ্রাম করিতে বাসনা করিয়া তীক্ষ্ণবিষ অতি প্রমত্ত কৃষ্ণ সর্পদ্বয়ের পুচ্ছদেশে পাদ ক্ষেপ করিবার অভিলাষ করিতেছ। রে মন্দাত্মন্! যেমন বেণু, নল ও কদলী আপনার নাশের নিমিত্তই ফলিত হয়; যেমন কর্কটী আত্মবিনাশের নিমিত্ত গর্ভ ধারণ করে; তদ্রূপ তুমি আমারে গ্রহণ করিতেছ।

জয়দ্রথ কহিল, হে কৃষ্ণে! পাণ্ডুনন্দনগণের যেরূপ বল বিক্রম; তাহা আমার অবিদিত নাই। তুমি উক্ত প্রকার বিভীষিকা প্রদর্শন করিয়া কখনই আমারে ত্রাসিত করিতে পারিবে না। আমি পরমোৎকৃষ্ট সপ্তদশ কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি; শৌর্য্য প্রভৃতি ছয় গুণ আমাতে বর্ত্তমান আছে; তন্নিমিত্ত পাণ্ডবগণকে অতিহীন জ্ঞান করিয়া থাকি। অতএব হে নিতম্বিনি! তুমি শীঘ্র গজ বা রথে আরোহণ কর; বাক্‌চাতুর্য্য দ্বারা আমারে নিবৃত্ত করিতে পারিবে না; এক্ষণে সহজে আমার বশীভূত না হইলে আমি বলপূর্ব্বক লইয়া যাইব; তখন অ-

বশ্যাই তোমারে আমার প্রসাদ প্রার্থনা করিতে হইবে; তাহার সন্দেহ নাই।

দ্রৌপদী কহিলেন, আমি মহাবলসম্পন্না হইয়া কি নিমিত্ত দুর্ব্বলার ন্যায় তোমার বশবর্ত্তিনী হইব? তুমি নিগ্রহ করিলেও কখন আমি তোমার প্রসাদ প্রার্থনা করিব না। দেখ, এক রথস্থ মহাবল পরাক্রান্ত কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন যাহার সহায়; ক্ষুদ্র মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক; ইন্দ্রও তাহারে হরণ করিতে পারেন না। অগ্নি যেমন গ্রীষ্ম কালে শুষ্ক তৃণ দগ্ধ করত বনমধ্যে প্রবেশ করে; তদ্রূপ অরাতিনিপাতন অর্জ্জুন রথারোহণপূর্ব্বক শত্রুগণের অন্তঃকরণে ভয় সঞ্চার করত তোমার সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিবেন।

মহাবীর জনার্দ্দন অন্ধক, বৃষ্ণি ও কেকয়বংশসম্ভূত রাজপুত্রগণ সমভিব্যাহারে আগমন করিয়া আমার সহায় হইবেন। তুমি জান না; মহাবীর ধনঞ্জয়ের ভয়ঙ্কর শরনিকর গাণ্ডীব হইতে অতি বেগে বহির্গত হইয়া ঘনঘটার ন্যায় গভীর গর্জ্জন করে। তুমি যে সময় সেই অর্জ্জুনকে পতঙ্গপুঞ্জসদৃশ শর সমুদায় নিক্ষেপ করিতে নিরীক্ষণ করিবে; তখন অবশ্যই তোমারে স্বীয় অসদভিপ্রায়ের নিন্দা করিতে হইবে। যখন মহাবীর ধনঞ্জয় গাণ্ডীব ধারণপূর্ব্বক শঙ্খধ্বনি ও জ্যাবারনিঃস্বন করিতে করিতে তোমার বক্ষঃস্থলে বাণাঘাত করিবেন; তখন তোমার মন কিরূপ অবস্থাগ্রস্ত হইবে; বলিতে পারি না। অরে অধম! যখন তুমি গদাহস্ত বৃকোদর ও ক্রোধবিষপ্রদীপ্ত মাদ্রীসুতদ্বয়কে মহাবেগে আগমন করিতে অবলোকন করিবে; তখন তোমার মনে অবশ্যই অনুতাপ উপস্থিত হইবে। আমি পাণ্ডবগণ ব্যতীত অন্য কোন পুরুষকে কখন মনেও স্থান প্রদান করি নাই; অদ্য সেই সতীত্ববলে অচিরাৎ অধলোকন করিব যে, পাণ্ডুনন্দনগণ তোমারে সমরাঙ্গনে আকর্ষণ করিতেছেন। তুমি আমারে নিগ্রহ করিয়াও ভীত করিতে পারিবে না; আমি কুরুবংশাবতংস পাণ্ডবগণ সমভিব্যাহারে কাম্যক বনে সমাগত হইয়াছি।

বিশালনেত্রা যাজ্ঞসেনী পাণ্ডবগণের সহিত মিলিত হইবার মানসে তাঁহাদেরই আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন; কিন্তু এক বারও তাঁহাদিগকে ভৎর্সনা করিলেন না। তিনি বারংবার জয়দ্রথকে তাঁহার শরীর স্পর্শ করিতে নিষেধ করিতে লাগিলেন এবং ধৌম্য পুরোহিতকে আহ্বান করিলেন। দুরাত্মা জয়দ্রথ তাঁহার বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া তদীয় উত্তরীয় বসন ধারণ করিল। তখন পতিব্রতা দ্রৌপদী উপায়ান্তর প্রাপ্ত না হইয়া বেগে জয়দ্রথকে আকর্ষণ করিবামাত্র সেই দুরাত্মা ছিন্নমুখ পাদপের ন্যায় ধরাতলে নিপতিত হইল; কিন্তু সে তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিয়া সাতিশয় বলপূর্ব্বক দ্রৌপদীরে আকর্ষণ করিতে লাগিল। দ্রুপদনন্দিনী জয়দ্রথের আকর্ষণে নিতান্ত পীড়িত হইয়া পুরোহিত ধৌম্যের চরণে প্রণিপাতপূর্ব্বক অগত্যা সিন্ধুরাজের রথে আরোহণ করিলেন।

তখন মহামতি ধৌম্য জয়দ্রথকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, অরে পাপাত্মন্! তুমি পাণ্ডবগণকে পরাজয় না করিয়া কখন ইহাঁরে হরণ করিতে পারিবে না। কেন এরূপ দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে? এক বার পুরাতন ক্ষত্রিয়ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। তুমি অচিরাৎ যুধিষ্ঠিরপ্রমুখ পাণ্ডবগণের নয়নপথে পতিত হইয়া এই পাপের সমুচিত ফল প্রাপ্ত হইবে; তাহার সন্দেহ নাই। ধৌম্য জয়দ্রথকে এই কথা বলিয়া তাহার পদাতি সৈন্যের মধ্যবর্ত্তী হইয়া যশস্বিনী দ্রুপদনন্দিনীর অনুগমন করিতে লাগিলেন।

অষ্টষষ্ট্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! এ দিকে পাণ্ডবেরা শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক ভিন্ন ভিন্ন দিকে গমন করিয়া বরাহ, মৃগ, মহিষ প্রভৃতি নানাবিধ পশুর প্রাণ সংহার করত পুনরায় একত্র মিলিত হইলেন। অনন্তর যুধিষ্ঠির মৃগপক্ষীসমাকুল কাম্যক বনমধ্যে মৃগগণের করুণালাপ শ্রবণ করিয়া ভ্রাতৃবর্গকে কহিলেন, এই বনস্থ সমস্ত মৃগ পক্ষী পূর্ব্ব দিগে উপস্থিত হইয়া পরুষ শব্দ দ্বারা দুঃসহ ক্লেশ ব্যক্ত করিতেছে; বোধ হয়, শত্রুকর্ত্তৃক কাম্যক বন অত্যন্ত উপদ্রুত হইয়া থাকিবে; অতএব তোমরা শীঘ্র নিবৃত্ত হও। আমাদিগের মৃগে প্রয়োজন নাই; আমার মন নিতান্ত বিষণ্ণ ও দগ্ধ হইতেছে; বুদ্ধি বিমোহিত হইতেছে এবং অন্তরাত্মা শোকাকুল হইয়া একান্ত উদ্‌ভ্রান্ত হইতেছে।

গরুড় কর্ত্তৃক ভুজঙ্গম সকল অপহৃত হইলে সরোবরের যেরূপ অবস্থা হয়; হস্তিগণ নিঃশেষরূপে জল পান করিলে শূন্য কুম্ভের যেমন শোভা হয় এবং রাজলক্ষ্মী অপহৃত ও স্বামিবিহীন হইলে রাজ্য যেমন শোচনীয় দশা প্রাপ্ত হয়; অদ্য কাম্যক বনও সেই রূপ প্রতীত হইতেছে। অনন্তর সেই সমস্ত মহাবল পরাক্রান্ত বীর পুরুষেরা উত্তমোত্তম রথ ও মারুতগামী তুরঙ্গমে আরোহণপূর্ব্বক আশ্রমাভিমুখে গমন করিলেন। তাঁহাদিগের বাম পার্শ্বে গোমায়ুগণ চীৎকার শব্দ করিতে লাগিল; রাজা যুধিষ্ঠির তদ্দর্শনে সাতিশয় অনিষ্টাশঙ্কা করিয়া ভীম ও অর্জ্জুনকে কহিলেন, দেখ, বায়স ও শৃগাল প্রভৃতি অশুভসূচক জন্তুগণ অকস্মাৎ আমাদিগের পার্শ্বে আসিয়া যখন ভীষণ শব্দ করিতেছে; তখন নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে, পাপাত্মা কৌরবেরা আশ্রমে উপস্থিত হইয়া বলপূর্ব্বক আমাদিগের অবমাননা বা গুরুতর অপকার করিয়াছে; তাহার সন্দেহ নাই।

তাহারা অরণ্যানী ভ্রমণ ও মৃগয়া করিতে করিতে এই রূপ দুর্নিমিত্ত সন্দর্শনে নিতান্ত শঙ্কিত হইয়া পরিশেষে কাম্যক বনে প্রবেশপূর্ব্বক দেখিলেন, প্রিয়তমার দাসপত্নী ধাত্রেয়িকা রোদন করিতেছে। ইন্দ্রসেন ত্বরায় রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া দ্রুতপদ সঞ্চারে তাঁহার নিকট গমনপূর্ব্বক সকাতরে জিজ্ঞাসা করিল; ধাত্রেয়িকে! তুমি কি নিমিত্ত ধূলায় পতিত হইয়া রোদন করিতেছ? কি নিমিত্তই বা তোমার মুখ বিবর্ণ ও পরিশুষ্ক হইয়াছে? নৃশংস পাপিষ্ঠেরা কি রাজপুত্রী দ্রৌপদীর অবমাননা করিয়াছে? যদি সেই অচিন্ত্যরূপবতী পাণ্ডবশরীরসমা দেবী পৃথিবী, স্বর্গ কিম্বা সমুদ্রে প্রবেশ করেন; তাহা হইলে ধর্ম্মপুত্র যেরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছেন; ইহাতে বোধ হয়, পাণ্ডবেরা সকলেই তাঁহার অনুগামী হইবেন। কোন মূঢ় ব্যক্তি অনুত্তম রত্নসদৃশ পাণ্ডবপত্নী দ্রৌপদীরে হরণ করিবার মানস করিয়াছে? সে কি জানে না যে, দ্রৌপদী দুর্জ্জয় অরাতিবিমর্দ্দন পাণ্ডবগণের প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তম; তিনি অনাথা নহেন; তিনি পাণ্ডবদিগের হৃদয়স্বরূপ। অদ্য সুতীক্ষ্ণ অতি ভয়ঙ্কর পাণ্ডবশর কোন্ হতভাগ্য ব্যক্তির হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া মহীতলে প্রবিষ্ট হইবে; বলিতে পারি না। হে ভীরু! তুমি আর দ্রৌপদীর নিমিত্ত শোক করিও না; অতি শীঘ্রই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে। পাণ্ডবেরা অচির কালমধ্যেই সমগ্র শত্রু বিনষ্ট করিয়া যশস্বিনী যাজ্ঞসেনীর সমভিব্যাহারে প্রত্যাগত হইবেন; তাহার সন্দেহ নাই।

ধাত্রেয়িকা ইন্দ্রসেনের এবম্বিধ আশ্বাস বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, সারথে! পাপবুদ্ধি জয়দ্রথ ইন্দ্রকল্প পাণ্ডবগণকে অবজ্ঞা

করত কৃষ্ণারে হরণ করিয়া এই নূতন পথ দিয়া গমন করিয়াছে; বোধ হয়, রাজপুত্রী এখনও অধিক দূরনীত হন নাই; দেখ, এই অভিনব ভগ্ন বৃক্ষ সকলের পল্লবনিচয় অদ্যাপি ম্লান হয় নাই। অতএব সত্বরে তাঁহারে প্রত্যাবর্ত্তিত কর। ইন্দ্রকল্প পাণ্ডবেরা শীঘ্র বর্ম্ম ধারণ ও সুমহৎ শরচাপ গ্রহণ করিয়া তাঁহার অনুগমন করুন।

যদি পাণ্ডবেরা ত্বরায় দেবীর উদ্ধার সাধন না করেন; তাহা হইলে পাষণ্ডদিগের নির্ভৎসন ও দণ্ডভয়ে তাঁহার বদনসুধাকর মলিন হইয়া যাইবে; এবং হতবুদ্ধি হইয়া হয় ত কোন অযোগ্য পাত্রেই আত্মসমর্পণ করিবেন। কিন্তু তাহা হইলে অদ্য উৎকৃষ্ট আজ্যপূর্ণ শ্রুক্ ভস্মে নিপতিত, তুষানলে আহুতি প্রদত্ত, শ্মশানে কুসুমমালা নিপতিত ও দ্বিজগণকে মোহিত করিয়া কুক্কুর কর্ত্তৃক যজ্ঞীয় সোমরস পীত হইবে এবং শৃগাল মহারণ্যে মৃগয়া করিয়া সরোবরে অবগাহন করিবে। অতএব আর কাল ক্ষেপ করিবেন না; শীঘ্র এই পথে তাঁহার অনুসরণ করুন। কুক্কুর যেমন যজ্ঞীয় পুরোভাগ স্পর্শ করিয়া দূষিত করে; সেই রূপ কোন অধার্ম্মিক পাপিষ্ঠ পুরুষ যেন আপনাদিগের প্রিয়তমার সুপ্রসন্ন বদনসুধাকর স্পর্শ করিয়া দূষিত করিতে না পারে।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভদ্রে! নিবৃত্ত হও; পরুষ বাক্য দ্বারা আর আমাদিগকে দগ্ধ করিও না। রাজাই হউক অথবা রাজপুত্রই হউক, বলপ্রমত্ত হইয়া যে ব্যক্তি এই কার্য্য করিয়াছে; সে অবশ্যই স্বকৃত দুষ্কর্ম্মের প্রতিফল প্রাপ্ত হইবে; তাহার সন্দেহ নাই।

যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পাণ্ডবেরা এই কথা বলিয়া বারংবার শরাসন হইতে জ্যানিক্ষেপ ও সর্পের ন্যায় গর্জ্জন করত শীঘ্র সেই পথে প্রস্থান করিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া শত্রুসৈন্যের বাজিখুরোত্থিত গগনগামী ধূলিপটল অবলোকন করিলেন এবং পদাতিমধ্যগত ধৌম্য শীঘ্র গমন কর বলিয়া ভীম নিনাদ করিতেছেন শ্রবণ করিলেন। এ দিকে সেই সমস্ত রাজপুত্রেরা ধৌম্যকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন; মহাশয়! এরূপ ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন নাই; আপনি সচ্ছন্দে আগমন করুন।

শ্যেনগণ যেমন আমিষ দ্রব্যের প্রতি ধাবমান হয়; তদ্রূপ জয়দ্রথসৈন্যেরা বেগে ধাবমান হইল। মহাবল পরাক্রান্ত ক্রোধান্ধ শত্রুগণের অবমাননায় দ্রৌপদীর ক্রোধানল সাতিশয় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। অনন্তর ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব ইহাঁরা জয়দ্রথ ও তাহার রথস্থ দ্রৌপদীরে নিরীক্ষণ করিয়া সিন্ধুরাজের প্রতি এমন আক্রোশ প্রকাশ করিতে লাগিলেন যে, তদ্দর্শনে শত্রুগণের অন্তঃকরণে অতিশয় ভয়ের সঞ্চার হইল এবং তাহাদিগের দিগ্‌ভ্রম হইতে লাগিল।

একোনসপ্তত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর অমর্ষপরবশ ক্ষত্রিয়েরা ভীমার্জ্জুনকে নিরীক্ষণ করিয়া সেই অরণ্যমধ্যে ঘোরতর কোলাহল করিতে লাগিল। রাজা জয়দ্রথ ধ্বজাগ্রভাগ অবলোকনপূর্ব্বক ভগ্নোৎসাহ চিত্তে দ্রৌপদীরে কহিলেন, হে যাজ্ঞসেনি! ঐ দেখ, অদূরে পঞ্চ রথ লক্ষিত হইতেছে; বোধ হয়, উহাতে তোমার ভর্ত্তৃগণ আগমন করিতেছেন; অতএব এক্ষণে তুমি অনুক্রমে উহাঁদিগের পরিচয় প্রদান কর।

দ্রৌপদী কহিলেন, রে মূঢ়! তুমি অতি নিদারুণ আয়ুঃক্ষয়কর কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া এক্ষণে ঐ সকল মহাবীরের পরিচয় লইয়া কি করিবে। উহাঁরা সমবেত হইয়া উপস্থিত হইয়াছেন; আজি তোমাদিগের মধ্যে কেহই জীবিতাবশিষ্ট থাকিবে না।

এক্ষণে অনুজগণের সহিত ধর্ম্মরাজকে নিরীক্ষণ করিয়া আমার সকল ক্লেশই অপনীত হইল; আমি তোমা হইতে আর কোন অনিষ্ট আশঙ্কা করি না। তুমি যে বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে; আমি ধর্ম্মরোধে তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান করিতেছি; শ্রবণ কর।

যাঁহার ধ্বজাগ্রভাগে নন্দ ও উপনন্দ নামক সুমধুর মৃদঙ্গদ্বয় নিনাদিত হইতেছে। যাঁহার বর্ণ কাঞ্চনের ন্যায় গৌর; নাসা উন্নত ও লোচনদ্বয় আয়ত; উনিই আমার পতি, কুরুকুলশ্রেষ্ঠ রাজা যুধিষ্ঠির। কুশলাভিলাষী মনুষ্যেরা ধর্ম্মার্থবেত্তা বলিয়া উহাঁর অনুসরণ করিয়া থাকে। উনি শরণাগত শত্রুরও প্রাণ দান করেন; অতএব তুমি যদি আপনার শ্রেয় ইচ্ছা কর; তাহা হইলে অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে অবিলম্বেই উহাঁর শরণাপন্ন হও।

যিনি শাল বৃক্ষের ন্যায় উন্নত; যাঁহার বাহুযুগল আজানুলম্বিত, আনন ভ্রুকুটীকুটিল ও ভ্রূদ্বয় পরস্পর সংহত; যিনি মুহুর্মুহু ওষ্ঠাধর দংশন করিতেছেন; উনি আমার পতি, মহাবীর বৃকোদর। আয়ামেয় নামক মহাবল অশ্বেরা প্রফুল্ল মনে উহাঁরে বহন করিয়া থাকে। উহাঁর কর্ম্ম সকল অলোকসামান্য এবং উহাঁর ভীম এই সার্থক নামটি পৃথিবীতে সুপ্রচার হইয়াছে। উহাঁর নিকট অপরাধী হইলে অতি বলবতী জীবিতাশা পরিত্যাগ করিতে হয়। উনি শত্রুতা কদাচ বিস্মৃত হন না এবং শত্রুর প্রাণান্ত না করিয়া অন্তঃকরণে অণুমাত্র শান্তিলাভ করেন না।

ইহাঁর নাম যশস্বী অর্জ্জুন। ইনি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের ভ্রাতা ও প্রিয় শিষ্য; ভয়, লোভ বা কামপরতন্ত্র হইয়া কদাচ ধর্ম্মপথ পরিত্যাগ করেন না এবং নৃশংসাচারেও নিরত নহেন। ইনি ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য, সর্ব্বধর্ম্মার্থবেত্তা এবং ভয়ার্ত্তের ত্রাতা; ইহাঁর অসামান্যরূপলাবণ্য ত্রিলোকে প্রথিত আছে, অন্যান্য ভ্রাতৃবর্গ সততই এই প্রাণপ্রিয় অর্জ্জুনের রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকেন। এই মহাবীরের নাম নকুল; ইনি আমার পতি। ইনি খড়্গযুদ্ধে অদ্বিতীয়; আজি দৈত্যসৈন্যমধ্যবর্ত্তী দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় রণস্থলে ইহাঁর অদ্ভুত কর্ম্ম সমুদায় প্রত্যক্ষ করিবে। ইনি মহাবল পরাক্রান্ত, মতিমান্ ও মনস্বী এবং ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে নিরন্তর সন্তুষ্ট করিয়া থাকেন। আর যাঁহারে সূর্য্যসম তেজঃসম্পন্ন দেখিতেছ; উনি আমার পতি, সর্ব্বকনিষ্ঠ সহদেব, উহাঁর তুল্য বুদ্ধিমান্ ও বক্তা আর নাই। উনি অনায়াসে প্রাণ ত্যাগ বা অগ্নিপ্রবেশ করিতে পারেন; তথাপি অধর্ম্ম্য ব্যবহারে কদাচ প্রবৃত্ত হন না এবং কিছুতেই অপ্রিয় সহ্য করিতে পারেন না। উনি আর্য্যা কুন্তীর প্রাণপ্রিয় পুত্র এবং ক্ষত্রিয়ধর্ম্মে একান্ত নিরত।

যেমন অর্ণবমধ্যে রত্নপরিপূর্ণ নৌকা মকরপৃষ্ঠে আহত হইলে চূর্ণ ও বিকীর্ণ হইয়া যায়; এক্ষণে আমি সৈন্যগণমধ্যে তদ্রূপ বিক্ষোভিত ও অসহায় হইয়াছি। তুমি মোহাবেশপরবশ হইয়া যাঁহাদিগকে এই রূপ অবমাননা করিতেছ; সেই পাণ্ডবেরা তোমারে অবিলম্বেই ইহার সমুচিত প্রতিফল প্রদান করিবেন কিন্তু অদ্য যদি তুমি ইহাঁদিগের নিকট পরিত্রাণ প্রাপ্ত হও; তাহা হইলে তোমার পুনর্জ্জন্ম লাভ হইবে; সন্দেহ নাই। অনন্তর ইন্দ্রকল্প পঞ্চ পাণ্ডব নিতান্ত ভীত ও বদ্ধাঞ্জলি পদাতিদিগকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যান্য সৈন্যগণের প্রতি ক্রোধভরে অনবরত শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

সপ্তত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভরতনাথ! তখন সিন্ধুদেশাপতি দুরাত্মা জয়দ্রথ "থাক," "প্রহার কর," "ধাবমান হও" বলিয়া সেই

সমুদায় ভূপতিগণকে সংগ্রামে প্রেরণ করিতে লাগিল। তাহার সৈন্যগণ রণস্থলে যুধিষ্ঠির-প্রমুখ পঞ্চ পাণ্ডবকে দেখিয়া ঘোরতর শব্দ করিতে লাগিল। শিবি, সৌবীর ও সিন্ধুদেশীয় ভূপতিগণ ব্যাঘ্রের ন্যায় বলসম্পন্ন সেই পঞ্চ পুরুষব্যাঘ্রকে অবলোকন করিয়া সাতিশয় বিষণ্ণমনা হইলেন।

তখন মহাবল পরাক্রান্ত ভীম সুবর্ণচিত্রিত অতি ভীষণ লৌহ ময় গদা গ্রহণপূর্ব্বক জয়দ্রথের প্রতি ধাবমান হইলে নরপতি কোটিকাস্য তদ্দর্শনে সত্বরে বহু সংখ্যক রথ দ্বারা ভীম ও জয়দ্রথের মধ্যবর্ত্তী পথ অবরোধ করিলেন এবং ভীমসেনের উপর শক্তি তোমর নারাচ প্রভৃতি বিবিধ অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত বৃকোদর কোটিকাস্যের অস্ত্রাঘাতে কিছুমাত্র ব্যথিত না হইয়া প্রত্যুত, গদাঘাতে গজ, গজারোহী ও চতুর্দ্দশ জন পদাতিকে সংহার করিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন জরাসন্ধকে আক্রমণ করিবার মানসে মহাবল পরাক্রান্ত মহারথ পঞ্চ শত পার্ব্বতীয়কে বিনাশ করিলেন।

অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির স্বয়ং নিমেষমধ্যে শত সংখ্যক সুবীরদেশীয় বীর পুরুষকে সংহার করিলেন। বলবীর্য্যসম্পন্ন নকুল খড়্গ ধারণপূর্ব্বক রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া পদাতিগণের মস্তক ছেদন করত বীজের ন্যায় ভূতলে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। যেমন লোকে বৃক্ষ হইতে পক্ষিসমূহকে নিপাতিত করে; তদ্রূপ সহদেব রথে আরোহণ করিয়া নারাচ নিক্ষেপপূর্ব্বক গজারোহিগণকে ভূতলে পাতিত করিলেন।

তখন ধনুর্দ্ধর ত্রিগর্ত্ত রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া গদাঘাতে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের বাহন চতুষ্টয় সংহার করিলে ধর্ম্মরাজ কুন্তীনন্দন সেই সমীপগত পাদচারী ত্রিগর্ত্তের বক্ষঃস্থলে অর্দ্ধচন্দ্র বাণ নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর ত্রিগর্ত্ত যুধিষ্ঠিরের বাণাঘাতে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া রুধির বমন করিতে করিতে ছিন্নমূল পাদপের ন্যায় তাঁহার সম্মুখে নিপতিত হইলেন। তখন মহারাজ যুধিষ্ঠির ইন্দ্রসেন সমভিব্যাহারে সেই অশ্ববিহীন রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া সহদেবের রথে আরোহণ করিলেন।

বর্ষাকালীন মেঘ যেমন মুষলধারে বারি বর্ষণ করে; তদ্রূপ ক্ষেমঙ্কর ও মহামুখ নামক বীরদ্বয় নকুলের উভয় পার্শ্বে থাকিয়া তাঁহার উপর অনবরত তোমর ও বিবিধ শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ত্রিগর্ত্তরাজ সুরথ নকুলের রথের অগ্র ভাগে আরোহণপূর্ব্বক গজ দ্বারা ঐ রথ আক্রমণ করিলেন। তখন নকুল রথ হইতে অবরোহণপূর্ব্বক খড়্গ ঘূর্ণিত করিয়া পর্ব্বতের ন্যায় স্থিরতর পদে দণ্ডায়মান রহিলেন। নরপতি সুরথ তদ্দর্শনে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া নকুলের বধের নিমিত্ত এক মত্ত কুঞ্জর প্রেরণ করিলেন। করিবর শুণ্ড উত্তোলন করিয়া নকুলের সম্মুখে ভ্রমণ করিতে লাগিল। নকুল তদ্দর্শনে সত্বরে তাহার গণ্ডদেশে এরূপ বলপূর্ব্বক এক খড়্গাঘাত করিলেন যে, তাহাতেই তাহার দন্তদ্বয় ও শুণ্ড ছিন্ন হইয়া গেল। সেই হস্তী তখন চীৎকার করিতে করিতে ভূতলে নিপতিত হইয়া বহু সংখ্যক হস্তিপকের প্রাণ নাশ করিল। মহাবল পরাক্রান্ত মাদ্রীনন্দন সেই দুষ্কর কর্ম্ম সম্পাদনানন্তর ভীমসেনের রথে আরোহণ করিয়া সুস্থ ও সুখী হইলেন।

বলবীর্য্যসম্পন্ন বৃকোদর ক্ষুর দ্বারা সমরাঙ্গনে সমাগত কোটিকাস্যের সারথির শিরশ্ছেদন করিলেন; কিন্তু তিনি কিছুই জানিতে পারিলেন না। সারথি নিহত হওয়াতে তাঁহার অশ্বগণ বিশৃঙ্খল হইয়া ইতস্তত ধাবমান হইতে লাগিল। এই অবসরে ভীমসেন প্রাস দ্বারা তাহারে সংহার করি-

লেন। বীরবরাগ্রগণ্য ধনঞ্জয় নিশিত ভল্ল দ্বারা দ্বাদশ জন সৌবীরের শরাসন ও মস্তক ছেদন করিয়া বহুসংখ্যক শিবি, ইক্ষ্বাকু, ত্রিগর্ত্ত ও সিন্ধুদেশীয় বীরগণের প্রাণ নাশ করিতে লাগিলেন। অনেকানেক মাতঙ্গ ও মহারথ তাঁহার শরনিকরে ক্ষত বিক্ষত হইয়া শমনসদনে যাত্রা করিল। সেই সময় যুদ্ধক্ষেত্র মস্তকশূন্য কলেবর ও কলেবরশূন্য মস্তক দ্বারা এক বারে ব্যাপ্ত হইয়া উঠিল। কুক্কুর, গৃধ্র, কঙ্ক, কাকোল, তাস, গোমায়ু ও বায়সগণ নিহত বীর পুরুষ সমূহের মাংস ভক্ষণ ও শোণিত পান করিয়া পরম পরিতৃপ্ত হইতে লাগিল।

ক্ষত্রিয়কুলকলঙ্ক দুরাত্মা জয়দ্রথ সেই সমুদায় বীর পুরুষগণকে নিহত নিরীক্ষণ করত সাতিশয় সন্ত্রস্ত চিত্তে দ্রৌপদীরে পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিবার মানস করিল। পরে সেই নরাধম প্রাণভয়ে নিতান্ত শঙ্কিত হইয়া সৈন্য সমুদায়সঙ্কুল সংগ্রামস্থলে কৃষ্ণারে রথ হইতে অবতারণপূর্ব্বক স্বয়ং পলায়ন করিতে লাগিল। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ধৌম্যসমভিব্যাহারিণী দ্রুপদনন্দিনী কৃষ্ণারে নিরীক্ষণ করিয়া মাদ্রীসুতের সহিত তাঁহারে রথে আরোহণ করাইলেন।

এই রূপে পাপাত্মা জয়দ্রথ সমরস্থল পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রস্থান করিলে পর তাহার সৈন্যগণ ইতস্তত পলায়ন করিতে লাগিলে মহাবীর বৃকোদর নারাচ দ্বারা তাহাদিগকে সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় সব্যসাচী ধনঞ্জয় জয়দ্রথকে পলায়ন করিতে অবলোকন করিয়া ভীমসেনকে জয়দ্রথের সৈন্য সংহার করিতে নিষেধ করত কহিলেন, দেখ, যে দুরাত্মার অত্যাচার নিবন্ধন আমাদিগকে এতাদৃশ ক্লেশ সহ্য করিতে হইল; তাহারেই এই সমরাঙ্গনে অবলোকন করিতেছি না; অতএব আইস, আমরা তাহারই অন্বেষণ করি; বৃথা সৈন্য বিনাশ করিবার প্রয়োজন নাই।

বলবদগ্রগণ্য ভীমসেন ধীমান্ ধনঞ্জয়ের বাক্য শ্রবণানন্তর মহারাজ যুধিষ্ঠিরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, মহাশয়! রিপুগণ প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে; যাহারা অবশিষ্ট আছে, তাহারাও ইতস্তত পলায়ন করিতেছে; অতএব আপনি নকুল, সহদেব ও ধৌম্য সমভিব্যাহারে কৃষ্ণারে লইয়া আশ্রমে গমনপূর্ব্বক সান্ত্বনা করুন। দুরাত্মা জয়দ্রথ যদি পাতালতলে পলায়ন করে; আর সুররাজ ইন্দ্র যদি উহার সারথি হন; তথাপি আমি ঐ নরাধমকে নিধন করিব; তাহার সন্দেহ নাই।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে মহাবীর! নরাধম জয়দ্রথ নিতান্ত দুষ্কর্ম্ম করিয়াছে, সন্দেহ নাই; কিন্তু ভগিনী দুঃশলা ও জ্যেষ্ঠতাতপত্নী যশস্বিনী গান্ধারীকে স্মরণ করিয়া উহারে সংহার না করাই কর্ত্তব্য।

লজ্জানম্রমুখী দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণে ব্যাকুলিতচিত্ত হইয়া কোপকম্পিত কলেবরে ভীম ও অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে বীরদ্বয়! যদি আমার প্রিয়ানুষ্ঠান করা তোমাদিগের কর্ত্তব্য হয়; তবে অবশ্যই ঐ দুরাত্মারে সংহার করিও। দেখ, যে ব্যক্তি ভার্য্যা বা রাজ্য অপহরণ করে; সে সংগ্রামে শরণাগত হইলেও তাহারে নিধন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ভীম ও অর্জ্জুন দ্রৌপদীর বাক্য শ্রবণানন্তর জয়দ্রথকে লক্ষ্য করিয়া ধাবমান হইলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির নকুল, সহদেব ও ধৌম্য সমভিব্যাহারে কৃষ্ণারে লইয়া সেই বহুবিধ মঠসঙ্কুল আশ্রমে আগমন করিলেন এবং দেখিলেন, মার্কণ্ডেয় প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ একত্র মিলিত হইয়া দ্রৌপদীর নিমিত্ত সন্তাপ করিতেছেন। তখন ধর্ম্মরাজ ভার্য্যা, ভ্রাতৃদ্বয় ও পুরোহিত সমভিব্যাহারে সেই দ্বিজগণসম্মুখে সমুপস্থিত হইলে, তাঁহারা যুধিষ্ঠিরশত্রুগণকে পরাজয় করিয়া দ্রৌপদীরে আনয়ন করিয়াছেন, দে-

খিয়া যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইলেন। তৎপরে মহারাজ যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণগণপরিবৃত হইয়া তথায় উপবেশন করিলেন; বরবর্ণিনী কৃষ্ণা নকুল ও সহদেব সমভিব্যাহারে আশ্রমমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

এ দিকে ভীমসেন ও অর্জ্জুন জয়দ্রথ তথা হইতে এক ক্রোশ পথ পলায়ন করিয়াছে জানিয়া স্বয়ং বায়ুবেগে অশ্ব চালনা করিতে লাগিলেন। ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য মহাবীর অর্জ্জুন সেই স্থান হইতে জয়দ্রথের অশ্বগণকে সংহার করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত দিব্যাস্ত্রধারী সব্যসাচী বিপৎকালেও বিচলিতহৃদয় হইতেন না; তিনি মন্ত্রপূত শরনিকর দ্বারা অনায়াসে ঐ অদ্ভুত ব্যাপার সাধন করিলেন। অনন্তর তাঁহারা দুই জনে জয়দ্রথকে লক্ষ্য করিয়া বেগে ধাবমান হইলে ক্ষত্রিয়াপসদ জয়দ্রথ অশ্বগণ নিহত হইয়াছে ও ধনঞ্জয় অতি বিক্রমের কার্য্য করিতেছেন, নিরীক্ষণ করত সাতিশয় ভীত ও দুঃখিত হইয়া পলায়ন মানসে প্রাণপণে বনমধ্যে ধাবমান হইল।

মহাবীর ধনঞ্জয় জয়দ্রথকে পলায়নপরায়ণ দেখিয়া তাহার অনুগমন করত কহিতে লাগিলেন, ওহে রাজপুত্র! তুমি এই সাহসে বলপূর্ব্বক কামিনী হরণ করিতে বাসনা করিয়াছিলে; নিবৃত্ত হও, নিবৃত্ত হও, তোমার পলায়ন করা নিতান্ত অনুচিত। তুমি কি বলিয়া শত্রুমধ্যে অনুচরগণকে পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিতেছ? ক্ষত্রিয়কুলপাংশুল দুরাত্মা জয়দ্রথ অর্জ্জুনের বাক্য শ্রবণ করিয়াও পলায়নে নিবৃত্ত হইল না। তখন মহাবল পরাক্রান্ত বৃকোদর 'থাক' 'থাক,' বলিয়া সহসা জয়দ্রথের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। দয়াশীল অর্জ্জুন উহার প্রাণ সংহার করিও না বলিয়া ভীমসেনকে নিষেধ করিলেন।

দ্রৌপদীহরণ পর্ব্ব সমাপ্ত।

জয়দ্রথবিমোক্ষণ পর্ব্বাধ্যায়।

একসপ্তত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! রাজা জয়দ্রথ উদ্যতায়ুধ মহাবীর ভীমার্জ্জুনকে নিরীক্ষণ করিয়া প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত বেগে ধাবমান হইল। ভীমও তৎক্ষণাৎ রথ হইতে অবতীর্ণ ও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া কেশপাশ গ্রহণ করিলেন। পরে তাহারে উত্তোলিত করিয়া ভূতলে নিক্ষেপ ও জটাজূট গ্রহণপূর্ব্বক অনবরত প্রহার করিতে লাগিলেন। জয়দ্রথ ধরাতল হইতে গাত্রোত্থান করিবার উপক্রম করিতেছে, ইত্যবসরে মহাবীর ভীম তাহার মস্তকে পদাঘাত ও বক্ষঃস্থলে জানুদ্বয় আরোপিত করিয়া বারংবার কুর্পর প্রহার করিতে লাগিলেন। তখন জয়দ্রথ তাঁহার প্রহারে পীড়িত হইয়া করুণ স্বরে বিলাপ ও পরিতাপ করত মূর্চ্ছিত হইলেন।

অনন্তর অর্জ্জুন এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া ভীমসেনকে কহিলেন, হে ভীম! রাজা যুধিষ্ঠির দুঃশলার বিষয় উল্লেখ করিয়া যে কথা কহিলেন; তাহা এক্ষণে স্মরণ করা কর্ত্তব্য। ভীম কহিলেন, এই পাপাচার দ্রৌপদীরে ক্লেশ প্রদান করিয়াছে; আমি ইহারে অবশ্যই বিনাশ করিতাম; কিন্তু ধর্ম্মরাজ একান্ত কৃপাপরতন্ত্র; এবং তুমিও দুর্ব্বুদ্ধিপ্রভাবে বারংবার আমারে নিষেধ করিতেছ; সুতরাং এক্ষণে আমি তদ্বিষয়ে ক্ষান্ত হইলাম। এই বলিয়া ভীমসেন অর্দ্ধচন্দ্র বাণ দ্বারা জয়দ্রথের মস্তকের পঞ্চ স্থান মুণ্ডিত করিয়া পঞ্চচূড় করিয়া দিলেন; কিন্তু সে বাঙ্নিষ্পত্তিও করিতে পারিল না।

অনন্তর বৃকোদর তাঁহারে ভৎর্সনা করিয়া কহিলেন, রে মূঢ়! যদি তুই জীবিত লাভের অভিলাষ করিস; তাহা হইলে আমি যাহা কহিতেছি; শ্রবণ কর। সভামধ্যে আমা-

দিগের দাস বলিয়া তোরে পরিচয় দিতে হইবে; ইহাতে সম্মত হইলে আমি তোর জীবন প্রদান করিব। যুদ্ধনির্জ্জিত শত্রুর প্রতি এই রূপই ব্যবহার করা চিরপ্রসিদ্ধ। জয়দ্রথ অগত্যা তৎক্ষণাৎ তাঁহার বাক্য স্বীকার করিলেন।

অনন্তর মহাবল ভীমসেন ভূপৃষ্ঠে বিচেষ্টমান ধূল্যবলুণ্ঠিতকলেবর জয়দ্রথকে বন্ধন করিয়া রথারোহণপূর্ব্বক অর্জ্জুনের সহিত আশ্রমস্থ রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তদবস্থ শত্রুকে তাঁহার সমীপে অর্পণ করিলেন। ধর্ম্মরাজ তাহারে দেখিবামাত্র সহাস্য মুখে ভীমসেনকে কহিলেন, হে ভীম! তুমি অবিলম্বেই ইহারে মুক্ত কর। ভীম কহিলেন, মহারাজ! এই নরাধম আমাদের দাসত্ব স্বীকার করিয়াছে; অতএব আপনি ইহার পরিত্যাগের বিষয় দ্রৌপদীরে জিজ্ঞাসা করুন। তখন রাজা যুধিষ্ঠির সহাস্য সম্ভাষণপূর্ব্বক ভীমকে কহিলেন, যদি আমার বাক্য রক্ষা করা কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হয়; তবে অচিরাৎ এই দুরাচারকে পরিত্যাগ কর। অনন্তর দ্রৌপদী ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া মহাবীর ভীমকে কহিলেন, এই দুরাচার তোমাদিগের দাসত্ব স্বীকার করিয়াছে; এবং তুমি ইহার মুণ্ড মুণ্ডিত করিয়া পঞ্চচূড়সম্পন্ন করিয়াছ; অতএব ইহারে শীঘ্রই মুক্ত কর।

অনন্তর জয়দ্রথ বন্ধনবিমুক্ত ও একান্ত বিহ্বল হইয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের পাদবন্দনপূর্ব্বক সম্মুখীন মুনিগণকে অভিবাদন করিল। তখন ধর্ম্মরাজ অর্জ্জুনপরিগৃহীত জয়দ্রথকে নিরীক্ষণ করিয়া দয়ার্দ্র চিত্তে কহিলেন, রে নরাধম! এক্ষণে তুমি দাসত্ব হইতে বিমুক্ত হইলে কিন্তু এরূপ গর্হিত কর্ম্ম আর কদাচ করিও না। তুমি নিতান্ত ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্রাশয়েরাই তোমার একমাত্র সহায়। তুমি পরস্ত্রীলোলুপ; তোমায় ধিক্; তোমার ন্যায় নীচপ্রকৃতি না হইলে আমাদিগকে গতাসু বোধ করিয়া এই রূপ অন্যায় আচরণে কোন্ ব্যক্তি প্রবৃত্ত হইতে পারে? অনন্তর তিনি সদয় হৃদয়ে কহিলেন, এক্ষণে তুমি হস্ত্যশ্ব রথ পদাতি সমভিব্যাহারে স্বনগরাভিমুখে গমন কর; আর কদাচ অধর্ম্মপথে পদার্পণ করিও না; প্রার্থনা করি, তোমার ধর্ম্মবুদ্ধিই পরিবর্দ্ধিত হউক।

অনন্তর মহারাজ জয়দ্রথ নিতান্ত ক্ষুণ্ণ মনে লজ্জাবনত মুখে গঙ্গাদ্বারাভিমুখে যাত্রা করিয়া ভূতভাবন ভগবান্ শঙ্করের শরণাপন্ন হইলেন এবং অতি কঠোর তপোনুষ্ঠানপূর্ব্বক অনতি কালমধ্যেই তাঁহারে প্রীত ও প্রসন্ন করিলে দেবদেব ত্রিলোচন তথায় আবির্ভূত হইয়া পূজোপহার গ্রহণপূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! তুমি এক্ষণে বর প্রার্থনা কর। জয়দ্রথ কহিলেন, ভগবন্! আমি পঞ্চ পাণ্ডবকে যুদ্ধে পরাজয় করিব। শঙ্কর কহিলেন না, তুমি কেবল মহাবাহু অর্জ্জুন ব্যতিরেকে সেই অজেয় ও অবধ্য পাণ্ডবগণকে পরাজয় করিতে পারিবে। পূর্ব্বকালে নররূপী অর্জ্জুন ভগবান্ নারায়ণের সহিত বদরিকাশ্রমে তপস্যা করিয়াছিলেন। তিনি ত্রিলোকের অজেয় ও দেবগণেরও দুরধিগম্য, তিনি আমা হইতে পাশুপত অস্ত্র ও লোকপালদিগের নিকট বজ্র প্রভৃতি মহাস্ত্র সকল প্রাপ্ত হইয়াছেন।

প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে চরাচরগুরু ভগবান বিষ্ণু কালাগ্নিরূপ পরিগ্রহ করিয়া শৈলকাননসম্পন্না সসাগরা সদ্বীপা পৃথিবী ও পাতালতল দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হন। তৎকালে সৌদামিনীজালমণ্ডিত ঘনমণ্ডলী অন্তরীক্ষে উত্থিত হইয়া অতি গভীর গর্জ্জন ও রথাক্ষতুল্য স্থূল ধারে অনবরত বারি বর্ষণপূর্ব্বক চতুর্দ্দিক্ পরিপূর্ণ করত সেই প্রজ্বলিত হুতাশন নির্ব্বাণ করিয়া থাকে। চারি সহস্র যুগ অতিক্রান্ত হইলে এই পৃথিবী এক কালে

লিলমধ্যে নিমগ্ন হইয়া যায়; চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র ও পবন কিছুই লক্ষিত হয় না। কেবল একমাত্র অসীম সাগর নেত্রগোচর হইয়া থাকে।

এই অবসরে সহস্রাক্ষ সহস্রপাদ ও সহস্র মস্তকসম্পন্ন ভগবান্ নারায়ণ সেই অগাধ জলধিজলে সহস্র সূর্য্যসন্নিভ সহস্রফণাধারী শশিমৃণালধবল শেষসর্পে শয়ন করিয়া থাকেন। তৎকালে তিনি স্বীয় নিদ্রার নিমিত্ত রজনীরে নিরবচ্ছিন্ন গাঢ়তর তিমিরে আচ্ছন্ন করিয়া রাখেন; পরে সত্ত্বগুণের উদ্রেকে প্রবুদ্ধ হইয়া ত্রিলোককে কেবল শূন্যময় অবলোকন করেন। জলের নাম নার; প্রলয়কালে ভগবান্ তাহাতেই শয়ন করিয়াছিলেন এই কারণে তিনি নারায়ণ বলিয়া বিখ্যাত।

অনন্তর ভগবান্ নারায়ণ প্রজা সৃষ্টি করিবার নিমিত্ত ধ্যানস্থ হইলে তাঁহার নাভিসরোবর হইতে এক পদ্ম সমুত্থিত হইল। সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা সেই নাভিপদ্মে সমুদ্ভূত ও উপবিষ্ট হইয়া এই নিখিল বিশ্ব লোকশূন্য অবলোকন করত আপনার মন হইতে মারীচ প্রভৃতি মহর্ষিগণকে সৃষ্টি করিলেন। অনন্তর তাঁহারা স্থাবরজঙ্গমাত্মক ভূত সকলকে সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। প্রজাপতি ব্রহ্মা ব্রহ্মমূর্ত্তি দ্বারা সৃষ্টি, পৌরুষী মূর্ত্তি দ্বারা রক্ষা ও রৌদ্রীভাবে সকল সংহার করিয়া থাকেন।

হে সিন্ধুপতে! বোধ হয়, তুমি বেদবেদাঙ্গপারগ ব্রাহ্মণ ও মুনিগণমুখে ভগবান্ বিষ্ণুর অদ্ভুত কর্ম্ম সমুদায় শ্রুত হইয়া থাকিবে। এই অবনীমণ্ডল জলপ্লাবিত হইলে তিনি বর্ষারজনীর খদ্যোতের ন্যায় ইতস্তত সঞ্চরণ করত পৃথিবী উদ্ধার করিবার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন; আমি কি প্রকার আকার পরিগ্রহ করিয়া পৃথিবী উদ্ধার করিব। অনন্তর দিব্য চক্ষুঃপ্রভাবে জলবিহারযোগ্য বরাহরূপ তাঁহার স্মৃতিপথে সমুদিত হইলে তিনি দশ যোজন বিস্তৃত শত যোজন আয়ত বেদোক্ত বরাহমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলেন। তাঁহার দংষ্ট্রা সকল অতি তীক্ষ্ণ, শরীর পর্ব্বতের ন্যায় উন্নত ও নবীন জলধরের ন্যায় নীল বর্ণ; এবং তাঁহার গভীর গর্জ্জন মেঘনির্ঘোষসদৃশ।

ভগবান্ বিষ্ণু এবম্বিধ বরাহরূপ পরিগ্রহ করিয়া সাগরসলিলে প্রবেশপূর্ব্বক একমাত্র দশন দ্বারা মেদিনীমণ্ডল উদ্ধার করিয়া স্ব স্থানে স্থাপন করিলেন। অনন্তর তিনি অপূর্ব্ব নরসিংহবিগ্রহ পরিগ্রহ করিয়া দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর সভামণ্ডপে গমন করিলেন। দানবরাজ সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব অপূর্ব্ব নরসিংহরূপ নিরীক্ষণ করিয়া রোষকষায়িত লোচনে এক সুতীক্ষ্ণ শূল উদ্যত করত তাঁহার প্রতি ধাবমান হইল; তখন ভগবান্ নৃসিংহদেব ক্রোধভরে খর নখরপ্রহারে তাহার উরঃস্থল বিদীর্ণ করিলেন।

অনন্তর ভগবান্ নারায়ণ লোকের হিত সাধনার্থ মহর্ষি কশ্যপের ঔরসে অদিতিগর্ভে জন্ম পরিগ্রহণ করিলেন। অদিতি সহস্র বৎসর অতিক্রান্ত হইলে নবীন নীরদশ্যামল দণ্ড ও কমণ্ডলুধারী, জটামণ্ডিতমস্তক, শ্রীবৎসলাঞ্ছিতবক্ষ, যজ্ঞোপবীতসম্পন্ন বামনাকার এক পুত্র প্রসব করিলেন। বামনদেব বৃহস্পতি সমভিব্যাহারে দানবরাজ বলির যজ্ঞ দর্শনার্থ তথায় উপস্থিত হইলেন। দৈত্যরাজ বলি সেই অদ্ভুতরূপ বামনরূপ নিরীক্ষণ করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে কহিলেন, হে বিপ্র! আমি আপনার প্রতি সাতিশয় প্রসন্ন হইয়াছি; এক্ষণে যাহা অভিলাষ হয়; প্রার্থনা করুন।

বামনদেব স্বস্তি বলিয়া হস্তোত্তোলনপূর্ব্বক রাজারে আশীর্ব্বাদ করত সহাস্য মুখে কহিলেন, মহারাজ! আপনি আমারে ত্রিপাদমাত্র ভূমি প্রদান করুন। দানবরাজ

তৎক্ষণাৎ প্রীতমনে বামনের মনোরথ পূর্ণ করিলেন। তখন বিক্রমশালী বামনদেব দিব্য রূপ পরিগ্রহ করিয়া ত্রিবিক্রমপ্রভাবে দানবহস্ত হইতে পৃথিবী প্রত্যাহরণপূর্ব্বক দেবরাজ ইন্দ্রকে প্রদান করিলেন। ঐ বামনের সহিত দেবতারাও ভূতলে প্রাদুর্ভূত হন এবং তিনি পৃথিবীতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন এ নিমিত্ত এই জগৎ বৈষ্ণব জগৎ বলিয়া অভিহিত হয়।

হে বৎস! বামনাবতারের বিষয় সম্যক্‌রূপ কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে ভগবান্ বিষ্ণু সনাতন ধর্ম্ম স্থাপন, অসতী নিগ্রহ ও যদুবংশ ধ্বংস করিবার নিমিত্ত পৃথিবীতে কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সাধু লোকেরা তাঁহারে অনাদি, অনন্ত, অজ ও অজিত বলিয়া কীর্ত্তন করেন। তিনি পিতাম্বর ও শঙ্খচক্রগদাধারী; তাঁহার বক্ষঃস্থল শ্রীবৎসভূষিত। সেই ভূতভাবন ভগবান্ কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে সতত রক্ষা করিয়া থাকেন; এই নিমিত্ত অর্জ্জুন দেবগণেরও অজেয় হইয়াছেন; সুতরাং মনুষ্যেরা তাঁহারে কিরূপে পরাজয় করিবে। অতএব তুমি এক দিন অর্জ্জুন ব্যতীত সসৈন্য পাণ্ডবচতুষ্টয়কে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে।

এই বলিয়া ভগবান্ ত্রিলোচন দেবী পার্ব্বতীর সহিত নানা প্রহরণধারী বিকট, বামন, কুব্জ ও বিকৃতনয়ন প্রভৃতি পরিষদ্বর্গপরিবৃত হইয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলে রাজা জয়দ্রথ স্ব ভবনাভিমুখে প্রত্যাগমন করিলেন এবং পাণ্ডবেরাও সেই কাম্যক বনে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

জয়দ্রথবিমোক্ষণ পর্ব্ব সমাপ্ত।

রামোপাখ্যান পর্ব্বাধ্যায়।

দ্বিসপ্তত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ব্রহ্মন্! দ্রৌপদী অপহৃত হইলে পাণ্ডবেরা নিরতিশয় দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া পরিশেষে কি করিলেন?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির জয়দ্রথকে পরাজিত ও দ্রৌপদীরে বিমুক্ত করিয়া পরিশেষে কাম্যক বনে মুনিগণ সমভিব্যাহারে একত্র সমাসীন হইয়া নানাপ্রকার কথোপকথন আরম্ভ করিলেন। মহর্ষিগণ তাঁহাদিগের দুঃখবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া সাতিশয় শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ধর্ম্মরাজ মার্কণ্ডেয়কে কহিলেন, ভগবন্! আপনি দেবর্ষিগণের মধ্যে বিশেষ বিখ্যাত; ভূত ও ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানের ন্যায় প্রত্যক্ষ করেন; অতএব অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার অন্তঃকরণের সংশয় অপনোদন করুন। স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে, কাল, দৈব ও ভবিতব্যতা অনতিক্রমণীয়; নতুবা অযোনিজা বেদিমধ্যসম্ভূতা, মহাত্মা পাণ্ডুর পুত্রবধূ ও আমাদিগের সহধর্ম্মিণী সেই ধর্ম্মচারিণী দ্রুপদরাজনন্দিনী কি নিমিত্ত এরূপ দুরবস্থাগ্রস্ত হইলেন। তিনি কদাপি পাপ ও নিন্দিত কর্ম্ম করেন নাই; সর্ব্বদা দ্বিজসেবা প্রভৃতি ধর্ম্মাচরণে তৎপর।

পাপমতি জয়দ্রথ ধর্ম্মচারিণী দ্রৌপদীরে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়াছিল বলিয়া সহায়সম্পন্ন হইলেও সে সংগ্রামে পরাজিত হইয়াছে এবং তাহার মস্তকের কেশপাশ মুণ্ডিত হইয়াছে। আমরা সমুদায় সিন্ধুদেশীয় সৈন্য নিহত করিয়া তাঁহার উদ্ধার সাধন করিয়াছি। যাহা হউক, অতর্কিতচর ভার্য্যাহরণ, দীর্ঘ কাল অরণ্যবাস, বনেচর নিরপরাধী মৃগগণের প্রাণহিংসা দ্বারা জী-

বিকা ও কপটাচারী জ্ঞাতি কর্ত্তৃক নির্ব্বাসন এই সকল দুঃখে আমাদিগের হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। মহর্ষে! আপনি ত্রিকালজ্ঞ; অতএব আপনি কি কখন আমার ন্যায় হতভাগ্য মনুষ্যকে দর্শন বা নাম শ্রবণ করিয়াছেন?

ত্রিসপ্তত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে ভরতশ্রেষ্ঠ! মহাবল পরাক্রান্ত দুর্দ্দান্ত রাবণ মায়াপ্রভাবে আশ্রমে প্রবিষ্ট হইয়া জানকীরে হরণ ও পথিমধ্যে গৃধ্র জটায়ুর প্রাণ সংহারপূর্ব্বক স্ব স্থানে প্রস্থান করিলে পর রামচন্দ্র সীতার অদর্শনে তোমা অপেক্ষাও সমধিক দুঃখ ভোগ করিয়াছিলেন। অনন্তর তিনি সুগ্রীবের সাহায্যে সমুদ্রে সেতু বন্ধনপূর্ব্বক দশাননপুরী লঙ্কা দগ্ধ করিয়া জানকীর উদ্ধার সাধন করেন।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! রাম কোন বংশ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, তাঁহার শৌর্য্য, বীর্য্য ও পরাক্রমই বা কিরূপ এবং রাবণই বা কাহার পুত্র? তাহার সহিত কোন্ ব্যক্তির শত্রুতা হইয়াছিল? তৎ সমুদায় সবিস্তর কীর্ত্তন করুন। অনুত্তম রামচরিত শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ জন্মিয়াছে।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, রাজন্! পূর্ব্বে ইক্ষ্বাকুবংশসম্ভূত অজ নামে এক সুবিখ্যাত নরপতি ছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম দশরথ; তিনি অতি পবিত্রস্বভাব ও নিরন্তর স্বাধ্যায়নিরত ছিলেন। দশরথের চারি পুত্র,; রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন; তাঁহারা সকলেই ধর্ম্ম ও অর্থচিন্তাবিশারদ। রামের জননী কৌশল্যা, ভরতের জননী কৈকেয়ী এবং লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নের জননী সুমিত্রা। বিদেহরাজদুহিতা সীতা রামের প্রিয়তমা মহিষী হইবেন বলিয়া বিশ্বকর্ম্মা স্বয়ং তাঁহারে নির্ম্মাণ করেন। হে ভূপাল! রাম ও সীতার জন্মবৃত্তান্ত কীর্ত্তিত হইল; এক্ষণে রাবণের জন্মবৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি; শ্রবণ কর।

সর্ব্বলোকপ্রভু ভগবান্ প্রজাপতি রাবণের পিতামহ; তাঁহার পুলস্ত্য নামে এক মানস পুত্র জন্মেন, তিনি পিতার পরম প্রিয় পাত্র ছিলেন। পুলস্ত্যের পুত্র বৈশ্রবণ; বৈশ্রবণ পিতারে পরিত্যাগ করিয়া পিতামহের নিকট উপস্থিত হইলে তাঁহার পিতা ক্রোধে তনু ত্যাগ করিলেন। কিন্তু বৈশ্রবণের প্রতি তাঁহার সম্পূর্ণ ক্রোধ ছিল; অতএব তিনি তাহার প্রতিকার করিবার নিমিত্ত স্বয়ং অর্দ্ধাংশে দ্বিজকুলে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া বিশ্রবা নামে বিখ্যাত হইলেন।

এ দিকে পিতামহ বৈশ্রবণের প্রতি প্রীত হইয়া তাঁহারে অমরত্ব, ধনেশত্ব, লোকপালত্ব ও নলকূবর নামে পুত্র প্রদান করিলেন এবং মহাদেবের সহিত তাঁহার সখ্য বিধান করত তাঁহারে পুষ্পকাখ্য কামগ বিমান সমর্পণপূর্ব্বক রাক্ষসগণপরিপূর্ণ লঙ্কা তদীয় রাজধানী নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। বৈশ্রবণ ভগবান্ কমলযোনির কৃপাবলে যক্ষগণের আধিপত্য ও রাজরাজত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

চতুঃসপ্তত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মহারাজ! মহর্ষি পুলস্ত্যের দেহার্দ্ধসমুৎপন্ন বিশ্রবা বৈশ্রবণকে সতত ক্রোধদৃষ্টিতে অবলোকন করিতেন। রাক্ষসেশ্বর কুবের স্বীয় পিতারে ক্রোধপরতন্ত্র জানিয়া সতত সান্ত্বনা করিতে চেষ্টা করিতেন। নরবাহন বৈশ্রবণের আবাসস্থান লঙ্কা। তিনি পুষ্পোৎকটা, রাকা ও মালিনী নাম্নী তিন জন রাক্ষসীরে স্বীয় পিতা বিশ্রবার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত করিয়া দিলেন। ঐ রাক্ষসীত্রয় নৃত্য ও গীতে সাতিশয় সুনিপুণ। উহারা সকলেই স্ব স্ব শ্রেয়োলাভের নিমিত্ত পরস্পর স্পর্দ্ধাসহকারে মহর্ষি বিশ্রবার সন্তোষ সম্পাদনে যত্ন করিতে লাগিল।

মহর্ষি বিশ্রবা তাহাদের আস্থা দর্শনে পরম পরিতুষ্ট হইয়া অভিলাষানুসারে তিন জনকেই লোকপালসদৃশ অপত্য প্রদান করিলেন। পুষ্পোৎকটার গর্ভে বীরশ্রেষ্ঠ রাবণ ও কুম্ভকর্ণ, মালিনীর গর্ভে মহাত্মা বিভীষণ এবং রাকার গর্ভে খর ও শূর্পনখা জন্ম পরিগ্রহ করেন। উহাদের মধ্যে বিভীষণ সর্ব্বাপেক্ষা রূপবান, ধার্ম্মিক ও সৎকর্ম্মনিরত; সর্ব্বজ্যেষ্ঠ রাবণ মহাবল পরাক্রান্ত ও উৎসাহশীল; কুম্ভকর্ণ সর্ব্বাপেক্ষা বলবান, মায়াবী, সংগ্রামনিপুণ ও প্রচণ্ড; এবং খর ব্রহ্মদ্বেষী, মাংসলোলুপ ও মহাধনুর্দ্ধর ছিলেন। ঘোররূপা শূর্পনখা সতত সিদ্ধগণের বিঘ্ন উৎপাদন করিত। রাবণ প্রভৃতি ভ্রাতৃগণ সকলেই মহাবল পরাক্রান্ত, বেদবেত্তা ও ব্রতাচারী ছিলেন। উহাঁরা স্বীয় পিতার সমভিব্যাহারে গন্ধমাদন পর্ব্বতে বাস করিতেন।

একদা দশাননাদি ভ্রাতৃগণ পরম সমৃদ্ধিসম্পন্ন নরবাহন বৈশ্রবণকে পিতার সহিত একত্র সমাসীন অবলোকন করত সাতিশয় ঈর্ষান্বিত হইয়া তপোনুষ্ঠানে যত্নবান্ হইলেন। তাঁহারা অতি কঠোর তপশ্চর্য্যা দ্বারা ব্রহ্মারে পরিতুষ্ট করিতে লাগিলেন। দশানন পঞ্চাগ্নিমধ্যস্থ বায়ুভুক, কুম্ভকর্ণ অধঃশিরা ও সংযতাহার এবং বিভীষণ শীর্ণ পত্রমাত্র ভক্ষণপূর্ব্বক উপবাসনিরত ও জপপরায়ণ হইয়া সহস্র বৎসর অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান করিলেন। খর ও শূর্পনখা রাবণাদির তপোনুষ্ঠান কালে হৃষ্ট চিত্তে তাঁহাদের পরিচর্য্যা করিতে লাগিল। সহস্র বৎসর সম্পূর্ণ হইলে দুর্দ্ধর্ষ দশানন আপনার মস্তক ছেদনপূর্ব্বক অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিলেন।

তখন ভগবান্ ব্রহ্মা রাবণের সেই অলোকসামান্য কার্য্য সন্দর্শনে পরম প্রীত হইয়া স্বয়ং তাঁহাদের সমীপে আগমনপূর্ব্বক সকলকে পৃথক্ পৃথক্ বর দান দ্বারা প্রলোভিত করিবার নিমিত্ত তপোনুষ্ঠান হইতে নিবৃত্ত করত কহিলেন, হে বৎসগণ! আমি তোমাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি; আর তপস্যা করিতে হইবে না; এক্ষণে অমরত্ব ব্যতীত স্ব স্ব অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। বৎস রাবণ! তুমি মহত্ত্ব লাভ বাসনায় আপনার মস্তক ছেদনপূর্ব্বক অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়াছ; তন্নিমিত্ত তোমার যত ইচ্ছা, ততই মস্তক হইবে; কিন্তু উহা দ্বারা তোমার দেহের কিছুমাত্র বৈরূপ্য জন্মিবে না। তুমি কামরূপী ও সংগ্রামে শত্রুগণের নিহন্তা হইবে; তাহার সন্দেহ নাই।

রাবণ কহিলেন, হে প্রভো! দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস, সর্প, কিন্নর ও ভূতগণ ইহাদের নিকট যেন আমার পরাভব না হয়।

ব্রহ্মা কহিলেন, হে রাবণ! তুমি মনুষ্য ভিন্ন যাহাদিগের নাম কীর্ত্তন করিলে; তাহাদের নিকট তোমার কিছুমাত্র ভয়ের বিষয় নাই; তুমি অনায়াসেই জয় লাভ করিবে। নরমাংসাশী রাবণ মনুষ্যকে তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন; সুতরাং ব্রহ্মার বাক্য শ্রবণে পরম পরিতুষ্ট হইলেন।

অনন্তর সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা কুম্ভকর্ণকে বর প্রার্থনা করিতে কহিলে মোহাক্রান্তচিত্ত কুম্ভকর্ণ, আমার দীর্ঘকাল নিদ্রা হউক বলিয়া, বর প্রার্থনা করিলেন। ব্রহ্মা তথাস্তু বলিয়া তাঁহারে বর প্রদানপূর্ব্বক বিভীষণকে বর গ্রহণ করিতে কহিলেন। বিভীষণ কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! সুমহান্ আপৎ কাল সমুপস্থিত হইলেও যেন আমার মতি ধর্ম্ম হইতে বিচলিত না হয় এবং অশিক্ষিত ব্রহ্মাস্ত্র যেন সতত আমাতে প্রতিভাত থাকে। ব্রহ্মা কহিলেন, হে বৎস! তুমি যখন রাক্ষসযোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াও অধর্ম্মবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়াছ; তখন আমি তোমারে অমরত্ব প্রদান করিলাম।

মহাবীর দশানন ব্রহ্মার নিকট বর গ্রহণানন্তর কুবেরকে সংগ্রামে পরাজয় ও রাজ্যচ্যুত করিয়া লঙ্কা অধিকার করিলেন। ধনেশ্বর তখন লঙ্কা পরিত্যাগপূর্ব্বক যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, কিম্পুরুষ সমভিব্যাহারে গন্ধমাদন পর্ব্বতে প্রস্থান করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত রাবণ তাঁহার পুষ্পক নামক বিমান বলপূর্ব্বক হরণ করিলে তিনি তখন ক্রোধকম্পিত কলেবরে রাবণকে অভিসম্পাত করিলেন, রে দুরাত্মন্! এই পুষ্পক কখনই তোরে বহন করিবে না। যিনি সমরাঙ্গনে তোরে সংহার করিবেন; এই বিমান সেই মহাবীরকে বহন করিবে। আর আমি তোর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, গুরু; তুই যেমন আমার অপমান করিলি; এই অপরাধে তোরে ত্বরায় শমনসদনে গমন করিতে হইবে।

ধর্ম্মাত্মা বিভীষণ সজ্জনাচরিত পথ স্মরণপূর্ব্বক কুবেরের অনুগমন করিলেন। ভগবান্ ধনেশ্বর স্বীয় ভ্রাতা বিভীষণের প্রতি পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহারে যক্ষরাক্ষসসৈন্যের আধিপত্য প্রদান করিলেন।

এ দিকে নরমাংসলোলুপ মহাবল পরাক্রান্ত পিশাচগণ একত্র হইয়া দশাননকে লঙ্কারাজ্যে অভিষেক করিল। আকাশগামী কামরূপী মহাবল পরাক্রান্ত দশগ্রীব দেবগণ ও দৈত্যগণকে আক্রমণপূর্ব্বক তাঁহাদের সমুদায় রত্ন হরণ করিল। তিনি দেবগণেরও মনে ভয় সমুৎপাদন করিয়াছিলেন। মহাবীর দশানন সমস্ত লোককে রাবিত অর্থাৎ তাহাদের হিংসা করিয়াছিল বলিয়া তাঁহার নাম রাবণ হইল।

পঞ্চসপ্তত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, অনন্তর ব্রহ্মর্ষি, সিদ্ধ ও দেবর্ষিগণ হুতাশনকে পুরস্কৃত করিয়া ব্রহ্মার শরণাগত হইলেন। হুতাশন কমলযোনিরে কহিলেন, ভগবন্! বিশ্রবার পুত্র মহাবল দশগ্রীব আপনার বরপ্রভাবে অবধ্য হইয়া বিবিধ প্রকারে প্রজাগণের অত্যন্ত উৎপীড়ন করিতেছে; অতএব আপনি রক্ষা করুন; আপনা ব্যতীত ত্রাণকর্ত্তা আর কেহই নাই।

ব্রহ্মা কহিলেন, হে হব্যবাহ! যুদ্ধে তাহারে পরাজিত করা দেবাসুরের অসাধ্য; আমি তাহার নিগ্রহের উপায় বিধান করিয়াছি। চতুর্ভুজ বিষ্ণু আমার নিয়োগক্রমে অবতীর্ণ হইয়া সেই কার্য্য সম্পাদন করিবেন। সম্প্রতি তুমি দেবগণ সমভিব্যাহারে মহীতলে অবতীর্ণ হইয়া ঋক্ষী ও বানরীর গর্ভে মহাবল পরাক্রান্ত কামরূপী পুত্র সকল উৎপাদন কর; তাহারা কার্য্যকালে বৈকুণ্ঠস্বামী বিষ্ণুর সহায় হইবে।

অনন্তর দেব, দানব ও গন্ধর্ব্বগণ অংশক্রমে ভূতলে অবতীর্ণ হইবার নিমিত্ত পরামর্শ করিতে লাগিলেন। ভগবান্ কমলযোনি তাঁহাদিগের সমক্ষে দুন্দুভী নামে গন্ধর্ব্বীরে আদেশ করিলেন, "দুন্দুভি! তুমি দেবকার্য্য সিদ্ধির নিমিত্ত মর্ত্ত্য লোকে গমন কর।" দুন্দুভী পিতামহবাক্য শ্রবণপূর্ব্বক কুব্জা হইয়া মনুষ্যলোকে জন্ম গ্রহণ করিলেন; তথায় তাঁহার নাম মন্থরা হইল।

এ দিকে দেবরাজ প্রভৃতি দেবতারা প্রধান প্রধান বানরী ও ঋক্ষীর গর্ভে মহাবল পরাক্রান্ত বহুসংখ্যক পুত্রোৎপাদন করিলেন। সেই সকল পুত্রেরা যশ ও বলবিষয়ে পিতৃগণের অনুরূপ হইল; তাহারা সকলেই যুদ্ধবিশারদ, গিরিশৃঙ্গবিদারণক্ষম, অযুত নাগেন্দ্রের ন্যায় পরাক্রমী ও বায়ুর ন্যায় দ্রুতগামী; এবং শাল, তাল ও শিলা প্রভৃতি তাহাদিগের আয়ুধ হইল। তাহাদিগের নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান ছিল না; যাহার যে স্থানে অভিলাষ হইত; সে সেই স্থানেই অবস্থিতি করিত।

ভূতভাবন ভগবান্ ব্রহ্মা এই রূপে সমুদায় বিধান করিয়া পরিশেষে যেরূপে যে

কার্য্য করিতে হইবে ; মন্থরারে তাহার উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। মনোমারুতগামিনী মন্থরা ব্রহ্মার বাক্য শ্রবণানন্তর বৈরসন্ধুক্ষণে বিরত হইয়া ইতস্তত ভ্রমণ করত পিতামহের আদেশানুরূপ সমুদায় কার্য্য সম্পাদন করিলেন।

ষট্‌সপ্তত্যধিক দ্বিততম অধ্যায়।

রাজা যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভগবন্! আপনি রামচন্দ্র প্রভৃতি ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের জন্মবৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলেন; এক্ষণে রাম, লক্ষ্মণ, ও জনকদুহিতা সীতা কি কারণে অরণ্যে গমন করিয়াছিলেন ; তাহাও আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করুন।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মহারাজ! ধর্ম্মনিরত বৃদ্ধজনমতাবলম্বী রাজা দশরথ অপত্য লাভ করিয়া পরম প্রীত ও প্রফুল্ল হইলেন। তাঁহার পুত্রেরা বিমল শশিকলার ন্যায় দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইয়া সমুদয় বেদ ও সরহস্য ধনুর্ব্বেদে সম্পূর্ণ অধিকার লাভ করিলেন। তাঁহারা ব্রহ্মচর্য্য ব্রত সাধন করিলে রাজা দশরথ তাঁহাদিগের বিবাহসংস্কার নির্ব্বাহ করিয়া যৎপরোনাস্তি সুখী হইলেন। অনন্তর সর্ব্বজ্যেষ্ঠ রাম রমণীয় গুণগ্রামে প্রজাপুঞ্জের মনোরঞ্জন করিতে লাগিলেন

মত্তমাতঙ্গগামী কমললোচন রামের বাহুযুগল আজানুলম্বিত ; কেশকলাপ নীল ও কুঞ্চিত; বক্ষঃস্থল অতি বিশাল। তিনি সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ, সর্ব্বধর্ম্মবেত্তা, অসতের নিয়ন্তা, ধার্ম্মিকের রক্ষিতা, বৃহস্পতি তুল্য বুদ্ধিমান্ এবং শত্রুগণেরও প্রিয়দর্শন ছিলেন। রাজা দশরথ সেই অধৃষ্য ও অপরাজিত রঘুনাথকে নিরীক্ষণ ও তাঁহার গুণ সমূহ চিন্তা করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিতে লাগিলেন।

এইরূপে কিয়ৎকাল অতীত হইলে রাজা দশরথ আপনারে জরাজীর্ণ বৃদ্ধ বিবেচনা করিয়া ধর্ম্মপরায়ণ মন্ত্রী ও পুরোহিতগণের সহিত রামের যৌবরাজ্যাভিষেকের নিমিত্ত মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। মন্ত্রিগণ পরস্পর পরামর্শ করিয়া রাজ্যাভিষেকের সমুচিত অবসর উপস্থিত হইয়াছে ; ইহা অবধারণ করিলেন।

অনন্তর রাজা দশরথ প্রীত মনে পুরোহিতকে কহিলেন, অদ্য পুষ্যা নক্ষত্র ও পবিত্র যোগযুক্ত রজনী ; অতএব আপনি রামকে এই বিষয় অবগত করিয়া অভিষেকোপযোগী দ্রব্যসম্ভার আহরণ করুন। মন্থরা ভূপালমুখে এই সম্বাদ শ্রবণমাত্র সত্বরে কৈকেয়ীর নিকট উপস্থিত হইয়া কহিল, দেবি! তোমার নিতান্ত দুরদৃষ্ট ; ভীষণ অজগর ক্রুদ্ধ হইয়া এখনই তোমারে দংশন করুক। কৌশল্যার অদৃষ্ট প্রসন্ন হইয়াছে ; তাহার পুত্র অনতিকালমধ্যেই যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইবে। মহারাজ তোমার পুত্রকে কখন রাজ্যাধিকারী করিবেন না ; সুতরাং তোমার সৌভাগ্য আর কোথায় রহিল? উহা এককালে বিলুপ্ত হইয়া গেল।

কৈকেয়ী এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র বিচিত্র বসনভূষণে বিভূষিত হইয়া দ্রুত গমনে নির্জ্জনে ভূপালসন্নিধানে উপনীত হইলেন এবং সহাস্য মুখে প্রণয় প্রকাশপূর্ব্বক মধুর বাক্যে কহিলেন, মহারাজ! তুমি পূর্ব্বপ্রতিশ্রুত বরদ্বয় প্রদান করিয়া আমারে মহাসঙ্কট হইতে পরিত্রাণ কর। রাজা দশরথ কহিলেন, হে সুন্দরি! আমি এক্ষণে বর প্রদানে সম্মত আছি ; তুমি অবিলম্বেই স্বাভিলষিত বর প্রার্থনা কর। আমি পৃথিবীর রাজাধিরাজ এবং বর্ণচতুষ্টয়ের রক্ষক ; বল, কোন্ অবধ্যকে বধ বা কোন বধ্যকে বিমুক্ত করিব? আমার যে কিছু ধন আছে ; বল, কাহারে প্রদান করিব ; অথবা ব্রহ্মস্ব ব্যতিরেকে কাহার ধন অপহরণ করিয়া লইব?

তখন কৈকেয়ী রাজার প্রসন্ন ভাব নিরীক্ষণ করিয়া স্বীয় ক্ষমতানুসারে কহিলেন,

মহারাজ! তুমি রামের রাজ্যাভিষেক সাধনার্থ যে দ্রব্যসম্ভার আহরণ করিয়াছ; তাহা দ্বারা আমার পুত্র ভরতের অভিষেক হউক; আর রাম অরণ্যে প্রস্থান করুক। রাজা কৈকেয়ীমুখে এই নিদারুণ দুর্বিষহ বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক একান্ত দুঃখিত হইয়া কিছুমাত্র বলিলেন না।

অনন্তর মহানুভব রাম পিতা এই রূপ বচনবদ্ধ হইয়াছেন; ইহা সবিশেষ বিদিত হইয়া তাঁহার সত্য রক্ষার্থ বনপ্রস্থান করিলেন। ধনুর্দ্ধর লক্ষ্মণ ও জনকদুহিতা সীতা তাঁহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। পরে রাজা দশরথ পুত্রবিরহে নিতান্ত কাতর হইয়া কলেবর পরিত্যাগ করিলেন।

অনন্তর কৈকেয়ী ভরতকে নন্দি গ্রাম হইতে আনয়ন করিয়া কহিলেন, বৎস! রাজা তনু ত্যাগপূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিয়াছেন; রাম ও লক্ষ্মণ বনপ্রস্থান করিয়াছে; এক্ষণে তুমি রাজ্যাধিকারী হইয়া নিষ্কণ্টকে ভোগ কর। ধর্ম্মাত্মা ভরত কহিলেন, কুলপাংসনে! তুমি কি কুকর্ম্মই করিয়াছ! ধনলাভ লোভে ভর্ত্তৃবিনাশ ও সূর্য্যবংশ উৎসন্ন করিলে! লোকে এ বিষয়ে আমারই অযশ ঘোষণা করিবে; এক্ষণে তোমার বাসনা সকল সম্যক সফল হইল; এই বলিয়া ভরত অবিরল বাষ্পাকুল লোচনে রোদন করিতে লাগিলেন।

পরে তিনি প্রজাদিগের নিকট আপনার নির্দোষিতা সপ্রমাণ করিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকে প্রত্যানয়ন করিবার অভিলাষে কৌশল্যা, সুমিত্রা ও কৈকেয়ীরে সুসজ্জিত যানে অগ্রে প্রেরণ করিলেন। পশ্চাৎ বশিষ্ঠ ও বামদেব প্রভৃতি শত সহস্র ব্রাহ্মণ, পৌর ও জানপদবর্গপরিবৃত হইয়া শত্রুঘ্নের সহিত স্বয়ং যাত্রা করিলেন। চিত্রকূট পর্ব্বতে তাপসবেশধারী ধনুর্দ্ধর রঘুনাথকে নিরীক্ষণ করিয়া প্রত্যানয়নার্থ বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন; কিন্তু রাম পিতার আদেশে বনবাসই শ্রেয়স্কর বিবেচনা করিয়া ভ্রাতা ভরতকে প্রতিগমনে অনুমতি প্রদান করিলেন।

অনন্তর ভরত নন্দি গ্রামে তদীয় পাদুকাযুগল পুরস্কৃত করিয়া স্বয়ং সমস্ত রাজ্যকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন। রামও তথায় পৌরগণের পুনরাগমন আশঙ্কা করিয়া এক মহারণ্যে প্রবেশপূর্ব্বক মহর্ষি শরভঙ্গের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহারে সৎকার করিয়া দণ্ডকারণ্যে গমন করিলেন এবং তথায় গোদাবরী নদী নিরীক্ষণ করত পরম সুখে বাস করিতে লাগিলেন। তথায় জনস্থাননিবাসী রাক্ষস খরের সহিত রামের শূর্পনখামূলক ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইল। ধর্ম্মবৎসল রাম তাপসগণের রক্ষার্থ চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষসকে সংহার ও মহাবল পরাক্রান্ত খর ও দূষণকে বিনাশ করিয়া সেই ধর্ম্মারণ্য নিষ্কণ্টক করিলেন।

অনন্তর শূর্পনখা ছিন্ননাসা ও ছিন্নোষ্ঠী হইয়া লঙ্কাধিনাথ রাবণের নিকট গমনপূর্ব্বক দুঃখে নিতান্ত বিহ্বল হইয়া তাঁহার চরণে নিপতিত হইল। বীরবর রাবণ ভগিনীরে তাদৃশ বিরূপকৃত অবলোকন করত ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া দশনে দশন নিপীড়নপূর্ব্বক সত্বরে সিংহাসন হইতে উত্থিত হইলেন এবং অমাত্যবর্গকে পরিত্যাগ করিয়া নির্জ্জনে শূর্পনখারে কহিলেন, হে শূর্পনখে! আমারে অবমাননা ও ঘৃণা করিয়া কে তোমারে এরূপ বিরূপ করিল। কোন্ ব্যক্তি সুতীক্ষ্ণ শূল দ্বারা আপনার সর্ব্বাঙ্গ বিদ্ধ করিতেছে? কোন্ ব্যক্তি মস্তকে বহ্নি সংস্থাপনপূর্ব্বক বিশ্বস্ত মনে শয়ন করিয়া আছে? কোন্ ব্যক্তি মহাঘোর ভুজঙ্গকে চরণ দ্বারা স্পর্শ করিতেছে? কোন্ ব্যক্তিই বা মহাবল পরাক্রান্ত কেশরীর দশন স্পর্শ করিয়া নিঃশঙ্ক চিত্তে অবস্থান করিতেছে?

যাদৃশ নিশাকালে বৃক্ষরন্ধ্র হইতে তেজ নির্গত হইয়া থাকে; তদ্রূপ সেই সময়ে রাবণের চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়দ্বার হইতে অনবরত অগ্নিকণা নির্গত হইতে লাগিল। তখন শূর্পনখা খরদূষণবধ প্রভৃতি রাক্ষসগণের পরাভব পর্য্যন্ত আদ্যোপান্ত রামবিক্রমবৃত্তান্ত বর্ণন করিতে লাগিল। অনন্তর রাবণ কর্ত্তব্যাবধারণপূর্ব্বক ভগিনীরে সান্ত্বনা ও মন্ত্রিহস্তে নগরের রক্ষাভার সমর্পণ করিয়া অন্তরীক্ষে উত্থিত হইলেন। পরে ত্রিকূট ও কাল পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া অতি গভীর তিমিমকরসঙ্কুল সাগর নিরীক্ষণ করত অনায়াসে উল্লঙ্ঘন করিয়া ভগবান্ শূলপাণির প্রিয়তর গোকর্ণ স্থানে উপস্থিত হইলেন। যে স্থানে স্বদীয় পূর্ব্বামাত্য মারীচ রামভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়া অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান করিতেছিল; রাবণ সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।

সপ্তসপ্তত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মহারাজ! মারীচ রাক্ষসাধিপতি রাবণকে সমাগত দেখিয়া সসম্ভ্রমে কলমূলাদি দ্বারা তাঁহার সৎকার করিল। রাবণ তথায় সমাসীন হইয়া কিছু কাল বিশ্রাম করিলে মারীচ তাঁহারে কহিতে লাগিল, হে রাক্ষসেন্দ্র! আপনার নগরী লঙ্কা ও প্রজাগণের মঙ্গল ত? প্রজাগণ ত পূর্ব্বের ন্যায় আপনারে ভক্তি করিয়া থাকে? কি মনে করিয়া এখানে আগমন করিয়াছেন? আপনি আমারে যাহা আদেশ করিবেন; অতি দুষ্কর হইলেও আমি তাহা অবশ্যই সম্পাদন করিব।

রাবণ মারীচের বাক্য শ্রবণানন্তর তাহার সমীপে রামের সমুদায় বৃত্তান্ত সংক্ষেপে কহিলেন। মারীচ রাবণের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহারে কহিল, হে মহারাজ! আপনি রামের সহিত বিরোধ করিবেন না। আমি তাঁহার পরাক্রম বিশেষরূপে জ্ঞাত আছি। এই ভূমণ্ডলে এমন কোন ব্যক্তিই নাই যে, দাশরথির বাণবেগ সহ্য করিতে পারে। তিনি আমার এই প্রব্রজ্যার একমাত্র হেতু। কোন্ দুরাত্মা আপনারে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে উপদেশ প্রদান করিয়াছে?

দশানন মারীচের বাক্য শ্রবণে একবারে ক্রোধে অধীর হইয়া তাহারে ভৎর্সন করত কহিলেন, যদি তুমি আমার আদেশানুসারে কার্য্য না কর; তাহা হইলে অবশ্যই তোমারে সংহার করিব। তখন মারীচ মনে মনে চিন্তা করিল; রামের হস্তে হউক বা রাবণের হস্তে হউক, আমার মরণ অবশ্যই হইবে; সন্দেহ নাই। কিন্তু দুরাত্মার হস্তে প্রাণ ত্যাগ করা অপেক্ষা সাধু লোকের হস্তে মৃত্যু হওয়াই শ্রেয়; অতএব আমি দুরাত্মা রাবণের বাক্যানুসারে কার্য্য করিব। মনে মনে এই রূপ স্থির করিয়া রাবণকে কহিল, হে রাক্ষসরাজ! আপনার কি অভিলাষ সম্পাদন করিতে হইবে, বলুন; আমার ইচ্ছা না থাকিলেও আমি তাহা সম্পন্ন করিব।

রাবণ কহিলেন, হে মারীচ! তুমি রত্নশৃঙ্গ ও রত্নরোমসম্পন্ন মৃগরূপ ধারণপূর্ব্বক সীতার সমীপে গমন করিয়া তাহারে প্রলোভিত কর। সীতা তোমারে দেখিয়া অবশ্যই তোমার আনয়নার্থ রামকে প্রেরণ করিবে। রাম দূর প্রদেশে গমন করিলে, আমি অনায়াসেই সীতারে বশীভূত করিয়া আনয়ন করিতে পারিব। রাম সীতার বিয়োগে অবশ্যই প্রাণ ত্যাগ করিবে। হে মারীচ! তুমি আমার এই অভিলাষ সম্পাদন কর।

মারীচ রাবণের বাক্য শ্রবণানন্তর স্বীয় ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য সমাপনপূর্ব্বক রাবণের অনুগমন করিল। পরে তাঁহারা দুই জনে রামের আশ্রমসমীপে গমনপূর্ব্বক পূর্ব্বকৃত মন্ত্রণানুরূপ কার্য্য করিতে লাগিলেন। রাবণ

কুণ্ডল ও ত্রিদণ্ডধারী মুণ্ডিতমুণ্ড যতির বেশ ধারণ করিলেন। মারীচ রাবণের আদেশানুরূপ মৃগরূপ ধারণপূর্ব্বক বৈদেহী-সন্নিধানে গমন করিল। দৈবনির্ব্বন্ধ অখণ্ডনীয়; সীতা সেই অপূর্ব্ব মৃগরূপ সন্দর্শনে মুগ্ধ হইয়া তাহার আনয়নার্থ রামকে বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। ভগবান্ রুদ্র যেমন তারামৃগের প্রতি ধাবমান হইয়াছিলেন, তদ্রূপ রাম সীতার প্রিয় কার্য্যানুষ্ঠানের নিমিত্ত লক্ষ্মণকে তাঁহার রক্ষণে নিযুক্ত করিয়া শর, শরাসন, তূণীর ও অঙ্গুলিত্রাণগ্রহণপূর্ব্বক সেই মায়ামৃগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। মৃগরূপী মারীচ ক্ষণে ক্ষণে অন্তর্হিত ও ক্ষণে ক্ষণে রামের নয়নগোচর হইতে লাগিল।

মহাবীর দাশরথি এই রূপে মায়ামৃগের অনুসরণক্রমে ক্রমে ক্রমে অতি দূরতর প্রদেশে উপনীত হইলেন। অনন্তর তিনি ঐ মৃগকে নিশাচর বলিয়া বোধ করত অমোঘ অস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক ঐ দুষ্ট নিশাচরের প্রাণ সংহার করিলেন। নিশাচর মারীচ মরণসময়ে রামের স্বরসদৃশ স্বরে উচ্চ স্বরে হা সীতে! হা লক্ষ্মণ! বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল।

বৈদেহী রাক্ষসের করুণ স্বর শ্রবণে রামের অনিষ্টাশঙ্কা করিয়া সাতিশয় ব্যাকুলিত চিত্তে সেই শব্দানুসারে ধাবমান হইলেন। তখন লক্ষ্মণ তাঁহারে কহিলেন, ভীরু! কোন শঙ্কা করিও না; রামকে প্রহার করা কাহার সাধ্য? তুমি মুহূর্ত্ত কালমধ্যে পুনরায় ভর্ত্তার মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করিবে।

সীতা লক্ষ্মণের বাক্য শ্রবণানন্তর রোদন করিতে লাগিলেন এবং স্ত্রীস্বভাবসুলভ লঘুতাপ্রভাবে লক্ষ্মণের দুরভিসন্ধি সন্দেহ করিয়া পরুষ বাক্যে কহিতে লাগিলেন, রে মূঢ়! তুই মনে মনে যে অভিলাষ করিয়াছিস তাহা কখনই সিদ্ধ হইবে না। আমি বরং অস্ত্রাঘাতে কি গিরিশৃঙ্গ হইতে পতনপূর্ব্বক অথবা হুতাশনে প্রবেশ করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিব; তথাপি জীবিতনাথকে পরিত্যাগ করিয়া তোর বশীভূত হইব না। অরে মূর্খ! ব্যাঘ্রী কি কখন শৃগালকে ভজনা করে?

পরম ধার্ম্মিক রামপ্রিয় লক্ষ্মণ বৈদেহীর তাদৃশ অসদৃশ বাক্য শ্রবণে কর্ণদ্বয় আচ্ছাদনপূর্ব্বক রামসন্নিধানে প্রস্থান করিলেন। তিনি রামের চরণচিহ্ন অনুসারে গমন করত ক্রমে ক্রমে জানকীর দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইলেন।

এ দিকে যতিবেশধারী দশানন সময় বুঝিয়া সীতারে হরণ করিবার মানসে ভস্মাচ্ছন্ন হুতাশনের ন্যায় তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। ধর্ম্মপরায়ণা বৈদেহী তাঁহারে অবলোকন করিয়া ফলমূলাদি ভক্ষণ করিতে আমন্ত্রণ করিলেন। রাবণ তৎসমুদায় পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বকীয় রূপ গ্রহণ করিয়া সীতারে সান্ত্বনা বাক্যে কহিলেন, অয়ি সীতে! আমি রাক্ষসকুলের অধিপতি; আমার নাম রাবণ; পয়োনিধিপারে লঙ্কা নাম্নী পরম রমণীয়া পুরী আমার রাজধানী। তুমি তথায় গমন করিয়া নরনারীগণমধ্যে আমার সহিত শোভিত হইবে। হে সুশ্রোণি! তুমি আমার প্রণয়িনী হও; তপস্বী রাঘবকে পরিত্যাগ কর।

পতিব্রতা জানকী রাবণের মুখে ঐ সমুদয় বাক্য শ্রবণে কর্ণে হস্ত প্রদান করিয়া কহিলেন, যদি নক্ষত্রসমবেত স্বর্গ ভূতলে পতিত হয়; যদি পৃথিবী খণ্ড খণ্ড হইয়া যায়; আর যদি অগ্নি শীতল হয়; তথাপি আমি রঘুনন্দনকে পরিত্যাগ করিব না। করেণু মদস্রাবী হস্তীকে ভজনা করিয়া কি শূকরকে স্পর্শ করিতে পারে? যে কামিনী মাধ্বীক বা মধুমাধবী পান করিয়া থাকে; তাহার কি কখন কাঞ্জিকে শ্রদ্ধা হয়?

সীতা রাবণকে এই কথা বলিয়া ক্রোধ-

ওরে স্ফুরিতাধর হইয়া করদ্বয় কম্পন করিতে করিতে আশ্রমমধ্যে প্রবেশ করিলেন। রাবণ দ্রুতবেগে তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া অতি রুক্ষ বাক্যে তৎ সন্ন করত তাঁহার কেশকলাপ গ্রহণপূর্ব্বক উর্দ্ধ মার্গে গমন করিলেন। সীতা রাক্ষসের হস্তে পতিত ও তৎকর্ত্তৃক সাতিশয় নিপীড়িত হইয়া রাম রাম বলিয়া উচ্চ স্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। সেই সময় গিরিনিবাসী গৃধ্ররাজ জটায়ু তাঁহারে তদবস্থাপন্ন অবলোকন করিলেন।

অষ্টসপ্তত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ! অরুণাগ্রজ গৃধ্ররাজ জটায়ু রাজা দশরথের সখা; এবং মহাসুর সম্পাতির সহোদর ছিলেন। তিনি বধূ জানকীরে রাবণের অঙ্কে নিরীক্ষণ করত ক্রোধভরে দ্রুতবেগে রাক্ষসেশ্বরসমীপে উপনীত হইয়া কহিলেন, ওরে দুষ্ট নিশাচর! সীতা আমার স্নুষা; তুই আমার সমক্ষে কিরূপে ইহাঁরে হরণ করিবি। যদি তোর জীবন রক্ষা করিবার বাসনা থাকে; তবে অবিলম্বে জানকীরে পরিত্যাগ কর। গৃধ্ররাজ জটায়ু এই কথা বলিয়া প্রচণ্ড নখাঘাত ও পক্ষ প্রহার দ্বারা নিশাচরের শরীর জর্জ্জরীভূত করিলে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ হইতে প্রস্রবণের ন্যায় অজস্র রুধিরধারা বিনিঃসৃত হইতে লাগিল।

রাবণ, রামহিতৈষী সম্পাতি কর্ত্তৃক অত্যন্ত আহত হইয়া খড়্গ গ্রহণপূর্ব্বক পক্ষীন্দ্রের পক্ষযুগল ছেদন করত তাঁহারে মৃতকল্প করিলেন এবং সীতারে অঙ্কে লইয়া আকাশপথে উপস্থিত হইলেন। বৈদেহী পথিমধ্যে যে যে স্থানে আশ্রমমণ্ডল, সরোবর ও নদী অবলোকন করিলেন; তথায় স্বীয় অলঙ্কার উন্মোচনপূর্ব্বক নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন; পরিশেষে গিরিপ্রস্থে পাঁচটি বানর দর্শন করিয়া তথায় দিব্য উত্তরীয় বসন নিক্ষেপ করিলেন। যেমন বারিদমধ্যে বিদ্যুৎ বিরাজিত হয়; তদ্রূপ সেই পীতবর্ণ বসন বায়ুবেগে বানরগণের মধ্যে পতিত হইয়া শোভিত হইল। খেচর নিশাচর অচির কালমধ্যে সীতা সমভিব্যাহারে বিশ্বকর্ম্মবিনির্ম্মিত, পরম রমণীয় প্রাকারবেষ্টিত, বহুদ্বারোপশোভিত লঙ্কা পুরী প্রবেশ করিলেন।

এ দিকে রাম মৃগরূপী মারীচের প্রাণ সংহার করিয়া প্রত্যাগত হইতেছেন; এমন সময় পথিমধ্যে লক্ষ্মণকে আগমন করিতে নিরীক্ষণ করত মনে মনে এই বলিয়া ভ্রাতারে তিরস্কার করিতে লাগিলেন যে, লক্ষ্মণ কিরূপে সেই রাক্ষসপূর্ণ জনশূন্য অরণ্যে সীতারে একাকিনী পরিত্যাগ করিয়া আগমন করিল। অনন্তর তিনি মৃগরূপী রাক্ষস দ্বারা আপনার আকর্ষণ ও লক্ষ্মণের আগমনে নিতান্ত শঙ্কিত ও একান্ত চিন্তাকুল হইয়া আপনাদিগকে নিন্দা করত শীঘ্র তাঁহার নিকট গমনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, লক্ষ্মণ! বৈদেহী ত জীবিত আছেন? তখন লক্ষ্মণ, সীতা তাঁহার প্রতি যে সকল অসদৃশ দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন; তৎ সমুদায় নিবেদন করিলেন। তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া রামের হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল।

অনন্তর তিনি আশ্রমে উপস্থিত হইয়া পর্ব্বতপ্রতিম মৃতের ন্যায় নিপতিত গৃধ্ররাজকে অবলোকন করিয়া রাক্ষসভ্রমে শরাসন আকর্ষণপূর্ব্বক লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। গৃধ্ররাজ রাম ও লক্ষ্মণকে নয়নগোচর করিয়া কহিলেন, বৎস! তোমাদিগের মঙ্গল হউক; আমি রাজা দশরথের সখা; আমার নাম জটায়ু। ভ্রাতৃযুগল তাঁহার বাক্য কর্ণগোচর করিয়া পরস্পর কহিলেন, ইনি কে আমাদিগের পিতার নাম করিতেছেন। পরে তাঁ-

হারা সেই ছিন্নপক্ষ পক্ষীর নিকট গমন করিলে তিনি কহিলেন, অদ্য সীতার নিমিত্ত দুরাত্মা রাবণ হইতে আমার এই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। তখন রাম জিজ্ঞাসা করিলেন, তাত! রাবণ কোন্ পথে প্রস্থান করিয়াছে। পক্ষীন্দ্র বাঙ্নিষ্পত্তি করিতে অসমর্থ হইয়া শিরশ্চালন দ্বারা পথের নিরূপণ করিয়া তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। দাশরথি গৃধ্ররাজের ইঙ্গিত দর্শনে রাবণ দক্ষিণ দিকে গমন করিয়াছে বুঝিতে পারিলেন এবং স্বীয় পিতৃবন্ধু জটায়ুর অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সমাপন করিয়া তথা হইতে লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে আশ্রমে গমন করিলেন। দেখিলেন, আশ্রম শূন্য হইয়া রহিয়াছে; তত্রস্থ মঠ সমুদায় ভগ্ন হইয়া গিয়াছে; কলস সকল চূর্ণ হইয়াছে এবং শত শত গোমায়ুগণ ইতস্তত সঞ্চরণ করিতেছে।

তখন তাঁহারা জানকীহরণ জন্য শোকে নিতান্ত অভিভূত হইয়া ক্রমিক দক্ষিণাভিমুখে দণ্ডকারণ্যে গমন করিলেন। যাইতে যাইতে দেখিলেন, ঐ ঘোর অরণ্যমধ্যে সহস্র সহস্র মৃগযূথ বায়ুবেগে চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইতেছে এবং অন্যান্য জন্তুগণ বর্দ্ধমান দাবাগ্নির ন্যায় ঘোরতর শব্দ করিতেছে। তাঁহারা কিয়ৎক্ষণ পরেই এক ঘোরদর্শন মহাভুজ কবন্ধ অবলোকন করিলেন। উহার আকার নিবিড় মেঘ ও পর্ব্বতের ন্যায় এবং স্কন্ধদেশ শালসদৃশ। উহার বিশাল নেত্রদ্বয় বক্ষঃস্থলে ও ভীষণ বদনমণ্ডল উদরে সন্নিহিত রহিয়াছে। কবন্ধ যদৃচ্ছাক্রমে লক্ষ্মণের হস্ত ধারণ করাতে তিনি সাতিশয় বিষণ্ণ হইলেন। কবন্ধ তখন লক্ষ্মণকে আকর্ষণ করিয়া রামের অভিমুখে গমন করিতে লাগিল। তখন সুমিত্রানন্দন রামকে অবলোকন করিয়া কাতর স্বরে কহিলেন, মহাশয়! আমার দুরবস্থা দর্শন করুন। বৈদেহীর হরণ, আমার এই আকস্মিক বিপৎপাত, আপনার রাজ্য নাশ ও পিতার মরণ এই সমুদায় অমঙ্গল এককালে উপস্থিত হইয়াছে। হায়! আমি কোশল নগরে বৈদেহী সমভিব্যাহারে আপনারে পিতৃপৈতামহ রাজ্য শাসন করিতে দেখিলাম না; আপনি যখন কুশ, লাজ ও শমী দ্বারা রাজ্যে অভিষিক্ত হইবেন; তখন ধন্য ব্যক্তিরাই মেঘনির্ম্মুক্ত শশধরের ন্যায় আপনার মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিবেন! লক্ষ্মণ এই প্রকার বহুবিধ বিলাপ করিলেন।

সূর্য্যবংশাবতংস মহাবীর রাম সেই বিপৎকালেও কিছুমাত্র ভীত না হইয়া কহিলেন, হে নরশ্রেষ্ঠ! তুমি কিছুমাত্র বিষণ্ণ হইও না; আমি জীবিত থাকিতে উহার নিকট তোমার ভয়ের বিষয় কি? আমি এই দুরাত্মার বাম বাহু ছেদন করিতেছি; তুমি শীঘ্র উহার দক্ষিণ বাহু ছেদন কর। মহাবীর রাম এই কথা বলিতে বলিতে তীক্ষ্ণ খড়্গাঘাতে অনায়াসে কবন্ধের বাম বাহু ছেদনপূর্ব্বক পাতিত করিলেন। লক্ষ্মণও তদ্দর্শনে সাহসী হইয়া খড়্গাঘাতে তাহার দক্ষিণ বাহু ছেদনপূর্ব্বক পার্শ্বদেশে দৃঢ়তর আঘাত করিতে লাগিলেন। কবন্ধ দারুণ আঘাতে নিরতিশয় নিপীড়িত হইয়া ভূতলে নিপতিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল।

অনন্তর সূর্য্যসদৃশ তেজস্বী দিব্যদর্শন এক পুরুষ কবন্ধের দেহ হইতে বহির্গত হইলেন। রাম তদ্দর্শনে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাঁহারে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কে? অনুগ্রহপূর্ব্বক পরিচয় প্রদান করুন; আমি আপনারে নিরীক্ষণ করিয়া চমৎকৃত হইয়াছি। দিব্য পুরুষ কহিলেন, হে ভূপনন্দন! আমি গন্ধর্ব্ব, আমার নাম বিশ্বাবসু; ব্রহ্মশাপপ্রভাবে রাক্ষসযোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলাম। হে মহাত্মন্! লঙ্কাধিবাসী দুরাত্মা রাবণ সীতারে হরণ করিয়াছে। আপনি সুগ্রীবের নিকট গমন করুন; তিনি আপনার সহিত সখ্য সংস্থাপন করিবেন।

এই যে পবিত্রতোয়া হংসকারণ্ডবসনাথা পম্পা পুষ্করিণী দেখিতেছেন ; ইহার অনতি দূরে ঋষ্যমুক পর্ব্বতে সুগ্রীব চারি জন সচিব সমভিব্যাহারে ঐ পর্ব্বতে বাস করিতেছেন। মহাবীর সুগ্রীব বানররাজ বালীর সহোদর। আপনি তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া তাঁহারে আপনার দুঃখের কারণ জ্ঞাপন করুন। তিনিও আপনার ন্যায় ভার্য্যাবিয়োগী ; অতএব অবশ্যই আপনার সাহায্য করিবেন। আমি এই মাত্র বলিতে পারি যে, আপনি নিঃসন্দেহ জানকীর সন্দর্শন পাইবেন ; বানররাজ সুগ্রীব নিশ্চয়ই রাবণাদিরে জানেন। মহাপ্রভাবসম্পন্ন দিব্য পুরুষ এই বলিয়া অন্তর্হিত হইলে মহাবীর রাম লক্ষণ বিস্ময়ান্বিত হইলেন।

একোনাশীত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর দাশরথি অনতি দূরবর্ত্তী প্রফুল্লোৎপলশালী সুরম্য পম্পা সরোবরে উপনীত হইলেন। তাহার সুশীতল সুখকর সমীরণ সেবন করিতে করিতে তাঁহার অন্তঃকরণে জানকীবিরহ উদ্দীপিত হইল। তখন তিনি মদনবাণে একান্ত আহত হইয়া অতীত বৃত্তান্তের অনুশোচনা করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে লক্ষ্মণ তাঁহারে জানকীবিরহে নিতান্ত কাতর দেখিয়া প্রবোধ বাক্যে কহিলেন, আর্য্য! যেমন ব্যাধি, বৃদ্ধমতানুযায়ী বিজ্ঞ মনুষ্যকে আক্রমণ করিতে পারে না ; তদ্রূপ এবম্বিধ বিরূপ ভাব আপনারে স্পর্শ করিতে কদাচ সমর্থ হয় না ; অতএব আপনার শোকাকুল হওয়া অনুচিত ; আপনি জানকী ও রাবণের বার্ত্তা অবগত আছেন ; এক্ষণে বুদ্ধি, বল ও পৌরুষ প্রকাশপূর্ব্বক সীতা দেবীর উদ্ধার সাধনে যত্নবান্ হউন। আসুন, আমরা পর্ব্বতবাসী কপিবর সুগ্রীবের নিকট গমন করি। আমি আপনার শিষ্য, ভৃত্য ও সহায় ; আমি বিদ্যমান থাকিতে আপনার নিরাশ্বাস হওয়া কোন ক্রমেই উচিত নহে।

অনন্তর রাঘব প্রকৃতিস্থ হইয়া সমস্ত কর্ত্তব্য কার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহারা সেই সরোবরে অবগাহন ও পিতৃগণের তর্পণ করিয়া ঋষ্যমুকাভিমুখে গমন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া গিরিশিখরবাসী মহাবীর পঞ্চ বানরকে নিরীক্ষণ করিলে কপিবর সুগ্রীব হিমাচলের ন্যায় উন্নত নিজ মন্ত্রী ধীমান্ হনূমানকে তাঁহাদিগের নিকট প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা হনূমানকে সম্ভাষণ করত তাঁহার সহিত কপিরাজ সুগ্রীবের নিকট উপস্থিত হইলে তিনি রামের সহিত মৈত্রীভাব সংস্থাপন করিলেন।

অনন্তর রাম কপিগণের নিকট নিজ বৃত্তান্ত বর্ণন করিলে তাঁহারা, (সীতা দেবী হরণ কালে পর্ব্বতোপরি যে বস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছিলেন); তাহা তাঁহার নেত্রগোচর করিলেন। রাম প্রত্যয়কর সেই অভিজ্ঞান লাভ করিয়া সুগ্রীবকে পৃথিবীস্থ বানরগণের অধিপতি করিয়া দিলেন এবং আমি মহাবল বালীরে বধ করিব এই বলিয়া তাঁহার নিকট অঙ্গীকার করিলেন। সুগ্রীবও সীতা দেবীর উদ্ধার সাধনে প্রতিশ্রুত হইলেন।

তাঁহারা এই রূপ পরস্পর বচনবদ্ধ হইয়া বিশ্বস্ত মনে যুদ্ধার্থ কিষ্কিন্ধা আক্রমণ করিলে সুগ্রীব মুহুর্মুহু সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। বালী এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া ক্রোধভরে যুদ্ধার্থ নির্গত হইতেছেন ; ইত্যবসরে সুগ্রীবপত্নী তারা তাঁহারে তদ্বিষয়ে নিষেধ করিয়া কহিল, মহারাজ! যখন মহাবল পরাক্রান্ত সুগ্রীব সিংহনাদ করিতেছে ; তখন নিশ্চয়ই বোধ হয়, সে অন্য কোন জীবের আশ্রয় লাভ করিয়া উপস্থিত হইয়া থাকিবে ; অতএব এই ক্ষণে যুদ্ধার্থ নিষ্ক্রান্ত হইও না। তখন হেমমালী বালী

প্রিয়তমা তারারে কহিলেন, প্রিয়ে! তুমি ত বুদ্ধিবলে সকল প্রাণীরই কণ্ঠস্বর অনুধাবন করিতে পার; অতএব আমার ভ্রাতা সুগ্রীব কাহার আশ্রয় লাভ করিয়াছে বলিয়া দাও।

অনন্তর তারা মুহূর্ত্ত কাল চিন্তা করিয়া মহাবীর বালীরে কহিল, মহারাজ! কৃতদার দাশরথি সুগ্রীবের সহিত তুল্যাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া মিত্রতা সংস্থাপন করিয়াছেন; সুতরাং সুগ্রীবের মিত্র তাঁহার মিত্র ও সুগ্রীবের শত্রু তাঁহার শত্রু। আর উহাঁর ভ্রাতা লক্ষ্মণ সুগ্রীবের কার্য্য সিদ্ধির নিমিত্ত একান্ত যত্নবান আছেন এবং মৈন্দ, দ্বিবিদ, হনুমান্ ও ঋক্ষরাজ জাম্ববান্ ইহাঁরা সুগ্রীবের মন্ত্রী। ইহাঁরা সকলেই মহাবল পরাক্রান্ত ও বুদ্ধিমান্; বিশেষত রামবলবীর্য্যের আশ্রয় লাভ করিয়া তোমার বিনাশে অবশ্যই কৃতকার্য্য হইবেন। তখন বালী তারার হিত বাক্যে অনাদর প্রদর্শনপূর্ব্বক ঈর্ষাবশে তাহারে সুগ্রীবানুরাগিণী মনে করিয়া বারংবার ভৎর্সনা করত সত্বরে গুহা হইতে নির্গত হইলেন এবং মাল্যবান্ পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী সুগ্রীবকে নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, রে দুরাচার! আমি পূর্ব্বে তোরে বারংবার পরাজয় করিয়া জ্ঞাতি বোধে পরিত্যাগ করিয়াছি; এক্ষণে পুনর্ব্বার মৃত্যু ইচ্ছা হইয়াছে কেন? তখন সুগ্রীব কহিলেন, হে মহারাজ! তুমি আমার ভার্য্যা ও রাজ্য অপহরণ করিয়াছ; সুতরাং আমার জীবনের আর গৌরব কি? এই বলিয়া আমি পুনরায় আগমন করিয়াছি।

এই রূপ কথোপকথনানন্তর বালী ও সুগ্রীব শাল, তাল ও শিলা গ্রহণপূর্ব্বক ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা পরস্পর পরস্পরকে প্রহার, ভূতলে পাতিত ও মুষ্ট্যাঘাত করত বিচিত্র লম্ফ প্রদান করিতে লাগিলেন। তাঁহারা উভয়ে পরস্পর নখ দন্ত প্রহার দ্বারা রুধিরাক্তকলেবর হইয়া পুষ্পিত কিংশুক পাদপের ন্যায় শোভিত হইলেন। সেই ঘোরতর যুদ্ধে যখন বালী ও সুগ্রীবের আকারগত কোন ইতর বিশেষ লক্ষিত হইল না; তখন হনুমান্ সুগ্রীবের কণ্ঠদেশে মাল্য প্রদান করিলেন। যেমন মেঘমালা দ্বারা মহাশৈল মলয় শোভিত হয়; তদ্রূপ মহাবীর সুগ্রীব হনুমৎ প্রদত্ত মাল্য দ্বারা শোভমান হইলেন।

তখন পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম সেই মাল্য দ্বারা সুগ্রীবকে চিনিতে পারিয়া বালীরে লক্ষ্য করত শরাসন আকর্ষণপূর্ব্বক বাণ পরিত্যাগ করিলেন। মহাবীর বালী রামের দারুণ শরে বিদ্ধহৃদয় হইয়া রক্ত বমন করত লক্ষ্মণসমবেত রামকে অবলোকন করিলেন এবং তাঁহারে ভৎর্সন করিতে করিতে মুর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন। তখন তারা তারাপতিসদৃশ ভূতলশায়ী স্বীয় পতিরে নিরীক্ষণ করিয়া শোকসাগরে মগ্ন হইল।

এই রূপে মহাবীর বালী নিহত হইলে পর সুগ্রীব কিষ্কিন্ধ্যারাজ্য ও পূর্ণেন্দুমুখী তারারে প্রাপ্ত হইলেন। রামও সুগ্রীব কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া চারি মাস মাল্যবান্ পর্ব্বতের উপর অধিবাস করিলেন।

এ দিকে রাবণ লঙ্কা পুরী গমনপূর্ব্বক তাপসাশ্রমসদৃশ অশোক বনসমীপবর্ত্তী নন্দনোপম ভবনে জানকীরে নিবেশিত করিলেন। ভর্ত্তৃস্মরণকৃশাঙ্গী তাপসীবেশধারিণী পৃথুলোচনা জানকী সেই স্থানে ফল মূলাশনে জীবন ধারণ করত অতি কষ্টে বাস করিতে লাগিলেন। রাক্ষসাধিপতি তাঁহার রক্ষার নিমিত্ত প্রাস, অশি, শূল, পরশু, মুদ্গর ও আলাতধারিণী কতকগুলি রাক্ষসীরে নিযুক্ত করিলেন; তাহাদিগের মধ্যে কেহ দ্বিনেত্রা, কেহ ত্রিনেত্রা, কেহ বা ললাটনেত্রা; কাহারও বা দীর্ঘ জিহ্বা; কাহারও বা জিহ্বার চিহ্নমাত্র নাই; কাহারও বা তিন স্তন; কাহারও এক পদ; কাহারও বা তি-

নটমাত্র জটা ; কাহারও বা এক লোচন ; কাহারও প্রজ্বলিত চক্ষু ; কাহারও বা কেশকলাপ পিঙ্গল বর্ণ ও রুক্ষ ; তাহারা দিবারাত্র অতন্দ্রিত হইয়া সীতারে বেষ্টন করিয়া থাকিত এবং সর্ব্বদা পরুষ বাক্যে "ভক্ষণ করিব, সংহার করিব, তিল তিল করিয়া খণ্ড খণ্ড করিব, এ আমাদের স্বামীরে অবমাননা করিয়াও জীবিত রহিয়াছে ;" এই বলিয়া তর্জ্জন ও ভৎর্সনা করিত।

পতিশোকবিধুরা জানকী তাহাতে অতি ভীত হইয়া পুনঃ পুনঃ দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক কহিতেন, আর্য্যাগণ! আমারে শীঘ্র ভক্ষণ কর ; আমার জীবনে কিছুমাত্র যত্ন নাই ; আমি সেই নীলকুঞ্চিতকেশ রাজীবলোচন প্রাণবল্লভবিরহে তালগত সর্পীর ন্যায় নিরাহারে শরীর শোষণ করিব। তোমরা নিশ্চয়ই জানিও, আমি সেই রাঘব ব্যতীত অন্য পুরুষের মুখাবলোকন করিব না ; ইহার পর যাহা কর্ত্তব্য থাকে কর।

রাক্ষসীগণ তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া রাক্ষসপতিরে তৎসমুদায় নিবেদন করিবার নিমিত্ত তথা হইতে প্রস্থান করিলে ত্রিজটা নাম্নী প্রিয়বাদিনী এক রাক্ষসী তাঁহারে সান্ত্বনাপূর্ব্বক কহিল, সখি জানকি! আমারে কিঞ্চিৎ বিশ্বাস কর ; ভয় ত্যাগ করিয়া আমার বাক্য শ্রবণ কর। অবিন্ধ্য নামে একটি মেধাবী বৃদ্ধ রাক্ষস আছেন ; তিনি রামের হিতান্বেষী ; তিনি তোমার নিমিত্ত আমারে কহিলেন, "তুমি আমার বাক্যে সীতারে আশ্বাসিত ও প্রসন্ন করিয়া কহিবে, তোমার ভর্ত্তা রাম এবং বলবান্ লক্ষ্মণ কুশলে আছেন ; তিনি তোমার নিমিত্ত সচেষ্টিত হইয়া শক্রসমতেজা বানররাজ সুগ্রীবের সহিত সখ্য বন্ধন করিয়াছেন ; হে ভীরু! লোকবিনিন্দিত রাবণ হইতে ভীত হইও না ; তুমি নলকুবরশাপে সুরক্ষিত হইবে। পাপাত্মা রাবণ পূর্ব্বে রম্ভা বধূরে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করাতে এই রূপ অভিশপ্ত হইয়াছে যে, কোন অবশীভূত রমণীরে গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবে না। তোমার ভর্ত্তা এবং সৌমিত্রি সুগ্রীবসহায় হইয়া শীঘ্র আগমনপূর্ব্বক তোমার উদ্ধার করিবেন। অদ্য আমি দুরাত্মা রাবণের সংহারসূচক এই ভয়ানক স্বপ্ন দর্শন করিয়াছি যে, দুষ্টাত্মা নিশাচর দেবগণ কর্ত্তৃক স্পর্দ্ধিত ও কালোপহতচেতন হইয়া গর্দ্দভযুক্ত রথে নৃত্য করিতেছে ; কুম্ভকর্ণাদি রাক্ষসগণ নগ্ন, মুণ্ডিতমস্তক ও রক্তমাল্যবিভূষিত হইয়া দক্ষিণাভিমুখে গমন করিতেছে ; বিভীষণ একাকী শ্বেতাতপত্র, উষ্ণীষধারী ও শুক্ল মাল্যানুরঞ্জিত হইয়া শ্বেত পর্ব্বতে আরোহণ করিয়াছে ; তাহার চারি জন মন্ত্রী শুক্ল মাল্যধারী, শুক্লানুলেপনে অনুলিপ্ত ও শ্বেত পর্ব্বতারূঢ় হইয়া এই মহাভয় হইতে মুক্ত হইয়াছেন ; সসাগরা পৃথিবী রামের অস্ত্রে পরিক্ষিপ্ত হইয়াছে ; এবং তোমার স্বামীর যশে পৃথিবী পরিপূর্ণ হইবে। লক্ষ্মণ দশ দিক্‌দাহ করত অস্থিরাশিতে আরোহণ করিয়া মধু ও পায়স ভোজন করিতেছেন ; এবং তোমার সমুদায় শরীর রুধিরে আর্দ্র হইয়াছে ও একটি ব্যাঘ্র তোমারে রক্ষা করিতেছে," অতএব হে মৃগশাবাক্ষি! তুমি অচির কালমধ্যে স্বামীর সহিত সমাগত হইয়া আনন্দিত হইবে ; তাহার সন্দেহ নাই।

ত্রিজটার বাক্য শ্রবণ করিয়া জনকনন্দিনী সীতার পুনরায় ভর্ত্তৃসমাগমের আশা বলবতী হইয়া উঠিল। অনন্তর সেই সকল নিশাচরীগণ আগমনপূর্ব্বক দেখিল যে, সীতা ত্রিজটা সমভিব্যাহারে পূর্ব্বের ন্যায় উপবেশন করিয়া আছেন।

অশীত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, ভর্ত্তৃবিরহবিধুরা

অতি দীনা মলিনবসনা মণিমাত্রভূষণা পতিপরায়ণা জনকনন্দিনী শিলাতলে উপবেশন করিয়া রোদন করিতেছেন ও রক্ষাধিকৃত রাক্ষসীগণ সমীপে দণ্ডায়মান রহিয়াছে; এমন সময়ে রাজা দশানন দিব্য বসন, মনোহর মণিকুণ্ডল, বিচিত্র মাল্য ও মুকুট ধারণ করিয়া মূর্ত্তিমান্ বসন্তের ন্যায়, রত্নবিভূষিত কল্প পাদপের ন্যায় কন্দর্পশরে আহত হইয়া জনকনন্দিনীসমীপে সমুপস্থিত হইলেন। তাঁহার মূর্ত্তি নানা অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইলেও শ্মশানারোপিত চৈত্য বৃক্ষের ন্যায়, রোহিণীসমীপবর্ত্তী শনৈশ্চর গ্রহের ন্যায় অতি ভয়ঙ্কর বোধ হইতে লাগিল।

অনন্তর রাবণ জনকনন্দিনীরে সম্বোধন করিয়া কহিল, অয়ি জনকনন্দিনি! শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রদর্শন করা হইয়াছে; এক্ষণে প্রসন্ন হও; বেশ বিন্যাস করিয়া দিতেছি। হে বরারোহে! আমারে ভজনা কর; আমার রমণীগণের শিরোমণি হও। আমার গৃহে বহুসংখ্যক দেব, গন্ধর্ব্ব, দানব ও দৈত্যকন্যা বাস করিতেছে। হে কল্যাণি! চতুর্দ্দশ কোটি পিশাচ, অষ্টবিংশতি কোটি ভীমকর্ম্মা রাক্ষস এবং রাক্ষসের তিন গুণ যক্ষ আমার আজ্ঞাকারী। কত শত লোক আমার ধনাধ্যক্ষ ভ্রাতা কুবেরকে উপাসনা করিতেছে; আমি আপানে উপবেশন করিলে কত শত গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরা আমার ভ্রাতার ন্যায় আমারে সেবা করে। আমি বিপ্রর্ষি বিশ্রবার পুত্র; কুবেরের ন্যায় আমার যশ সর্ব্বত্র প্রথিত; হে ভাবিনি! ত্রিদশালয়ে যেরূপ বিবিধ ভক্ষ্য, ভোজ্য, পানীয় বিদ্যমান আছে; আমার আলয়েও সেই রূপ আছে; তাহার সন্দেহ নাই। হে নিতম্বিনি! এক্ষণে বনবাসজনিত দুষ্কৃত ক্ষয় কর; তুমি মন্দোদরীর ন্যায় আমার প্রণয়িনী হও।

পতিপরায়ণা জানকী রাবণের বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক মুখমণ্ডল পরিবর্ত্তিত করিয়া তৃণরাশিমধ্যে অন্তরিত করিলেন; তাঁহার নয়নযুগল হইতে অনবরত অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল। তিনি দুরাশয় রাক্ষসরাজকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে রাক্ষসরাজ! তুমি বারংবার বিষাদকর দুর্ব্বাক্য সকল প্রয়োগ করিতেছ; এই অভাগিনীও উহা শ্রবণ করিতেছে; আর কেন, যথেষ্ট হইয়াছে; অতঃপর তোমার কল্যাণ হউক; তুমি এই দুরভিলাষ পরিত্যাগ কর। আমি পতিব্রতা, পরপত্নী; তোমার গ্রহণীয় নহি; কৃপাপাত্র মানুষী তোমার উপযুক্ত প্রেয়সী নহে। তুমি অবশীভূত কামিনীর প্রতি বল প্রকাশ করিয়া কি প্রীতি লাভ করিবে? তুমি প্রজাপতিসম ব্রাহ্মণের সন্তান এবং স্বয়ং লোকপালসদৃশ হইয়া কি নিমিত্ত আপন ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতেছ না? তুমি মহেশ্বরের সখা ধনেশ্বরকে ভ্রাতা বলিয়া পরিচয় দিয়াও কি লজ্জিত হইতেছ না?

জনকনন্দিনী রাবণকে উক্ত প্রকার উপদেশ প্রদান করিয়া বসন দ্বারা গ্রীবা ও মুখমণ্ডল আচ্ছাদনপূর্ব্বক হৃৎকম্প সহকারে রোদন করিতে লাগিলেন; তখন তাঁহার মস্তকশোভিনী সুসংযতা বেণী নিশ্বসিতা কালসর্পীর ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। দুর্বুদ্ধি দশানন তাঁহার নিষ্ঠুর বাক্য শ্রবণে আপনার দুরাশা পরিপূরণে হতাশ্বাস হইয়াও পুনরায় কহিল, হে জনকনন্দিনি! মকরধ্বজ আমারে যার পর নাই ব্যথিত করিতেছে; কিন্তু তুমি স্পৃহাবতী না হইলে কখনই আত্মস্পৃহা চরিতার্থ হইবে না। তুমি যখন অদ্যাপি আমাদের আহারস্বরূপ মনুষ্য রামচন্দ্রের অনুরোধ করিতেছ; তখন আর আমি তোমার কি করিতে পারি। রাক্ষস-

রাজ রাবণ এই কথা কহিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইয়া অভিমত দিকে প্রস্থান করিলে রাক্ষসীগণপরিবৃতা শোকাভিভূতা জনকদুহিতা বৈদেহী সেই স্থানে বাস করিতে লাগিলেন।

একাশীত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মহারাজ! এ দিকে রাম ও লক্ষ্মণ বানররাজ সুগ্রীব কর্ত্তৃক পালিত হইয়া মাল্যবান্ পর্ব্বতের উপর বাস করিতে লাগিলেন। একদা রাম রজনীযোগে নির্ম্মল নভঃস্থলে চন্দ্রমা সমুদিত হইয়াছে ও গ্রহ নক্ষত্রাদি তাহার চতুর্দ্দিকে শোভা পাইতেছে অবলোকন করত নিদ্রিত হইলে প্রভাত কালীন কুমুদ উৎপল পদ্ম প্রভৃতি বিবিধ পুষ্পের পরিমলবাহী সুগন্ধ গন্ধবহের সুখস্পর্শে প্রতিবোধিত হইলেন। তখন তিনি সীতা রাক্ষসাগারে বদ্ধ রহিয়াছেন, স্মরণ করিয়া সাতিশয় উৎকণ্ঠিত চিত্তে লক্ষ্মণকে কহিলেন, "হে সৌমিত্রে! তুমি কিষ্কিন্ধ্যা নগরীতে সেই গ্রাম্য ধর্ম্মনিরত স্বার্থসাধনতৎপর কৃতঘ্ন বানররাজের নিকট গমন কর। যে কুলাধম মূঢ়কে আমি রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছি। গোপুচ্ছ প্রভৃতি নানাবিধ বানরনিবহ ও ঋক্ষগণ সতত যাহারে ভজনা করিয়া থাকে। আমি যাহার নিমিত্ত তোমার সমভিব্যাহারে কিষ্কিন্ধ্যার উপবনে বালীরে বধ করিয়াছি। এক্ষণে সেই বানরাপসদ সুগ্রীবকে নিতান্ত কৃতঘ্ন বলিয়া বোধ হইতেছে। ঐ দুরাত্মা আমার এই দুর্দ্দশা এক বার মনেও করে না। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, সে মৎকৃত উপকার অল্প জ্ঞান করিয়া আমার অবমাননা করত নিয়ম প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হইয়াছে। হে ভ্রাতঃ! তুমি তথায় গমন করিলেও যদি সেই দুরাত্মা নিশ্চেষ্ট ও কামপ্রবৃত্তিপরতন্ত্র হইয়া থাকে; তবে বালীর ন্যায় তাহারেও যমালয়ে প্রেরণ করিও। আর যদি সে আমাদিগের কার্য্য সাধনে একান্ত মনে নিযুক্ত হয়; তাহা হইলে তাহারে এখানে আনয়ন করিও; সত্বর হও; বিলম্বে প্রয়োজন নাই।

গুরুজনহিতানুষ্ঠাননিরত লক্ষ্মণ ভ্রাতার বচনানুসারে দিব্য কার্ম্মুক ও শর গ্রহণপূর্ব্বক কিষ্কিন্ধ্যায় গমন করিয়া নির্ভয়ে পুরপ্রবেশ করিলেন। বানররাজ সুগ্রীব লক্ষ্মণকে ক্রুদ্ধ জানিতে পারিয়া সসম্ভ্রমে প্রত্যুদ্গমনপূর্ব্বক সস্ত্রীক হইয়া পূজা করিলেন। তখন সুমিত্রানন্দন নির্ভীক চিত্তে সুগ্রীবসন্নিধানে সমুদায় রামবাক্য কহিলেন। বানররাজ লক্ষ্মণের মুখে রামের আদেশ শ্রবণানন্তর ভৃত্য ও পত্নী সমভিব্যাহারে কৃতাঞ্জলিপুটে নিতান্ত বিনীত ভাবে কহিলেন, হে লক্ষ্মণ! আমি মেধাহীন, অকৃতজ্ঞ বা নির্দ্দয় নহি। আমি সীতার অন্বেষণের নিমিত্ত যেরূপ প্রযত্ন করিতেছি; শ্রবণ কর। সুশিক্ষিত বানরগণকে চতুর্দ্দিকে প্রেরণ করিয়াছি; তাহাদিগকে এক মাস পরে প্রত্যাগমন করিতে নিয়ম করিয়া দিয়াছি। ঐ সমুদায় বানর পর্ব্বতবনগ্রামনগরসমবেত সমুদায় মেদিনীমণ্ডলে সীতার অন্বেষণ করিবে। হে সৌমিত্রে! এক মাস পূর্ণ হইবার আর পঞ্চম রাত্রিমাত্র অবশিষ্ট আছে। ঐ পঞ্চরাত্র অতীত হইলেই তুমি রাম সমভিব্যাহারে শুভ সংবাদ শ্রবণ করিবে। লক্ষ্মণ সুগ্রীবের বাক্য শ্রবণে ক্রোধ পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহারে প্রতিপূজন করিলেন। অনন্তর তিনি বানররাজকে সমভিব্যাহারে লইয়া রামসমীপে গমনপূর্ব্বক সুগ্রীবের কার্য্যারম্ভের বিষয় নিবেদন করিলেন।

ক্রমে ক্রমে বানর সমূহ সমাগত হইতে লাগিল। পূর্ব্ব, উত্তর ও পশ্চিম এই তিন দিকে যে সমুদায় বানর গমন করিয়াছিল; সকলেই প্রত্যাবর্ত্তন করিল; কিন্তু কেবল যাহারা দক্ষিণাভিমুখে গমন করিয়াছিল;

তাঁহারাই প্রত্যাগত হইল না। সমাগত বানরগণ রামসমীপে আগমনপূর্ব্বক কহিল; মহাশয়! আমরা সসাগরা সদ্বীপা সমুদায় মেদিনীমণ্ডল পরিভ্রমণ করিয়াছি; কিন্তু কোন স্থানেই সীতা বা রাবণের উদ্দেশ প্রাপ্ত হই নাই। তখন বৈদেহীবিয়োগবিধুর রঘুনন্দন দক্ষিণ দিকে প্রস্থিত বানরগণের নিকট জানকীর বার্ত্তা শ্রবণের আশায় কথঞ্চিৎ জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন।

দুই মাস অতীত হইলে পর একদা কতকগুলি বানর সত্বরে সুগ্রীবসন্নিধানে সমাগত হইয়া কহিল, মহারাজ! হনূমান্, অঙ্গদ ও অন্যান্য যে সমুদায় বানরগণকে দক্ষিণ দিকে প্রেরণ করিয়াছিলেন; তাহারা আসিয়া আজি আপনার চিররক্ষিত ও যত্নপূর্ব্বক পরিবর্দ্ধিত মধুবনে প্রবেশপূর্ব্বক সমুদায় ফল ভক্ষণ করিতেছে। কপিরাজ সুগ্রীব হনূমান্ প্রভৃতি বানরগণের সেই প্রণয়সূচক কার্য্য শ্রবণে তাঁহাদিগকে কৃতকার্য্য বিবেচনা করিয়া আপনারে কৃতার্থ জ্ঞান করিলেন। তখন তিনি রামসমীপে ঐ বৃত্তান্ত কহিলে রামও মৈথিলী দৃষ্ট হইয়াছেন বলিয়া অনুমান করিলেন।

অনন্তর হনূমান্ প্রভৃতি বানরগণ বিশ্রান্ত হইয়া রামলক্ষ্মণসন্নিধানে বানররাজ সুগ্রীবের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। রঘুবংশাবতংস রাম হনূমানের গতি ও মুখবর্ণ নিরীক্ষণ করিয়া সীতা দৃষ্ট হইয়াছেন বলিয়া প্রত্যয় করিলেন। তখন পূর্ণমানস হনূমান্ প্রভৃতি বানরগণ রাম, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবকে যথাবিধি প্রণাম করিলে রাম সশর শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক সেই সমুদায় বানরগণকে কহিতে লাগিলেন; তোমরা কি কৃতকার্য্য হইয়াছ? আমায় কি জীবিত রাখিবে? আমি কি যুদ্ধে শত্রু বিনাশ করিয়া জানকীরে আনয়নপূর্ব্বক পুনরায় অযোধ্যায় রাজ্য করিব। আমি সীতার উদ্ধার সাধন ও সংগ্রামে শত্রুগণকে বিনাশ না করিয়া কোন ক্রমেই ক্ষান্ত হইব না। আমি হৃতদার ও অবমানিত হইয়া কদাচ জীবন ধারণ করিব না।

অনন্তর পবননন্দন হনূমান্ কহিলেন, হে রাম! আমি আপনারে একটি প্রিয় বাক্য কহিতেছি; শ্রবণ করুন; আমি আপনার জানকীরে নিরীক্ষণ করিয়াছি। আমরা বহু কাল অশোকর অরণ্যপরিপূর্ণ দক্ষিণ দিক্ অনুসন্ধান করত একান্ত ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত হইয়া অতি গভীর এক গুহা অবলোকন করিলাম। ঐ গুহা বহু যোজন আয়ত, গাঢ় তিমিরে নিরন্তর সমাচ্ছন্ন, কীটকুলসঙ্কুল ও নিরবচ্ছিন্ন নিবিড় কাননে পরিপূর্ণ রহিয়াছে।

আমরা তন্মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক বহু দূর গমন করিয়া দিবাকরের আলোক ও ময় দানবের পূর্ব্ব ভবন সুরম্য এক হর্ম্ম্য অবলোকন করিলাম; সেই স্থানে প্রভাবতী নাম্নী এক বর্ষীয়সী তাপসী তপস্যা করিতেছেন। আমরা তদ্দত্ত পান ভোজনে পরিতৃপ্ত ও লব্ধবল হইয়া আপনার নির্দ্দিষ্ট পথ অবলম্বনপূর্ব্বক গুহা হইতে বহির্গত হইলাম। পরে সহ্য, মলয় ও দর্দ্দুর পর্ব্বত এবং অগাধ নীরনিধি নিরীক্ষণ করত মলয় পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া সাতিশয় বিষণ্ণ, ব্যথিত ও জীবিতাশায় নিরাশ হইলাম। আমরা সেই বহু যোজন বিস্তীর্ণ তিমি-মকর-নক্র-সার্থপরিপূর্ণ মহার্ণব কিরূপে উল্লঙ্ঘন করিব; ইহাই নিতান্ত দীনমনে বারংবার ভাবিতে লাগিলাম।

অনন্তর আমরা সেই স্থানে প্রায়োপবেশনে কৃতসংকল্প ও একত্র সমাসীন হইয়া প্রসঙ্গক্রমে গৃধ্ররাজ জটায়ুর কথা কীর্ত্তন করিতে লাগিলাম। ইত্যবসরে উত্তুঙ্গ শৈলশৃঙ্গসদৃশ ঘোররূপ অতি ভীষণ এক পক্ষী নিরীক্ষণ করিলাম। সে আমাদিগকে ভক্ষণ করিবার অভিলাষে উপস্থিত হইয়া কহিল। অহে! কে আমার ভ্রাতা জটায়ুর কথা কীর্ত্তন করিতেছ? আমি তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা-

সম্পাতি। একদা আমরা পরস্পর পরস্পরকে স্পর্দ্ধা করিয়া সূর্য্যসদনে উপস্থিত হইলে তাঁহার উত্তাপে আমার পক্ষ দগ্ধ হইয়া গেল; কিন্তু জটায়ুর পক্ষ সকল তদ্রূপই রহিল। আমি দগ্ধপক্ষ হইয়া তৎক্ষণাৎ এই গিরিপৃষ্ঠে নিপতিত হইলাম।

অনন্তর আমরা সম্পাতিরে জটায়ুর মৃত্যুসম্বাদ নিবেদন করিলে তিনি ঐ অপ্রিয় সমাচার কর্ণগোচর করিয়া বিষণ্ণ মনে আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে কপীন্দ্রগণ! রাম কে? সীতা কি নিমিত্ত অপহৃতা হইয়াছেন ও জটায়ুরই বা কি নিমিত্ত মৃত্যু ঘটনা হইল? আমি এই সমস্ত সবিস্তরে শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি। তখন আমরা আপনার বিপদ্ বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া আমাদিগের প্রায়োপবেশনের বিষয় সকল নিবেদন করিলাম।

অনন্তর সম্পাতি আমাদিগকে উত্থাপিত করিয়া কহিলেন, "আমি রাবণকে সবিশেষ জ্ঞাত আছি; সাগরপারে ত্রিকূটকন্দরে তাহার রাজধানী লঙ্কাও দেখিয়াছি। তথায় সীতা দেবী অবস্থান করিতেছেন; তাহার সন্দেহ নাই।" তখন আমারা সমুদ্র লঙ্ঘন করিবার নিমিত্ত মন্ত্রণা করিতে লাগিলাম; কিন্তু কেহই তদ্বিষয়ে অধ্যবসায় প্রকাশ করিলেন না দেখিয়া পরিশেষে আমিই পিতা পবনকে অবলম্বন করিয়া জলরাক্ষসী বিনাশ করত সেই শত যোজন বিস্তীর্ণ অতি ভীষণ সলিলরাশি অনায়াসেই অতিক্রম করিলাম এবং রাক্ষসরাজ রাবণের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া অতিদীনা সতী সীতারে নয়নগোচর করিলাম। তিনি স্বামিসমাগম লালসায় মগ্ন হইয়া উপবাস ও তপস্যায় নিরন্তর মনোনিবেশ করিয়া আছেন; তাঁহার মস্তকে জটাভার; সর্ব্বাঙ্গ মললিপ্ত ও নিতান্ত কৃশ। আমি এই সকল পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণে তাঁহারে সীতা বোধ করত সম্মুখীন হইয়া কহিলাম, আর্য্যে! আমি পবনাত্মজ হনুমান্; রামের দৌত্য কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া দেবীরে দর্শন করিবার নিমিত্ত আকাশমার্গ দিয়া এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছি। এক্ষণে রাজকুমার রাম লক্ষ্মণ কুশলে আছেন। কপিবর সুগ্রীব প্রভৃতি সকল বানর তাঁহাদিগের রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন। রাম ও লক্ষ্মণ আপনার সর্ব্বাঙ্গীন কুশল সম্বাদ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, বীরবর সুগ্রীবও মিত্রভাবে আপনার মঙ্গল বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। রাম মহাবল কপিবল সমভিব্যাহারে সত্বরেই লঙ্কা পুরে উপস্থিত হইবেন। হে দেবি! আমি প্রচ্ছন্নরূপী রাক্ষস নহি; আমারে প্রকৃত বানর বলিয়াই বিশ্বাস করিবেন।

তখন জনকদুহিতা সীতা মুহূর্ত্ত কাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, বৎস! একদা শিষ্টতম রাক্ষস অবিন্ধ্য আমারে কহিয়াছিল যে, কপীশ্বর সুগ্রীব হনুমান্ প্রভৃতি মন্ত্রিসমূহে সতত পরিবৃত্ত থাকেন; তদনুসারে তোমারে জানিতে পারিয়াছি। এক্ষণে তুমি প্রস্থান কর; এই বলিয়া তিনি অভিজ্ঞানস্বরূপ এই মণিটি আমারে প্রদান করিয়া আপনার মনে বিশ্বাস জন্মাইবার নিমিত্ত কহিলেন, "রাম মহাগিরি চিত্রকূটে অবস্থান কালে এক কাককে লক্ষ্য করিয়া ইষীকাস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছিলেন।" অনন্তর আমি রাক্ষস কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া লঙ্কা পুরী দগ্ধ করত আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি; এই বলিয়া মহাবীর হনুমান্ রামকে অর্চ্চনা করিলেন।

দ্ব্যশীত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর সমুদায় বানরশ্রেষ্ঠ সুগ্রীবের বচনানুসারে পর্ব্বতোপরি বানরগণের সহিত সুখাসীন রামের সমীপে সমুপস্থিত হইতে লাগিল। বালীর শ্বশুর শ্রীমান্ সুষেণ মহাবল পরাক্রান্ত সহস্র কোটি বানর লইয়া আগমন করিল।

বানরেন্দ্র গয় ও গবয় শত কোটি বানরে পরিবৃত হইয়া সমাগত হইল। ভীমদর্শন গবাক্ষ নামা গোলাঙ্গূল বানর ষষ্টি সহস্র কোটি বানর সমভিব্যাহারে রামসন্নিধানে আগমন করিল। গন্ধমাদননিবাসী গন্ধমাদন নামা বানর শত সহস্র কোটি বানর লইয়া উপস্থিত হইল। পনস নামে মেধাবী মহাবল পরাক্রান্ত বানর দ্বিপঞ্চাশৎ কোটি বানর আনয়ন করিল। বলবীর্য্যসম্পন্ন শ্রীমান্ দধিমুখ নামে বৃদ্ধ বানর ভীমপরাক্রমশালী সুমহতী বানরসেনা লইয়া রামসন্নিধানে সমাগত হইল। জাম্ববান্ কৃষ্ণবর্ণ পাণ্ডুবদন ভীমকর্ম্মা শত সহস্র কোটি ভল্লুক লইয়া আগমন করিল।

এই সমুদায় ও অন্যান্য বহুসংখ্যক প্রধান প্রধান বানরগণ রামের কার্য্য সাধন নিমিত্ত তথায় সমুপস্থিত হইল। ঐ সমস্ত গিরিকূটসন্নিভ বানরগণ মহাবেগে ধাবমান হইয়া তুমুল শব্দে সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিল। উহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ শৈলশৃঙ্গের ন্যায়; কেহ কেহ মহিষের তুল্য; কেহ কেহ বা শরদভ্রসন্নিভ ও হিঙ্গুলবর্ণ মুখসম্পন্ন। কপিগণ উৎপতিত, পতিত ও প্লবমান হইয়া ধুলিপটল উদ্ধূত করত মহাবেগে চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইতে লাগিল। ঐ সমুদায় বানরসৈন্য সুগ্রীবের অনুমতিক্রমে সেই স্থানেই সন্নিবেশিত হইয়া রহিল।

এই রূপে সেই সমুদায় প্রধান প্রধান বানরগণ একত্র মিলিতহইলে রাম প্রশস্ত তিথি নক্ষত্রে উত্তম মুহূর্ত্তে তাহাদিগকে লইয়া সুগ্রীব সমভিব্যাহারে গমন করিলেন; বোধ হইল যেন, ভূলোক আলোড়িত হইতে লাগিল। পবননন্দন হনুমান্ সেই মহাসৈন্যের মুখস্বরূপ হইলেন এবং সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ উহার জঘনদেশ পালন করিতে লাগিলেন। গোধাঙ্গুলিত্রধারী রাম ও লক্ষ্মণ কপিসৈন্যে পরিবেষ্টিত হইয়া গ্রহগণপরিবৃত চন্দ্রসূর্য্যের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। ঐ সুমহৎ বানরসৈন্য শাল, তাল ও শিলা ধারণ করিয়া উদয়াচলচূড়াবলম্বী দিনকরের অভিমুখস্থিত শালিকাননের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

সেই মহতী বানরচমূ নল, নীল, অঙ্গদ, ক্রাথ, মৈন্দ ও দ্বিবিদ কর্ত্তৃক পালিত হইয়া রাঘবের কার্য্য সাধন করিতে গমন করিল। সৈন্যগণ প্রভূত মধু, মাংস ও জলসম্পন্ন বিবিধ ফলমূলসংকীর্ণ অরণ্য ও গিরিশিলাতলে বাস করিয়া নির্বিঘ্নে ক্ষীরোদ সাগরসমীপে সমুপস্থিত হইল। দ্বিতীয় সাগরসন্নিভ বহুধ্বজশালী সেই বানরসৈন্য সমুদ্রের বেলাভূমিতে বাস করিতে লাগিল।

তখন শ্রীমান্ দাশরথি সুগ্রীব ও অন্যান্য প্রধান প্রধান বানরগণকে কহিলেন, তোমাদের মতে সাগর লঙ্ঘনের উপায় কি? কিরূপে এই মহতী সেনা ঈদৃশ দুস্তর সাগর পার হইবে? তখন কোন কোন স্বাভিমানী বানর কহিল, আমরা লম্ফ প্রদান দ্বারা সমুদ্র পার হইব। কেহ কেহ নৌকা দ্বারা ও কেহ কেহ বা বিবিধ প্লব দ্বারা সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে স্থির করিল। তখন রাম তাহাদিগকে নিবারণ করিয়া কহিলেন, ইহার মধ্যে কোন মতই যুক্তিসিদ্ধ নহে; কারণ সাগর শত যোজন বিস্তীর্ণ; সমুদায় বানরগণ লম্ফ প্রদান দ্বারা উহা অতিক্রমণ করিতে সমর্থ হইবে না। এত অধিক নৌকাও নাই যে, এই মহতী চমূ তদ্দ্বারা পার হইতে পারে। বিশেষত বণিক্‌দিগের প্রতি উপদ্রব করা মাদৃশ ব্যক্তির নিতান্ত অকর্ত্তব্য। শত্রুগণ ছিদ্র পাইলেই আমাদের এই অসংখ্য সৈন্য অনায়াসে সংহার করিবে; অতএব প্লব বা উডুপ দ্বারা পার হওয়া আমার মতে কোন মতই যুক্তিসিদ্ধ হয় না; অতএব আমি ঐ সমস্ত উপায়

পরিত্যাগপূর্ব্বক রত্নাকরের আরাধনা করি। আমি উপবাস করিয়া ইহার তীরে শয়ান থাকিলে ইনি অবশ্যই আমারে পথ প্রদান করিবেন। যদি না করেন; তবে অগ্নিতুল্য সমুজ্জ্বল অপ্রতিহত মহাস্ত্র দ্বারা ইহাঁরে দগ্ধ করিয়া ফেলিব।

এই বলিয়া রাম লক্ষ্মণের সহিত কুশাসন সংস্তীর্ণ করিয়া সাগরতীরে শয়ন করিয়া রহিলেন। তখন রত্নাকর রাঘবের স্বপ্নযোগে জলজন্তুগণের সহিত আবির্ভূত হইয়া মধুর বাক্যে কহিলেন, হে লোকনাথ! আমি কোন্ বিষয়ে আপনারে সাহায্য প্রদান করিব; আদেশ করুন। রাম কহিলেন, হে সমুদ্র! আমি ইক্ষ্বাকুবংশীয়, তোমারই জ্ঞাতি; এক্ষণে রাক্ষসকুলপাংসন রাবণকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত লঙ্কায় গমন করিব; অতএব তুমি আমার সৈন্যগণের গমনপথ প্রদান কর। যদি এই বিষয়ে সম্মত না হও, তাহা হইলে এখনই মন্ত্রপূত শর দ্বারা তোমারে শুষ্ক করিব।

এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র নিম্নগাপতি অতিমাত্র দুঃখিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, হে রাঘব! আপনি আমার শোষণবিষয়ে বিরত হউন; আমি কদাচ আপনার বিঘ্ন সম্পাদন করিব না। কিন্তু এক্ষণে আমি যাহা নিবেদন করিতেছি, শ্রবণ করিয়া কর্ত্তব্য অবধারণ করুন। অদ্য যদি আপনার আদেশানুসারে সৈন্যগণের গমনপথ প্রদান করি; তাহা হইলে অন্যেও কার্ম্মুকবলে আমারে এই রূপ আজ্ঞা করিবে; সন্দেহ নাই। অতএব বিশ্বকর্ম্মার আত্মজ সাতিশয় শিল্পী নল নামা মহাবল এক বানর আছেন; তিনি আমার উপর যে সমস্ত শিলা, কাষ্ঠ ও তৃণ নিক্ষেপ করিবেন; আমি তাহা ধারণ করিয়া আপনার সেতু প্রস্তুত করিয়া দিব। এই বলিয়া সরিৎপতি সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন।

অনন্তর রাঘব নলকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, হে নল! তুমি সকল বিষয়েই সমর্থ এবং আমার একান্ত প্রিয়তম; এক্ষণে সমুদ্রে সেতু বন্ধন কর। এই বলিয়া রঘুবংশাবতংস রাম সাগরনির্দ্দিষ্ট উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক নল বানর দ্বারা দশ যোজন বিস্তীর্ণ ও শত যোজন আয়ত এক সেতু নির্ম্মাণ করাইলেন। অদ্যাপি উহা ভূমণ্ডলে নলসেতু বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে এবং সমুদ্র রামের আদেশক্রমে আজিও ঐ পর্ব্বততুল্য প্রকাণ্ড সেতু অনায়াসে ধারণ করিয়া আছেন।

অনন্তর একদা রাবণের ভ্রাতা পরম ধার্ম্মিক বিভীষণ মন্ত্রী সমভিব্যাহারে সাগরতীরবর্ত্তী রাঘবের নিকট উপস্থিত হইলে রাম স্বাগত প্রশ্নপূর্ব্বক তাঁহারে অভ্যর্থনা করিলেন। তখন বিভীষণকে রাবণের গুপ্তচর বলিয়া সুগ্রীবের অন্তঃকরণে শঙ্কা জন্মিল। রাম আকার ও ইঙ্গিত দ্বারা তাঁহারে নির্দ্দোষ বিবেচনা করিয়া যথোচিত উপচারে অর্চ্চনা করত রাক্ষসরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন এবং মন্ত্রণাবিষয়ে লক্ষ্মণের পরম সুহৃৎ করিয়া দিলেন।

অনন্তর রাম বিভীষণের মতানুসারে সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে এক মাসে সেই সেতু দ্বারা সমুদ্র পার হইলেন। পরে লঙ্কা প্রবেশ করিয়া বানরগণ দ্বারা রাবণের অতি বিস্তীর্ণ বহুবিধ রমণীয় উদ্যান ভগ্ন করিলেন। রাবণের মন্ত্রী শুক ও সারণ গুপ্তচর হইয়া বানরবেশে স্কন্ধাবারে প্রবেশ করিয়াছিল; বিভীষণ জানিতে পারিয়া তাহাদিগকে ধারণ করিলেন। পরে যখন তাহারা পুনর্ব্বার রাক্ষসরূপ পরিগ্রহ করিল; তখন কৃপাবান্ রাম তাহাদিগকে কপিবল অবলোকন করাইয়া প্রতিগমনের আদেশ প্রদান করিলেন। অনন্তর তিনি সেই নগরীর সুরম্য উপবনে সেনানিবেশ সংস্থাপনপূর্ব্বক মহাবীর

অঙ্গদকে দৌত্য কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া রাবণ-সমীপে প্রেরণ করিলেন।

ত্র্যশীত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে রাজন্! এ দিকে রাবণ যুদ্ধশাস্ত্রানুসারে লঙ্কা পুরীমধ্যে বিবিধ যুদ্ধোপকরণ সামগ্রী সকল আহরণ করিতে লাগিলেন। সেই পুরী স্বভাবতই দুরাক্রমণীয়; তাহাতে আবার দৃঢ়তর প্রাকার ও তোরণে পরিরক্ষিত; এবং মীনকুম্ভীরসমাকীর্ণ অগাধ জলপরিপূর্ণ সাতটী পরিখায় পরিবেষ্টিত। প্রথম পরিখা সুদৃঢ় খদিরকাষ্ঠবিনির্ম্মিত শঙ্কু সমূহ দ্বারা পরিব্যাপ্ত; দ্বিতীয় পরিখা কপাটযন্ত্রে দৃঢ়ীকৃত; তৃতীয় পরিখা লগুড় ও প্রস্তরগোলকে ব্যাপ্ত; চতুর্থ পরিখা আশীবিষ সমূহ ও যোদ্ধৃগণে নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ; পঞ্চম পরিখা সর্জ্জ-রস ও ধূলিপটলে পরিপূর্ণ; ষষ্ঠ পরিখা মুষল, আলাত, নারাচ, তোমর, খড়্গ পরশু ও শতঘ্নীসমাকীর্ণ; সপ্তম পরিখা মধূচ্ছিষ্ট ও মুদ্গর সমূহে সমাকীর্ণ। সমুদায় পুরদ্বারে স্থাবর ও জঙ্গম বুরুজ সকল গজবাজিনিবহে পরিপূর্ণ ও পদাতি সমূহে পরিরক্ষিত হইতে লাগিল।

অনন্তর রামচন্দ্রপ্রেরিত বীরবর অঙ্গদ রাক্ষসরাজের জ্ঞাতসারে পুরীমধ্যে প্রবিষ্ট ও কোটি কোটি রাক্ষসগণের মধ্যবর্ত্তী হইয়া উপবেশনপূর্ব্বক মেঘমালার অভ্যন্তরস্থিত আদিত্যের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল এবং অমাত্যগণবেষ্টিত রাক্ষসাধিপতি রাবণের সমীপবর্ত্তী হইয়া বাগ্মিতা প্রদর্শনপূর্ব্বক রামচন্দ্রের আদেশ সকল কহিতে আরম্ভ করিল, হে রাজন্! মহাযশা অযোধ্যানাথ কহিয়াছেন যে, "দেশ ও নগর সকল দুরাত্মা অন্যায়কারী শাসনকর্ত্তার পরতন্ত্র হইলে, দুর্নীতি নিবন্ধন উচ্ছেদদশা প্রাপ্ত হয়; তাহার সন্দেহ নাই।" তুমি বলপূর্ব্বক আমার সীতারে অপহরণ করিয়া কেবল একাকী অপরাধী হইয়াছ; কিন্তু সেই একের অপরাধে কত শত নিরপরাধী প্রজার প্রাণ দণ্ড হইবে; তাহা বলিতে পারি না। তুমি যে বলদর্পে দর্পিত হইয়া বনবাসী ঋষিগণের হিংসা ও দেবনিবহের অবমাননা করিয়াছ; তুমি রাজর্ষিদিগকে নিহত করিয়াছ; এবং অবলাগণের নেত্রজল উপেক্ষা করিয়া তাহাদিগের প্রাণ সংহার করিয়াছ; এক্ষণে তোমারে সেই সকল দুর্নীতির ফল ভোগ করিতে হইবে; সন্দেহ নাই। তুমি যুদ্ধই কর; আর আপনার পৌরুষই প্রকাশ কর; আমি তোমারে অমাত্য সহ শমনসদনে প্রেরণ করিব। হে নিশাচর! তুমি আমার এই মানব ধনুর বীর্য্য প্রত্যক্ষ কর। তুমি জানকীরে মুক্ত করিলেও আমার নিকট মুক্তি পাইবে না; আমি নিশিত শর সমূহে এই ভূমণ্ডল রাক্ষসশূন্য করিব; তাহার সন্দেহ নাই।

তখন ক্রোধমূর্চ্ছিত রাবণ দূতের পরুষ বাক্য সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া চারি জন রজনীচরকে ইঙ্গিত করিলেন। যেমন পক্ষিগণ শার্দ্দূলকে আক্রমণ করে; সেই রূপ ঐ চারি জন রজনীচর অঙ্গদের চারি অঙ্গ ধারণ করিল। অঙ্গদ অঙ্গসংলগ্ন চারি জন নিশাচরকে গ্রহণ করত আকাশে উৎপতিত হইয়া প্রাসাদতলে আরোহণ করিল। উৎপতন কালে ঐ চারি নিশাচর আর্ত্ত নাদ করত ভূমিতলে নিপতিত ও চূর্ণহৃদয় হইয়া গেল।

অঙ্গদ তখন হর্ম্ম্যশিখর হইতে লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক লঙ্কা পুরী উল্লঙ্ঘন করিয়া স্ববলসমীপে উপনীত হইল এবং রামচন্দ্রকে আনুপূর্ব্বিক সমুদায় বৃত্তান্ত নিবেদনপূর্ব্বক তৎকর্ত্তৃক অভিনন্দিত হইয়া বিশ্রাম করিল।

অনন্তর শ্রীরামচন্দ্র মহাবেগবান্ বানরগণের সম্যক্ সাহায্যে লঙ্কার প্রাকার ভগ্ন করিলেন। লক্ষ্মণ বিভীষণ ও জাম্ববান্ সম-

ভিব্যাহারে দুরতিক্রম্য দক্ষিণ দ্বার আক্রমণ করিলেন। তখন করভকায় ও অরুণবর্ণ অতি মাত্র যোদ্ধা শত সহস্র কোটি বানর তাঁহার সহিত লঙ্কায় প্রবেশ করিল; এবং লম্ববাহু দীর্ঘকর আয়ত উরু ও মহাজঙ্ঘাশালী ধূম্রবর্ণ তিন কোটি ভল্লুক সেই নগর নিপীড়ন করিতে লাগিল। বানরগণের উৎপতন ও নিপতনে ধূলিপটল উৎক্ষিপ্ত হইয়া প্রভাকরের প্রভা তিরোহিত করিল। কোন বানর শালিপ্রসূনসদৃশ; কেহ কেহ বা শিরীষ কুসুমতুল্য; কেহ কেহ বা তরুণ অরুণসন্নিভ এবং কেহ কেহ বা শণের ন্যায় গৌরবর্ণ; ঈদৃশ বিচিত্রবর্ণ বানরগণাধিষ্ঠিত পুরপ্রাচীর কপিল বর্ণ হইয়া উঠিল; আবাল বৃদ্ধ বনিতা রাক্ষসগণ বিস্ময়োৎফুল্ল লোচনে দর্শন করিতে লাগিল।

বানরগণ নগরের মণিস্তম্ভ ও কর্ণাটশিখর সকল ভগ্ন করিল; পরে শতঘ্নী, চক্র, লগুড় ও প্রস্তর গ্রহণ করিয়া মহাশব্দে মহাবেগে ভগ্ন ও উৎপাটিত শৃঙ্গ এবং যন্ত্র সকল লঙ্কামধ্যে নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল। যে সকল নিশাচর প্রাকারোপরি উপবিষ্ট ছিল; তাহারা কপিগণের উপদ্রবে তৎক্ষণাৎ পলায়ন করিল।

অনন্তর বিকৃতাকার কৃষ্ণকায় কামরূপী শত সহস্র বিক্রমশালী নিশাচর রাবণের আদেশানুসারে প্রাকারপৃষ্ঠে আরোহণ ও বানরগণকে আক্রমণপূর্ব্বক শস্ত্রজাল বর্ষণে অপসারিত করিয়া সেই প্রাকার কপিশূন্য করিল; এক দিকে বানরগণ শূলাঘাতে, অন্য দিকে রাক্ষসগণ স্তম্ভতোরাণাঘাতে নিপতিত হইতে লাগিল। কোন স্থানে কেশাকেশী, কোন স্থানে নখানখী ও কোন স্থানে দন্তাদন্তী যুদ্ধ আরম্ভ হইল। উভয় দলই তর্জ্জন গর্জ্জনপূর্ব্বক এরূপ উন্মত্ত হইয়া উঠিল যে, ভূতলে নিপতিত ও নিহত না হইলে কেহ কাহারে পরিত্যাগ করে না।

এ দিকে রামচন্দ্র পয়োধরের ধারা বর্ষণের ন্যায় শরজাল বর্ষণ করিয়া অনেক সংখ্যক নিশাচরকে ধরাশায়ী করিলেন। দৃঢ়ধন্বা শ্রমশূন্য সৌমিত্রিও নারাচ সমূহ দ্বারা একে একে দুর্গস্থ অরাতিগণকে নিপতিত করিতে লাগিলেন। এই রূপে লঙ্কা পুরী বিমর্দ্দিত হইলে সে দিন সৈন্যগণ চরিতার্থ ও জয় প্রাপ্ত হইয়া রাঘবের আজ্ঞাক্রমে প্রত্যাবৃত্ত হইল।

চতুরশীত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, তখন পর্ব্বণ, পতন, জম্ভ, খর, ক্রোধবশ, হরি, প্ররুজ, আরুজ, প্রঘস প্রভৃতি বহুসংখ্যক রাবণানুগত পিশাচ ও ক্ষুদ্র রাক্ষসগণ প্রচ্ছন্নরূপে রামচন্দ্রের সেনানিবেশে প্রবেশ করিল। বিভীষণ ঐ দুরাত্মাদিগকে অদৃশ্য ভাবে আগমন করিতে দেখিয়া তাহাদের অন্তর্ধান শক্তি নিরোধ করিলেন। এই রূপে তাহারা দৃষ্টিগোচর হইতে আরম্ভ হইলে মহাবল পরাক্রান্ত বানরগণ তাহাদিগকে সংহার করিয়া ধরাসাৎ করিল।

তখন যুদ্ধশাস্ত্রবিশারদ মহাবীর রাবণ সৈন্যক্ষয় সহ্য করিতে না পারিয়া ঘোররূপ রাক্ষস ও পিশাচসৈন্য সমভিব্যাহারে যুদ্ধক্ষেত্রে সমুপস্থিত হইলেন এবং ঔশনস ব্যূহ নির্ম্মাণপূর্ব্বক বানরগণকে পরিবেষ্টন করিলে রঘুবংশাবতংস রাম তদ্দর্শনে বার্হস্পত্য বিধানানুসারে ব্যূহ করিয়া তাঁহারে আক্রমণ করিলেন। রাম রাবণের সহিত, লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিতের সহিত, সুগ্রীব বিরূপাক্ষের সহিত, লিখর্ব্বট তারের সহিত, নল তুণ্ডের সহিত ও পটুশ পনসের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। অন্যান্য সৈন্যগণ স্ব স্ব বাহুবল অবলম্বনপূর্ব্বক যে যাহারে আপনার সমকক্ষ জ্ঞান

করিল ; তাহারই সহিত সে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল।

পূর্ব্ব কালে দেবাসুরের যেরূপ ঘোরতর সংগ্রাম হইয়াছিল ; এক্ষণে এই যুদ্ধও তদ্রূপ হইয়া উঠিল। এই তুমুল সংগ্রাম সন্দর্শনে ভীরুগণের ভয় বৃদ্ধি ও লোমহর্ষণ হইতে লাগিল। রাম ও রাবণ শক্তি শূল অসি প্রভৃতি বিবিধ শাণিত লৌহময় অস্ত্র শস্ত্র দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে প্রহার করিতে লাগিলেন; লক্ষ্মণ ও ইন্দ্রজিৎ বহুবিধ মর্ম্মভেদী শরনিকর দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে পীড়িত করিলেন এবং বিভীষণ ও প্রহস্ত পরস্পর পরস্পরের উপর খগপত্রযুক্ত নিশিত বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ফলত তৎকালে সেই মহাবল পরাক্রান্ত বীর পুরুষগণ পরস্পরের প্রতি এরূপ শর সন্ধান করিতে লাগিলেন যে, তদ্দ্বারা স্থাবরজঙ্গমাত্মক লোকত্রয় ব্যথিত হইয়া উঠিল।

পঞ্চাশীত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, তখন প্রহস্ত রাক্ষস সহসা বিভীষণসমীপে আগমন করিয়া গভীর গর্জ্জন করত তাঁহারে গদাঘাত করিল। মহাবল পরাক্রান্ত বিভীষণ সেই দারুণ গদাঘাতেও কিঞ্চিন্মাত্র ব্যথিত বা কম্পিত না হইয়া হিমাচলের ন্যায় স্থির পদে দণ্ডায়মান রহিলেন এবং সুবিপুল শত ঘণ্টাযুক্ত শক্তি মন্ত্রপূত করিয়া প্রহস্তের মস্তকে নিক্ষেপ করিলেন। শক্তি অশনিবেগে নিপতিত হইয়া মস্তক ছেদন করাতে সে বাতরুগ্ন বৃক্ষের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। রজনীচর প্রহস্ত রণে নিহত হইলে ধূম্রাক্ষ রাক্ষস মহাবেগে কপিগণের প্রতি ধাবমান হইল। প্রধান প্রধান বানরগণ মেঘসদৃশ ভীমদর্শন ধূম্রাক্ষের সেনাগণকে আগমন করিতে দেখিয়া রণ পরিত্যাগপূর্ব্বক ইতস্তত পলায়ন করিতে লাগিল।

পবননন্দন মহাবীর হনুমান সহসা বানরগণকে পলায়ন করিতে দেখিয়া রণক্ষেত্রে গমন করিলেন। বানরগণ মহাবল পরাক্রান্ত মারুততনয়কে সমরক্ষেত্রে সমাগত নিরীক্ষণ করিয়া সত্বরে চতুর্দ্দিক্ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিল। তখন রাম ও রাবণের সৈন্যগণ পরস্পরের প্রতি ধাবমান হওয়াতে লোমহর্ষণ তুমুল কোলাহল সমুত্থিত হইল। উভয় পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল; হতাহত সেনাগণের রুধিরধারায় রণক্ষেত্র পঙ্কিল হইয়া উঠিল। নিশাচর ধূম্রাক্ষ ঐ সময় শরনিকর নিক্ষেপ দ্বারা কপিগণকে তাড়িত করিতে লাগিল। পবননন্দন তদ্দর্শনে তৎক্ষণাৎ রাক্ষসের সম্মুখীন হইলেন। পূর্ব্বে ইন্দ্র ও প্রহ্লাদের যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল ; এক্ষণে হনুমান্ ও ধূম্রাক্ষের তদ্রূপ তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল। রাক্ষস গদা ও পরিঘ দ্বারা হনুমানকে প্রহার করিলে হনুমানও শাখাপল্লবসমবেত বৃক্ষ দ্বারা তাহারে প্রহার করিতে লাগিলেন। পরিশেষে পবননন্দন সাতিশয় ক্রোধপরবশ হইয়া এক কালে ধূম্রাক্ষ এবং তাহার অশ্বগণ, রথ ও সারথিরে বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন।

বানরগণ ধূম্রাক্ষকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া অশঙ্কিত চিত্তে রাক্ষসসেনাগণকে বিনাশ করিতে লাগিল। হতাবশিষ্ট রাক্ষসগণ বানরদিগের প্রহারে সাতিশয় ব্যথিত ও ভগ্নসংকল্প হইয়া ভয়ে লঙ্কামধ্যে পলায়নপূর্ব্বক রাবণসমীপে সমুদায় বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। রাক্ষসাধিপতি রাবণ মহাধনুর্দ্ধর প্রহস্ত ও ধূম্রাক্ষ সংগ্রামে বানরহস্তে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে শ্রবণ করত দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক সিংহাসন হইতে সমুত্থিত হইয়া কহিলেন, 'এই বার কুম্ভকর্ণের কার্য্যকাল সমুপস্থিত হইয়াছে।' এই কথা বলিয়া মহানিস্বন বিবিধ বাদ্য বাদনপূর্ব্বক অতিশয় নিদ্রালু কুম্ভকর্ণের নিদ্রা ভঙ্গ করিলেন।

এই রূপে বহু প্রযত্নে মহাবল পরাক্রান্ত কুম্ভকর্ণ জাগরিত হইয়া অব্যগ্র চিত্তে সমুপবিষ্ট হইলে পর মহাবীর দশানন তাঁহারে কহিলেন, হে কুম্ভকর্ণ! তুমি ধন্য; তোমার নিদ্রাও আশ্চর্য্য; তুমি এরূপ অভিভূত হইয়াছিলে যে, এই দারুণ ভয় উপস্থিত হইয়াছে, উহার অণুমাত্রও তোমার জ্ঞানগোচর হয় নাই। হে ভ্রাতঃ! আমি রামের ভার্য্যা জানকীরে হরণ করিয়া আনিয়াছি; সে তাহারে লইয়া যাইবার নিমিত্ত বানরগণ সমভিব্যাহারে সেতু বন্ধনপূর্ব্বক পরাবার পার হইয়া আমাদিগকে অপমান করত রাক্ষসগণকে সংহার করিয়াছে। ঐ দুরাত্মা প্রহস্ত প্রভৃতি আমাদিগের স্বজনগণকে নিহত করিয়াছে। হে অরাতিনিপাতন! তোমা ব্যতীত আর কেহই ঐ দুর্দ্ধর্ষ শত্রুর নিহন্তা নাই; অতএব তুমি মহতী সেনা সমভিব্যাহারে সমরসাগরে অবতীর্ণ ও বদ্ধপরিকর হইয়া শত্রুগণকে সংহার কর। বজ্রবেগ ও প্রমাথী নামে দুষণের দুই কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রভূততর সৈন্য লইয়া তোমার সহিত গমন করিবে।

রাক্ষসাধিপতি দশানন কুম্ভকর্ণকে এই রূপ আদেশ করিয়া বজ্রবেগ ও প্রমাথীরে কর্ত্তব্য বিষয়ে নিযুক্ত করিলেন; তাহারা যে আজ্ঞা মহারাজ! বলিয়া কুম্ভকর্ণকে অগ্রসর করত সত্বরে পুরমধ্য হইতে বহির্গত হইল।

ষড়শীত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মহারাজ! মহাবীর কুম্ভকর্ণ অনুচরবর্গ সমভিব্যাহারে নগর হইতে নির্গত হইয়া সম্মুখে বানরসৈন্য নিরীক্ষণ করিলেন। পরে রামদর্শন বাসনায় সেই সৈন্যমধ্যে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র কার্ম্মুকধারী লক্ষ্মণকে দেখিতে পাইলেন। তখন বানরগণ কুম্ভকর্ণকে বেষ্টন করিয়া অতি বিশাল পাদপ সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিল। কেহ কেহ নির্ভীক হইয়া খর নখর প্রহারে তাঁহার কলেবর ক্ষত বিক্ষত করিল। এই রূপে তাহারা ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া কুম্ভকর্ণকে বহুবিধ আয়ুধ প্রহার করিতে লাগিল।

অনন্তর কুম্ভকর্ণ বানরগণ কর্ত্তৃক এই প্রকার বারংবার তাড়িত হইয়া সহাস্য মুখে তাহাদিগকে ভক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; চণ্ডবল ও বজ্রবাহু নামে মহাবল পরাক্রান্ত বানরদ্বয়কে অনায়াসে গ্রাস করিলেন। তখন তার প্রভৃতি বানরেরা কুম্ভকর্ণের এই রূপ ভয়ঙ্কর ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া শঙ্কিত ও কম্পিত হৃদয়ে চীৎকার করিতে লাগিল। ইত্যবসরে মহাবীর সুগ্রীব নির্ভয়ে কুম্ভকর্ণের প্রতি ধাবমান হইয়া বল প্রকাশপূর্ব্বক তাঁহার মস্তকে এক বিশাল শাল বৃক্ষ নিক্ষেপ করিলেন। বৃক্ষ নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র শত খণ্ডে চূর্ণ হইয়া গেল; কিন্তু মহাবীর কুম্ভকর্ণের কিছুমাত্র অনিষ্ট হইল না।

বীরবর কুম্ভকর্ণ শাল প্রহারে প্রতিবোধিত হইয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ ও বল প্রকাশপূর্ব্বক সুগ্রীবকে ভুজপঞ্জরে রুদ্ধ করিয়া হরণ করিলেন। মিত্রবৎসল সৌমিত্রি এই ব্যাপার নেত্রগোচর করিয়া কুম্ভকর্ণের প্রতি মহাবেগে ধাবমান হইলেন এবং শরাসনে শর সন্ধান করিয়া অনবরত প্রহার করিতে লাগিলেন। সেই সকল নিশিত শর কুম্ভকর্ণের বর্ম্ম ও দেহ ভেদ করত শোণিতাক্ত হইয়া পৃথিবী বিদীর্ণ করিতে লাগিল।

অনন্তর কুম্ভকর্ণ কপীশ্বর সুগ্রীবকে পরিত্যাগপূর্ব্বক এক প্রকাণ্ড শিলাখণ্ড উদ্যত করিয়া লক্ষ্মণের প্রতি ধাবমান হইলেন। লক্ষ্মণ সত্বরে খরধার ক্ষুর প্রহারে তাঁহার উদ্যত ভুজদ্বয় ছেদন করিলেন। তখন কুম্ভকর্ণের চারিমাত্র হস্ত অবশিষ্ট রহিল। পরে লক্ষ্মণ সম্মুখীন হইয়া তাঁহার গৃহীতাস্ত্র হস্তচতুষ্টয় ক্ষুর দ্বারা ছেদন করিলেন।

তখন মহাবীর কুম্ভকর্ণ কলেবর বৃদ্ধি ক-

রিয়া বহুতর কর, চরণ ও শিরঃসম্পন্ন হইলেন। লক্ষ্মণ ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা পর্ব্বতের ন্যায় উন্নতকায় কুম্ভকর্ণকে বিদীর্ণ করিলে তিনি অশনিনির্দ্দগ্ধ শাখাপল্লবশালী পাদপের ন্যায় তৎক্ষণাৎ রণক্ষেত্রে নিপতিত হইলেন। রাক্ষসেরা কুম্ভকর্ণকে ভূমিপতিত ও গতাসু দেখিয়া সচকিত চিত্তে আশু পলায়ন করিতে লাগিল।

অনন্তর দূষণানুজ বজ্রবেগ ও প্রমাথি যোদ্ধৃবর্গকে প্রতিষেধ করিয়া ক্রোধভরে লক্ষ্মণের প্রতি ধাবমান হইল। লক্ষ্মণ তাহাদিগকে আগমন করিতে অবলোকন করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক শর প্রহার করিতে লাগিলেন। এই রূপে উভয় পক্ষেরই ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইলে লক্ষ্মণ তাহাদিগের প্রতি অনবরত বাণ বর্ষণ করিলেন; তাহারাও ক্রোধভরে লক্ষ্মণকে লক্ষ্য করিয়া নিরন্তর শর নিক্ষেপ করিল। এই অবসরে মহাবীর মারুতি এক অদ্রিশৃঙ্গ গ্রহণপূর্ব্বক মহাবেগে ধাবমান হইয়া বজ্রবেগের প্রাণ সংহার করিলেন। পরে মহাবল নীল এক প্রকাণ্ড পর্ব্বত উদ্যত করিয়া দ্রুতবেগে আগমনপূর্ব্বক প্রমাথিরে বিনাশ করিল। তখন উভয় পক্ষের সৈন্যেরা পুনরায় পরস্পর তুমুল যুদ্ধ করিতে লাগিল। ঐ যুদ্ধে বানরেরাই অধিকাংশ রাক্ষসকে বিনাশ করিল; কিন্তু রাক্ষসেরা বানরদিগকে তদ্রূপ সংহার করিতে সমর্থ হইল না।

সপ্তাশীত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর রাক্ষসপ্রবর রাবণ সানুচর কুম্ভকর্ণ ও মহাবল ধূম্রাক্ষ সংগ্রামে নিহত হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া আত্মজ ইন্দ্রজিৎকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! তুমি পূর্ব্বে দেবরাজ ইন্দ্রকে পরাজয় করিয়া ভূমণ্ডলে আমার যশোরাশি বিস্তার করিয়াছ; এক্ষণে প্রচ্ছন্ন বা সম্মুখীন হইয়া দিব্য প্রাণ্তবর শর দ্বারা শত্রুদিগকে সংহার কর। রাম, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীব ইহারা তোমার বাণবেগ কদাচ সহ্য করিতে পারিবে না। সুতরাং তাহাদিগের অনুযায়িবর্গ যে তোমার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবে; ইহাও নিতান্ত অসম্ভব। কুম্ভকর্ণ ও প্রহস্ত শত্রুগণের কিছুমাত্র অনিষ্ট সাধন করিতে পারে নাই; অদ্য তোমা হইতেই তাহার সম্পূর্ণ আশা করিতেছি। যেমন পূর্ব্বে তুমি বাসবকে পরাজয় করিয়া আমার প্রীতি বর্দ্ধন করিয়াছিলে; তদ্রূপ এক্ষণে সসৈন্য শত্রুগণকে বিনাশ করিয়া আমারে আনন্দিত কর।

অনন্তর ইন্দ্রজিৎ, সত্বরে সমরবেশ পরিধান করিয়া রথারোহণপূর্ব্বক রণস্থলে উপস্থিত হইল। পরে উচ্চ স্বরে আপনার নাম নির্দ্দেশপূর্ব্বক ঘন ঘন লক্ষ্মণকে আহ্বান করিতে লাগিল। যাদৃশ মৃগরাজ সিংহ ক্ষুদ্র মৃগের অনুসরণ করিয়া থাকে; তদ্রূপ লক্ষ্মণ সশর-শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক অনবরত করতালী প্রদান করিয়া বিপক্ষ রাক্ষসগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। অনন্তর তাঁহারা পরস্পর জিগীষাপরবশ হইয়া ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন।

তখন ইন্দ্রজিৎ মহাবল লক্ষ্মণকে বাণবলে পরাস্ত করিতে অসমর্থ হইয়া গুরুতর যত্ন সহকারে এক তোমর প্রহার করিলেন। লক্ষ্মণ শাণিত শরনিকর দ্বারা সেই তোমর ছিন্ন ভিন্ন করিলে উহা তৎক্ষণাৎ ধরাতলে নিপতিত হইল। ঐ অবসরে অঙ্গদ এক পাদপ উদ্যত করত মহাবেগে ধাবমান হইয়া ইন্দ্রজিতের মস্তকে আঘাত করিল। তখন ইন্দ্রজিৎ অসঙ্কুচিত চিত্তে অঙ্গদের হৃদয়ে এক প্রাস অস্ত্র প্রহার করিবার উপক্রম করিলে লক্ষ্মণ তৎক্ষণাৎ তাহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

অনন্তর ইন্দ্রজিৎ অঙ্গদকে সম্মুখীন দেখিয়া তাঁহার বাম পার্শ্বে এক গদাঘাত ক-

রিলেন। অঙ্গদ সেই গদাঘাতে কিছুমাত্র ব্যথিত না হইয়া বরং ইন্দ্রজিতের বধোদ্দেশে ক্রোধভরে এক শালবৃক্ষ নিক্ষেপ করিল। শালতরু উৎসৃষ্ট হইবামাত্র ইন্দ্রজিতের অশ্ব, রথ ও সারথিরে বিনষ্ট করিল। তখন ইন্দ্রজিৎ সত্বরে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া মায়াবলে সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইল। রাম তাহারে অন্তর্হিত দেখিয়া সত্বরে তথায় আগমনপূর্ব্বক কপিবল রক্ষা করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রজিৎ রাম ও লক্ষ্মণকে লক্ষ্য করিয়া বাণবৃষ্টি দ্বারা তাঁহাদিগের সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত করিলে তাঁহারা অন্তর্হিত ইন্দ্রজিতের প্রতি বাণ প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রজিৎ ক্রোধে নিতান্ত অধীর হইয়া পুনরায় শর দ্বারা তাঁহাদিগের কলেবর ক্ষত বিক্ষত করিল। কপিগণ নিরন্তর শরপ্রহারকারী অদৃশ্য ইন্দ্রজিৎকে অনুসন্ধান করিয়া এক এক শিলাখণ্ড গ্রহণপূর্ব্বক নভোমণ্ডলে উত্থিত হইল। ইন্দ্রজিৎ মায়াবলে অদৃশ্য রূপে বানর ও রামলক্ষ্মণকে লক্ষ্য করিয়া তীক্ষ্ণ শরে বিদ্ধ করিল। যেমন চন্দ্রসূর্য্য নভোমণ্ডল হইতে ভূতলে নিপতিত হন; তদ্রূপ রামলক্ষ্মণ শরপরিবৃত ও মূর্চ্ছিত হইয়া রণশায়ী হইলেন।

অষ্টাশীত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মহাবীর ইন্দ্রজিৎ রাম ও লক্ষ্মণকে নিপতিত নিরীক্ষণ করিয়া প্রাপ্তবর শরজাল দ্বারা পুনরায় তাঁহাদিগকে বন্ধন করিল। তাঁহারা শরবন্ধে বদ্ধ হইয়া পঞ্জরস্থিত পক্ষীর ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। কপিরাজ সুগ্রীব রাম ও লক্ষ্মণকে ভূতলনিপতিত এবং বাণবিদ্ধকলেবর অবলোকন করত সুষেণ, মৈন্দ, দ্বিবিদ, কুমুদ, অঙ্গদ, হনুমান, নীল, তার ও নল প্রভৃতি বানরগণ দ্বারা তাঁহাদিগকে পরিবেষ্টিত করিয়া উপবিষ্ট হইলেন। তখন কৃতকর্ম্মা বিভীষণ তথায় আগমনপূর্ব্বক প্রজ্ঞাস্ত্র দ্বারা ভ্রাতৃদ্বয়কে প্রবোধিত করিলে বানররাজ সুগ্রীব দিব্য মন্ত্রপ্রযুক্ত মহৌষধি বিশল্যা দ্বারা অতি সত্বরে তাঁহাদিগকে শল্যনির্ম্মুক্ত করিয়া দিলেন। মহারথ রাম লক্ষ্মণ লব্ধসংজ্ঞ ও শল্যনির্ম্মুক্ত হইয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক ক্ষণ কালমধ্যেই গতক্লম হইলেন।

অনন্তর রাক্ষসকুলতিলক বিভীষণ ইক্ষ্বাকুবংশাবতংস রামকে সম্পূর্ণ সুস্থ দেখিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, হে অরাতিনিপাতন! এক গুহ্যক কুবেরের শাসনানুসারে এই জল লইয়া কৈলাস পর্ব্বত হইতে আপনার নিকট আগমন করিয়াছে। যক্ষরাজ কুবের অন্তর্হিত প্রাণিগণকে দর্শন করিবার নিমিত্ত আপনারে এই বারি প্রদান করিয়াছেন। আপনি হউন বা অন্য কোন ব্যক্তি হউন, এই উদক দ্বারা নেত্র ক্ষালন করিলে অন্তর্হিত ভূতগণকে অনায়াসে অবলোকন করিতে সমর্থ হইবেন। রাম বিভীষণের বচনানুসারে সেই সুসংস্কৃত সলিল দ্বারা নেত্রদ্বয় প্রক্ষালন করিলেন। মহামনা লক্ষ্মণ, সুগ্রীব, জাম্ববান্, হনুমান্, অঙ্গদ, মৈন্দ, দ্বিবিদ, নীল ও অন্যান্য প্রধান প্রধান বানরগণ ঐ জল দ্বারা নয়ন ক্ষালন করিতে লাগিলেন। তাহাতে তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের চক্ষু অতীন্দ্রিয় হইয়া উঠিল।

এ দিকে ইন্দ্রজিৎ কৃতকার্য্য হইয়া পিতৃসমীপে গমনপূর্ব্বক সমুদায় নিবেদন করিয়া পুনরায় যুদ্ধে আগমন করিল। লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিৎকে পুনর্ব্বার সমাগত দেখিয়া বিভীষণের মতানুসারে তাহার প্রতি ধাবমান হইলেন। তিনি বিভীষণের বাক্যানুসারে অকৃতাত্মিক ইন্দ্রজিৎকে সংহার করিবার মানসে ক্রোধান্বিত চিত্তে তাহার উপর শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে সুররাজ ও প্রহ্লাদের যেরূপ ঘোরতর সমর হইয়াছিল; তদ্রূপ ইন্দ্রজিৎ ও লক্ষ্মণের অতিশয়

আশ্চর্য্য সংগ্রাম আরম্ভ হইল। ইন্দ্রজিৎ মর্ম্মভেদী শরনিকর দ্বারা লক্ষ্মণকে ও লক্ষ্মণ অনলসদৃশ শর সমূহ দ্বারা ইন্দ্রজিৎকে প্রহার করিতে লাগিলেন। রাবণনন্দন লক্ষ্মণের শরস্পর্শে সাতিশয় ক্রোধোদ্দীপিত হইয়া আশীবিষসদৃশ অষ্ট বাণ তাঁহার উপর নিক্ষেপ করিল।

এক্ষণে মহাবীর লক্ষ্মণ যেরূপে তিন বাণ দ্বারা ইন্দ্রজিতের প্রাণ সংহার করিলেন; তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। প্রথমত সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ দুই বাণে ইন্দ্রজিতের শরাসন ও নারাচোপশোভিত ভুজদ্বয় ছেদন করিলেন; পরিশেষে তৃতীয় বাণ দ্বারা তাহার কুণ্ডলমণ্ডিত মুণ্ড কর্ত্তনপূর্ব্বক ধরাতলে পাতিত করিয়া তাহার ভুজস্কন্ধবিহীন ভীমদর্শন কবন্ধ কলেবর সংহার করত সারথিরে নিধন করিলেন। তখন ঘোটকগণ রথ লইয়া লঙ্কামধ্যে প্রবেশ করিল। রাবণ শূন্য রথ সন্দর্শনে পুত্র নিহত হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া শোক ও মোহে নিতান্ত অধীর হইয়া উঠিলেন। অনন্তর ক্রোধান্বিত চিত্তে অশোক বনস্থা রামদর্শনলালসা সীতারে সংহার করিবার নিমিত্ত খড়্গ গ্রহণপূর্ব্বক বেগে ধাবমান হইলেন। অবিন্ধ্য রাবণের পাপ সংকল্প বুঝিয়া বিবিধ সান্ত্বনা বাক্য দ্বারা তাঁহারে শান্ত করত কহিলেন, হে মহারাজ! আপনি এই দেদীপ্যমান মহারাজ্য শাসন করিতেছেন; অতএব স্ত্রীহত্যা করা আপনার নিতান্ত অনুচিত। সীতা একে নারী; তাহাতে আবার আপনার বশীভূত হইয়া বন্ধনাবস্থায় রহিয়াছে; ইহাই ত তাহার পক্ষে মৃত্যুতুল্য। আমার মতে উহার দেহ নাশ করিলে উহারে বধ করা হয় না; আপনি উহার ভর্ত্তারে সংহার করুন; তাহা হইলেই উহারে নিধন করা হইবে। স্বয়ং শতক্রতুও আপনার তুল্য বিক্রমশালী নহেন। আপনি অনেক বার ইন্দ্রাদি দেবগণকে পরাজিত ও ত্রাসিত করিয়াছেন।

অবিন্ধ্য এই রূপ বহুবিধ সান্ত্বনাবাক্য দ্বারা রোষপরবশ রাবণকে শান্ত করিলে তিনি অবিন্ধ্যের বাক্যে সম্মত ও সমরগমনে অভিলাষী হইয়া খড়্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক রথসজ্জা করিতে আদেশ করিলেন।

একোন নবত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর দশগ্রীব ইন্দ্রজিতের বধবার্ত্তা শ্রবণে ক্রোধে নিতান্ত অধীর হইয়া রত্নালঙ্কৃত রথে আরোহণপূর্ব্বক যুদ্ধার্থ নিষ্ক্রান্ত হইলেন। ঘোররূপ রাক্ষসগণ বিবিধ আয়ুধ ধারণপূর্ব্বক তাঁহার সমভিব্যাহারে চলিল। রাবণ কপীন্দ্রকুলের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া রামের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। তখন অঙ্গদ, মৈন্দ, নীল, নল, হনূমান্ ও জাম্ববান্ ক্রোধভরে তাঁহারে নিবারণ করিল এবং রাবণের সমক্ষেই শিলা ও বৃক্ষ নিক্ষেপপূর্ব্বক রাক্ষসসৈন্য সংহার করিতে লাগিল।

অনন্তর রাবণ সৈন্যগণকে বিনষ্ট হইতে দেখিয়া মায়া সৃষ্টি করিলেন। তখন তাঁহার কলেবর হইতে শরশক্তি ও ঋষ্টিধারী রাক্ষসগণ নির্গত হইতে লাগিল। রাঘব দিব্যাস্ত্রজাল বিস্তার করিয়া সেই সমস্ত রাক্ষসকে বিনাশ করিলেন। তখন রাবণ পুনর্ব্বার মায়া সৃষ্টি করিলেন; কতকগুলি নিশাচর রামের রূপ ধারণ করিয়া লক্ষ্মণের প্রতি এবং কতকগুলি রাক্ষস লক্ষ্মণের রূপ ধারণ করিয়া রামের প্রতি ধাবমান হইল। সেই রাক্ষসেরা শর শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক রাম লক্ষ্মণকে অর্চ্চনা করিয়া রামের নিকট উপস্থিত হইল। তখন ইক্ষ্বাকুনন্দন লক্ষ্মণ রাবণের মায়া অবগত হইয়া অবিচলিত চিত্তে রামকে কহিলেন, আর্য্য! রাক্ষসেরা আমাদিগের প্রতিরূপ পরিগ্রহ করিয়াছে; এক্ষণে ইহাদিগকে বিনাশ করুন। এই বলিবামাত্র অতিমাত্র ত্বরান্বিত হইয়া

সেই সমস্ত মায়াবী রাক্ষসকে শমনভবনে প্রেরণ করিলেন।

অনন্তর ইন্দ্রসারথি মাতলি সূর্য্যসঙ্কাশ রথে হরিদ্বর্ণ অশ্ব যোজনা করিয়া রামসন্নিধানে উপনীত হইয়া কহিলেন, হে রাম! দেবরাজ ইন্দ্র এই রথে আরোহণ করিয়া রণস্থলে দৈত্যদানবদিগকে সংহার করিয়াছেন; এক্ষণে আমি ইহার সারথ্য করিতেছি; আপনি আরূঢ় হইয়া অবিলম্বে রাবণকে বিনাশ করুন। তখন মাতলির বাক্যে উহা রাক্ষসী মায়া বলিয়া রামের শঙ্কা জন্মিলে বিভীষণ কহিলেন, হে রাম! ইহা দুরাত্মা রাবণের মায়া নহে; অতএব আপনি এই ইন্দ্রপ্রেরিত স্যন্দনে সচ্ছন্দে আরোহণ করুন।

রঘুকুলোদ্বহ রাম বিভীষণবাক্যে অনুমোদন করিয়া প্রহৃষ্ট মনে রথারোহণপূর্ব্বক ক্রোধভরে দশগ্রীবের প্রতি গমন করিলেন। তখন সকল ভূত হাহাকার করিতে লাগিল; দেবলোকে দেবতারা পটহ বাদনপূর্ব্বক সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে রাম ও রাবণের এরূপ তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল যে, উহার উপমা কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। রাবণ ব্রহ্মদণ্ডের ন্যায় ভয়ঙ্কর এক শূল উদ্যত করত রামের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। রাম সুতীক্ষ্ণ শর দ্বারা সত্বরে তাহা ছেদন করিলেন। ইহা দেখিয়া রাবণের অন্তঃকরণে সাতিশয় ভয় সঞ্চার হইল।

অনন্তর দশগ্রীব ক্রুদ্ধ হইয়া রামের প্রতি শূল, মুষল, পরশু, শতঘ্নী, ভুশুণ্ডী, শক্তি প্রভৃতি বহুবিধ অস্ত্র শস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। তখন বানরেরা রাবণের এই রূপ বিকৃত মায়া নিরীক্ষণ করিয়া ভীত মনে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। ইত্যবসরে রাম সুবর্ণপুঙ্খসম্পন্ন সুমুখ সুতীক্ষ্ণ এক শর তূণীর হইতে উদ্ধৃত করিয়া ব্রহ্মাস্ত্রের সহিত যোগ করিলেন। ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ তদ্দর্শনে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া রাবণের পরমায়ু অতি অল্প মাত্র অবশিষ্ট আছে, এই রূপ কল্পনা করিতে লাগিলেন।

পরে রাম সমুদ্যত ব্রহ্মদণ্ডের ন্যায় রাবণান্তকর অতি ভয়ঙ্কর সেই শর সত্বরে পরিত্যাগ করিবামাত্র নিতান্ত ভীষণ হুতাশন প্রচণ্ডরূপে প্রজ্বলিত হইয়া সারথির রথ ও অশ্বের সহিত রাবণকে ভস্মসাৎ করিল। গন্ধর্ব্ব, চারণ, কিন্নর ও দেবগণ রাবণকে বিনষ্ট বিলোকন করিয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট ও হৃষ্ট হইলেন। তখন পঞ্চ ভূত তাঁহারে পরিত্যাগ করিল; এবং তিনি সকল লোক হইতে অন্তরিত হইলেন। তাঁহার শরীর, ধাতু, মাংস ও রুধির সকলই বিনষ্ট হইয়া গেল; আর কোন চিহ্নই রহিল না।

নবত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মহারাজ! রঘুকুলতিলক রাম সুরদ্বেষী নিশাচর রাক্ষসরাজ দশাননকে সংহার করিয়া লক্ষ্মণ ও অন্যান্য সুহৃদ্গণ সমভিব্যাহারে পরম পরিতুষ্ট হইলেন। দেবগণ ও ঋষিগণ রাবণ নিহত হইয়াছে দেখিয়া মহাবাহু রামকে আশীর্ব্বাদ ও স্তব করিতে লাগিলেন। গন্ধর্ব্বগণ তাঁহার মস্তকোপরি পুষ্প বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। দেব, গন্ধর্ব্ব ও মহর্ষিগণ রামকে পূজা করত স্ব স্ব স্থানে গমন করাতে নভোমণ্ডল একেবারে যেন মহোৎসবময় হইয়া উঠিল।

মহাযশা রাম এই দুর্জ্জয় দশাননের প্রাণ সংহার করিয়া বিভীষণকে লঙ্কা প্রদান করিলেন। তখন মহাপ্রাজ্ঞ অবিন্ধ্য নামা বৃদ্ধামাত্য বিভীষণ সমভিব্যাহারে সীতারে লইয়া রামসমীপে আগমনপূর্ব্বক অতি দীন স্বরে কহিল, হে মহাত্মন্! এই সচ্চরিত্রা জানকী দেবীরে গ্রহণ করুন। ইক্ষ্বাকুবংশাবতংস দাশরথি রাক্ষসামাত্যের বাক্য শ্রবণে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া বাষ্পাভিষিক্তা, পতিবিরহে একান্ত কর্ষিতা,

মলিনকলেবরা, মলিনবসনা, জটিলা, যানস্থা জানকীরে অবলোকন করিলেন। অনন্তর তিনি তাঁহার সতীত্ব বিষয়ে শঙ্কিত হইয়া কহিলেন, বৈদেহি! তুমি মুক্ত হইয়াছ; যথা ইচ্ছা হয়, গমন কর। আমার যাহা কর্ত্তব্য; তাহা সম্পাদন করিয়াছি। হে ভদ্রে! আমি থাকিতে রাক্ষসগৃহে বাস করিয়া জরাক্রান্ত হওয়া তোমার উচিত নহে; এই ভাবিয়া আমি দশাননকে সংহার করিয়াছি। হে শুভে! অস্মদ্বিধ ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি কিরূপে পরহস্তগত নারীরে পুনরায় গ্রহণ করিবে? অতএব হে মৈথিলি! তুমি সচ্চরিত্রা হও বা অসচ্চরিত্রাই হও; আমি কুক্কুরোচ্ছিষ্ট হবির ন্যায় তোমারে পরিত্যাগ করিলাম।

জনকনন্দিনী রামের সেই হৃদয়মর্ম্মচ্ছেদী দারুণ বাক্য শ্রবণে সাতিশয় ব্যথিত হইয়া ছিন্নমূল কদলীর ন্যায় সহসা ধরাতলে নিপতিত হইলেন। তাঁহার মুখচন্দ্র রামদর্শনজনিত হর্ষে বিকচ কমলের ন্যায় প্রফুল্ল হইয়াছিল; এক্ষণে তাঁহার সেই মুখমণ্ডল পরুষ বাক্য শ্রবণে নিঃশ্বাসোপহত দর্পণের ন্যায় তৎক্ষণাৎ মলিন হইয়া গেল। লক্ষ্মণ ও সমুদায় বানরগণ রামের নির্দ্দয় বাক্য শ্রবণে মৃতের ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিলেন।

তখন জগৎস্রষ্টা বিশুদ্ধাত্মা পদ্মযোনি, সুররাজ শক্র, অগ্নি, বায়ু, যম, বরুণ, যক্ষাধিপতি কুবের, সপ্তর্ষিমণ্ডল ও দিব্যভাস্বরকলেবর রাজা দশরথ দীপ্তিশালী মহার্হ হংসযুক্ত বিমানে আরোহণপূর্ব্বক রামসমীপে সমুপস্থিত হইলেন। সেই সময় অন্তরীক্ষ দেব ও গন্ধর্ব্বকুলে সঙ্কুল হওয়াতে নক্ষত্রমালামণ্ডিত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

তখন বৈদেহী উত্থিত হইয়া তাঁহাদের সমক্ষে রামকে কহিতে লাগিলেন, হে রাজপুত্র! আমি ইহাতে তোমার কিছুমাত্র দোষ আশঙ্কা করি না। তুমি স্ত্রী ও পুরুষগণের রীতি বিশেষরূপে অবগত আছ; এক্ষণে আমি যাহা কহিতেছি; শ্রবণ কর। সদাগতি সমীরণ সর্ব্ব ভূতের শরীরে সতত সঞ্চরণ করিতেছেন। যদি আমি কোন প্রকার পাপাচরণ করিয়া থাকি, তবে সেই বায়ু এবং অগ্নি, জল, আকাশ ও পৃথিবী আমারে পরিত্যাগ করুন। আমি তোমা বিনা আর কাহারে স্বপ্নেও চিন্তা করি নাই; অতএব তুমি দেবগণের নিদেশানুসারে আমার পতি হও।

সীতার বাক্যাবসানে চতুর্দ্দিক্ প্রতিধ্বনিত ও বানরগণকে লোমাঞ্চিত করিয়া এক আকাশবাণী আবির্ভূত হইয়া উঠিল। বায়ু কহিলেন, হে রাঘব! আমি সদাগতি বায়ু; তোমারে সত্য কহিতেছি; মৈথিলীর কিছুমাত্র পাপ নাই; তুমি ইহার সহিত সঙ্গত হইয়া সচ্ছন্দে সম্ভোগ কর।

অগ্নি কহিলেন, হে রঘুনন্দন! আমি সমুদায় ভূতের দেহাভ্যন্তরে অবস্থিতি করি; আমি জানি, মৈথিলী অণুমাত্রও অপরাধ করেন নাই।

বরুণ কহিলেন, হে রাঘব! মৎপ্রসূতা পৃথিবী প্রাণিগণের শরীরে অবস্থিতি করেন; অতএব আমি কহিতেছি; তুমি জানকীরে গ্রহণ কর; ইনি কোন ক্রমেই অপরাধী নহেন।

ব্রহ্মা কহিলেন, হে পুত্র! তুমি রাজর্ষিধর্ম্মা ও সাধুশীল; অতএব বায়ু, অগ্নি ও বরুণ তোমার প্রণয়িনীর সতীত্ববিষয়ে যাহা কহিলেন, তাহার অসম্ভাবনা কি; তুমি দেব, গন্ধর্ব্ব, সর্প, যক্ষ, দানব ও মহর্ষিগণের শত্রু দুরাত্মা রাবণকে সংহার করিয়াছ। এই পাপাত্মা আমার প্রসাদে সকলের অবধ্য হইয়াছিল। এই দুরাত্মা কোন কারণবশত কিয়ৎ কাল উপেক্ষিত ছিল; পরে আপনার বধের নিমিত্ত সীতারে হরণ করিয়া আনে। পূর্ব্বে নলকুবর রাবণকে অভিশাপ প্রদান করিয়াছিল যে, অকামা কামিনীরে বলাৎকার ক-

রিলে তোমার মস্তক শতধা হইয়া পড়িবে। আমি সেই নলকূবরশাপে নির্ভর করিয়া সীতারে রক্ষা করিয়াছি। অতএব এ বিষয়ে কোন সংশয় না করিয়া জানকীরে গ্রহণ কর। হে অমরপ্রভ! তুমি অমরগণের মহৎ কার্য্য সাধন করিয়াছ।

দশরথ কহিলেন, বৎস! আমি তোমার পিতা দশরথ; তোমার প্রতি সাতিশয় প্রীত হইয়াছি; হে পুত্র! তোমার কল্যাণ হউক; আমি অনুজ্ঞা করিতেছি, তুমি সচ্ছন্দে গিয়া রাজ্য শাসন কর।

রাম কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! যদ্যপি আপনি আমার পিতা, তবে আমি আপনারে অভিবাদন করি। আমি অবশ্যই আপনার আজ্ঞানুসারে অযোধ্যায় গমনপূর্ব্বক রাজ্য শাসন করিব।

দশরথ কমললোচন রামের বাক্য শ্রবণে সাতিশয় হৃষ্ট হইয়া তাঁহারে পুনর্ব্বার কহিলেন, হে মহাদ্যুতে! চতুর্দ্দশ বর্ষ সম্পূর্ণ হইয়াছে; অতএব ত্বরায় অযোধ্যায় গমনপূর্ব্বক রাজ্য শাসন কর।

তখন রাজীবলোচন রামচন্দ্র দেবগণকে নমস্কারপূর্ব্বক ভার্য্যার সহিত সম্মিলিত হইয়া শচীসহায় সুররাজের ন্যায় শোভমান হইলেন। তৎপরে অবিন্ধ্যকে বর ও ত্রিজটা রাক্ষসীরে অর্থ ও সম্মান প্রদান করিলেন।

অনন্তর ব্রহ্মা ইন্দ্রাদি দেবগণের সমক্ষে রামকে কহিলেন, হে কৌশল্যানন্দন! তুমি কি অভিলষিত বর প্রর্থনা কর?

রাম কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন তবে আমার ধর্ম্মপরায়ণতা ও শত্রুগণের নিকট অপরাজয় এবং রাক্ষসনিহত বানরগণের পুনর্জ্জীবন এই তিনটি বর প্রদান করুন।

ব্রহ্মা তথাস্তু বলিয়া বর দান করিলে রাক্ষসনিহত বানরগণ সচেতন হইয়া সুপ্তোত্থিতের ন্যায় গাত্রোত্থান করিল। তখন ভাগ্যবতী সীতা হনুমানকে এই বলিয়া বর প্রদান করিলেন, "বৎস হনুমান্! যত দিন শ্রীরামচন্দ্রের কীর্ত্তি বিদ্যমান থাকিবে, তুমিও তত দিন জীবিত থাকিবে; এবং আমার প্রসাদকৃত দিব্য উপভোগ সকল চির কাল তোমার সমীপে সমুপস্থিত হইবে।"

তদনন্তর ইন্দ্রাদি দেবগণ সেই সকল অক্লিষ্টকর্ম্মা বীরগণের সমক্ষেই অন্তর্হিত হইলেন। শক্রসারথি মাতলি রামচন্দ্রকে জানকীসমবেত নিরীক্ষণ করিয়া সুহৃদ্গণের সমক্ষে পরম প্রীত চিত্তে কহিলেন, হে সত্যপরাক্রম! আপনি দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, মানুষ, অসুর ও পন্নগগণের দুঃখ অপনীত করিলেন; অতএব পৃথিবী যত দিন তাঁহাদিগকে ধারণ করিবে; তত দিন তাঁহারা আপনার নাম কীর্ত্তন করিবেন। মাতলি রামকে এই কথা বলিয়া তাঁহারে পূজা করত তাঁহার অনুজ্ঞাক্রমে সেই রথ লইয়া স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর রাম লঙ্কা রক্ষার উপায় বিধান করিয়া সীতা, লক্ষ্মণ, বিভীষণ ও সুগ্রীব প্রভৃতি বানরগণ সমভিব্যাহারে পুষ্পক রথে আরোহণপূর্ব্বক অমাত্যগণসংহত হইয়া সেই সেতু দ্বারা সমুদ্র উত্তীর্ণ হইলেন এবং পূর্ব্বে সমুদ্রতীরে যে স্থানে শয়ন করিয়াছিলেন, তথায় উপস্থিত হইয়া যথাকালে বানরগণকে পূজা ও বিবিধ রত্ন প্রদান দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় করিলেন। গোপুচ্ছ বানর ও ভল্লুকগণ প্রস্থান করিলে শ্রীরামচন্দ্র সুগ্রীব ও বিভীষণ সমভিব্যাহারে পুষ্পক রথে আরোহণপূর্ব্বক কিষ্কিন্ধ্যা পুরীতে যাত্রা করিলেন। গমনকালে জানকীরে তত্রত্য কানন সমুদায় প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। পরে কিষ্কিন্ধ্যায় উপস্থিত হইয়া কৃতকর্ম্মা অঙ্গদকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া যথাগত পথে অযোধ্যাভিমুখে গমন করিলেন। রাজ্যেশ্বর রাম অযোধ্যায় উপস্থিত হইয়া

হনুমান্‌কে কর্ত্তব্য বিষয়ে উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক ভরতসমীপে প্রেরণ করিলেন। পবননন্দন নন্দি গ্রামে উপনীত হইয়া দেখিলেন, মলিনকলেবর চীরবাসা ভরত শ্রীরামচন্দ্রের পাদুকাদ্বয় সম্মুখে রাখিয়া অধ্যাসীন আছেন।

অনন্তর বীর্য্যবান্ রামলক্ষ্মণ ভরত ও শত্রুঘ্নের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পরম আনন্দিত হইলেন। তাঁহারাও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত সম্মিলিত হইয়া ও বৈদেহীরে অবলোকন করিয়া হর্ষসাগরে নিমগ্ন হইলেন। তখন মহাত্মা ভরত প্রীতিপ্রফুল্ল চিত্তে শ্রীরামচন্দ্রকে সেই নিক্ষিপ্ত রাজ্য প্রত্যর্পণ করিলেন।

অনন্তর বশিষ্ঠ ও বামদেব একত্র হইয়া বৈষ্ণব নক্ষত্রে অভিমত দিনে শৌর্য্যশালী রামকে অভিষিক্ত করিলেন। তিনি অভিষেকানন্তর সুগ্রীব, বিভীষণ ও তাঁহাদিগের সুহৃদ্গণকে বিবিধ ভোগ দ্বারা অর্চ্চনা ও তৎকালোচিত শিষ্টাচার দ্বারা সৎকার করিয়া অতি দুঃখে গৃহগমনে অনুমতি করিলেন। তাঁহারা বিদায় হইলে পুষ্পক রথকে পূজা করত প্রীতিপূর্ব্বক যক্ষরাজকে প্রদান করিয়া দেবগণ সমভিব্যাহারে গোমতী নদীসমীপে নির্ব্বিঘ্নে ত্রিগুণদক্ষিণ দশ অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন।

একনবত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মহারাজ! পূর্ব্বকালে রাম এই রূপেবনবাসজনিত নিতান্ত দুঃসহ দুঃখপরম্পরা সহ্য করিয়াছিলেন। অতএব হে অরাতিনিপাতন! তুমি আর শোক করিও না; তোমার কিছুমাত্র পাপ নাই। তুমি ক্ষত্রিয়কুলে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া প্রত্যক্ষফল বাহুবলের উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া আছ। হে রাজন্! তুমি যে পথ অবলম্বন করিয়াছ; ইন্দ্রাদি দেব এবং দানবগণও এই পথের পান্থ হইয়া থাকেন। দেবরাজ দেবগণের সহিত সমবেত হইয়া নিতান্ত দুর্জ্জয় বৃত্র, নমুচি ও দীর্ঘজিহ্বা রাক্ষসীরে সংহার করিয়াছেন। সহায়সম্পন্ন ব্যক্তির সকল বিষয়ই সম্পূর্ণরূপে সুসিদ্ধ হইয়া থাকে। বীর অর্জ্জুন, ভীমপরাক্রম ভীমসেন এবং মাদ্রীতনয় নকুল ও সহদেব যাহার ভ্রাতা, তাহার কিছুই অজেয় নাই। তুমি এই সমুদায় সহায়সম্পন্ন কেনই বিষণ্ণ হইতেছ। এই মহাবীরগণ সমুদায় দেবতা সমভিব্যাহারে ইন্দ্রের সেনাদিগকে অনায়াসে পরাজয় করিতে পারেন। তুমি ইহাঁদিগের সাহায্যে সংগ্রামে শত্রুগণকে অবশ্যই পরাজয় করিবে। দেখ, এই অরণ্যমধ্যে সিন্ধুদেশাধিপতি দুরাত্মা জয়দ্রথ বলপূর্ব্বক দ্রৌপদীরে হরণ করিয়াছিল। কিন্তু এই সমস্ত মহাত্মারা সিন্ধুপতিরে অনায়াসে পরাজয় ও বশীভূত করিয়া দ্রৌপদীরে প্রত্যাহরণ করিয়াছেন।

রাঘব অসহায় হইয়া সংগ্রামে দশগ্রীবকে সংহার করত সীতা দেবীরে প্রত্যাহরণ করেন; কেবল ভল্লুক ও বানরেরাই তাঁহার মিত্র ছিল। অতএব হে মহারাজ! এক্ষণে সমস্ত বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া শোক সন্তাপ পরিত্যাগ কর। তোমার সদৃশ মহাত্মারা কদাচ শোকে বশীভূত হয়েন না।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ধীমান্ মার্কণ্ডেয় এই রূপ আশ্বাস প্রদান করিলে পর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির শোক পরিহারপূর্ব্বক পুনরায় তাঁহারে কহিতে লাগিলেন।

রামোপাখ্যান পর্ব্ব সমাপ্ত।

পতিব্রতামাহাত্ম্য পর্ব্বাধ্যায়।

দ্বিনবত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

রাজা যুধিষ্ঠির মার্কণ্ডেয়কে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে মহর্ষে! আমি এই দ্রুপদনন্দিনীর নিমিত্ত যে প্রকার [illegible] ক্লিষ্ট হইয়াছি, আপনার [illegible] গণের অথবা রাজ্য নাশের নিমিত্ত [illegible] পরিতপ্ত হই নাই। [illegible] দুরাত্মারা দ্যূতক্রীড়ায় আমাদিগকে পরাজয় করিয়া নিগ্রহ করে, তৎকালে এই যাজ্ঞসেনী আমাদিগকে পরিত্রাণ করিয়াছিলেন। দুরাত্মা জয়দ্রথ বন হইতে ইহাঁরে যখন হরণ করে; ইনি সেই বিষম সময়েও মনে মনে আমাদিগকেই চিন্তা করিয়াছেন। মহর্ষে! আপনি কি এই দ্রুপদনন্দিনীর তুল্য পতিব্রতা রমণী কুত্রাপি দৃষ্টি বা শ্রবণগোচর করিয়াছেন?

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মহারাজ! কুলকামিনীগণের সৌভাগ্য যত দুর পর্য্যন্ত হইতে পারে; রাজপুত্রী সাবিত্রী তৎসমুদায়ই যেরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; তাহা শ্রবণ করুন।

মদ্রদেশে অশ্বপতি নামে এক পরম ধার্ম্মিক, সত্যপ্রতিজ্ঞ, জিতেন্দ্রিয়, দানশীল নরপতি ছিলেন। উহাঁর সন্তান সন্ততি কিছুই ছিল না। কালক্রমে বয়ঃক্রম অতিক্রান্ত হইলে ভূপতি অনপত্যতা নিবন্ধন দুঃখে পরিতাপিত হইয়া অপত্যোৎপাদনার্থ মিতাহার, ব্রহ্মচর্য্য ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহ প্রভৃতি তীব্রতর নিয়ম সকল অবলম্বনপূর্ব্বক সাবিত্রী দেবীর উদ্দেশে হোম করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি প্রতিদিন লক্ষ আহুতি প্রদান করিয়া দিবসের ষষ্ঠ ভাগে যৎকিঞ্চিৎ আহার গ্রহণ করিতেন।

এই রূপে অষ্টাদশ বর্ষ অতীত হইলে সাবিত্রী দেবী সুপ্রীত হইলেন এবং দিব্য কলেবর ধারণ করিয়া অগ্নিহোত্র হইতে উত্থাপনপূর্ব্বক অশ্বপতির নেত্রপথে আবির্ভূত হইয়া কহিলেন, মদ্ররাজ! আমি, তোমার ব্রহ্মচর্য্য, শুচি, দম, নিয়ম ও অকৃত্রিম ভক্তিতে অতীব প্রীত হইয়াছি; এক্ষণে তুমি ধর্ম্মবিষয়ে অপ্রমত্ত হইয়া অভীপ্সিত বর গ্রহণ কর।

অশ্বপতি কহিলেন, দেবি! দ্বিজাতিগণ আমারে কহিয়া থাকেন যে, সন্তানই পরম ধর্ম্ম। আমি তাঁহাদের বাক্যে আস্থা করিয়া ধর্ম্ম লাভ কামনায় অপত্য লাভের নিমিত্ত আপনার আরাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। যদি আপনি প্রীত হইয়া থাকেন, তবে আমারে এই বর প্রদান করুন যে, আমার বহুসংখ্যক সন্তান উৎপন্ন হউক।

সাবিত্রী কহিলেন, হে রাজন্! আমি পূর্ব্বেই এই অভিপ্রায় অবগত হইয়া তোমার পুত্রের নিমিত্ত ভগবান্ পিতামহকে কহিয়াছিলাম; তাঁহার প্রসাদে অচির কালমধ্যেই তোমার এক তেজস্বিনী কন্যা উৎপন্ন হইবে। আমি পিতামহের সৃষ্টিতে সন্তুষ্ট হইয়া কহিতেছি যে, তুমি ইহাতে আর কিঞ্চিন্মাত্র উত্তর প্রদান করিও না।

রাজা অশ্বপতি সাবিত্রীর বাক্য স্বীকার করিয়া পুনর্ব্বার তাঁহারে প্রসন্ন করিতে লাগিলেন; তৎপরে সাবিত্রী দেবী অন্তর্হিত হইলে স্বদেশে গমনপূর্ব্বক ধর্ম্মানুসারে প্রজা পালন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল অতীত হইলে ব্রতপরায়ণ রাজার জ্যেষ্ঠ মহিষী গর্ভবতী হইলেন। রাজপুত্রীর গর্ভ সিতপক্ষোদিত চন্দ্রমার ন্যায় দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

অনন্তর রাজমহিষী সমুচিত সময়ে এক রাজীবলোচনা কন্যা প্রসব করিলেন। নৃপচূড়ামণি অশ্বপতি প্রীতিপ্রফুল্ল চিত্তে কন্যার জাতকর্ম্ম সমাধান করিলেন। সাবিত্রী দেবীর উদ্দেশে হোম করাতে তিনি প্রীত হইয়া কন্যাটী প্রদান করিয়াছেন বলিয়া

রাজা ও বিপ্রগণ তাহার নাম সাবিত্রী রাখিলেন। রাজপুত্রী সাবিত্রী মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীর ন্যায় বর্দ্ধিত হইয়া কালক্রমে যৌবনসীমায় আরোহণ করিলেন। তৎকালে লোকে তাঁহারে সুমধ্যমা নিবিড়নিতম্বিনী ও কাঞ্চনময়ী প্রতিমার ন্যায় অবলোকন করিয়া বোধ করিতে লাগিল যে, বুঝি, দেবকন্যা মানবরূপ ধারণ করিয়া অবনীতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এই পদ্মপলাশলোচনা এই রূপ তেজস্বিনী ছিলেন যে, সকল পুরুষই তাঁহার তেজঃপ্রভাবে প্রতিহত হইয়াছিল; কেহই তাঁহার পাণি গ্রহণে সাহস করিতে পারে নাই।

একদা পর্ব্বদিবসে মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মী-সদৃশী সাবিত্রী উপবাস, স্নান, দেবার্চ্চন ও অগ্নিতে যথাবিধি আহুতি প্রদান করিয়া শেষ গ্রহণপূর্ব্বক মহাত্মা পিতার সমীপে গমন করিলেন এবং তাঁহারে অভিবাদন ও শেষ দ্রব্য নিবেদন করিয়া অঞ্জলি বন্ধন-পূর্ব্বক তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিলেন। মহারাজ অশ্বপতি দেবরূপিণী স্বীয় কন্যারে নয়নগোচর করিয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন, হায়! কন্যাটী যৌবনস্থা হইয়াছে, কিন্তু কেহই ইহার পাণিগ্রহণ করিতে প্রার্থনা করে না; মনে মনে এই রূপ চিন্তা করিয়া বিষণ্ণ চিত্তে সাবিত্রীরে কহিলেন, বৎসে! তোমার সম্প্রদানসময় উপস্থিত হইয়াছে; কিন্তু কেহই তোমার নিমিত্ত আমার নিকটে প্রার্থনা করে না; অতএব তুমি স্বয়ং আত্মানুরূপ ভর্ত্তা অন্বেষণ কর। যে ব্যক্তি তোমার অভিলষিত হইবে, আমার নিকটে তাহার পরিচয় প্রদান করিবে; আমি বিবেচনা করিয়া তোমারে সম্প্রদান করিব। আমি ব্রাহ্মণগণের ধর্ম্মশাস্ত্রপাঠ সময়ে যেরূপ শ্রবণ করিয়াছি; তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। হে বৎসে! যে পিতা কন্যারে সম্প্রদান না করে, যে পুরুষ বিবাহ না করে এবং যে ব্যক্তি ভর্ত্তৃহীনা মাতার রক্ষণাবেক্ষণ না করে; এই তিন জন নিন্দনীয় হয়। অতএব তুমি বরান্বেষণে সত্বর হও; আমি যাহাতে দেবগণের নিন্দনীয় না হই, তাহা কর।

রাজা [illegible] কন্যারে এই প্রকার উপদেশ প্রদান করিয়া মন্ত্রিগণকে তাঁহার অনুযাত্র হইতে অনুমতি করিলেন। সাবিত্রী লজ্জিত ও সঙ্কুচিত হইয়া পিতার পাদ বন্দন-পূর্ব্বক বৃদ্ধ সচিবগণ সমভিব্যাহারে হৈম রথে আরোহণপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন; পিতার আজ্ঞায় কিঞ্চিন্মাত্রও বিচার করিলেন না। নৃপনন্দিনী প্রথমত রাজর্ষিগণের রমণীয় তপোবনে গমনপূর্ব্বক তত্রস্থ মান্যতম স্থবিরগণের পাদাভিবন্দন করিলেন। তৎপরে ক্রমে ক্রমে সমুদায় বন গমনপূর্ব্বক তীর্থে তীর্থে ধন প্রদান করত তত্তদ্দেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

ত্রিনবত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, অনন্তর একদা মহারাজ মদ্রাধিপতি নারদের সহিত সভামধ্যে সমুপবিষ্ট হইয়া কথোপকথন করিতেছেন; এমত সময়ে সাবিত্রী মন্ত্রিগণ সমভিব্যাহারে সমুদায় তীর্থ ও আশ্রম পর্য্যটন করিয়া তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। রাজনন্দিনী স্বীয় পিতারে নারদ সমভিব্যাহারে উপবিষ্ট দেখিয়া মস্তক দ্বারা উভয়ের পাদ বন্দন করিলেন।

তখন নারদ অশ্বপতিরে কহিলেন, রাজন! তোমার এই দুহিতাটী কোথায় গিয়াছিল; কোথা হইতেই বা আগমন করিল? কন্যাটি যৌবনস্থা হইয়াছে; তথাপি কেন সৎপাত্রে সম্প্রদান করিতেছ না?

অশ্বপতি কহিলেন, হে মহর্ষে! আমি উহাকে সৎপাত্রসাৎ করিবার মানসে পাঠাইয়াছিলাম; এক্ষণে আপনি উহার মুখে শ্রবণ করুন। কাহারে পতিত্বে বরণ

করিয়াছে। মহর্ষিরে এই কথা বলিয়া সাবিত্রীরে কহিলেন, বৎসে! কাহারে পতি করিতে মনস্থ করিয়াছ; বিশেষ করিয়া বল।

সাবিত্রী পিতার বাক্য শ্রবণে উহা দেববাক্য তুল্য জ্ঞান করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে পিতঃ! পরম ধার্ম্মিক দ্যুমৎসেন নামা ভূপতি শাল দেশের অধীশ্বর ছিলেন। কিয়দ্দিন পরে দুর্ব্বিপাক বশত তাঁহার নেত্রদ্বয় বিনষ্ট হইয়া যায়। ঐ সময়ে তাঁহার এক মাত্র পুত্রের অতি শৈশবাবস্থা ছিল। রন্ধ্রান্বেষণকারী বৈরিগণ তাঁহারে অন্ধ ও তাঁহার পুত্রকে নিতান্ত বালক দেখিয়া তাঁহার রাজ্যাপহরণ করে। ভূপতি এই রূপে রাজ্যচ্যুত হইয়া সেই বালক পুত্র ও ভার্য্যা সমভিব্যাহারে অরণ্যে আগমনপূর্ব্বক তপোনুষ্ঠানপরায়ণ হইয়াছেন। তাঁহার সেই পুত্রের নাম সত্যবান্। সত্যবান্ নগরে জন্ম গ্রহণ করিয়া তপোবনে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছেন; তিনিই আমার অনুরূপ পতি। আমি মনে মনে তাঁহারে বরণ করিয়াছি।

তখন নারদ অশ্বপতিরে সম্বোধন করিয়া কহিলেন; ভূপতে! তোমার কন্যা বিশেষ না জানিয়া গুণবান্ সত্যবানকে বরণ করিয়া কি অকার্য্য করিয়াছে! সত্যবানের পিতা মাতা সতত সত্য বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন বলিয়া, ব্রাহ্মণগণ উহার সত্যবান্ নাম রাখিয়াছেন। সত্যবান্ বালক কালে সাতিশয় অশ্বপ্রিয় ছিল এবং মৃণ্ময় অশ্ব নির্ম্মাণ ও চিত্রফলকে অশ্বের আকার অঙ্কিত করিত বলিয়া অনেকে উহারে চিত্রাশ্ব বলিয়াও আহ্বান করে।

রাজা কহিলেন, হে মহর্ষে! রাজতনয় সত্যবান্ এক্ষণে তেজ, বুদ্ধি, ক্ষমা, পিতৃবাৎসল্য ও শৌর্য্যগুণে অলঙ্কৃত হইয়াছেন ত?

নারদ কহিলেন, সত্যবান্ সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী, বৃহস্পতির ন্যায় বুদ্ধিমান্, ইন্দ্রের ন্যায় বলবীর্য্যসম্পন্ন ও বসুধার ন্যায় ক্ষমাবান্।

রাজা কহিলেন, রাজনন্দন সত্যবান্ দাতা, ব্রহ্মপরায়ণ, রূপবান, উদারস্বভাব ও প্রিয়দর্শন ত?

নারদ কহিলেন, প্রিয়দর্শন সত্যবান্ সংকৃতিনন্দন রন্তিদেবের ন্যায় দানশীল; উশীনরতনয় শিবির ন্যায় ব্রহ্মনিষ্ঠ ও সত্যবাদী; যযাতির ন্যায় উদার এবং অশ্বিনীতনয়ের ন্যায় রূপবান্। তপোবৃদ্ধ ও শীলবান ব্যক্তিরা সংক্ষেপে কহেন যে, মহাবল পরাক্রান্ত সত্যবান্ দান্ত, মৃদু, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, বন্ধুজনপ্রিয়, অসূয়াশূন্য, লজ্জাশীল, ধৃতিমান, ঋজুস্বভাব ও মর্য্যাদাপালক।

অশ্বপতি কহিলেন, হে তপোধন! আপনি সত্যবানের গুণের কথাই কহিলেন, এক্ষণে উহার যে সমুদায় দোষ আছে, তাহা উল্লেখ করুন।

নারদ কহিলেন, সত্যবানের একমাত্র দোষ আছে; ঐ দোষ তাহার উক্ত সমুদায় গুণের অন্তরায় হইয়াছে; উহা নিবারণ করিবার কিছুমাত্র উপায় নাই। অশেষগুণসাগর সত্যবান্ অল্পায়ু; অদ্যাবধি সম্বৎসর পরিপূর্ণ হইলে অকালে কালকবলে নিপতিত হইবে।

তখন ভূপতি স্বীয় কন্যারে কহিলেন, সাবিত্রি! তুমি অন্য পুরুষকে পতিত্বে বরণ কর। সত্যবানের এক মহাদোষ তাহার সমুদায় গুণ গ্রাস করিয়াছে। ভগবান্ নারদ কহিতেছেন যে, সে অদ্যাবধি সম্বৎসর পূর্ণ হইলেই শমনসদনে গমন করিবে।

সাবিত্রী কহিলেন, দ্রব্যের অংশ একবার মাত্র নিপতিত হয়; কন্যারে এক বারই প্রদান করে; দদামি এই বাক্য এক বারই বলে; হে পিতঃ! এই তিন কার্য্য এক এক বারই অনুষ্ঠিত হয়। অতএব সত্যবান্ দীর্ঘায়ুই হউন আর অল্পায়ুই হউন; সগুণই

হউন বা নির্গুণই হউন; আমি যখন এক বার তাঁহারে পতিত্বে বরণ করিয়াছি, তখন তিনিই আমার পতি; আমি কদাপি আর কাহারে বরণ করিব না। দেখুন, কর্ম্ম প্রথমত মন দ্বারা নিশ্চিত, তৎপরে বাক্য দ্বারা অভিহিত ও তৎপশ্চাৎ কার্য্য দ্বারা সম্পাদিত হয়; অতএব আমার মতে মনই প্রমাণ।

তখন নারদ ভূপতিরে কহিলেন, হে রাজন্! তোমার কন্যার বুদ্ধি নিতান্ত স্থির; উহারে কখনই এই ধর্ম্মপথ হইতে চালিত করিতে পারিবে না। সত্যবানে যে সমুদায় গুণ আছে, তাহা অন্য কোন পুরুষেই নাই; অতএব আমি কহিতেছি, তুমি সত্যবান্‌কে কন্যা প্রদান কর।

রাজা কহিলেন, হে মহর্ষে! আপনার বাক্য লঙ্ঘন করা কাহার সাধ্য? আপনি যাহা কহিলেন, উহা যথার্থ; আপনি আমার গুরু; আপনি যাহা কহিলেন তাহাই করিব।

নারদ কহিলেন, হে রাজন্! তুমি নির্বিঘ্নে সাবিত্রী প্রদান কর, আমি চলিলাম। তোমাদের সকলেরই মঙ্গল হউক।

মহর্ষি নারদ এই কথা বলিয়া ঊর্দ্ধমার্গে গমন করিলেন, নরপতি অশ্বপতিও দুহিতার বিবাহের আয়োজন করিতে লাগিলেন।

চতুর্নবত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর মহারাজ অশ্বপতি কন্যা সম্প্রদান বিষয়ে কৃতনিশ্চয় হইয়া বিবাহোপযোগী দ্রব্যসম্ভার আহরণ করিলেন। পরে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ঋত্বিক্ ও পুরোহিতগণকে আহ্বানপূর্ব্বক পুণ্যদিনে কন্যা সমভিব্যাহারে রাজধানী হইতে নির্গত হইয়া পাদচারে সেই অরণ্যমধ্যে দ্যুমৎসেনের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, অন্ধ রাজা দ্যুমৎসেন এক বিশাল শালবৃক্ষমূলে কুশাসনে উপবিষ্ট আছেন। তখন তিনি যথোচিত উপচারে রাজর্ষিরে অর্চ্চনা করিয়া আপনার পরিচয় প্রদান করিলেন।

রাজর্ষি দ্যুমৎসেন অশ্বপতির পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া পরম সমাদরে তাঁহারে অর্ঘ, আসন ও গো প্রদানপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, মহারাজ! কি নিমিত্ত এস্থলে আগমন করিয়াছেন? তখন মদ্ররাজ অশ্বপতি সত্যবান্‌কে স্বীয় কন্যা প্রদান করিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া কহিলেন, হে রাজর্ষিসত্তম! আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার এই সাবিত্রী নাম্নী পরম শোভনা কন্যাটীরে ধর্ম্মানুসারে স্নুষার্থে প্রতিগ্রহ করুন।

দ্যুমৎসেন কহিলেন, মহারাজ! আমরা রাজ্যচ্যুত হইয়া বনবাসী হইয়াছি। আপনার কন্যা কিরূপে এই বনবাসজনিত দুঃসহ দুঃখপরম্পরা সহ্য করিবেন? অশ্বপতি কহিলেন, হে রাজর্ষে! আমি ও আমার কন্যা আমরা উভয়েই উৎপত্তিবিনাশাত্মক সুখ দুঃখ সমুদায় জ্ঞাত আছি, অতএব আপনি আমারে আর ও কথা কহিবেন না; আমি আদ্যোপান্ত সমুদায় নিশ্চয় করিয়াই আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। হে রাজন্! আমি প্রণতিপরতন্ত্র হইয়া প্রীতিপূর্ব্বক আপনার সন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়াছি, আপনি প্রত্যাখ্যান করিয়া আমার বলবতী আশালতা ছেদন করিবেন না। বিশেষত আমরা উভয়েই উভয়ের অনুরূপ; অতএব আপনি সুশীল সত্যবানের নিমিত্ত আমার কন্যারে প্রতিগ্রহ করুন।

তখন রাজর্ষি দ্যুমৎসেন কহিলেন, মহারাজ! আপনার সহিত সম্বন্ধ আমার চির প্রার্থনীয়; কিন্তু এক্ষণে আমি রাজ্যচ্যুত হইয়াছি বলিয়া এই অবশ্য কর্ত্তব্য বিষয়ে সবিশেষ বিবেচনা করিতেছিলাম। যাহা হউক, আমি পূর্ব্বাবধি যাহা আকাঙ্ক্ষা করিতেছি, আপনি অদ্য আমার সেই মনোরথ

পূর্ণ করুন; আপনি আমার অভীষ্ট অতিথি।

অনন্তর তাঁহারা আশ্রমবাসী সমুদায় ব্রাহ্মণগণকে আনয়নপূর্ব্বক বিধানানুসারে পুত্র কন্যার বিবাহকার্য্য নির্ব্বাহ করিলেন। মহারাজ অশ্বপতি সালঙ্কৃতা দুহিতারে পাত্রসাৎ করিয়া পরম সুখে স্বভবনাভিমুখে গমন করিলেন। রাজকুমারী সাবিত্রী ও সুশীল সত্যবান্ ইহাঁরা পরস্পর পরস্পরকে লাভ করিয়া পরম প্রীত ও প্রফুল্ল হইলেন। পতিপরায়ণা সাবিত্রী পিতার প্রস্থানানন্তর সর্ব্বাঙ্গ হইতে অলঙ্কার সমস্ত উন্মোচনপূর্ব্বক অরণ্যসুলভ বল্কল ও কাষায় বসন পরিধান করিলেন এবং বিনয় লজ্জা প্রভৃতি বহুবিধ সদ্গুণ, সকলের অভিলাষানুরূপ কার্য্যানুষ্ঠান ও পরিচর্য্যা দ্বারা আশ্রমবাসীদিগের তুষ্টি সম্পাদন করিতে লাগিলেন। শরীরসংস্কার ও আচ্ছাদনাদি প্রদান দ্বারা শ্বশ্রূরে, দেবপূজা ও বাক্ সংযম দ্বারা শ্বশুরকে এবং প্রিয়োক্তি, নৈপুণ্য, শান্তি ও নির্জ্জনে উপহার প্রদান দ্বারা ভর্ত্তারে সন্তুষ্ট করিতে লাগিলেন। এই রূপে সেই আশ্রমে তপোনুষ্ঠান দ্বারা তাঁহাদিগের কিয়ৎকাল অতিক্রান্ত হইল। পতিপরায়ণা সাবিত্রী দেবর্ষি নারদের বাক্য স্মরণ করিয়া দিন দিন নিতান্ত সন্তপ্ত হইতে লাগিলেন।

পঞ্চনবত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, তৎপরে কালক্রমে যে করাল কাল পতিপ্রাণা সাবিত্রীর প্রাণবল্লভের প্রাণ সংহার করিবে; সেই কাল সমুপস্থিত হইল। সাবিত্রীর হৃদয়ে নারদের বাক্য নিরন্তর জাগরূক ছিল; তিনি উহা শ্রবণাবধি দিন দিন দিন গণনা করিতেছিলেন; যখন দেখিলেন, প্রাণেশ্বরের প্রাণ পতনের আর চারি দিন মাত্র অবশিষ্ট আছে; তখন তিনি ত্রিরাত্র ব্রত অবলম্বন করিলেন। তিনি তাদৃশ কঠোর নিয়ম অবলম্বন করিয়াছেন শ্রবণ করিয়া তাঁহার শ্বশুর রাজা দ্যুমৎসেন সাতিশয় দুঃখিত চিত্তে উত্থানপূর্ব্বক তাঁহারে সান্ত্বনা করত কহিলেন, রাজপুত্রি! তুমি অতি তীব্রতর কর্ম্ম আরব্ধ করিয়াছ; দিনত্রয় উপবাস করিয়া থাকা অতি দুষ্কর।

সাবিত্রী কহিলেন, তাত! পরিতাপ করিবেন না; আমি ব্রত সাধন করিতে সমর্থ হইব। অধ্যবসায়ই ইহার উপায়; আমি অধ্যবসায় সহকারে এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছি। তখন পরম ধার্ম্মিক দ্যুমৎসেন, মাদৃশ লোকে ব্রত সংসাধন কর ব্যতীত কখন ব্রত ভঙ্গ কর বলিতে সমর্থ হয় না, এই মাত্র কহিয়া বিরত হইলেন।

এ দিকে সাবিত্রী ক্রমে ক্রমে অত্যন্ত কৃশা হইতে লাগিলেন। তিনি যে দিন জানিলেন যে, কল্য প্রাণনাথ জন্মের মত পলায়ন করিবেন; সেই রাত্রি তাঁহার অতি কষ্টে অতিবাহিত হইল। প্রভাত হইলে আজি সেই দিন উপস্থিত হইল মনে করিয়া প্রদীপ্ত হুতাশনে হোমক্রিয়া সমাধান করিলেন এবং সূর্য্যদেব চারি হস্তমাত্র উত্থিত হইলেই পূর্ব্বাহ্ণিক ক্রিয়াকলাপ সমাধান করিয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণ এবং শ্বশ্রূ ও শ্বশুরকে যথাক্রমে অভিবাদনপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইলেন। তপোবনবাসী তপস্বিগণ তোমার অবৈধব্য হউক বলিয়া তাঁহারে আশীর্ব্বাদ করিলেন। ধ্যানপরায়ণা সাবিত্রী মনে মনে তাহাই হউক বলিয়া তপস্বিগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিলেন এবং দুঃখিত চিত্তে নারদবাক্য স্মরণ করত সেই কাল ও সেই মুহূর্ত্ত প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

তাঁহার শ্বশ্রূ ও শ্বশুর তাঁহারে একান্তে লইয়া প্রীতিপূর্ব্বক কহিলেন, মাতঃ! যে প্রকারে ব্রতানুষ্ঠান করিতে হয় তাহা করিয়াছ; এক্ষণে আহারসময় সমুপস্থিত; অত-

এবং শীঘ্র গিয়া আহার কর। সাবিত্রী কহিলেন, আমি এই রূপ সঙ্কল্প করিয়াছ যে, দিবাকর অস্তগত হইলে ভোজন করিব।

সাবিত্রী এই রূপে স্বশ্রূ ও শ্বশুরসমীপে আপন সঙ্কল্পের পরিচয় প্রদান করিতেছেন, এমন সময়ে সত্যবান্ স্কন্ধে পরশু গ্রহণপূর্ব্বক বনে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলেন। সাবিত্রী স্বামীরে কহিলেন, একাকী গমন করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। আমি অদ্য তোমারে পরিত্যাগ করিতে পারিব না; তোমার সহিত গমন করিব।

সত্যবান্ কহিলেন, ভাবিনি! তুমি কখন বনে গমন কর নাই; অতএব বনের পথ তোমার নিতান্ত ক্লেশকর হইবে; বিশেষত ব্রতোপবাসে ক্ষীণ হইয়াছ; কিরূপে পদব্রজে গমন করিবে?

সাবিত্রী কহিলেন, উপবাসে আমার কিছুমাত্র ক্লেশ বা পরিশ্রম হয় নাই। আমি গমনের নিমিত্ত একান্ত উৎসুক হইয়াছি; আমারে নিষেধ করিও না।

সত্যবান্ কহিলেন, যদি গমনের নিমিত্ত নিতান্তই উৎসুক হইয়া থাক, তবে আমি অবশ্যই তোমার প্রিয়ানুষ্ঠান করিব। কিন্তু তোমারে আমার পিতা মাতার অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে; নতুবা আমিই ইহার দোষভাগী হইব।

সাবিত্রী সত্যবানের বাক্যানুসারে শ্বশ্রূ ও শ্বশুরকে অভিবাদন করিয়া কহিলেন, আর্য্যপুত্র ফলমাত্র আহার করিয়া অরণ্যানীমধ্যে গমন করিতেছেন; আজি আমি উহাঁর বিরহ সহ্য করিতে পারিব না; ইচ্ছা করিয়াছি, উহাঁর সমভিব্যাহারে গমন করিব; আপনারা অনুমতি করুন। উনি মাতা পিতা ও অগ্নিহোত্রের প্রয়োজন সংসাধনের নিমিত্ত অরণ্যে গমন করিতেছেন; অতএব উহাঁরে নিবারণ করা উচিত নহে। যদ্যপি ঈদৃশ গুরুতর প্রয়োজন না থাকিত; তবে উহাঁরে বন গমন করিতে নিষেধ করিলেও হানি হইত না। বিশেষত কিঞ্চিদূন এক বৎসর হইল, আমি আশ্রম হইতে বহির্গত হই নাই; এই জন্য কুসুমিত কানন নিরীক্ষণ করিতে একান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছি।

দ্যুমৎসেন কহিলেন, যে অবধি সাবিত্রী আমার পুত্রবধূ হইয়াছেন, তদবধি কখন আমার নিকটে কিঞ্চিন্মাত্রও প্রার্থনা করেন নাই; অতএব অদ্য ইনি স্বাভিলষিত ফল লাভ করুন। পরে সাবিত্রীরে কহিলেন, বৎসে! পথে সত্যবানের প্রতি অবহিত থাকিবে।

যশস্বিনী সাবিত্রী উভয়ের অনুমতি গ্রহণানন্তর ভর্ত্তৃ সমভিব্যাহারে রমণীয় কাননে গমন করিলেন। নারদবাক্য স্মরণে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণপ্রায় হইতেছে, তথাপি স্বামীর সহিত অরণ্য গমন কালে তাঁহার বদন সহাস্য বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। সত্যবান্, প্রিয়ে! অবলোকন কর বলিয়া মধুর বাক্যে সাবিত্রীরে অনুরোধ করিলে তিনি রমণীয় বন, ময়ূর, পুণ্যবহা নদী ও পুষ্পিত পর্ব্বত সকল অবলোকন করিলেন কিন্তু মুনিবাক্য স্মরণে স্বীয় জীবিতেশ্বরকে গতজীবিতই মনে করিয়া তাঁহার প্রতি বারংবার দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। ঐ সময় তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণপ্রায় হইতে লাগিল। তিনি সেই বিষম সময়ের প্রতীক্ষা করত ধীর গমনে ভর্ত্তার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন।

ষণ্ণবত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, তখন বীর্য্যবান্ সত্যবান্ ভার্য্যা সমভিব্যাহারে বহুবিধ ফল আহরণপূর্ব্বক তদ্দ্বারা স্থালী পরিপূর্ণ করিয়া কাষ্ঠ আহরণ করিতে লাগিলেন। কাষ্ঠ পাটন করিতে করিতে সাতিশয় ব্যায়াম হওয়াতে তাঁহার গাত্র হইতে স্বেদ বিনির্গত হই-

তে লাগিল ও মস্তকে বেদনা জন্মিল। তখন তিনি প্রাণপ্রিয়া প্রণয়িনীর সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, সাবিত্রি! প্রভূত পরিশ্রম হওয়াতে আমার শিরঃপীড়া হইয়াছে; অঙ্গ অবশ হইয়া আসিতেছে ও হৃদয় বিদীর্ণপ্রায় হইতেছে; ফলত আমি নিতান্ত অসুস্থ হইয়াছি; আর মস্তক যেন শূল দ্বারা বিদ্ধ হইতেছে। অতএব প্রিয়ে! এক বার নিদ্রা যাইতে নিতান্ত বাসনা হইতেছে; আর এক মুহূর্ত্তও দণ্ডায়মান থাকিতে পারি না।

পতিপ্রাণা সাবিত্রী সত্যবানের বাক্য শ্রবণমাত্র তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া ভূতলে উপবেশনপূর্ব্বক স্বীয় ক্রোড়ে তাঁহার মস্তক স্থাপন করিলেন এবং নারদের বাক্য স্মরণপূর্ব্বক সেই মুহূর্ত্ত, ক্ষণ, বেলা ও দিবস অনুধ্যান করিতে লাগিলেন। ক্ষণেক পরে দেখিলেন, এক রক্তবাসা, বদ্ধমৌলি, সাক্ষাৎ দিবাকরের ন্যায় তেজস্বী, শ্যামবর্ণ, রক্তনয়ন ভয়ানক পুরুষ পাশ হস্তে করিয়া সত্যবানের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহারে নিরীক্ষণ করিতেছেন।

সাবিত্রী তাঁহারে দেখিবামাত্র শনৈঃ শনৈঃ স্বামীর মস্তক ভূতলে সংস্থাপন করিয়া সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক কম্পিত হৃদয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, হে দেবেশ! আপনার অমানুষ আকৃতি দেখিয়া আপনারে দেবতা বলিয়া জ্ঞান হইতেছে। অতএব অনুগ্রহ করিয়া বলুন, আপনি কে? কি অভিলাষেই বা এখানে আসিয়াছেন?

যম কহিলেন, হে সাবিত্রি! তুমি পতিব্রতা ও তপোনুষ্ঠানসম্পন্না; এই নিমিত্ত তোমার নিকট আত্মপরিচয় প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর। আমি যম; অদ্য তোমার পতি সত্যবানের আয়ু শেষ হইয়াছে; আমি উঁহারে বন্ধনপূর্ব্বক লইয়া যাইব; এই আমার অভিলাষ।

সাবিত্রী কহিলেন, হে ভগবন্! শ্রুত আছি যে, আপনার দূতেরাই মানবগণকে লইয়া যায়; তবে আপনি স্বয়ং কি নিমিত্ত আগমন করিয়াছেন?

পিতৃরাজ সাবিত্রীর বাক্য শ্রবণানন্তর তাঁহারে প্রীত করিবার নিমিত্ত আপনার আগমনহেতু কহিতে লাগিলেন, হে শুভে! এই সত্যবান পরম ধার্ম্মিক, রূপবান ও গুণসাগর; আমার দূতেরা ইহাঁরে লইয়া যাইলে নিতান্ত অন্যায় হয়, এই বিবেচনায় স্বয়ং আগমন করিয়াছি। কৃতান্ত এই বলিয়া সত্যবানের দেহমধ্য হইতে এক পাশবদ্ধ অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষকে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া নিষ্কাশিত করিলেন। প্রাণ সমুদ্ধৃত হইবামাত্র সত্যবানের দেহ শ্বাসরহিত, প্রভাশূন্য, চেষ্টাবিহীন ও নিতান্ত অপ্রিয়দর্শন হইল। তখন যম সেই অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষকে বন্ধন ও গ্রহণপূর্ব্বক দক্ষিণ দিকে চলিলেন। ব্রতসিদ্ধা পতিপ্রাণা সাবিত্রী দুঃখার্ত্ত চিত্তে তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন।

পিতৃপতি সাবিত্রীরে আপনার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আগমন করিতে দেখিয়া কহিলেন, সাবিত্রি! প্রতিনিবৃত্ত হও; শীঘ্র গিয়া সত্যবানের ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য সমাধান কর। তোমা হইতে তোমার ভর্ত্তা আনৃণ্য লাভ করিয়াছেন। তুমি যাহা কর্ত্তব্য তাহা সম্পাদন করিয়াছ।

সাবিত্রী কহিলেন, আমার স্বামী যে স্থানে নীত হন অথবা স্বয়ং গমন করেন; আমারও সেই স্থানে গমন করা কর্ত্তব্য ইহাই নিত্য ধর্ম্ম। হে মহাত্মন্! তপস্যা, গুরুভক্তি, ভর্ত্তৃস্নেহ, ব্রত ও তোমার প্রসাদে আমার গতি অপ্রতিহত হইয়াছে। হে ধর্ম্মরাজ! এক্ষণে আমি মিত্রতাপূর্ব্বক তোমারে যাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি বনে আসিয়া গার্হস্থ্য, ব্রহ্মচর্য্য অথবা সন্ন্যাস ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করে না;

জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিরাই আশ্রমধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া থাকেন; তন্মধ্যে গার্হস্থ্য ধর্ম্মই বিজ্ঞান প্রাপ্তির কারণ; সকল আশ্রমিকেরাই প্রথমত ঐ ধর্ম্ম সম্যক্ রূপে অনুষ্ঠান করিয়া জ্ঞান উপার্জ্জন করিয়াছেন; এই নিমিত্ত মাদৃশ লোকে পূর্ব্বোক্ত দ্বিতীয় বা তৃতীয় আশ্রম অবলম্বন করিতে অভিলাষ করেনা; এবং পণ্ডিতগণ এই নিমিত্তই প্রথম আশ্রমকে প্রধান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করেন।

যম কহিলেন, হে অনিন্দিতে! নিবৃত্ত হও; আমি তোমার সুব্যক্ত ও যুক্তিযুক্ত বাক্যে পরিতুষ্ট হইয়াছি; এক্ষণে তুমি বর প্রার্থনা কর; সত্যবানের জীবন ভিন্ন যে যে বর প্রার্থনা করিবে, সমুদায়ই তোমারে প্রদান করিব।

সাবিত্রী কহিলেন, আমার শ্বশুর রাজ্যচ্যুত হইয়া অরণ্যে বাস করিতেছেন। তাঁহার নয়নদ্বয় বিনষ্ট হইয়াছে। তিনি তোমার প্রসাদে চক্ষু লাভ এবং অগ্নি ও দিবাকরের ন্যায় বল ধারণ করুন।

যম কহিলেন, অনিন্দিতে! আমি ঐ বর প্রদান করিলাম; তুমি যাহা প্রার্থনা করিয়াছ, তাহাই হইবে। দেখিতেছি, তুমি পথশ্রান্ত হইয়াছ, অতএব এক্ষণে নিবৃত্ত হও; নতুবা আরও শ্রান্তি হইবে।

সাবিত্রী কহিলেন, হে ধর্ম্মরাজ! আমি যখন স্বামীর সমীপে রহিয়াছি, তখন আমার পরিশ্রমের বিষয় কি? স্বামীই আমার এক মাত্র গতি। অতএব তুমি যে স্থানে স্বামীরে লইয়া যাইবে, আমিও তথায় গমন করিব; এক্ষণে পুনর্ব্বার কিঞ্চিৎ কহিতেছি, শ্রবণ কর। সাধুগণের সহিত এক বার মাত্র সমাগমেই মিত্রতা জন্মে; সাধুসমাগম কদাপি নিষ্ফল হয় না; এই নিমিত্ত সাধুসংসর্গে বাস করা কর্ত্তব্য।

যম কহিলেন, হে ভাবিনি! তুমি যে বাক্য বিন্যাস করিলে; উহা হৃদয়রঞ্জন, হিতকর এবং বুধগণেরও বোধবর্দ্ধন; তন্নিমিত্ত সত্যবানের জীবন ভিন্ন দ্বিতীয় বর প্রার্থনা কর। সাবিত্রী কহিলেন, আমার শ্বশুর পূর্ব্বাপহৃত রাজ্য লাভ করুন; এবং স্বধর্ম্ম হইতে অপরিচ্যুত থাকুন; আমি তোমার নিকটে এই দ্বিতীয় বর প্রার্থনা করি।

যম কহিলেন, রাজা দ্যুমৎসেন অচিরেই স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইবেন; স্বধর্ম্ম হইতেও পরিচ্যুত হইবেন না। হে রাজপুত্রি! তোমার কামনা পরিপূর্ণ করিলাম; এক্ষণে প্রতিনিবৃত্ত হও, নতুবা পরিশ্রান্ত হইবে।

সাবিত্রী কহিলেন, হে দেব! প্রজাগণ তোমারই নিয়মে নিগৃহীত হইতেছে এবং তুমিই নিয়মপূর্ব্বক তাহাদিগকে কামনা সকল প্রদান করিতেছ; এই নিমিত্ত তোমার যমত্ব সুবিখ্যাত হইয়াছে। হে যমরাজ! এক্ষণে আমার এই বাক্য শ্রবণ কর, কায়মনোবাক্যে সকলের প্রতি অদ্রোহ, অনুগ্রহ ও দান করাই সাধুগণের সনাতন ধর্ম্ম। এই ভূমণ্ডলমধ্যে প্রায় সমুদায় মনুষ্যগণই ভক্তিপ্রবণ; সজ্জনগণ শত্রুগণকেও দয়া করিয়া থাকেন।

যম কহিলেন, হে শুভে! পিপাসু ব্যক্তির যেমন পানীয়, তদ্রূপ তোমার এই বাক্যও সকলের আদরণীয়। অতএব সত্যবানের জীবন ভিন্ন যে বর ইচ্ছা, প্রার্থনা কর।

সাবিত্রী কহিলেন, আমার পিতার সন্তান সন্ততি নাই; অতএব যেন তাঁহার বংশকর এক শত ঔরস পুত্র জন্মে; আমি তোমার নিকটে এই তৃতীয় বর প্রার্থনা করিতেছি।

যম কহিলেন, হে ভদ্রে! তোমার পিতার বংশকর সুতেজা শত পুত্র সমুৎপন্ন হউক। হে রাজপুত্রি! এক্ষণে কৃতকামা হইলে, প্রতিনিবৃত্ত হও; দেখ, তুমি অতি দূরপথে আগমন করিয়াছ।

সাবিত্রী কহিলেন, হে ঈশ্বর! আমি যখন স্বামীর সন্নিধানে রহিয়াছি, তখন ইহা আমার দূর পথ নহে। আমার মন ইহা অপেক্ষা দূরতর পথে ধাবমান হইতেছে। তুমি গমন করিতে করিতেই আমার কথা শ্রবণ কর। তুমি ভগবান্ বিবস্বানের তনয়, এই নিমিত্ত পণ্ডিতগণ তোমারে বৈবস্বত বলিয়া থাকেন। আর প্রজাগণ ইহ সংসারে তোমার পক্ষপাতরহিত ধর্ম্ম শাসনে সঞ্চরণ করিতেছে; এই জন্য তুমি ধর্ম্মরাজ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছ। হে ধর্ম্মরাজ! সাধু ব্যক্তিরে যত দূর বিশ্বাস করা যায়; আপনার প্রতিও তত বিশ্বাস হয় না; এই নিমিত্ত সকলেই সাধু ব্যক্তির উপরে বিশ্বাস ও প্রণয় স্থাপন করিতে অভিলাষী হয়।

যম কহিলেন, ভদ্রে! তুমি যেরূপ কহিলে, আর কাহারও নিকটে এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করি নাই; আমি ইহাতে পরম প্রীতি প্রাপ্ত হইলাম; অতএব সত্যবানের জীবন বিনা চতুর্থ বর গ্রহণ করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হও।

সাবিত্রী কহিলেন, সত্যবানের ঔরসে আমার গর্ভে বলবীর্য্যশালী কুলবর্দ্ধন এক শত পুত্র হইবে, আমি এই চতুর্থ বর প্রার্থনা করি।

যম কহিলেন, অবলে! তোমার বলবীর্য্যশালী আনন্দবর্দ্ধন শত নন্দন হইবে, এক্ষণে নিবৃত্ত হও; আর পরিশ্রম স্বীকারে প্রয়োজন নাই; অনেক দূর আগমন করিয়াছ।

সাবিত্রী কহিলেন, সজ্জনের ধর্ম্মবৃত্তি চির কালই সমান; সজ্জনেরা অবসন্ন বা ব্যথিত হন না; সজ্জনের সহিত সজ্জনের সমাগম কদাপি বিফল হয় না; এবং সজ্জনেরা সজ্জনের সমীপে ভীত হন না। সজ্জনেরাই সত্য দ্বারা সূর্য্যকে চালিত করিতেছেন; সজ্জনেরাই তপ দ্বারা পৃথিবী ধারণ করিতেছেন; সজ্জনেরাই ভূত ভবিষ্যতের গতি; এবং সজ্জনেরা সজ্জনসমাজে কদাচ অবসন্ন হন না। সাধুগণ পরস্পর অপেক্ষা না করিয়া আর্য্যগণের পূজনীয় জ্ঞানেই চির কাল পরোপকার করিয়া থাকেন। সাধুগণের প্রসাদ কখন বিফল হয় না; এবং তাঁহাদিগের নিকটে অর্থ বা মানেরও হানি হয় না; প্রত্যুত প্রসাদ, অর্থ ও মান এই তিনই সাধুসমীপে অব্যাহত থাকে; অতএব সাধুগণ সকলের রক্ষাকর্ত্তা।

যম কহিলেন, হে পতিব্রতে! আমি তোমার সুবিন্যস্ত ধর্ম্মসংহিত বাক্য যত শ্রবণ করিতেছি; ততই আমার ভক্তিবৃত্তি তোমার প্রতি উচ্ছলিত হইতেছে। অতএব তুমি পুনরায় অভিলষিত বর গ্রহণ কর।

সাবিত্রী কহিলেন, হে মানদ! স্বামীর ঔরস পুত্র যেরূপ; ক্ষেত্রজাদি পুত্র তদ্রূপ নহে; বিশেষত পতি ব্যতীত আমি জীবন ধারণে সমর্থ নহি; অতএব সত্যবান্ জীবিত হউন, এই বর প্রার্থনা করি। আমি স্বামিবিনাকৃত সুখ, স্বামিবিনাকৃত স্বর্গ অথবা স্বামিবিনাকৃত শ্রীর অভিলাষিণা নহি; এবং স্বামী ব্যতীত জীবন ধারণ করিতেও আমার প্রবৃত্তি নাই। তুমিই আমার শত পুত্রতা বর প্রদান করিয়াছ এবং তুমিই আমার পতিরে অপহরণ করিতেছ! অতএব হে ধর্ম্মরাজ! সত্যবান্ জীবিত হউন; এই বর প্রর্থনা করি; তাহা হইলেই তোমার বাক্য সত্য হইবে।

ধর্ম্মরাজ যম আনন্দিত চিত্তে তথাস্তু বলিয়া সত্যবান্‌কে পাশমুক্ত করিলেন এবং সাবিত্রীরে কহিলেন, হে কুলনন্দিনি! এই তোমার ভর্ত্তারে মুক্ত করিয়া দিলাম; ইনি রোগমুক্ত, কৃতার্থ ও তোমারই বশীভূত হইয়া তোমার সহিত চারি শত বৎসর জীবিত থাকিবেন। ইনি যজ্ঞ ও ধর্ম্ম দ্বারা খ্যাতি

লাভ এবং তোমার গর্ভে শত পুত্র উৎপাদন করিবেন। তোমার নামে তোমার পুত্রগণের নামধেয় হইবে। তাহারাও রাজা, পুত্র-পৌত্রশালী ও সুবিখ্যাত হইয়া পরম সুখে কাল যাপন করিবে। তোমার পিতাও তোমার মাতা মালবীর গর্ভে মালব নামে বংশকর ইন্দ্রসদৃশ শত পুত্র উৎপাদন করিবেন।

প্রতাপবান্ ধর্ম্মরাজ সাবিত্রীরে এই রূপ বর প্রদানপূর্ব্বক নিবৃত্ত করিয়া স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। সাবিত্রীও স্বামীরে প্রতিলাভ করিয়া, যে স্থানে তাঁহার মৃত কলেবর পতিত রহিয়াছে, সেই স্থানে সমুপস্থিত হইলেন। তথায় ভূমিনিপতিত ভর্ত্তারে আলিঙ্গনপূর্ব্বক আপন উৎসঙ্গে তাঁহার মস্তক আরোপিত করিয়া উপবেশন করিলেন। সত্যবান্ সংজ্ঞা লাভ করিয়া প্রবাসাগত ব্যক্তির ন্যায় প্রণয়িনীর প্রতি বারংবার সপ্রেম দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক কহিলেন, কি কষ্ট! আমি এত অধিক ক্ষণ নিদ্রিত ছিলাম! প্রিয়ে! তুমি কি নিমিত্ত আমারে জাগরিত কর নাই; আর যিনি আমারে আকর্ষণ করিতেছিলেন, সেই শ্যামবর্ণ পুরুষ কোথায়?

সাবিত্রী কহিলেন, জীবিতনাথ! তুমি বহু ক্ষণ আমারই উৎসঙ্গে নিদ্রিত ছিলে। যে পুরুষের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ, তিনি লোকসংহর্ত্তা যম; কিয়ৎক্ষণ হইল, স্ব স্থানে গমন করিয়াছেন। হে রাজপুত্র! তোমার নিদ্রা ভঙ্গ ও বিশ্রাম লাভ হইয়াছে; এক্ষণে যদি সামর্থ্য থাকে, শীঘ্র গাত্রোত্থান কর। দেখ, অন্ধকাররজনী উপস্থিত হইতেছে।

তখন সত্যবান্ সুপ্তোত্থিতের ন্যায় গাত্রোত্থানপূর্ব্বক সমুদায় দিক্ ও অরণ্যানী নিরীক্ষণ করত কহিলেন, হে সুমধ্যমে! আমার এই মাত্র স্মরণ হইতেছে যে, আমি ফলমাত্র আহার করিয়া তোমার সহিত অরণ্যানীমধ্যে আগমন করিয়াছিলাম। পরে কাষ্ঠ পাটন করিতে করিতে শিরঃপীড়ায় একান্ত পরিতাপিত ও নিতান্ত অধৈর্য্য হইয়া তোমার উৎসঙ্গে শয়ন করিলাম; এবং তৎপরে তোমার আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ হইয়া নিদ্রায় নিতান্ত অভিভূত হইলাম। হে প্রিয়ে! তৎপরে যে ঘোর তিমিরবর্ণ মহাতেজা পুরুষকে অবলোকন করিয়াছিলাম, তাহা স্বপ্ন কি সত্য কিছুই জানি না। তুমি যদ্যপি তাহার বিষয় অবগত থাক, বিশেষ করিয়া বল।

সাবিত্রী কহিলেন, নাথ! এক্ষণে রজনী উপস্থিত হইয়াছে, অবিলম্বে পিতামাতার নিকটে গমন করা তোমার নিতান্ত আবশ্যক; অতএব শীঘ্র গাত্রোত্থান কর; কল্য সমুদায় বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক নিবেদন করিব। ঐ দেখ, তামসী নিশা উপস্থিত। দিবাকর অস্তমিত হইয়াছেন। নিশাচরগণের নিষ্ঠুরতর নিনাদ, মৃগগণের সঞ্চারশব্দ ও দক্ষিণ পশ্চিম দিক্ হইতে শিবাগণের ভয়ঙ্কর চীৎকার শ্রবণ করিয়া আমার হৃৎকম্প হইতেছে।

সত্যবান্ কহিলেন, এই ভয়ঙ্কর বন অন্ধতমসে আচ্ছন্ন হইয়াছে; এক্ষণে তুমি কোন ক্রমেই ইহাতে পথ নিরীক্ষণ ও গমন করিতে সমর্থ হইবে না।

সাবিত্রী কহিলেন, নাথ! তোমারে পীড়িত দেখিতেছি; অতএব যদ্যপি তমসাবৃত পথে গমন করিতে অসমর্থ হও, তবে অদ্য এই স্থানেই অবস্থান কর। ঐ দেখ, স্থানে স্থানে শুষ্ক তরু সকল প্রজ্বলিত হইতেছে; আমি তাহা হইতে অগ্নি আনয়ন করিয়া এই সমস্ত কাষ্ঠ প্রজ্বালিত করি; তুমি তদ্দ্বারা শরীরগ্লানি অপনোদন কর। হে নাথ! অদ্য রাত্রি এই স্থানেই অতিবাহিত করা যাউক; কল্য প্রভাতে কানন সকল প্রকাশিত হইলে আশ্রমে গমন করিব।

সত্যবান্ কহিলেন, আমার শিরঃপীড়া নিবৃত্ত এবং অঙ্গ সকলও প্রকৃতিস্থ হইয়াছে; এক্ষণে মাতাপিতার সমীপে গমন করিতে

বাসনা করি। আমি পূর্ব্বে কখন নিয়মিত সময় অতিক্রমণ করিয়া আশ্রমে গমন করি নাই। মাতা সন্ধ্যা না হইতেই আমারে রুদ্ধ করিতেন। আমি দিবাভাগে বহির্গত হইলেও আমার মাতাপিতা সন্তপ্ত হইতেন। পিতা আশ্রমবাসিগণের সমভিব্যাহারে আমারে অন্বেষণ করিতেন। এক বার তাঁহারা আমার বিলম্বে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া আমারে সাতিশয় তিরস্কার করিয়াছিলেন। আজি আমার নিমিত্তে তাঁহাদের কি অবস্থা ঘটিয়াছে, আমি তাহাই চিন্তা করিতেছি। নিশ্চয়ই আমার অদর্শনে তাঁহারা যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইবেন। একদা রাত্রিতে তাঁহারা নিতান্ত দুঃখিত হইয়া গলদশ্রু লোচনে প্রীতিযুক্ত বচনে আমারে কহিয়াছিলেন, "বৎস! আমরা তোমা ব্যতীত মুহূর্ত্তমাত্রও জীবন ধারণ করিতে পারি না; তুমি আমাদিগকে ফলাদি আহরণ করিয়া না দিলে আমাদের জীবন ধারণ করিবার উপায়ান্তর নাই; তুমি এই নয়নহীন স্থবিরদ্বয়ের যষ্টি; আমাদিগের বংশ, পিণ্ড, কীর্ত্তি ও সন্তান তোমাতেই প্রতিষ্ঠিত।" হে প্রিয়ে! আমার মাতাপিতা বৃদ্ধ হইয়াছেন; আমি তাঁহাদের যষ্টিস্বরূপ। আহা! না জানি অদ্য আমার অদর্শননিবন্ধন তাঁহাদের কি অবস্থাই ঘটিবে! আঃ পাপীয়সী নিদ্রা! কেবল তোর নিমিত্তই আমার পিতামাতা আমার জীবনে সংশয়াপন্ন হইয়াছেন। আমিও বিপন্ন ও সংশয়াপন্ন হইলাম। ফলত আমি মাতাপিতা ব্যতীত প্রাণ ধারণ করিতে সমর্থ নহি। নিশ্চয়ই আমার সেই অন্ধ পিতা এই সময়ে নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া আশ্রমবাসীদিগের প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করিতেছেন। প্রিয়ে! পিতা ও তাঁহার আশ্রিতা অতি দুর্ব্বলা জননীর নিমিত্তই আমার শোকসাগর উচ্ছ্বসিত হইয়াছে; আপনার নিমিত্ত নহে। হায়! আজি তাঁহারা আমার নিমিত্ত কতই পরিতাপ করিতেছেন! তাঁহারা জীবিত থাকিলেই আমি জীবিত থাকি। আমি এইমাত্র জানি যে, তাঁহাদিগের ভরণ, পোষণ ও প্রিয়ানুষ্ঠান করাই আমার নিতান্ত কর্ত্তব্য।

গুরুভক্ত গুরুপ্রিয় ধর্ম্মাত্মা সত্যবান্ এইমাত্র বলিয়া বাহুযুগল উন্নমিত করত উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন। তখন ধর্ম্মচারিণী সাবিত্রী শোকবিহ্বল ভর্ত্তার নয়নযুগল হইতে অশ্রুধারা মার্জ্জন করিয়া কহিলেন, আমি যদি তপোনুষ্ঠান, দান ও আহুতি প্রদান করিয়া থাকি; তাহা হইলে সর্ব্বরী আমার শ্বশ্রূ, শ্বশুর ও ভর্ত্তার পক্ষে কল্যাণকরী হউক। আমি যে স্বৈর ব্যবহারেও কখন মিথ্যা বাক্য উচ্চারণ করি নাই; আজি সেই সত্য আমার শ্বশ্রূ ও শ্বশুরের অবলম্বন হউক।

সত্যবান্ কহিলেন, সাবিত্রি! আমি পিতামাতারে দর্শন করিবার নিমিত্ত নিতান্ত উৎসুক হইয়াছি; চল, আর বিলম্ব করিও না। সত্য কহিতেছি, যদ্যপি অদ্য জনক বা জননীর কিছুমাত্র অমঙ্গল দেখি, অবশ্যই প্রাণ পরিত্যাগ করিব। অতএব হে বরারোহে! যদি তোমার বুদ্ধি ধর্ম্মের অনুগামিনী হয়; যদি তুমি আমারে জীবিত রাখিতে ইচ্ছা কর; যদি আমার প্রিয়াচরণ করা তোমার কর্ত্তব্য হয়; তাহা হইলে চল, ত্বরায় আশ্রমে গমন করি।

সাবিত্রী সত্যবানের বাক্য শ্রবণমাত্র গাত্রোত্থানপূর্ব্বক আপনার কেশপাশ বন্ধন করিয়া বাহুযুগল দ্বারা সত্যবান্‌কে উত্থাপিত করিলেন। সত্যবান্‌ও উত্থিত হইয়া হস্ত দ্বারা অঙ্গ মার্জ্জন ও চতুর্দ্দিক্‌অবলোকনপূর্ব্বক স্থালীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। তখন সাবিত্রী কহিলেন, হে নাথ! কালি কল্য আহরণ করিও। আমি তোমার যোগক্ষেমসাধন এই পরশু লইয়া যাইব;

এই বলিয়া সাবিত্রী তরুশাখা হইতে স্থালী ও পরশু গ্রহণ করিয়া সত্যবানের সমীপে আগমন করিলেন; এবং স্বীয় বাম স্কন্ধে সত্যবানের বাহু নিবেশিত করিয়া দক্ষিণ করে তাঁহারে আলিঙ্গনপূর্ব্বক ধীরে ধীরে গমন করিতে লাগিলেন।

সত্যবান্ কহিলেন, ভীরু! অভ্যাসবশত এই সমস্ত পথ আমার বিদিত আছে; এবং তরুরাজির অভ্যন্তর দিয়া জ্যোৎস্নাপাত হওয়ায় দৃষ্টিগোচরও হইতেছে; অতএব যে পথে আগমন করিয়া ফলাবচয়ন করিয়াছি, সেই পথে গমন কর। এই পলাশখণ্ডে দুই পথ বিদ্যমান রহিয়াছে; ইহার উত্তর পথ অবলম্বন করিয়া গমন কর। প্রিয়ে! এক্ষণে আমি প্রকৃতিস্থ ও বলবান্ হইয়াছি, তুমি ত্বরান্বিত হও; মাতাপিতারে দর্শন করিবার নিমিত্ত আমার চিত্ত নিতান্ত উৎকলিকাকুল হইয়াছে। সত্যবান্ সাবিত্রীরে এই রূপ কহিতে কহিতে তাঁহার সমভিব্যাহারে দ্রুতপদসঞ্চারে আশ্রমাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

সপ্তনবত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, এ দিকে মহাবল দ্যুমৎসেন সাবিত্রীগৃহীত বরপ্রভাবে পুনরায় চক্ষুষ্মান্ হইয়া চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিতে লাগিলেন। তখন তিনি পুত্রের নিমিত্ত নিতান্ত কাতর হইয়া তাঁহার অন্বেষণার্থ সেই রাত্রিকালে স্বীয় পত্নী শৈব্যা সমভিব্যাহারে সমস্ত আশ্রম, দুর্গম কানন, নদী ও সরোবর প্রভৃতি নানা স্থান পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। কোন প্রকার শব্দ শ্রবণ করিবামাত্র উন্মুখ হইয়া ঐ সাবিত্রী ও সত্যবান্ আসিতেছেন ভাবিয়া উচ্চৈঃ স্বরে আহ্বান করিতে থাকেন। এই রূপে সেই নৃপদম্পতি পুত্রশোকে উন্মত্তের ন্যায় ইতস্তত ধাবমান হইতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের চরণতল বিদীর্ণ এবং কুশ ও কণ্টকে সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হওয়াতে গাত্র হইতে অনবরত শোণিতধারা নির্গত হইতে লাগিল।

অনন্তর আশ্রমবাসী ব্রাহ্মণগণ সমীপে উপস্থিত হইয়া নানাপ্রকার আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে আশ্রমে লইয়া গেলেন। বৃদ্ধতম তপোধনেরা চতুর্দ্দিকে সমাসীন হইয়া পূর্ব্ব রাজগণের কথাপ্রসঙ্গে বহুবিধ আশ্বাস বাক্যে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন; রাজা দ্যুমৎসেন ও তাঁহার ভার্য্যা ঋষিগণের প্রবোধ বাক্যে তৎকালে কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে পুত্রমুখনিরীক্ষণবাসনা পুনরায় তাঁহাদের হৃদয়ে বলবতী হইয়া উঠিল। পুত্রের বাল্য বৃত্তান্ত স্মৃতিপথে আবির্ভূত হওয়াতে তাঁহাদের দুঃখার্ণব পুনরায় উচ্ছলিত হইল! তখন তাঁহারা নিতান্ত কাতর হইয়া হা পুত্র সত্যবান্! হা বৎসে পতিব্রতে সাবিত্রি! কোথায় রহিলে! এই বলিয়া মুক্তকণ্ঠে নানাপ্রকার বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর সুবর্চা নামে ব্রাহ্মণ কহিলেন, আপনারা ধৈর্য্যাবলম্বন করুন; ধর্ম্মপরায়ণা সাবিত্রীর তপস্যা, দম ও সদাচারবলে সত্যবান্ অবশ্যই জীবিত আছেন; সন্দেহ নাই।

মহর্ষি গৌতম কহিলেন, আমি সাঙ্গ বেদ অধ্যয়ন করিয়াছি; দীর্ঘ কাল তপোনুষ্ঠান করিয়াছি; কৌমার ব্রহ্মচর্য্যে দীক্ষিত হইয়া গুরু ও অগ্নিরে সন্তুষ্ট করিয়াছি এবং সমাহিত হইয়া বায়ুমাত্র ভক্ষণ করত সর্ব্ব প্রকার ব্রতানুষ্ঠান ও যথাবিধি উপবাসাদি করিয়াছি; এই সমস্ত কার্য্য দ্বারা আমি অন্যের অভিপ্রায়ও জানিতে পারি; অতএব নিশ্চয় বলিতেছি, সত্যবান্ প্রাণ ত্যাগ করেন নাই।

শিষ্য কহিলেন, আমার উপাধ্যায়ের মুখনিঃসৃত বাক্য কদাচ মিথ্যা হইবার নহে; অতএব সত্যবান যে জীবিত আছেন; তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

ঋষিগণ কহিলেন, সাবিত্রী সমুদায় অবৈধব্যকর সুলক্ষণসম্পন্ন; অতএব তাঁহার স্বামী অবশ্যই জীবিত আছেন।

ভরদ্বাজ কহিলেন, সাবিত্রী যেরূপ তপোদম ও সদাচারসম্পন্ন, তাহাতে কদাচ সত্যবানের প্রাণ নাশ হইবে না।

দাল্ভ্য কহিলেন, যখন তুমি চক্ষুষ্মান হইয়াছ; যখন সাবিত্রী ব্রতানুষ্ঠান করিয়া অনাহারে স্বামীর সহিত গমন করিয়াছেন, তখন সত্যবান্ অবশ্যই জীবিত আছেন।

আপস্তম্ব কহিলেন, যখন দিক্ সকল প্রসন্ন রহিয়াছে, মৃগ ও পক্ষিগণ অনুকূল শব্দ করিতেছে এবং তোমার প্রবৃত্তি রাজধর্ম্মের অনুরূপ হইয়াছে; তখন সত্যবান্ জীবিত আছেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

ধৌম্য কহিলেন, মহারাজ! তোমার পুত্র সত্যবান্ অশেষ গুণসম্পন্ন, সকলের প্রিয় ও দীর্ঘজীবিলক্ষণসম্পন্ন; অতএব তিনি অবশ্যই জীবিত আছেন।

দ্যুমৎসেন সেই সকল সত্যবাদী তপস্বিগণ কর্ত্তৃক এই রূপে আশ্বাসিত হইয়া তাঁহাদিগের তপঃপ্রভাব, মহিমা এবং অতীত ও অনাগত কালের অভিজ্ঞতাদি চিন্তা করত সুস্থির হইলেন।

পরে অনতি বিলম্বে সাবিত্রী ও সত্যবান্ হৃষ্টচিত্তে আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন। তখন ব্রাহ্মণেরা কহিলেন, মহারাজ! আপনি পুত্রের সহিত পুনর্ম্মিলিত ও চক্ষুষ্মান্ হইলেন দেখিয়া আমরা সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম; এক্ষণে প্রার্থনা করি যে, অচিরাৎ আপনার সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হউক। আজি আপনার পরম সৌভাগ্য বলিতে হইবে; কারণ অদ্য আপনি প্রিয়তম নিরুদ্দেশ পুত্র ও পুত্রবধূর দর্শন পাইলেন এবং অমূল্য রত্ন চক্ষু পুনরায় লাভ করিলেন। আমরা যাহা যাহা কহিলাম, তৎ সমুদায়ই সত্য, তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্রও সংশয় করিবেন না। অধুনা উত্তরোত্তর আপনার শ্রী বৃদ্ধি হইবে। ব্রাহ্মণগণ এই কথা বলিয়া তথায় অগ্নি প্রজ্বালনপূর্ব্বক মহীপতি দ্যুমৎসেনের শরীরগ্লানি নিরাকারণ করিলেন। শৈব্যা, সত্যবান ও সাবিত্রী এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিলেন; ব্রাহ্মণেরা অনুমতি করিলে তাঁহারা সকলে উপবিষ্ট হইলেন।

অনন্তর বনবাসী ঋষিগণ রাজার সহিত একত্র উপবেশনপূর্ব্বক একান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া সত্যবান্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে নৃপনন্দন! তোমরা এতাবৎ কাল কি নিমিত্ত আগমন কর নাই, আর কি নিমিত্তই বা রাত্রিশেষে আগমন করিলে, তোমাদের কি ঘটনা হইয়াছিল, আমরা কিছুই জানিতে পারি নাই; অতএব সবিশেষ সমস্ত বর্ণন কর। অদ্য তোমাদিগের নিমিত্ত এই বনস্থ সমস্ত লোক বিশেষত তোমার পিতা মাতা যে কিরূপ উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন, তাহা বলিতে পারি না।

সত্যবান্ কহিলেন, অদ্য পিতার আদেশক্রমে কাষ্ঠাহরণ করিবার নিমিত্ত সাবিত্রী সমভিব্যাহারে বনে গমন করিয়াছিলাম; তথায় কাষ্ঠ সঞ্চয় করিতে করিতে অত্যন্ত শিরোবেদনা উপস্থিত হওয়াতে আমি শয়ান ও নিদ্রিত হইলাম। অদ্য দীর্ঘ কাল নিদ্রাভিভূত ছিলাম; আমি পূর্ব্বে কখন এত ক্ষণ পর্য্যন্ত নিদ্রাগত থাকি নাই। এই জন্যই আসিতে এত বিলম্ব হইল। আর আমাদিগকে না দেখিয়া আপনারা নিতান্ত সন্তপ্ত হইবেন এই ভাবিয়া রজনীশেষে প্রত্যাগমন করিলাম। এতদ্ব্যতীত অদ্য কোন কারণ নাই।

গৌতম কহিলেন, সত্যবান্! তুমি তোমার পিতার অকস্মাৎ চক্ষু প্রাপ্তির কারণ কিছুই জান না। সাবিত্রী ইহার পূর্ব্বাপর সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত আছেন; অতএব উনি উহা

আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করুন; আমরা শুনিতে অত্যন্ত অভিলাষী হইয়াছি। বৎসে সাবিত্রি! তুমি সাবিত্রীসদৃশ তেজস্বিনী; শ্বশুরের চক্ষু প্রাপ্তির কারণ অবশ্যই তোমার বিদিত আছে; যদি রহস্য না হয় তবে যথার্থ বর্ণন কর।

সাবিত্রী কহিলেন, আপনারা যাহা বিবেচনা করিয়াছেন, উহা যথার্থ বটে; ইহাতে কিছুমাত্র রহস্য নাই; আমি যথার্থ রূপে সমুদায় বৃত্তান্ত নিবেদন করিতেছি; শ্রবণ করুন। পূর্ব্বে দেবর্ষি নারদ কহিয়াছিলেন, এক বৎসর অতীত হইলে আমার স্বামীর মৃত্যু হইবে; অদ্য সেই দিবস উপস্থিত হইয়াছিল বলিয়া উহাঁরে পরিত্যাগ না করিয়া উহাঁর সহিত বনে গমন করিয়াছিলাম। তথায় দেখিলাম, সত্যবান্ নিদ্রায় নিতান্ত অভিভূত হইলে কৃতান্ত কিঙ্কর সমভিব্যাহারে স্বয়ং তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহারে বন্ধনপূর্ব্বক দক্ষিণ দিকে লইয়া চলিলেন। তদ্দর্শনে আমিও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করত সত্য বাক্য দ্বারা সেই দেবের স্তব করিতে লাগিলাম। ভগবান্ কৃতান্ত প্রসন্ন হইয়া আমার শ্বশুরের রাজ্য ও চক্ষু প্রাপ্তি, পিতার এক শত পুত্র, আপনার শত পুত্র এবং সত্যবানের চারি শত বৎসর আয়ু এই পাঁচটি বর প্রদান করিলেন। আমি কেবল স্বামীর জীবনের নিমিত্তই ঈদৃশ কঠোর ব্রতানুষ্ঠান করিয়াছি। হে মহর্ষিগণ! আমি যে পরিণামসুখ দুঃসহ দুঃখ প্রাপ্ত হইয়াছি; তাহা আপনাদের সমীপে সবিস্তর কীর্ত্তন করিলাম।

ঋষিগণ কহিলেন, হে সাধ্বি! তুমি অতি সৎকুলোদ্ভবা; স্বীয় সুশীলতা, ব্রত এবং পুণ্যপুঞ্জ দ্বারা দুঃখার্ণবে নিমগ্ন ও বিনাশোন্মুখ রাজকুল পুনরুদ্ধৃত করিলে।

সমাগত মহর্ষিগণ এই রূপে বরবর্ণিনী সাবিত্রীর ভূয়সী প্রশংসা করিয়া রাজা দ্যুমৎসেন ও সত্যবানের নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক আহ্লাদিত চিত্তে নির্ব্বিঘ্নে স্ব স্ব আশ্রমে গমন করিলেন।

অষ্টনবত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর সেই রজনী প্রভাতে দিবাকর সমুদিত হইলে তপস্বিগণ প্রাতঃকৃত্য সমাধানপূর্ব্বক রাজর্ষি দ্যুমৎসেনের আশ্রমে সমাগত হইয়া তাঁহার নিকট বারংবার সাবিত্রীর অদ্ভুত সৌভাগ্যবৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে দ্যুমৎসেনের প্রজাবর্গ শাল্বদেশ হইতে তথায় সমুপস্থিত হইয়া তাঁহারে কহিল; মহারাজ! রাজমন্ত্রী আপনার শত্রুরে সবান্ধবে সংহার করিয়াছেন; তাহার সৈন্যগণ তৎ শ্রবণে ভীত হইয়া ইতস্তত পলায়ন করিয়াছে। এক্ষণে সকলে এক মত অবলম্বনপূর্ব্বক স্থির করিয়াছেন যে, রাজা দ্যুমৎসেন চক্ষুষ্মান্ হউন বা না হউন; তিনিই পুনরায় রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইবেন। হে রাজন্! তাঁহারা এই নিশ্চয় করিয়া আমাদিগকে আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। এক্ষণে এই চতুরঙ্গিণী সেনা ও যান সমস্ত সমুপস্থিত আছে; আপনি ইহার অন্যতর যানে আরোহণপূর্ব্বক নিজ রাজধানী প্রতিগমন করুন। নগরমধ্যে আপনকার জয় ঘোষণা হইয়াছে; অতএব আপনি নির্ব্বিঘ্নে চির কালের নিমিত্ত পিতৃপরম্পরাগত পদে পুনর্ব্বার আরোহণ করুন। এই বলিয়া তাহারা রাজার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবামাত্র তাঁহারে চক্ষুষ্মান্ ও রমণীয় রূপসম্পন্ন দেখিয়া বিস্ময়োৎফুল্ল লোচনে তাঁহার চরণে প্রণিপাত করিল।

রাজা দ্যুমৎসেন প্রজামুখে শত্রুবিনাশবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া নিতান্ত সন্তুষ্ট হইলেন। তখন তিনি আশ্রমবাসী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণকে অভিবাদন ও তাঁহাদিগের পূজা গ্রহণ করিয়া স্বীয় সহধর্ম্মিণী, পুত্র ও পুত্রবধূ সমভিব্যাহারে

মনুষ্যবাহ্য যানে আরোহণপূর্ব্বক চতুরঙ্গিণী সেনা লইয়া পরম সুখে স্ব নগরে সমুপস্থিত হইলেন। তখন পুরোহিতগণ প্রীত মনে মহারাজ দ্যুমৎসেনকে রাজ্যে ও তাঁহার আত্মজ সত্যবান্‌কে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিলেন।

বহু কাল অতীত হইলে সাবিত্রীর গর্ভে সত্যবানের এক শত পুত্র উৎপন্ন হইল এবং মদ্রাধিপতি অশ্বপতির ঔরসে মালবীর গর্ভে সাবিত্রীর এক শত মহাবল পরাক্রান্ত সহোদর জন্ম গ্রহণ করিল। হে মহারাজ! এই রূপে পতিপরায়ণা সাবিত্রী পিতা, মাতা, শ্বশ্রূ, শ্বশুর, সমগ্র ভর্ত্তৃকুল ও আপনারে কৃচ্ছ্র হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। এক্ষণে এই কল্যাণী দ্রৌপদীও তাঁহার ন্যায় তোমাদিগকে পরিত্রাণ করিবেন; সন্দেহ নাই।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, এই রূপে পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির মার্কণ্ডেয় কর্ত্তৃক অনুনীত ও শোকজ্বরবিবর্জ্জিত হইয়া পরম সুখে কাম্যক বনে বাস করিতে লাগিলেন। যে নর ভক্তি শ্রদ্ধা সহকারে পতিব্রতা সাবিত্রীর উপাখ্যান শ্রবণ করে; তাহার পরম সুখ ও সর্ব্ব সিদ্ধি লাভ হয়।

পতিব্রতামাহাত্ম্য পর্ব্ব সমাপ্ত।

কুণ্ডলাহরণ পর্ব্বাধ্যায়।

একোনশতাধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! মহর্ষি লোমশ রাজা যুধিষ্ঠিরকে দেবরাজের এই বাক্য কহিয়াছেন যে, "হে ধর্ম্মরাজ! তোমার হৃদয়ে যাহার ভয় নিরন্তর জাগরূক রহিয়াছে ও তুমি যাহার বিষয় কুত্রাপি কীর্ত্তন কর নাই; ধনঞ্জয় এস্থান হইতে প্রস্থান করিলে আমি তাহা অপহরণ করিব;" হে মহর্ষে! এক্ষণে তাহার বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিলে; তদ্বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। অরণ্যমধ্যে পাণ্ডবগণের দ্বাদশ বৎসর অতিক্রান্ত হইলে একদা সুররাজ ইন্দ্র তাঁহাদিগের হিতচিকীর্ষু হইয়া কর্ণসমীপে ভিক্ষার্থে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সহস্ররশ্মিও সহস্রলোচনের অভিপ্রায় অবগত হইয়া অপত্যস্নেহবশত করুণার্দ্র হৃদয়ে রজনীযোগে কর্ণের নিকটে আগমন করিলেন। সত্যপরায়ণ মহাবীর কর্ণ তৎকালে বিশ্রব্ধচিত্তে মহামূল্য শয়নে শয়ান ও নিদ্রিত ছিলেন; দিবাকর বেদবিৎ ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করিয়া স্বপ্নযোগে তাঁহারে সান্ত্বনাপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, বৎস কর্ণ! আমি সৌহার্দ্দবশত তোমার পরম হিতকর বাক্য কহিতেছি, শ্রবণ কর; দেবরাজ পাণ্ডবগণের হিতাভিলাষে ব্রাহ্মণবেশে কুণ্ডলাপহরণ করিবার নিমিত্ত তোমার সমীপে আগমন করিবেন। তিনি তোমার এই স্বভাব অবগত হইয়াছেন এবং সমস্ত জগতেও ইহা প্রচারিত হইয়াছে যে, তুমি কাহারও নিকটে প্রার্থনা কর না; কিন্তু সাধুগণ বিশেষত ব্রাহ্মণগণ তোমার নিকটে যাহা প্রার্থনা করেন; তুমি সাধ্যমতে অবশ্যই তাহা প্রদান করিয়া থাক; কাহারেও প্রত্যাখ্যান কর না। পাকশাসন তোমার এবম্বিধ স্বভাব অবগত হইয়া তোমার নিকট কুণ্ডল ও কবচ ভিক্ষা করিতে আসিবেন। তুমি যাচমান পুরন্দরকে কুণ্ডলযুগল প্রদান না করিয়া সাধ্যানুসারে অনুনয় বিনয় করিবে; ইহাই তোমার পক্ষে শ্রেয়স্কর। তিনি কুণ্ডল লাভের নিমিত্ত তোমারে বহুবিধ কারণ প্রদর্শনপূর্ব্বক বাগ্‌জাল বিস্তার করিবেন; তুমি রত্ন, স্ত্রী, গো প্রভৃতি অন্যান্য নানাবিধ ধন দ্বারা তাঁহারে নিবারিত করিবে। যদি তাহা না

করিয়া সহজাত কুণ্ডলদ্বয় প্রদান কর, তাহা হইলে তুমি অবশ্যই গতায়ু হইয়া অচির কালমধ্যে কালগ্রাসে নিপতিত হইবে। হে মানদ! তুমি কবচ ও কুণ্ডলযুগলসম্পন্ন বলিয়াই সমরে অরাতিগণের অবধ্য হইয়াছ। তোমার রত্নময় কবচ ও কুণ্ডলদ্বয় অমৃত হইতে সমুত্থিত হইয়াছে; অতএব যদি জীবিত থাকিতে বাসনা কর, তাহা হইলে উহা রক্ষা করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য।

কর্ণ কহিলেন, ভগবন্! আপনি কে ব্রাহ্মণবেশে প্রণয় প্রদর্শনপূর্ব্বক আমারে উপদেশ প্রদান করিতেছেন; বলুন।

সূর্য্য কহিলেন, তাত! আমি সূর্য্য, সৌহার্দ্দনিবন্ধন তোমারে দর্শন দিয়াছি। আমার কথা রক্ষা কর; তাহা হইলেই তোমার শ্রেয়োলাভ হইবে।

কর্ণ কহিলেন, যখন দিবাকর আজি আমার হিতান্বেষী হইয়া উপদেশ প্রদান করিয়াছেন; তখন আমি অবশ্যই শ্রেয় লাভ করিব। কিন্তু হে বরদ! আমি প্রণয়পূর্ব্বক যাহা করিতেছি, প্রসন্ন হইয়া শ্রবণ করুন। হে বিভাবসো! যদ্যপি আমি আপনার প্রীতিভাজন হইয়া থাকি, তবে আমারে ব্রত হইতে পরাঙ্মুখ করিবেন না। লোকমধ্যে আমার এই ব্রত প্রচারিত হইয়াছে যে, আমি ব্রাহ্মণগণকে প্রাণ পর্য্যন্ত প্রদান করিয়া থাকি। অতএব যদি দেবরাজ পাণ্ডবগণের হিত কামনায় আমার নিকটে বর্ম্ম ও কুণ্ডল ভিক্ষা করিতে আগমন করেন; আমি অবশ্যই তাঁহারে উহা সমর্পণ করিব। আমি আমার ত্রিভুবনসঞ্চারিণী কীর্ত্তি বিনষ্ট করিতে নিতান্ত পরাঙ্মুখ। মাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে অকীর্ত্তিকর প্রাণ প্রতিপালন অপেক্ষা যশস্কর মৃত্যুই শ্রেয়। অতএব যদ্যপি আখণ্ডল পাণ্ডবগণের হিতচিকীর্ষু হইয়া কুণ্ডলার্থে মৎ সমীপে সমুপস্থিত হন; আমি অবশ্যই তাঁহার মনোরথ পরিপূর্ণ করিব; তাহা হইলে সমস্ত জগতে আমার কীর্ত্তি ও তাঁহার অকীর্ত্তি দীপ্তি পাইতে থাকিবে।

আমি প্রাণ দান করিয়াও কীর্ত্তি লাভ করিতে বাসনা করি। কীর্ত্তিমান্ লোকেই স্বর্গ লাভ করে; এবং কীর্ত্তিভ্রষ্ট ব্যক্তি বিনষ্ট হয়। কীর্ত্তি মাতার ন্যায় পুরুষের জীবন রক্ষা করেন; কিন্তু অকীর্ত্তি জীবিত মনুষ্যকেও গতজীবিত করিয়া ফেলে। বিধাতা স্বয়ং কহিয়াছেন যে, বিশুদ্ধা কীর্ত্তি পর লোকে পুরুষের প্রধান আশ্রয় হন; এবং ইহ লোকে আয়ুর দীর্ঘতা সম্পাদন করেন। অতএব আমি শরীরজাত অচিরস্থায়ী কুণ্ডলদ্বয় প্রদান করিয়া চিরস্থায়িণী কীর্ত্তি লাভ করিব। ব্রাহ্মণগণকে যথাবিধ দান, দুষ্কর কর্ম্মের সংসাধন, সংগ্রামে অরাতিগণকে পরাজয় এবং পরিশেষে সমরানলে শরীরাহুতি প্রদান করিয়া কেবল কীর্ত্তি স্থাপন করিব। সংগ্রামে ভীত জীবিতার্থী ব্যক্তিদিগকে অভয় প্রদান এবং বৃদ্ধ, বালক ও দ্বিজাতিগণকে মহাভয় হইতে পরিত্রাণ করিয়া ইহ লোকে যশ ও পর লোকে স্বর্গ লাভ করিব। ফলত নিশ্চয় জানিবেন যে, প্রাণ দান করিয়াও কীর্ত্তি রক্ষা করাই আমার ব্রত। অতএব আমি দ্বিজবেশধারী পুরন্দরকে এই কীর্ত্তিকর ভিক্ষা প্রদান করিয়া চরমে দেবলোকে পরম পদে অধিরোহণ করিব।

ত্রিশততম অধ্যায়।

সূর্য্য কহিলেন, হে কর্ণ! তুমি পুত্র, কলত্র, পিতা, মাতা, বন্ধুবর্গ ও আপনার অপ্রিয় কার্য্যানুষ্ঠান করিও না। প্রাণিগণ প্রাণ রক্ষা করিয়া অক্ষয় যশ ও অনন্ত কীর্ত্তি প্রার্থনা করিয়া থাকে; কিন্তু তুমি প্রাণের অপেক্ষা না করিয়া শাশ্বতী কীর্ত্তি লাভে লোলুপ হইয়াছ; এক্ষণে নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, সেই কীর্ত্তিই তোমার প্রাণ হরণ করিয়া পলায়ন করিবে। পিতা, মাতা, পুত্র, পৌত্র

ও অন্যান্য বান্ধবগণ জীবিত ব্যক্তির উদ্দেশ্য সংসাধন করিয়া থাকেন; অধিক কি, জীবিত লোকের পৌরুষবলে ভূপালেরাও তাঁহার কার্য্যানুষ্ঠানে উদ্যত হয়েন।

মনুষ্য জীবিতাবস্থাতেই মহীয়সী কীর্ত্তি লাভে অধিক সন্তোষ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মৃত ব্যক্তির কীর্ত্তিকলাপ নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। দেখ, পরলোকগত ব্যক্তি আপনার কীর্ত্তির বিষয় কিছুই অবগত হইতে পারে না; কিন্তু জীবিত ব্যক্তি উহা ভোগ করে। হে বৎস! তুমি আমার নিতান্ত ভক্ত বলিয়াই তোমার হিতাভিলাষে আমি বারংবার এই রূপ কহিতেছি। যে ব্যক্তি পরম ভক্তি সহকারে আমার আরাধনা করে, আমি তাহারে সতত রক্ষা করিয়া থাকি। হে বৎস! তোমার আস্থা দর্শনে তোমার প্রতি একান্ত অনুরক্ত হইয়াছি; অতএব তুমি আমার আদেশ ও উপদেশ প্রতিপালন কর।

হে কর্ণ! এই বিষয়ে দৈবকৃত একটি রহস্য আছে, তাহা দেবগণেরও অগোচর; সুতরাং তুমি তাহার বিন্দু বিসর্গও জানিতে পার নাই। আমি সেই রহস্য এক্ষণে ব্যক্ত করিব না, সমুচিত অবসর উপস্থিত হইলে তুমি অবশ্যই তাহা জ্ঞাত হইবে। হে বৎস! আমি বারংবার তোমারে সতর্ক করিয়া দিতেছি, দেবরাজ ইন্দ্র প্রার্থনা করিলে তুমি কদাচ কুণ্ডলদ্বয় প্রদান করিও না। নির্ম্মল নভোমণ্ডলে বিশাখা নক্ষত্র দ্বারা মধ্যগত শশাঙ্কের ন্যায় তুমি এই রমণীয় কুণ্ডলযুগল দ্বারা অতিমাত্র শোভা পাইতেছ। অতএব তুমি কুণ্ডলার্থী সুররাজ ইন্দ্রকে অবশ্যই প্রত্যাখ্যান করিবে। হে নরশ্রেষ্ঠ! তুমি যুক্তিসঙ্গত বহুবিধ মধুর বাক্য দ্বারা অবশ্যই তাঁহার কুণ্ডলস্পৃহা অপনীত করিতে পারিবে। ফলত যে কোন রূপে হউক, তাঁহার এই বুদ্ধি অপনোদন করা তোমার অতি কর্ত্তব্য।

মহাবীর সব্যসাচী অর্জ্জুন নিয়তই তোমার প্রতি স্পর্দ্ধা করিয়া থাকে। সে তোমার সহিত যুদ্ধ করিবে; কিন্তু তুমি কুণ্ডলসম্পন্ন থাকিলে ইন্দ্রের সাহায্যেও সে তোমারে পরাজয় করিতে পারিবে না। অতএব তুমি যদি অর্জ্জুনকে সংগ্রামে জয় করিতে বাসনা কর; তাহা হইলে দেবরাজকে কদাচ কুণ্ডলদ্বয় প্রদান করিও না।

একাধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

কর্ণ কহিলেন, ভগবন্! আমি আপনার পরম ভক্ত; আপনি তাহা সম্যক্‌বিদিত আছেন। আপনারে অদেয় আমার কিছুই নাই। আমি আপনার প্রতি যেরূপ অনুরক্ত; পুত্র, কলত্র, আত্মা ও অভিলষিত মিত্রের প্রতিও তদ্রূপ নহি। মহাত্মারা যে অভীষ্ট ভক্তের উপর সততই অনুরক্ত থাকেন, আপনি তাহা বিলক্ষণ জ্ঞাত আছেন। কর্ণ আমার নিতান্ত ভক্ত, তাহার অন্য উপাস্য দেবতা নাই, এই বিবেচনা করিয়াই আপনি আমারে হিতোপদেশ প্রদান করিতেছেন; কিন্তু আমি বারংবার প্রণিপাত দ্বারা আপনারে প্রসন্ন করিয়া প্রার্থনা করিতেছি; আপনি এক্ষণে আমারে ক্ষমা করুন।

আমি মৃত্যু অপেক্ষা মিথ্যা হইতে সমধিক ভীত হইয়া থাকি; বিশেষ সাধুব্রাহ্মণগণের নিকট অনৃতাচারে সাতিশয় শঙ্কিত হই। কেহ আমার প্রাণ প্রার্থনা করিলেও কিছুমাত্র বিচার না করিয়া তৎক্ষণাৎ উহা প্রদান করিতে পারি। আপনি অর্জ্জুনের কথা উল্লেখ করিয়া আমারে যেরূপ কহিলেন, সেই চিন্তা ও তন্নিবন্ধন সন্তাপ পরিত্যাগ করুন। আমি নিশ্চয়ই রণস্থলে অর্জ্জুনকে পরাজয় করিব। আমি মহাত্মা জামদগ্ন্য ও দ্রোণ হইতে যে সমস্ত অস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছি; আপনি তাহার প্রভাব সম্পূর্ণ অবগত আছেন। এক্ষণে হে সুরশ্রেষ্ঠ! ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র আমার জীবন প্রার্থনা করি-

রিলেও আমি তাঁহারে তাহা প্রদান করিব; আপনি আমার এই ব্রত সাধন বিষয়ে অনুমতি প্রদান করুন।

সূর্য্য কহিলেন, বৎস! তুমি এই কুণ্ডলদ্বয়ের প্রভাবে সর্ব্বভূতের অবধ্য হইয়াছ। দেবরাজ অর্জ্জুন দ্বারা তোমার বধ সাধন করিবার নিমিত্ত কুণ্ডল প্রার্থনা করিয়াছেন। অতএব যদি তুমি নিতান্তই আখণ্ডলকে কুণ্ডল প্রদান কর; তাহা হইলে অগ্রে অর্জ্জুনবিজয় মানসে প্রিয়োক্তি প্রয়োগপূর্ব্বক তাঁহার নিকট অভ্যর্থনা করিবে, হে সুররাজ! আমি আপনারে কুণ্ডল প্রদান করিতেছি, কিন্তু একটি নিয়ম সংস্থাপন করিতে হইবে। আপনি অগ্রে আমারে এক শত্রুঘাতিনী অমোঘ শক্তি প্রদান করুন; পশ্চাৎ আমি আপনারে বর্ম্ম ও কুণ্ডল দান করিব। তুমি দেবরাজকে এই রূপ নিয়মবদ্ধ করিয়া কুণ্ডলযুগল প্রদান করিবে; তাহা হইলে সেই শক্তি দ্বারা অনায়াসে সমরে শত্রু সংহার করিতে সমর্থ হইবে; সন্দেহ নাই।

ইন্দ্রের সেই শক্তি শত সহস্র শত্রু বিনাশ না করিয়া পুনরায় প্রত্যাগমন করে না। এই বলিয়া সূর্য্যদেব তথায় অন্তর্ধান করিলেন।

অনন্তর মহাবীর কর্ণ নিশাবসানে সূর্য্যসন্নিধানে স্বপ্নের কথা উল্লেখ করিয়া যেরূপ দর্শন ও উভয়ে যেরূপ কথোপকথন করিয়াছিলেন, তাহার আদ্যোপান্ত সমস্ত বর্ণন করিলেন। তখন ভগবান্ ভানু এই কথা শুনিয়া হাস্যমুখে স্বপ্নের বিষয় সমস্ত স্বীকার করিলেন। পরে কর্ণ আপনার স্বপ্নের যাথার্থ্য জানিয়া শক্তি লাভ লালসায় বাসবের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

দ্ব্যধিকত্রিশততম অধ্যায়।

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করিলেন, হে তপোধন! ভগবান্ সূর্য্য কর্ণের নিকট যে গূঢ় বৃত্তান্ত গোপন করিলেন; তাহা কি? সেই কুণ্ডলদ্বয় ও কবচই বা কিরূপ এবং তিনি কোথা হইতেই বা ঐ কবচ ও কুণ্ডলযুগল প্রাপ্ত হইলেন? উহা সবিশেষ শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইয়াছে; আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পূর্ব্বে মহাতেজা, শ্মশ্রুবিশিষ্ট, দণ্ডধারী, প্রাংশু ও জটিল এক ব্রাহ্মণ রাজা কুন্তিভোজের নিকট উপনীত হন। তিনি পরম দর্শনীয়, মধুরভাষী ও তপঃস্বাধ্যায়সম্পন্ন; দেখিলে সাক্ষাৎ অগ্নির ন্যায় বোধ হয়। সেই মহাতপা কুন্তিভোজকে কহিলেন, মহারাজ! আমি ভিক্ষার্থী; আপনার গৃহে ভোজন করিতে অভিলাষ করি; কিন্তু আপনি বা আপনার অনুচরবর্গ আমার কোন প্রকার অপ্রিয় কার্য্য করিতে পারিবেন না; আমার যখন যে স্থানে ইচ্ছা হইবে; গমন করিব এবং আমি স্বেচ্ছাক্রমে প্রত্যাগত হইব। আমার শয়ন ও উপবেশনকালে কেহ কোন প্রকার অপ্রিয়াচরণ করিতে পারিবে না। যদি ইহাতে সম্মত হন, তাহা হইলে আমি আপনার গৃহে বাস করি।

রাজা কুন্তিভোজ প্রীত মনে যে আজ্ঞা বলিয়া ব্রাহ্মণের বাক্যে অনুমোদন করিলেন। পরে অতি বিনীত ভাবে কহিলেন, হে মহাপ্রাজ্ঞ! পৃথা নামে আমার এক যশস্বিনী কন্যা আছেন; তিনি অতি সচ্চরিত্রা, সাধ্বী ও ধর্ম্মপরায়ণা। তিনি ভক্তিপূর্ব্বক আপনার পরিচর্য্যা করিবেন; আপনি তাঁহার সদ্ব্যবহার ও সুশীলতায় পরম পরিতুষ্ট হইবেন; সন্দেহ নাই।

রাজা এই কথা বলিয়া ব্রাহ্মণের যথাবিধি সৎকার করত পৃথুলোচনা পৃথার নিকট উপনীত হইয়া কহিলেন; বৎসে! ঐ ব্রাহ্মণ আমার গৃহে বাস করিতে অভিলাষী, আমিও উঁহার ইচ্ছা পুরণে প্রতিশ্রুত হইয়াছি; অতএব তুমি সাবধানে ঐ

ব্রাহ্মণের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হও; দেখ, যেন আমার বাক্য কদাপি মিথ্যা না হয়। ঐ মহাতেজা স্বাধ্যায়সম্পন্ন তপস্বী যখন যাহা বলিবেন; নির্ম্মৎসর হইয়া তৎক্ষণাৎ তাহা প্রদান করিবে। বৎসে! ব্রাহ্মণই পরম তেজ ও ব্রাহ্মণই পরম তপঃস্বরূপ; ব্রাহ্মণের নমস্কারপ্রভাবে ভগবান্ উষ্ণরশ্মি অন্তরীক্ষে বিরাজমান রহিয়াছেন। মহাসুর বাতাপি ও তালজঙ্ঘ পূজনীয় ব্রাহ্মণগণের সম্মান রক্ষা না করিয়া ব্রহ্মদণ্ডে নিহত হইয়াছে। সম্প্রতি ঐ মহাভাগ ব্রাহ্মণের শুশ্রূষার ভার তোমাতেই অর্পিত হইল; তুমি সর্ব্বদা সংযত চিত্তে উহাঁর সেবা কর।

ব্রাহ্মণ, গুরু ও বন্ধুবান্ধবের প্রতি বাল্যাবধি তোমার যে বিশেষ ভক্তি আছে; তাহা আমি জানি; তুমি ভৃত্যবর্গ, আত্মীয় স্বজন, মাতৃগণ ও আমারে যথোচিত সমাদর করিয়া থাক। তোমার সদ্ব্যবহারে নগরস্থ ও অন্তঃপুরস্থ সমস্ত লোক এবং দাস দাসীগণ সর্ব্বদা সন্তুষ্ট রহিয়াছে। বৎসে! তুমি বালিকা ও আমার কন্যা; এ নিমিত্ত তোমারে আদেশ করিতেছি যে, অতি সাবধানে ঐ ব্রাহ্মণের পরিচর্য্যা করিবে; কারণ ব্রাহ্মণজাতি সহজেই অতি কোপনস্বভাব; তুমি বৃষ্ণিকুলসম্ভূত রাজা শূরসেনের প্রিয়তমা কন্যা; বসুদেবের ভগিনী; তোমার পিতা প্রীত হইয়া স্বয়ং বাল্যকালে তোমারে আমাকে প্রদান করিয়াছেন; তুমি আমার সন্তানসন্ততির মধ্যে শ্রেষ্ঠ; অগ্রে প্রতিজ্ঞা করিয়া আমার দুহিতা হইয়াছ। তুমি বৃষ্ণিবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া আমাদিগের কুলে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছ; অতএব যেমন পদ্মিনী হ্রদ হইতে হ্রদান্তরে নীত হয়; সেই রূপ তুমিও সুখ হইতে সুখান্তর প্রাপ্ত হইয়াছ। দুষ্কুলজাত প্রমদারা আবদ্ধ হইয়াও প্রায় বালস্বভাবসুলভ দোষাচরণ করিয়া থাকে; কিন্তু হে কল্যাণি! তুমি রাজকুলে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছ; অসাধারণ গুণ সকল তোমাতে বিদ্যমান রহিয়াছে; তোমার রূপলাবণ্য অলোকসামান্য; সম্প্রতি তুমি অহঙ্কার ও অভিমান পরিহার করিয়া বরপ্রদ ঐ ব্রাহ্মণের আরাধনা কর; অবশ্যই শ্রেয় লাভ হইবে; কিন্তু ঐ দ্বিজশ্রেষ্ঠের ক্রোধানল প্রজ্বলিত হইলে আমার বংশ ধ্বংস হইবে; তাহার সন্দেহ নাই।

ত্র্যধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

কুন্তী কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! সত্য বলিতেছি; আপনি ব্রাহ্মণের নিকট যেরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন; আমি সংযত হইয়া অবশ্যই সেই রূপ তাঁহার আরাধনা করিব। বিপ্রের সেবা করা আমার স্বাভাবিক ধর্ম্ম; বিশেষত আপনার প্রিয় কার্য্য; অতএব উহা আমার পক্ষে পরম শ্রেয়স্কর; তাহার সন্দেহ কি। তিনি যদি সায়াহ্নে, প্রাতে, রাত্রিকালে অথবা নিশীথ সময়ে আগমন করেন; তথাপি আমারে ক্রোধান্বিত করিতে পারিবেন না; আমি অবিরক্ত ভাবে তাঁহার পরিচর্য্যা করিব। মহারাজ! একেত ব্রাহ্মণসেবা তাহাতে আবার আপনার আজ্ঞা প্রতিপালন ও হিতানুষ্ঠান; ইহার পর আমার আর শ্রেয়োলাভ কি আছে। আপনি বিশ্বস্ত হউন; আমি সত্য কহিতেছি, আপনার গৃহে বাস করিলে কোন ক্রমেই সেই দ্বিজোত্তমের অপ্রিয় কার্য্য বা সেবার ত্রুটি হইবে না। যাহা তাঁহার প্রিয় ও আপনার হিতকর; আমি তৎ সাধনে সতত যত্ন করিব; আপনি কদাচ চিন্তিত হইবেন না।

হে পৃথিবীনাথ! ব্রাহ্মণ পরম পূজনীয়; তাঁহার প্রসাদে অনায়াসে উদ্ধার হওয়া যায়, কিন্তু ব্রাহ্মণের ক্রোধানল প্রজ্বলিত হইলে অবশ্যই বিনষ্ট হইতে হয়। ব্রাহ্মণের নিকট অপরাধী হইলে রাজাদিগেরও নানাবিধ

অমঙ্গল ঘটিয়া থাকে। স্মরণ করিয়া দেখুন; পূর্ব্বে সুকন্যার অপরাধে তপোধন চ্যবন ক্রোধান্বিত হইলে রাজা শর্য্যাতির কিরূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল! আমি এই সমস্ত বৃত্তান্ত বিশেষরূপে অবগত আছি; অতএব যাহাতে দ্বিজোত্তমের সন্তোষ জন্মে, তাহাই করিব; আমার নিমিত্ত ব্রাহ্মণ হইতে আপনার কোন প্রকার অপকার হইবে না। আপনি যেরূপ অনুমতি করিয়াছেন; আমি বিশিষ্টরূপে নিয়মবতী হইয়া তদনুসারে বিপ্রর্ষির সেবা করিব; তাহার সন্দেহ নাই।

রাজা কন্যার এবম্প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া আলিঙ্গনপূর্ব্বক তাহারে ইতিকর্ত্তব্যতার উপদেশ প্রদান করত কহিলেন, ভদ্রে! যাহাতে আমার, তোমার ও বংশের হিত হয়; তাহাই করিবে।

দ্বিজবৎসল কুন্তিভোজ এই কথা বলিয়া পৃথারে ব্রাহ্মণসেবায় নিযুক্ত করিয়া কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! এই আমার কন্যা; ইনি অতি বালিকা, চির কাল সুখে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছেন; কদাপি এরূপ বৃত্তি অবলম্বন করেন নাই; অতএব যদি ইহা হইতে কখন কোন অপরাধ হয়; তাহা হইলে আপনি কিছু মনে না করিয়া বরং ক্ষমা করিবেন। বাল, বৃদ্ধ ও তপস্বীগণ অত্যন্ত অপরাধী হইলেও তবাদৃশ মহাভাগ ব্রাহ্মণেরা তাহাদিগের প্রতি কখন ক্রোধ প্রকাশ করেন না। গুরুতর অপরাধ হইলেও ব্রাহ্মণের ক্ষমা করা উচিত এবং যথাশক্তি পূজা করিলে তাহা গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

ব্রাহ্মণ তথাস্তু বলিয়া রাজবাক্যে সম্মত হইলে রাজা কুন্তিভোজ প্রীত মনে তাঁহারে সুধাধবলিত এক প্রাসাদ প্রদান করিলেন এবং তত্রস্থ অগ্নিশরণে রুচির আসন ও আহারাদি দ্রব্য সামগ্রী সকল নিবেদন করিয়া দিলেন।

অনন্তর রাজপুত্রী পৃথা শুচি হইয়া দ্বিজোত্তমের নিকট গমন করিলেন। তিনি আলস্য ও অভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রযত্নাতিশয় সহকারে দেবতার ন্যায় তাঁহার সেবা করিয়া পরম পরিতুষ্ট করিতে লাগিলেন।

চতুরধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ব্রতপরায়ণা সেই কন্যা পরিশুদ্ধ চিত্তে নিয়তব্রত ব্রাহ্মণের সেবা করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ প্রাতঃকালেই আগমন করিব, বলিয়া কখন সায়ংকালে কখন বা রাত্রিকালে প্রত্যাবৃত্ত হইতেন; তথাপি ঐ কন্যা সকল সময়েই ভোজ্য, শয়ন, আসন প্রভৃতি প্রদান করিয়া তাঁহারে পূজা করিতেন। তিনি প্রতিদিন উত্তমোত্তম ভোজ্য ও ভোগ্য সামগ্রী ব্যতীত কদাপি তাঁহারে অপকৃষ্ট বস্তু প্রদান করিতেন না; এবং তিরস্কার, অপবাদ বা অপ্রিয় বাক্য দ্বারা তাঁহার অপ্রিয়াচরণে কদাপি প্রবৃত্ত হইতেন না। ভোজকন্যা কুন্তী যে সময়ে ব্যস্ত থাকিতেন; ব্রাহ্মণ সেই সময়েই তাঁহারে নানাবিধ আদেশ এবং অতি দুর্ল্লভ সামগ্রী সকলও প্রার্থনা করিতেন। তিনি তৎক্ষণাৎ শিষ্যের ন্যায়, পুত্রের ন্যায়, ভগিনীর ন্যায় অবহিত হইয়া ব্রাহ্মণকে তাঁহার প্রার্থিত সামগ্রী সকল প্রদানপূর্ব্বক পরিতুষ্ট করিতেন। ফলত ব্রাহ্মণ কন্যারত্ন কুন্তীর যত্ন, স্বভাব ও আচরণে প্রীতির পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

কুন্তিভোজ প্রতিদিন প্রভাতে ও সায়ংকালে কন্যারে জিজ্ঞাসা করিতেন, পুত্রি! ব্রাহ্মণ কি তোমার পরিচর্য্যায় পরিতুষ্ট হইতেছেন? তিনি উত্তর করিতেন, যার পর নাই আনন্দিত হইতেছেন। মহানুভব কুন্তিভোজ তৎশ্রবণে আনন্দসাগরে প্লবমান হইতেন।

এই রূপে এক বর্ষ অতিক্রান্ত হইলে সৌহার্দ্দপরায়ণ ব্রাহ্মণ যখন দেখিলেন, রাজ-

কন্যার কিঞ্চিন্মাত্রও দোষ নাই; তখন প্রীতিপ্রফুল্ল চিত্তে কহিলেন, কল্যাণি! আমি তোমার পরিচারণায় পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইয়াছি; অনন্যসুলভ বাঞ্ছিত বর প্রার্থনা কর; তুমি সেই বর প্রাপ্তিনিবন্ধন যশ দ্বারা সমস্ত সীমন্তিনীর অগ্রণী হইবে।

কুন্তী কহিলেন, হে বিপ্র! আপনি ও আমার পিতা উভয়েই যখন আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন; তখন আমার বর লাভের আর কিছুই অবশিষ্ট নাই; অতএব অন্য বরে প্রয়োজন কি?

ব্রাহ্মণ কহিলেন, হে চারুহাসিনি! তুমি আমার নিকট বর গ্রহণ করিতে অনভিলাষিণী হইলেও আমি তোমারে দেবগণকে আহ্বান করিবার নিমিত্ত এই মন্ত্র প্রদান করিতেছি; গ্রহণ কর; তুমি এই মন্ত্র দ্বারা যে যে দেবতারে আহ্বান করিবে; তাঁহারা অকামই হউন, আর সকামই হউন, মন্ত্রপ্রভাবে ভৃত্যের ন্যায় তোমার বশবর্ত্তী হইবেন।

অনিন্দিতা কুন্তী দ্বিজবরকে প্রত্যাখ্যান করিতে আর সমর্থ হইলেন না; তখন তিনি তাঁহারে অথর্ব্ব বেদবিহিত মন্ত্র সকল গ্রহণ করাইলেন। অনন্তর দ্বিজবর কুন্তিভোজকে কহিলেন, রাজন্! আমি তোমার কন্যা কর্ত্তৃক পরিতোষিত হইয়া তোমার গৃহে পরম সুখে বাস করিয়াছি; এবং সর্ব্বদা যথাবিধি সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছি; এক্ষণে ইষ্ট সাধন করিতে চলিলাম। এই কথা বলিয়া ব্রাহ্মণ অন্তর্হিত হইলেন। রাজা কুন্তিভোজ তাঁহারে সেই স্থানে অন্তর্হিত হইতে দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন; এবং তদবধি পৃথারে সাতিশয় সমাদর সহকারে সম্মান করিতে লাগিলেন।

পঞ্চাধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন! একদা কুন্তিভোজকন্যা দ্বিজপ্রদত্ত মন্ত্র সমূহের প্রতি সংশয়ান হইয়া চিন্তা করিলেন, মহাত্মা ব্রাহ্মণ আমারে যে সকল মন্ত্র প্রদান করিয়াছেন; তাহা অবিলম্বেই পরীক্ষা করিয়া দেখি। এই রূপ চিন্তা করিতে করিতে সহসা আপনার ঋতুলক্ষণ নিরীক্ষণ করত কন্যাবস্থায় রজস্বলা হইয়াছেন বলিয়া, অত্যন্ত লজ্জিতা হইলেন।

অনন্তর সুমধ্যমা কুন্তী প্রাসাদতলে রমণীয় শয্যায় উপবেশনপূর্ব্বক তরুণোদিত অরুণের প্রতি নেত্রপাত করিবামাত্র দিব্য দৃষ্টি প্রাপ্ত হইলেন, এই নিমিত্ত ভানুমানের রূপে সন্তাপিত না হইয়া তাঁহার কবচ ও কুণ্ডলযুগলমণ্ডিত দিব্য মূর্ত্তি দৃষ্টিগোচর করিয়া বিমোহিত হইলেন। ঐ সময়েই তাঁহার অন্তঃকরণে ব্রাহ্মণপ্রদত্ত মন্ত্র সকলের বলাবল পরীক্ষার কৌতূহল আবির্ভূত হইল। তিনিও তৎক্ষণাৎ আচমনপূর্ব্বক দিবাকরকে আহ্বান করিলেন।

মধুর ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ কম্বুগ্রীবাবিশিষ্ট মহাবাহু দিবাকর তৎক্ষণাৎ যোগপ্রভাবে আত্মারে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া মূর্ত্তিদ্বয় ধারণ করিলেন, এক মূর্ত্তি দ্বারা পূর্ব্ববৎ তাপ প্রদান করিতে লাগিলেন; এবং অঙ্গদ ও মুকুটমণ্ডিত অন্য মূর্ত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক দিক্ সকল প্রজ্বলিত করত সত্বরে পৃথাসমীপে আগমন করিয়া মধুর বাক্যে কহিলেন, কল্যাণি! আমি মন্ত্রপ্রভাবে তোমার নিতান্ত বশম্বদ হইয়াছি; এক্ষণে তোমার কি করিব, বল।

কুন্তী কহিলেন, ভগবন! যে স্থান হইতে আগমন করিয়াছেন; সেই স্থানেই প্রতিগমন করুন। আমি কৌতূহলপরতন্ত্র হইয়া আপনারে আহ্বান করিয়াছি; অতএব আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।

সূর্য্য কহিলেন, হে সুমধ্যমে! তুমি যে প্রকার কহিতেছ; তাহাতে আমি অবশ্যই গমন করিব; কিন্তু দেবতারে বৃথা আহ্বান

করিয়া প্রেষণ করা ন্যায়ানুগত নহে। হে গজগামিনি! আমি বুঝিয়াছি; আমা হইতে অপ্রতিম শৌর্য্যশালী কবচকুণ্ডলমালী সন্তান উৎপাদন করা তোমার অভিসন্ধি; অতএব এক্ষণে আত্মপ্রদান কর; তোমার অভিলষিত পুত্র উৎপন্ন হইবে। হে সস্মিতমুখি! আমি তোমার মনোরথ পরিপূর্ণ করিয়া গমন করিব। যদ্যপি তুমি অদ্য আমার প্রিয়াচরণ না কর; তাহা হইলে তোমারে তোমার পিতারে ও সেই ব্রাহ্মণকে অভিশাপ প্রদান করিয়া নিশ্চয়ই তোমার নিমিত্ত সকলকে ভস্মীভূত করিব। যখন তোমার পিতা তোমার এই দুর্নীতিদোষ অবগত হইতেছেন না; এবং যখন সেই ব্রাহ্মণ তোমার স্বভাব ও চরিত্র পরীক্ষা না করিয়াই তোমারে মন্ত্র প্রদান করিয়াছেন; তখন আমি অবশ্যই তাঁহাদিগের দণ্ড বিধান করিব। হে ভাবিনি! তুমি আমার প্রদত্ত দিব্য দৃষ্টি দ্বারা ঐ অন্তরীক্ষস্থিত ইন্দ্রাদি দেবগণকে অবলোকন কর; দেখ, তাঁহারা বিস্ময়াবিষ্টের ন্যায় তোমার প্রতারণা পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন।

রাজদুহিতা কুন্তী ভাস্করের ন্যায় ভাস্বরমূর্ত্তি দেবগণ আকাশে স্ব স্ব স্থানে অবস্থান করিতেছেন, অবলোকনপূর্ব্বক লজ্জিত ও ভীত হইয়া কহিলেন, ভগবন্! আপনি বিমানে আরোহণ করুন; আমি বালস্বভাবসুলভ অপরাধে আপনারে দুঃখ প্রদান করিয়াছি। পিতা মাতা প্রভৃতি গুরু জনেরাই আমার দেহ দানে অধিকারী; অতএব আমি তাহার অন্যথা করিয়া ধর্ম্ম লোপ করিতে অসমর্থ। লোকসমাজে স্ত্রীলোকের দেহরক্ষারূপ ধর্ম্মই পূজনীয়। হে দিনকর! আমি বালিকা; কেবল মন্ত্রবল পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত আপনারে আহ্বান করিয়াছি; অতএব আমার এই অপরাধ ক্ষমা করুন।

সূর্য্য কহিলেন, হে কুন্তি! আমি তোমারে বালিকা মনে করিয়াই অনুনয় করিতেছি; অন্য রমণী আমার অনুনয় লাভে সমর্থ নহে; অতএব আমারে আত্মপ্রদান কর; তোমার শান্তি লাভ হইবে। হে ভীরু! আমি তোমার মন্ত্রে আহূত হইয়া আগমন করিয়াছি; অতএব অসম্পূর্ণ মানসে প্রতিনিবৃত্ত হওয়া কোন ক্রমেই উচিত নহে, তাহা হইলে আমি লোকের উপহাসাস্পদ ও দেবগণের নিকট নিন্দনীয় হইব। হে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরি! তুমি আমার ঔরসে মাদৃশ পুত্র লাভ কর; লোকসমাজে বিশিষ্টা বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে; তাহার সন্দেহ নাই।

ষড়ধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, নৃপবর! কন্যা কুন্তী বহুবিধ মধুর বাক্য বলিয়াও সূর্য্যদেবকে সান্ত্বনা করিতে পারিলেন না। যখন তিনি দেখিলেন, ভাস্করকে প্রত্যাখ্যান করা নিতান্ত অসাধ্য; তখন শাপভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়া মনে মনে বহু ক্ষণ চিন্তা করিলেন, এখন কি করি; কি উপায়ে নিরপরাধী পিতা ও ব্রাহ্মণ মন্নিমিত্তক সূর্য্যশাপ হইতে পরিত্রাণ পাইবেন; বালক সদ্ব্যবহারসম্পন্ন হইলেও পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা না করিয়া কোন ক্রমে তেজস্বী বা তপস্বী ব্যক্তির সমীপবর্ত্তী হইবে না। যাহা হউক; আমি এক্ষণে করে গৃহীত ও নিতান্ত ভীত হইয়াছি; কিরূপে স্বয়ং আত্মপ্রদানস্বরূপ অকার্য্যানুষ্ঠান করি।

অভিসম্পাতভীতা কুন্তী মনে মনে এই রূপ চিন্তা করত নিতান্ত মোহপরায়ণা হইয়া লজ্জানম্র মুখে বিনয় বচনে সূর্য্যদেবকে কহিতে লাগিলেন, হে দেব দিবাকর! আমার পিতা, মাতা ও বন্ধুবান্ধব সমুদায় বর্ত্তমান থাকিতে এই রূপ বিধিবিরুদ্ধ কার্য্যানুষ্ঠান করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। দেখুন, যদি আপনার সহিত আমার অবৈধ সঙ্গম হয়; তাহা হইলে লোকমধ্যে আমাদের কুলের কীর্ত্তি

নাশ হইবে অথবা প্রাণিগণের ধর্ম্ম, যশ, কীর্ত্তি ও আয়ু আপনাতেই প্রতিষ্ঠিত আছে; অতএব যদি আপনি এই কার্য্যকে ধর্ম্মানুগত কহেন; তাহা হইলে আমি বন্ধুবর্গের অপেক্ষা না করিয়া স্বয়ং আপনারে আত্মপ্রদান করিতে পারি।

সূর্য্য কহিলেন, হে চারুহাসিনি! তোমার পিতা, মাতা বা অন্যান্য গুরু জন তোমার প্রভু নহেন; অবিবাহিতা নারীগণ যাহারে ইচ্ছা হয়; তাহারেই কামনা করিতে পারে বলিয়া উহাদিগকে কন্যা কহে। হে নিতম্বিনি! কন্যা স্বতন্ত্রা, পরতন্ত্রা নহে; অতএব তুমি এই বিষয়ে প্রবৃত্ত হইলে কদাপি অধর্ম্মাচরণ হইবে না। আর আমি কি নিমিত্তই বা কামপরতন্ত্র হইয়া অধর্ম্মাচরণ করিব। হে ভাবিনি! স্বেচ্ছানুসারে কার্য্য করাই স্বভাবসিদ্ধ; বৈবাহিকাদি নিয়ম কেবল মানবগণের কল্পনামাত্র; অতএব তুমি অবিশঙ্কিত চিত্তে আমার সহিত সঙ্গত হও। আমি কহিতেছি, আমার সহযোগে তোমার গর্ভে এক মহাযশা পুত্র সমুৎপন্ন হইবে; কিন্তু তুমি পুনরায় স্বীয় কন্যকাবস্থা প্রাপ্ত হইবে; তাহার সন্দেহ নাই।

কুন্তী কহিলেন, দেব! যদি আপনি আমার পুত্র প্রদান করেন; তবে যেন ঐ পুত্র কুণ্ডলদ্বয় ও সহজাত অভেদ্য দিব্য বর্ম্মধারী হয়।

সূর্য্য কহিলেন, হে নিতম্বিনি! তোমার পুত্র মহাবল পরাক্রান্ত এবং কুণ্ডল ও অভেদ্য সহজাত বর্ম্মধারী হইবে।

কুন্তী কহিলেন, হে দেব! আপনি আমার গর্ভে যে পুত্র উৎপাদন করিবেন; ঐ পুত্র যদি কুণ্ডল ও সহজাত বর্ম্মধারী এবং আপনার ন্যায় তেজস্বী, রূপবান ও ধার্ম্মিক হয়; তাহা হইলে আপনি স্বীয় মনোরথ সম্পূর্ণ করুন।

সূর্য্য কহিলেন, হে বরারোহে! অদিতি আমারে যে কুণ্ডলদ্বয় প্রদান করিয়াছেন; তাহা এবং এই উৎকৃষ্ট বর্ম্ম তোমার পুত্রকে প্রদান করিব।

কুন্তী কহিলেন; হে দিবাকর! আপনি যেরূপ কহিলেন; আমার পুত্র যদি তদ্রূপ হয়, তাহা হইলে আমি আপনার বাক্যে সম্মত হইব।

তখন সূর্য্যদেব তাহাই হইবে বলিয়া কুন্তীর সহিত সহবাস বাসনায় তাঁহার নাভি স্পর্শ করিবামাত্র তিনি তদীয় তেজঃপ্রভাবে বিচেতনা হইয়া শয্যাতলে নিপতিত হইলেন। অনন্তর সূর্য্যদেব কহিলেন, হে সুশ্রোণি! তবে আমি এক্ষণে তোমার পুত্রোৎপাদনে প্রবৃত্ত হই; সত্য কহিতেছি, তোমার সেই পুত্র সর্ব্ব প্রকার অস্ত্রশস্ত্রকোবিদ হইবে এবং তুমিও পুনরায় স্বীয় কন্যকাবস্থা প্রাপ্ত হইবে।

কুন্তিভোজনন্দিনী সূর্য্যকে অভীষ্ট সাধনে তৎপর দেখিয়া লজ্জানম্র মুখে তাঁহার বাক্যে অনুমোদন করত লতার ন্যায় সেই পবিত্র শরনীয়ে শয়ান রহিলেন। তখন ভগবান সহস্রকিরণ স্বীয় তেজঃপ্রভাবে কুন্তীরে মোহিত করিয়া যোগবলে তাঁহার গর্ভাধান করিলেন; কিন্তু কন্যকাবস্থা দূষিত করিলেন না। অনন্তর সূর্য্য তথা হইতে প্রস্থান করিলে পর কুন্তী সচেতন হইলেন।

সপ্তাধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর নৃপদুহিতা কুন্তী নভোমণ্ডলবর্ত্তী প্রতিপচ্চন্দ্রলেখার ন্যায় গর্ভ ধারণ করিলেন; কিন্তু বান্ধবভয়ে সর্ব্বদাই তাহা সংবৃত করিয়া রাখিতেন। কলত তৎকালে কেহই এই বৃত্তান্তের বিন্দু বিসর্গও অবগত হইতে পারেন নাই; কেবল তাঁহার এক ধাত্রেয়িকা ইহা সম্যক্ জ্ঞাত হইয়াছিল।

অনন্তর কুন্তী সমুচিত অবসর লাভ ক-

রিয়া সূর্য্যদেবের প্রসাদে কন্যকাকালে কনকোজ্জ্বল কুণ্ডল ও বর্ম্মধারী, সিংহনেত্র ও বৃষস্কন্ধ এক পুত্র প্রসব করিলেন; ঐ পুত্র তেজঃপ্রভাবে নিজ পিতা দিনমণির ন্যায় নিতান্ত দুর্নিরীক্ষ হইয়া উঠিলেন। পরে কুন্তী ধাত্রীর সহিত মন্ত্রণা করিয়া মধুচ্ছিষ্টবিলিপ্ত, অতি বিস্তীর্ণ ও আচ্ছাদনসম্পন্ন এক মঞ্জূষামধ্যে সেই পুত্রকে সংস্থাপনপূর্ব্বক রোদন করিতে করিতে অশ্বনদীতে নিক্ষেপ করিলেন এবং কন্যকাকালে গর্ভ ধারণ অতি গর্হিত কর্ম্ম জানিয়াও পুত্রস্নেহে নিতান্ত কাতর ও একান্ত বিহ্বল হইয়া করুণ স্বরে বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন; পরে মঞ্জূষানিহিত পুত্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে বৎস! দিব্য, পার্থিব ও অন্তরীক্ষগত ভূত এবং জলচর প্রাণী সকল তোমার মঙ্গল বিধান করুন। পথিমধ্যে অন্য কেহ তোমার বিদ্রোহাচরণ করিবেন না; তুমি নির্ব্বিঘ্নে গমন কর।

জলেশ্বর বরুণ সলিলমধ্যে এবং গগনচারী সমীরণ অন্তরীক্ষে তোমারে রক্ষা করিবেন। যিনি তোমারে দিব্য বিধানানুসারে আমার গর্ভে উৎপন্ন করিয়াছেন; সেই সূর্য্যদেব তোমারে রক্ষা করুন। আদিত্য, বসু, রুদ্র, সাধ্য, বিশ্বদেব, দেবরাজ, মরুৎ ও দিক্‌পাল সহ দিক্ সকল সম বিষম প্রদেশে তোমারে রক্ষা করিবেন। আমি বিদেশেও সহজাত কবচ দ্বারা তোমারে অনায়াসে চিনিতে পারিব। তোমার পিতা সূর্য্যদেব ধন্য; তিনি দিব্য চক্ষুঃপ্রভাবে মঞ্জূষামধ্যেও তোমারে নিরীক্ষণ করিতেছেন। এক্ষণে যে তোমারে পুত্রত্বে পরিগ্রহ করিবে এবং তুমি পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হইয়া ব্যগ্রতা সহকারে যাহার স্তন পান করিবে, সে নারীও ধন্য। না জানি সে কিরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছে; আহা! কি সৌভাগ্য! এই কমললোচন, সুললাট ও সুকেশসম্পন্ন পুত্রকে লালন পালন করিবে! তুমি যখন ধূলিধূষরিতকলেবর হইয়া জানু দ্বারা গমনপূর্ব্বক মধুর অস্ফুট বাক্য প্রয়োগ করিবে; তুমি যখন হিমাচলসম্ভূত কেশরিশাবকের ন্যায় যৌবনসম্পন্ন হইবে; না জানি এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া সেই রমণীর অন্তঃকরণে কতই আনন্দ সঞ্চার হইবে!

কুন্তী এই রূপ বহুতর বিলাপ ও পরিতাপপূর্ব্বক সাতিশয় রোদন করিয়া নিশীথ সময়ে অশ্বনদীসলিলক্ষিপ্ত মঞ্জূষা পরিত্যাগ করিলেন; পরে পিতার আহ্বানভয়ে ভীত হইয়া শোকাকুল মনে ধাত্রীর সহিত পুনরায় নিজ নিকেতনে প্রবিষ্ট হইলেন। এ দিকে মঞ্জূষা অশ্বনদীপ্রবাহে নিক্ষিপ্ত ও পরিত্যক্ত হইবামাত্র তথা হইতে চর্ম্মণ্বতী স্রোতস্বতীতে উপস্থিত হইল; পরে সে স্থান হইতে যমুনা ও যমুনা হইতে ভাগীরথীতে গমন করিল। অনন্তর মঞ্জূষামধ্যগত দৈববিনির্ম্মিত বর্ম্মধারী বালক প্রবাহবেগে বাহিত হইয়া সুতরাজ্যান্তর্বর্ত্তী চম্পা নগরীতে উপনীত হইল।

অষ্টাধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, এই সময়ে ধৃতরাষ্ট্রের সখা অধিরথ নামা সূত নিজ পত্নী রাধা সমভিব্যাহারে ভাগীরথীতীরে গমন করিয়াছিলেন। রাধা অলোকসামান্য রূপলাবণ্যসম্পন্না ছিলেন; কিন্তু দৈব দুর্ব্বিপাকবশত বহুতর যত্ন করিয়াও পুত্র লাভ করিতে সমর্থ হন নাই। তিনি তথায় সমুপস্থিত হইয়া দেখিলেন, এক মঞ্জূষা যদৃচ্ছাক্রমে পবমান হইয়া তরঙ্গ দ্বারা ক্রমে ক্রমে তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইল; ঐ মঞ্জূষা দুর্ব্বা কুঙ্কুম প্রভৃতি রক্ষাদ্রব্যে বিভূষিত। বরবর্ণিনী রাধা তদ্দর্শনে কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া উহা ধারণপূর্ব্বক স্বীয় ভর্ত্তৃসন্নিধানে নিবেদন করিলেন। অধিরথ পত্নীর বচন শ্রবণেই জল হইতে মঞ্জূষা উদ্ধার করিয়া যত্ন দ্বারা অতি সাবধানে উদ্‌ঘাটনপূর্ব্বক

দেখিলেন, উহার মধ্যে তরুণারুণসন্নিভ হেমবর্ম্মধারী কুণ্ডলবিভূষিত এক অচিরপ্রসূত শিশু শয়ান রহিয়াছে। সূত তদ্দর্শনে বিস্ময়োৎফুল্ল লোচনে বালককে ক্রোড়ে লইয়া ভার্য্যারে কহিলেন, প্রিয়ে! আমি এরূপ অদ্ভুত রূপ কদাপি নেত্রগোচর করি নাই; নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, এই বালকটী দেবপুত্র; দেবগণ আমারে অনপত্য দেখিয়া অনুগ্রহপূর্ব্বক এই পুত্রটী প্রদান করিয়াছেন। অধিরথ এই কথা বলিয়া স্বীয় ভার্য্যা রাধারে সেই পুত্রটী প্রদান করিলেন। রাধা সেই কমলগর্ভসন্নিভ বালককে লইয়া গৃহে আগমনপূর্ব্বক বিধিমতে ভরণ পোষণ করিতে আরম্ভ করিলে শিশুও ক্রমে ক্রমে পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তাহারে গৃহে আনয়ন করিলে পর অধিরথের আর কতকগুলি ঔরস পুত্র সমুৎপন্ন হইল।

তৎপরে ব্রাহ্মণগণ সমানীত সেই বালককে বসুরূপ কবচ ও কুণ্ডলসমবেত দেখিয়া উহার নাম বসুষেণ রাখিলেন। হে মহারাজ! এই রূপে ঐ বালক বসুষেণ নামে বিখ্যাত সূতপুত্র হইলেন। উহার অপর নাম বৃষ; বসুষেণ অঙ্গদেশে দিনে দিনে বর্দ্ধিত ও মহাবল পরাক্রান্ত হইতে লাগিলেন। কুন্তী চরপ্রমুখাৎ স্বীয় পুত্রের সমুদায় বৃত্তান্ত অবগত হইলেন।

সূত অধিরথ পুত্র বসুষেণকে প্রাপ্তবয়স্ক নিরীক্ষণ করিয়া হস্তিনাপুরে প্রেরণপূর্ব্বক দ্রোণ, কৃপ ও পরশুরামের নিকট চতুর্বিধ অস্ত্র শিক্ষা করিয়া লোকমধ্যে মহাধনুর্দ্ধর বলিয়া বিখ্যাত হইলেন। তিনি দুর্য্যোধনের সহিত মিলিত হইয়া সতত পাণ্ডবগণের অহিত চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে তাঁহার একান্ত অভিলাষ ছিল। তাঁহারা পরস্পর বল, বীর্য্য ও অস্ত্রবিদ্যাবিষয়ে সতত স্পর্দ্ধা করিতেন। হে মহারাজ! কর্ণ যে দিনকরের ঔরসে ও কুন্তীর গর্ভে সম্ভূত হইয়া সূতকুলে প্রতিপালিত হইয়াছেন; ইহা লোকমধ্যে অপ্রকাশিত ছিল; তথাপি রাজা যুধিষ্ঠির সূতকুলস্থিত কর্ণকে সহজ কবচ ও কুণ্ডলধারী নিরীক্ষণ করিয়া সমরে অবধ্য বিবেচনা করত মনে মনে নিতান্ত পরিতপ্ত হইয়াছিলেন।

যখন মহাবীর কর্ণ মধ্যাহ্ন সময়ে সলিল হইতে সমুত্থিত হইয়া সবিতা দেবের স্তব করিতেন; ঐ সময় ব্রাহ্মণগণ ধন লাভার্থ তাঁহার নিকট আগমন করিয়া যিনি যাহা যাচ্ঞা করিতেন; তিনি তাঁহারে তৎক্ষণে তাহাই প্রদান করিতেন। ফলত ব্রাহ্মণকে কোন বস্তুই তাঁহার অদেয় ছিল না।

সুররাজ শতক্রতু ঐ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া উপযুক্ত সময়ে তাঁহার সমীপে আগমনপূর্ব্বক ভিক্ষা প্রার্থনা করিলে মহাত্মা কর্ণ তাঁহারে স্বাগত প্রশ্ন করিলেন।

নবাধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! বীরবর কর্ণ ব্রাহ্মণবেশধারী দেবরাজকে সমাগত দেখিয়া তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে অসমর্থ হইয়া স্বাগত প্রশ্নপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ব্রহ্মন্! সুবর্ণাভরণবিভূষিত প্রমদা অথবা গোসমূহপূর্ণ গ্রাম ইহার মধ্যে কি প্রদান করিব, বলুন।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, আমি সুবর্ণাভরণবিভূষিত প্রমদা অথবা অন্য কোন প্রীতিজনক বস্তুর অভিলাষ করি না; যাহারা তাহা প্রার্থনা করে; তাহাদিগকে প্রদান করুন। যদি আপনি যথার্থই সত্যব্রত হন, তবে আপনার সহজাত বর্ম্ম ও কুণ্ডলদ্বয় উন্মোচনপূর্ব্বক প্রদান করুন; তাহা হইলে আমি পরম লাভ জ্ঞান করিব।

কর্ণ কহিলেন, হে বিপ্র! আমি পৃথিবী, প্রমদা, ধেনু ও বহুবর্ষসম্ভূত ধান্যাদি প্রদান করিতে পারি; কিন্তু কুণ্ডল ও বর্ম্ম প্রদান করিতে সমর্থ নহি। এই কথা বলিয়া

কর্ণ সেই ব্রাহ্মণকে যথাবিধি পূজা ও অশেষ প্রকার সান্ত্বনা করিলেন এবং গো, সুবর্ণ ও রাজ্য প্রভৃতি মহামূল্য দ্রব্যাদি দ্বারা তাঁহারে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত নানাপ্রকার যত্ন করিতে লাগিলেন; তথাপি তিনি কবচ ও কুণ্ডল ভিন্ন কিছুই প্রার্থনা করিলেন না। এই রূপে কর্ণ যখন দেখিলেন যে, বিপ্রেন্দ্র অন্য বস্তুর অভিলাষী নহেন; তখন তিনি সহাস্য বদনে পুনরায় কহিলেন, হে বিপ্র! আমার বর্ম্ম ও কুণ্ডলযুগল সহজাত; ইহা দ্বারা আমি মানবগণের অবধ্য হইয়াছি; অতএব কোন ক্রমেই ইহা পরিত্যাগ করিতে পারিব না। আমি আপনারে অতি বিশাল ক্ষেমাস্পদ নিষ্কণ্টক রাজ্য প্রদান করিতেছি; গ্রহণ করুন। সহজ বর্ম্ম ও কুণ্ডলযুগলবিহীন হইলে শত্রুগণ আমারে অনায়াসে আক্রমণ করিবে।

এই রূপে ভগবান্ পাকশাসন অন্য কোন বর প্রার্থনা নাকরিলে মহাবীর কর্ণ সহাস্য বদনে পুনরায় কহিলেন, হে দেবদেবেশ! আমি আপনারে পূর্ব্বে জানিতে পারিয়াছি; এক্ষণে আপনারে বৃথা বর প্রদান করা আমার পক্ষে নিতান্ত অনুচিত। আপনি সাক্ষাৎ দেবরাজ, সর্ব্বভূতের অধীশ্বর; অতএব আপনিই আমারে বর প্রদান করুন। আমি যদি আপনারে কবচ ও কুণ্ডল প্রদান করি; তাহা হইলে লোকের বধ্য হইব এবং আপনিও সকলের হাস্যাস্পদ হইবেন; অতএব কবচ ও কুণ্ডলের বিনিময়ে আমারে অন্য কোন অভিলষিত বস্তু প্রদান করিতে হইবে; নতুবা আমি আপনারে বর্ম্ম ও কুণ্ডল প্রদান করিব না।

ইন্দ্র কহিলেন, কর্ণ! আমি তোমার নিকট আগমন করিব জানিয়া সূর্য্যদেব পূর্ব্বে স্বপ্নে তোমারে যে পরামর্শ দিয়াছেন: তুমি তদনুসারে এই সকল কথা বলিতেছ; তাহার সন্দেহ নাই। যাহা হউক; তুমি বজ্র ভিন্ন আর যাহা প্রার্থনা করিবে; তাহাই প্রদান করিব।

অনন্তর কর্ণ হৃষ্ট মনে বাসবকে কহিলেন, হে সুরনাথ! আপনি বর্ম্ম ও কুণ্ডলের বিনিময়ে শত্রুবিনাশিনী শক্তি প্রদান করুন। সুররাজ কর্ণবাক্য শ্রবণে শক্তির নিমিত্ত মুহূর্ত্ত কাল চিন্তা করিয়া কহিলেন; হে সূতজ! তুমি সহজ বর্ম্ম ও কুণ্ডল প্রদানপূর্ব্বক শক্তি গ্রহণ কর; তাহাতে ক্ষতি নাই; কিন্তু এই নিয়মে গ্রহণ করিতে হইবে যে, আমি দানবকুল সংহারে প্রবৃত্ত হইলে এই অমোঘ শক্তি আমার করচ্যুত হইয়া শত শত শত্রু বিনষ্ট করিয়া পুনরায় আমারই হস্তে প্রত্যাবৃত্ত হইবে। কিন্তু তোমার করচ্যুত হইয়া কেবল এক জন মাত্র মহাবল পরাক্রান্ত শত্রু সংহার করত পরিশেষে আমার নিকট উপস্থিত হইবে।

কর্ণ কহিলেন, হে দেবরাজ! যাহারে নিরীক্ষণ করিয়া আমার অন্তঃকরণে ভয়ের সঞ্চার হইবে; আমি সেই শত্রুকে সমরে সংহার করিব। ইন্দ্র কহিলেন হে কর্ণ! তুমি মহাবল পরাক্রান্ত একমাত্র শত্রুকে অবশ্যই বিনাশ করিতে পারিবে; কিন্তু যে শত্রুকে সংহার করিবার মানস করিতেছ; তাঁহারে ভগবান্ নারায়ণ সতত রক্ষা করিতেছেন। তিনি সামান্য লোক নহেন; পণ্ডিতেরা তাঁহারে বিজয়শালী অচিন্তনীয় নররূপী নারায়ণস্বরূপ বলিয়া থাকেন। কর্ণ কহিলেন, ভগবন্! কৃষ্ণ তাহারে রক্ষা করিলেও তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষতি নাই; এক্ষণে আপনি আমারে এক পুরুষঘাতিনী শক্তি প্রদান করুন; তাহা হইলে আমি মহাপ্রতাপশালী শত্রু সংহারে সমর্থ হইব। আমি এক্ষণে শরীর হইতে কবচ ও কুণ্ডল উন্মোচনপূর্ব্বক আপনারে প্রদান করিতেছি; ইহাতে আমার চর্ম্ম ছেদন হইলেও অন্তঃকরণে কিছুমাত্র বীভৎস রসের উদ্রেক হইবে না।

ইন্দ্র করিলেন, হে কর্ণ! তুমি সত্য প্রতিপালনে উদ্যত হইয়াছ; অতএব কদাচ তোমার মনে বীভৎস রসের সঞ্চার বা শরীরে ব্রণ উৎপন্ন হইবে না। যাদৃশ তোমার পিতা সূর্য্যদেবের বর্ণ ও তেজ; তুমিও সেই রূপ বর্ণ ও তেজ প্রাপ্ত হইবে; কিন্তু যে স্থলে নিশ্চয়ই অন্যান্য শস্ত্র দ্বারা কার্য্য সিদ্ধি জানিয়াও যদি তুমি প্রমত্ত হইয়া এই অমোঘ শক্তি প্রয়োগ কর; তাহা হইলে ইহা তোমারই গাত্রে নিপতিত হইবে; সন্দেহ নাই। কর্ণ কহিলেন, ভগবন্! আপনি যেরূপ কহিলেন, ইহা কদাচ অন্যথা হইবে না; নিশ্চয়ই কহিতেছি, আমি প্রাণসংশয় কালেই এই শক্তি প্রয়োগ করিব।

অনন্তর কর্ণ দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট প্রজ্বলিত শক্তি গ্রহণপূর্ব্বক এক শাণিত শস্ত্র দ্বারা আপনার চর্ম্ম উৎকীর্ণ করিয়া কবচ ও কুণ্ডল উন্মোচনপূর্ব্বক আর্দ্র থাকিতে থাকিতেই ইন্দ্রের হস্তে প্রদান করিলেন। কিন্তু তৎকালে তাঁহার মুখবর্ণ কিছুমাত্র বিবর্ণ হইল না; প্রত্যুত তিনি হাস্য করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে দেব ও দানবেরা সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন; এবং দিব্য দুন্দুভিধ্বনি ও পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল।

তখন দেবরাজ সহাস্য বদনে কর্ণকে বঞ্চনা ও যশস্বী করিয়া পাণ্ডবগণের কার্য্য সাধনপূর্ব্বক দেবলোকে প্রস্থান করিলেন। ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ কর্ণ প্রতারিত হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া একান্ত বিষণ্ণ ও অহঙ্কারপরিশূন্য হইলেন; এ দিকে পাণ্ডবেরা এই ব্যাপার সকল অবগত হইয়া কাননমধ্যে একান্ত হৃষ্ট ও পরিতুষ্ট হইলেন।

জনমেজয় কহিলেন, ভগবন! তৎকালে পাণ্ডবেরা কোন্ স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন ও কিরূপেই বা এই প্রিয় বৃত্তান্ত অবগত হইলেন, আর দ্বাদশ বৎসর অতীত হইলেই বা কি করিয়াছিলেন? আপনি এই সমুদায় আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করুন। বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পাণ্ডবেরা কৃষ্ণার লাভ ও জয়দ্রথকে বিদ্রাবিত করিয়া সমগ্র বনবাসকাল অতিক্রমণ ও মহর্ষি মার্কণ্ডেয়ের মুখে অতি বিস্তীর্ণ দেবর্ষিগণবৃত্তান্ত শ্রবণপূর্ব্বক রথ, অনুযাত্র, সূত ও পৌরোগববর্গ সমভিব্যাহারে পুনরায় কাম্যক বনে প্রতিগমন করিলেন।

কুণ্ডলাহরণ পর্ব্ব সমাপ্ত।

আরণেয় পর্ব্বাধ্যায়।

দশাধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, তপোধন! প্রিয়তমা ভার্য্যা দ্রুপদদুহিতা অপহৃত হইলে পাণ্ডবগণ যৎপরোনাস্তি ক্লেশ সহকারে পুনরায় তাঁহারে প্রাপ্ত হইয়া কি কি কার্য্য করিয়াছিলেন?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, নরনাথ! রাজা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে অপহৃতা দ্রুপদসুতারে অতিমাত্র ক্লেশে পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া কাম্যক কানন পরিহারপূর্ব্বক পুনর্ব্বার সুস্বাদু ফলমূলসনাথ বিচিত্র পাদপরাজিবিরাজিত দ্বৈত বনে বাস করিতে লাগিলেন। সেই স্থানে তাঁহারা নিয়তব্রত হইয়া পরিমিত ফল মূল আহার করত ব্রাহ্মণের নিমিত্ত পরিণামে সুখকর অশেষ ক্লেশপরম্পরা সহ্য করিতেন। হে রাজন্! তাঁহারা তথায় বাস করত যে সকল ভাবিসুখপ্রসবিনী ক্লেশপরম্পরা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; তাহা শ্রবণ করুন।

কোন তপস্বী ব্রাহ্মণের অরণীসনাথ মন্থদণ্ড বৃক্ষে বদ্ধ ছিল; এক মৃগ সহসা আসিয়া তথায় গাত্র ঘর্ষণ করাতে উহার শৃঙ্গে

সেই অরণীসনাথ মন্থদণ্ড সংসক্ত হইবামাত্র মৃগ উহা লইয়া মহাবেগে আশ্রম হইতে পলায়ন করিল। ব্রাহ্মণ অগ্নিহোত্র অপহৃত হইল দেখিয়া তাহা প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত ত্বরিত পদে অজাতশত্রুর সমীপে সমাগমনপূর্ব্বক কহিলেন, হে রাজন্! আমার অরণীসংযুক্ত মন্থদণ্ড এক বনস্পতিতে বদ্ধ ছিল; কোন মৃগ আসিয়া তথায় গাত্র ঘর্ষণ করাতে তাহার শৃঙ্গে উহা সংস্পৃষ্ট হইবামাত্র সে তাহা লইয়া মহাবেগে আশ্রম হইতে পলায়ন করিয়াছে। হে পাণ্ডবগণ! আপনারা ত্বরায় তাহার পদচিহ্নানুসারে গমন করিয়া সেই অগ্নিহোত্র বিনষ্ট না হইতে হইতেই আনয়ন করুন।

রাজা যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণের বাক্য শ্রবণ করিয়া নিতান্ত সন্তপ্ত হইলেন; এবং ভ্রাতৃগণের সহিত ধনুর্গ্রহণপূর্ব্বক বদ্ধপরিকর হইয়া ব্রাহ্মণের নিমিত্ত সাতিশয় যত্ন সহকারে মৃগের অনুগমন করিলেন। তাঁহারা অনতিদূরে সেই মৃগকে অবলোকন করিয়া কর্ণি, নালীক ও নারাচ সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন বটে; কিন্তু কোন মতে তাহারে বিদ্ধ করিতে সমর্থ হইলেন না। পরে সেই মৃগ তাঁহাদের দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইলে তাঁহারা ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া গহন বনমধ্যে প্রবেশ করিয়া সুশীতল ছায়াসম্পন্ন এক ন্যগ্রোধ পাদপের মূলে উপবেশন করিলেন।

সকলে উপবিষ্ট হইলে নকুল দুঃখিত হইয়া অমর্ষভরে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারে কহিলেন, হে রাজন্! আমাদিগের বংশে কখন আলস্যবশত ধর্ম্ম বা অর্থ লোপ হয় নাই; তবে কি নিমিত্ত আমরা সকলের শ্রেষ্ঠ হইয়াও ঈদৃশ ক্লেশ প্রাপ্ত হইতেছি?

একাদশাধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভ্রাতঃ! আপদের সীমা নাই; নিমিত্ত নাই এবং কারণও নাই; কেবল একমাত্র ধর্ম্মই পুণ্য ও পাপের ফল বিভাগ করিয়া দেয়।

ভীমসেন কহিলেন, তৎকালে প্রাতিকামী দ্রৌপদীরে সভামধ্যে আনয়ন করিয়াছিল; তখন যে আমি তাহারে সংহার করি নাই; এই নিমিত্তই এরূপ ক্লেশ সমূহ সহ্য করিতেছি।

অর্জ্জুন কহিলেন, আমি সূতপুত্রের উচ্চারিত অতি তীব্র অস্থিভেদী বাক্যে উপেক্ষা করিয়াছিলাম, বলিয়াই ঈদৃশ ক্লেশ প্রাপ্ত হইতেছি।

সহদেব কহিলেন, হে ভারত! যৎকালে শকুনি অক্ষক্রীড়ায় আপনারে পরাজয় করিয়াছিল; তখন যে আমি তাহারে বিনষ্ট করি নাই; এই নিমিত্তই এরূপ অসহ্য ক্লেশ ভোগ করিতেছি।

তখন রাজা যুধিষ্ঠির নকুলকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে মাদ্রেয়! তোমার ভ্রাতৃগণ নিতান্ত পরিশ্রান্ত ও পিপাসিত হইয়াছেন; অতএব এক উচ্চ বৃক্ষে আরোহণ করিয়া দশ দিক্ নিরীক্ষণ কর; দেখ, কোন্ নিকটবর্ত্তী স্থানে উত্তম জল ও জলাশ্রিত পাদপ সকল বিদ্যমান আছে।

নকুল জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আজ্ঞানুসারে শীঘ্র পাদপারোহণ করিয়া চতুর্দ্দিক্ অভিবীক্ষণপূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! আমি দেখিতেছি, এক স্থানে সলিলাশ্রিত পাদপ সকল বিদ্যমান রহিয়াছে; এবং সারসকুল কলরব করিতেছে; অতএব ঐ স্থানেই জলাশয় আছে; তাহার সন্দেহ নাই।

সত্যপরায়ণ রাজা যুধিষ্ঠির কহিলেন, তবে শীঘ্র সেই স্থানে গমনপূর্ব্বক এই সকল তূণ দ্বারা পানীয় আনয়ন কর।

নকুল জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আজ্ঞা অঙ্গীকারপূর্ব্বক জলাশয়ের উদ্দেশে গমন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া সারসকুলপরিবৃত বিমল সরোবর অবলোকনপূর্ব্বক জল পান

কামনায় যেমন অবতীর্ণ হইলেন; অমনি অন্তরীক্ষ হইতে এক যক্ষের বাক্য তাঁহার শ্রুতিগোচর হইল, "বৎস মাদ্রেয়! ঈদৃশ সাহস করিও না; আমি পূর্ব্বে ইহা অধিকার করিয়াছি; অতএব অগ্রে আমার প্রশ্নের উত্তর প্রদান কর; পশ্চাৎ সলিল পান বা গ্রহণ করিও।" নকুল অত্যন্ত পিপাসিত ছিলেন; এই নিমিত্ত যক্ষবাক্যে উপেক্ষা করিয়া যেমন সুশীতল সলিল পান করিলেন; অমনি প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন।

এ দিকে রাজা যুধিষ্ঠির নকুলের বিলম্ব দেখিয়া মহাবীর সহদেবকে কহিলেন, সহদেব! তোমার অগ্রজ অতিশয় বিলম্ব করিতেছেন; তুমি তাঁহার অন্বেষণ করিয়া সলিল আনয়ন কর।

সহদেব যে আজ্ঞা বলিয়া সেই দিকে প্রস্থান করিলেন; তথায় জ্যেষ্ঠ সহোদরকে ধরাশায়ী নিরীক্ষণ করিয়া নিতান্ত শোকাভিভূত হইলেন। অনন্তর পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হইয়া সলিল পান করিবার মানসে সরোবরে অবতীর্ণ হইবামাত্র শ্রবণ করিলেন, "বৎস! ঈদৃশ সাহস করিও না; আমি পূর্ব্বে ইহা অধিকার করিয়াছি; অতএব অগ্রে আমার প্রশ্নের উত্তর প্রদান কর; পশ্চাৎ জল পান বা গ্রহণ করিও।" পিপাসাতুর সহদেব সেই বাক্যে অনাদর করিয়া জল পান করিবামাত্র পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন।

এ দিকে রাজা যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনকে কহিলেন, ভ্রাতঃ! নকুল ও সহদেব বহুক্ষণ গমন করিয়াছেন; অতএব তাঁহাদিগের অনুসন্ধান করিয়া সলিল আহরণ কর। তোমার কল্যাণ হউক; তুমিই দুঃখভারাক্রান্ত ভ্রাতৃগণের একমাত্র আশ্রয়।

ধনঞ্জয় রাজা যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণ করিয়া সশর শরাসন ও খড়্গ গ্রহণপূর্ব্বক গমন করিলেন। সরোবরসমীপে সমুপস্থিত হইয়া দেখিলেন, পুরুষশ্রেষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয় সলিল আহরণে আগমন করিয়া যেন নিদ্রিত হইয়া রহিয়াছেন। নরসিংহ শ্বেতবাহন তাঁহাদিগের তাদৃশী দশা দর্শনে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া শরাসন উদ্যত করত চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিতে লাগিলেন; কিন্তু কোন প্রাণীই তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল না। তখন তিনি শ্রমাপনোদনের নিমিত্ত সরোবরে অবতীর্ণ হইবামাত্র অন্তরীক্ষ হইতে এই বাক্য শ্রবণ করিলেন, "হে কৌন্তেয়! বলপূর্ব্বক জল গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবে না; যদি মদুক্ত প্রশ্নের প্রত্যুত্তর প্রদান কর; তাহা হইলেই সলিল পান ও গ্রহণ করিতে পারিবে।"

ধনঞ্জয় এই রূপে নিবারিত হইয়া কহিলেন, তুমি অন্তর্হিত হইয়া নিবারণ করিতেছ; কিন্তু আমার দৃষ্টিপথে আবির্ভূত হইয়া নিবারণ করিলে আমি তৎক্ষণাৎ বাণ সমূহ দ্বারা তোমারে খণ্ড খণ্ড করিব; তাহা হইলে পুনরায় আর এরূপ বলিতে পারিবে না। ধনঞ্জয় এই কথা কহিয়া শব্দবেধী বাণ প্রদর্শনপূর্ব্বক দশ দিকে কর্ণি, নালীক, নারাচ প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্র বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন যক্ষ অন্তরীক্ষ হইতে কহিলেন, হে পার্থ! বৃথা শর বর্ষণ করিতেছ; অগ্রে প্রশ্নের প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়া জল পান কর; নতুবা বলপূর্ব্বক জল পান করিলে তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইবে। ধনঞ্জয় তাঁহার বাক্যে অবজ্ঞা প্রদর্শনপূর্ব্বক জল পান করিবামাত্র ভূতলে নিপতিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

এ দিকে রাজা যুধিষ্ঠির ভীমসেনকে কহিলেন, ভ্রাতঃ! নকুল, সহদেব ও ধনঞ্জয় জল আনয়ন করিতে গমন করিয়াছেন; কিন্তু এখনও প্রত্যাবৃত্ত হইলেন না; তোমার কল্যাণ হউক; তুমি জল আহরণ ও তাঁহাদিগকে আনয়ন কর।

ভীমসেন তাঁহার বাক্য অঙ্গীকার করিয়া যেস্থানে ভ্রাতৃগণ নিপতিত রহিয়াছেন; সেই প্রদেশে উপস্থিত হইলেন। তথায় তাঁহাদিগের তাদৃশী দশা দর্শনে নিতান্ত শোকাবিষ্ট হইয়া মনে মনে বিবেচনা করিলেন; ইহা কোন যক্ষ বা রাক্ষসের কর্ম্ম হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। পরিশেষে জলপানানন্তর যুদ্ধ করিবেন; ইহা স্থির করিয়া সলিলাভিমুখে ধাবমান হইলেন। এমন সময়ে যক্ষ কহিলেন, "বৎস কৌন্তেয়! এরূপ সাহস করিও না; আমি পূর্ব্বে ইহা অধিকার করিয়াছি; অতএব আমার প্রশ্নের প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়া পশ্চাৎ জল পান বা আহরণ করিও।" ভীমসেন যক্ষের বাক্যে উপেক্ষা করিয়া জল পান করিবামাত্র প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া ভূপৃষ্ঠে নিপতিত হইলেন।

এ দিকে রাজা যুধিষ্ঠির নিতান্ত চিন্তাপরায়ণ ও দগ্ধহৃদয় হইয়া গাত্রোত্থান করিলেন এবং যে স্থানে মনুষ্যের শব্দ নাই; কেবল রুরু, বরাহ ও পক্ষিগণ বিচরণ করিতেছে; নীলভাস্বর পাদপ সকল শোভমান হইতেছে ও ভ্রমরগণ মধুস্বরে গান করিতেছে; ঈদৃশ এক মহাবনে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর গমন করিতে করিতে সিন্ধুবার, সুরেন্দ্র, কেতক, করবীর ও পিপ্পল পাদপশ্রেণীতে সুসংবৃত নলিনীদলসনাথ এক সরোবর অবলোকন করিয়া বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইলেন।

দ্বাদশাধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, নৃপবর! রাজা যুধিষ্ঠির সরোবরতীরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, ইন্দ্রপ্রতিম ভ্রাতৃগণ যুগান্তকালীন লোকপালের ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়া নিপতিত রহিয়াছেন; ধনুর্বাণ সকল ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। তিনি তাহা দর্শন করিবামাত্র অতিমাত্র শোকে সমাকুল হইয়া গলদশ্রু লোচনে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক বিলাপ করিতে লাগিলেন, হে মহাবাহু বৃকোদর! তুমি যে গদাঘাতে দুর্য্যোধনের উরু ভঙ্গ করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে! আজি নিপতিত হইয়া সেই সমুদায় বিফল করিলে! হা মহাত্মন্! হা মহাবাহো! হা কুরুকুলকীর্ত্তিবর্দ্ধন! মনুষ্যের প্রতিশ্রুত বাক্যই বিফল হইয়া থাকে; কিন্তু তোমাদিগের দিব্য বাক্য কি নিমিত্ত মিথ্যা হইল, বলিতে পারি না।

হা ধনঞ্জয়! তুমি ভূমিষ্ঠ হইলে দেবগণ জননীরে কহিয়াছিলেন, "হে কুন্তি! তোমার এই পুত্র সহস্রাক্ষ অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন হইবেন না।" আর তৎকালে উত্তর পারিপাত্র পর্ব্বতে সকলে এই বলিয়া গান করিয়াছিলেন যে, "ইনি অপহৃত রাজলক্ষ্মীরে বলপূর্ব্বক পুনর্ব্বার গ্রহণ করিবেন; সমরে ইহাঁর জেতা কেহই নাই; এবং অজেয়ও কেহই নাই।" আজি সেই জয়শীল মহাবল ধনঞ্জয় মৃত্যুর বশবর্ত্তী হইলেন! আমরা যাঁহার শরণাপন্ন হইয়া ঈদৃশ দুঃখপরম্পরা সহ্য করিতেছি; আজি সেই পার্থ আমাদের সমুদায় আশা উন্মূলিত করিয়া ধরাশয্যায় শয়ান রহিয়াছেন।

যে বীরদ্বয় ভীমসেন ও ধনঞ্জয় সমরাঙ্গনে উন্মত্ত হইয়া শত্রুগণকে নির্দ্দলন করিতেন; যাঁহাদের বলবীর্য্যের ইয়ত্তা ছিল না; কোন অস্ত্রই যাঁহাদিগকে প্রতিহত করিতে সমর্থ হইত না; যাঁহারা কুন্তীর গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন; আজি তাঁহারা শত্রুবশতাপন্ন হইলেন! হা নকুল! হা সহদেব! তোমরা দুই সহোদরে ভূমিশয্যা গ্রহণ করিয়াছ দেখিয়াও যখন আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইল না; তখন ইহা পাষাণের সারাংশ দ্বারা বিনির্ম্মিত হইয়াছে; তাহার সন্দেহ নাই! হে ভ্রাতৃগণ! তোমরা সকলে শাস্ত্রজ্ঞ; দেশকালাভিজ্ঞ; তপশ্চর্য্যাপরায়ণ ও সৎকর্ম্মশালী; অতএব তোমরা আপ-

নাদের অনুরূপ কার্য্য অনুষ্ঠান না করিয়া কি নিমিত্ত শয়ান রহিয়াছ! তোমাদের শরীর অক্ষত ও শরাসন অপ্রমৃষ্ট দেখিতেছি; তবে কি নিমিত্ত তোমরা সংজ্ঞাশূন্য হইয়া ধরাশায়ী হইয়াছ!

মহামতি যুধিষ্ঠির সানুচতুষ্টয়ের ন্যায় ভ্রাতৃগণকে সুখপ্রসুপ্ত দেখিয়া শোকসাগরে নিমগ্ন ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিলেন। অনন্তর নানাবিধ বিলাপ করত বহু ক্ষণের পর আপনারে সংস্তম্ভিত করিয়া বুদ্ধি দ্বারা এই ব্যাপারের কারণ চিন্তা করিতে লাগিলেন; ইহাদিগের শরীরে শস্ত্রাঘাত বা এই স্থানে কোন ব্যক্তির পদচিহ্ন দৃষ্টিগোচর হইতেছে না; ইহাতে বোধ হয়, কোন দুষ্ট ভূত আমার এই ভ্রাতৃগণের প্রাণ সংহার করিয়াছে। যাহা হউক, একাগ্রচিত্তে চিন্তা অথবা এই জল পরীক্ষা করিয়া দেখি।

বোধ হয়, কার্য্যাকার্য্যবিবেকশূন্য, বিশ্বাসঘাতক, কুটিলমতি দুরাত্মা দুর্য্যোধনের অভিপ্রায়ানুসারে গান্ধাররাজ নির্জ্জনে এই সরোবর নির্ম্মাণ করিয়া ইহার সলিল কোন দ্রব্যে দূষিত করিয়া রাখিয়াছে; অথবা ঐ দুরাত্মা গূঢ় চর প্রেরণ করিয়া এই জল বিষদূষিত করিয়াছে; এই নিমিত্ত আমার ভ্রাতৃগণের মৃত শরীর কিছুমাত্র বিকৃত হয় নাই; মুখবর্ণ যেমন প্রসন্ন; সেই রূপই রহিয়াছে। আহা! ইহাঁরা এক এক জন প্রচুর বলশালী; কালান্তক যম ব্যতীত কে ইহাদিগকে সংহার করিতে সমর্থ! এই বলিয়া রাজা যুধিষ্ঠির সেই সরোবরে অবগাহন করিলেন। তিনি সরোবরে অবতীর্ণ হইবামাত্র অন্তরীক্ষ হইতে এই বাক্য শ্রবণ করিলেন "রাজপুত্র! আমি শৈবাল ও মৎস্যভোজী বক; আমিই তোমার অনুজগণকে শমনসদনে প্রেরণ করিয়াছি; যদ্যপি আমার প্রশ্নের উত্তর প্রদান না কর; তাহা হইলে তোমারেও ইহাদিগের অনুসরণ করিতে হইবে। বৎস কৌন্তেয়! এরূপ সাহস করিও না; আমি পূর্ব্বে এই সরোবর অধিকার করিয়াছি; অতএব অগ্রে আমার প্রশ্নের প্রত্যুত্তর প্রদান কর; পরিশেষে ইহার জল পান বা গ্রহণ করিও।"

রাজা যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে মহাবল! হিমালয়, পারিপাত্র, বিন্ধ্য ও মলয় এই অবিচলিত পর্ব্বতচতুষ্টয়কে কে পাতিত করিয়াছে? ইহা পক্ষীর কর্ম্ম নহে; বোধ হয়, এই মহৎ কর্ম্ম আপনিই করিয়াছেন; অতএব জিজ্ঞাসা করি; আপনি কে? আপনি কি রুদ্র, বসু বা মরুদ্গণের অধিপতি? কি আশ্চর্য্য! দেবগণ, গন্ধর্ব্বগণ, অসুরগণ ও রাক্ষসগণ যাঁহাদিগের ঘোরতর সমর সহ্য করিতে পারেন না; আপনি তাঁহাদিগকে ধরাশায়ী করিলেন; ভগবন্! আপনি যে কি করিবেন ও আপনার কি অভিলাষ, কিছুই জানি না; অধুনা উহা জানিবার নিমিত্ত আমার অন্তঃকরণে কৌতূহল ও ভয় যুগপৎ আবির্ভূত হইয়াছে; হৃদয় কম্পিত হইতেছে; শিরোবেদনা সমুৎপন্ন হইয়াছে। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, আপনি কে?

যক্ষ কহিলেন, তোমার মঙ্গল হউক; আমি যক্ষ; জলচর পক্ষী নহি; আমিই তোমার মহাভেজা ভ্রাতৃগণকে নিহত করিয়াছি।

রাজা যুধিষ্ঠির যক্ষের মুখে এই রূপ পরুষাক্ষর অকল্যাণকর বাক্য শ্রবণ করিয়া উত্থিত হইবামাত্র দেখিলেন, বিরূপাক্ষ, মহাকায়, তালসমুন্নত, সূর্য্যাগ্নিসদৃশ, পর্ব্বতোপম এক যক্ষ ঘনঘটার ন্যায় গভীর গর্জ্জন করত বৃক্ষ অবলম্বনপূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইয়া কহিতে লাগিলেন, রাজন্! আমি তোমার এই ভ্রাতৃগণকে বারংবার বারণ করিয়াছিলাম; কিন্তু ইহারা আমার বাক্যে উপেক্ষা করিয়া বলপূর্ব্বক জল গ্রহণ করিতে অভিলাষী হইয়াছিল, এই নিমিত্ত ইহাদিগের প্রাণ সংহার করিয়াছি। এক্ষণে তোমারেও কহিতেছি,

যদ্যপি প্রাণ রক্ষা করিবার অভিলাষ থাকে, তবে জল পান করিতে সাহস করিও না; আমি পূর্ব্বে ইহা অধিকার করিয়াছি; অতএব অগ্রে আমার প্রশ্নের উত্তর প্রদান কর; পরিশেষে সলিল পান ও গ্রহণ করিও!

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে যক্ষ! তোমার অধিকৃত বস্তু গ্রহণ করিতে আমার অভিলাষ নাই; এক্ষণে তোমার কি জিজ্ঞাস্য আছে, বল; আমি আত্মশ্লাঘা করিতেছি না; কারণ সাধু পুরুষেরা সতত আত্মশ্লাঘার নিন্দা করিয়া থাকেন; অতএব আমি এই মাত্র কহিতেছি, নিজ বুদ্ধিসাধ্যানুসারে তোমার প্রশ্নের প্রত্যুত্তর প্রদান করিব।

যক্ষ কহিলেন, কে আদিত্যকে উন্নত করেন? কাহারা তাঁহার চতুর্দ্দিকে থাকেন? কে বা তাঁহাকে অস্তমিত করেন এবং তিনি কোথায় প্রতিষ্ঠিত আছেন?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ব্রহ্ম আদিত্যকে উন্নমিত করেন; দেবগণ তাঁহার চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিয়া থাকেন; ধর্ম্ম তাঁহারে অস্তমিত করেন এবং তিনি সত্যে প্রতিষ্ঠিত আছেন!

যক্ষ কহিলেন, কিসের দ্বারা শ্রোত্রিয় হয়? কিসের দ্বারা মহত্ত্ব লাভ হয়? কিসের দ্বারা পুত্রবান হয় এবং কিসের দ্বারাই বা বুদ্ধিমান হয়?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, শ্রুতি দ্বারা শ্রোত্রিয়, তপস্যা দ্বারা মহত্ত্ব লাভ, যজ্ঞ দ্বারা পুত্রবান্ এবং বৃদ্ধসেবায় বুদ্ধিমান্ হয়।

যক্ষ কহিলেন, ব্রাহ্মণগণের দেবত্ব কি? তাঁহাদিগের কোন ধর্ম্ম সাধু ধর্ম্ম? তাঁহাদিগের মনুষ্যভাব কি এবং কি প্রকার ভাবই বা অসাধু ভাব?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, বেদপাঠ তাঁহাদিগের দেবভাব; তপস্যা সাধু ধর্ম্ম; মৃত্যু মনুষ্যভাব এবং পরীবাদ অসাধু ভাব!

যক্ষ কহিলেন, ক্ষত্রিয়গণের দেবভাব, সাধুভাব, মনুষ্যভাব এবং অসাধুভাবই বা কি?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ক্ষত্রিয়গণের অস্ত্র শস্ত্র দেবভাব, যজ্ঞ সাধুভাব, ভয় মনুষ্যভাব এবং পরিত্যাগ অসাধুভাব!

যক্ষ কহিলেন, যজ্ঞীয় সাম কি? যজ্ঞীয় যজুঃ কি? কে যজ্ঞ বরণ করে এবং যজ্ঞ কাহারে অতিবর্ত্তম করে না?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, প্রাণ যজ্ঞীয় সাম, মন যজ্ঞীয় যজুঃ, ঋক্ যজ্ঞকে বরণ করে এবং যজ্ঞ তাহারে অতিক্রম করে না।

যক্ষ কহিলেন, আবপনকারী, নিবপনকারী, প্রতিষ্ঠমান এবং প্রসবকারী, ইহাদিগের কি কি শ্রেষ্ঠ?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, আবপনকারীদিগের বৃষ্টি, নিবপনকারীদিগের বীজ, প্রতিষ্ঠমানদিগের ধেনু এবং প্রসূতিদিগের পুত্রই শ্রেষ্ঠ।

যক্ষ কহিলেন, কোন্ ব্যক্তি ইন্দ্রিয়সুখানুভবে সমর্থ, বুদ্ধিমান্, লোকপূজিত ও সর্ব্বপ্রাণীর সম্মত হইয়া জীবন থাকিতেও জীবিত নহে?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, যে ব্যক্তি দেবতা, অতিথি, ভৃত্য, পিতৃলোক ও আত্মা, ইহাদিগের নিমিত্ত নির্ব্বপণ না করে; সেই ব্যক্তিই জীবন থাকিতেও জীবিত নহে।

যক্ষ কহিলেন, পৃথিবী অপেক্ষাও গুরুতর কে? আকাশ অপেক্ষা উচ্চতর কে? বায়ু অপেক্ষা শীঘ্রগামী কে? আর কাহার সংখ্যা তৃণ অপেক্ষাও বহুতর?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, মাতা পৃথিবী অপেক্ষা গুরুতর, পিতা আকাশ অপেক্ষা উচ্চতর, মন বায়ু অপেক্ষা শীঘ্রগামী এবং চিন্তা তৃণ অপেক্ষাও বহুতর।

যক্ষ কহিলেন, কে নিদ্রিত হইলে নয়ন মুদ্রিত করে না, কে জন্মিয়া স্পন্দিত হয় না, কাহার হৃদয় নাই এবং কে বেগে বর্দ্ধিত হয়?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, মৎস্য নিদ্রিত হই-

লে নয়ন মুদ্রিত করে না, অণ্ড জন্মিয়া স্পন্দিত হয় না, পাষাণের হৃদয় নাই এবং নদী বেগে বর্দ্ধিত হয়!

যক্ষ কহিলেন, প্রবাসীর মিত্র কে? গৃহবাসীর মিত্র কে? আতুরের মিত্র কে এবং মুমূর্ষু ব্যক্তির মিত্র কে?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, প্রবাসীর সঙ্গী, গৃহবাসীর ভার্য্যা, আতুরের চিকিৎসক এবং মুমূর্ষু ব্যক্তির দানই মিত্র।

যক্ষ কহিলেন, কে সর্ব্বভূতের অতিথি? সনাতন ধর্ম্ম কি? অমৃত কি এবং সমুদায় জগৎ কি পদার্থ!

যুধিষ্ঠির কহিলেন, অগ্নি সর্ব্বভূতের অতিথি, সলিল ও যজ্ঞশেষ অমৃত, জ্ঞানযোগ সনাতন ধর্ম্ম এবং বায়ু সমুদায় জগৎ!

যক্ষ কহিলেন, কে একাকী বিচরণ করেন? কে পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করেন? হিমের ঔষধ কি এবং কে প্রধান বপনক্ষেত্র?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, সূর্য্য একাকী বিচরণ করেন, চন্দ্রমা পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করেন, অগ্নি হিমের ঔষধ এবং পৃথিবী প্রধান বপনক্ষেত্র।

যক্ষ কহিলেন, ধর্ম্মের একমাত্র আশ্রয় কি? যশের একমাত্র আশ্রয় কি? স্বর্গের একমাত্র আশ্রয় কি এবং সুখের একমাত্র আশ্রয় কি?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, দাক্ষ্য ধর্ম্মের দান, যশের, সত্য স্বর্গের এবং শীল সুখের একমাত্র আশ্রয়।

যক্ষ কহিলেন, মনুষ্যের আত্মা কে? দৈবকৃত সখা কে? উপজীবিকা কি এবং প্রধান আশ্রয়ই বা কি?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পুত্র মনুষ্যের আত্মা, ভার্য্যা দৈবকৃত সখা, মেঘ উপজীবিকা এবং দান প্রধান আশ্রয়।

যক্ষ কহিলেন, ধন্যের মধ্যে উত্তম কি? ধনের মধ্যে উত্তম কি? লাভের মধ্যে উত্তম কি এবং সুখের মধ্যে উত্তম কি?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ধন্যের মধ্যে দাক্ষ্য, ধনের মধ্যে শাস্ত্র, লাভের মধ্যে আরোগ্য এবং সুখের মধ্যে সন্তোষই উত্তম।

যক্ষ কহিলেন, প্রধান ধর্ম্ম কি? কোন্ ধর্ম্ম সর্ব্বদা ফলবান্? কাহারে সংযত করিলে শোক থাকে না এবং কাহার সহিত সন্ধি করিলে সে সন্ধি ভঙ্গ হয় না?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, আনৃশংস্য প্রধান ধর্ম্ম, বৈদিক ধর্ম্ম সর্ব্বদা ফলবান্? মনকে সংযত করিলে শোক থাকে না. এবং সাধুর সহিত সন্ধি হইলে ভঙ্গ হয় না।

যক্ষ কহিলেন, কি ত্যাগ করিলে প্রিয় হয়, কি ত্যাগ করিলে শোক যায়, কি ত্যাগ করিলে অর্থবান্ হয় এবং কি ত্যাগ করিলে সুখী হয়?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, অভিমান ত্যাগ করিলে প্রিয় হয়, ক্রোধ ত্যাগ করিলে শোক থাকে না, কামনা ত্যাগ করিলে অর্থবান্ হয় এবং লোভ ত্যাগ করিলেই সুখী হয়।

যক্ষ কহিলেন, ব্রাহ্মণ, নট ও নর্ত্তক, ভৃত্য এবং রাজা; ইহাঁদিগকে দান করিবার আবশ্যক কি?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ধর্ম্মের নিমিত্তে ব্রাহ্মণকে, যশের নিমিত্তে নট ও নর্ত্তককে, ভরণের নিমিত্তে ভৃত্যকে এবং ভয়ের নিমিত্ত রাজারে দান করে।

যক্ষ কহিলেন, লোক সকল কিসের দ্বারা আবৃত ও কিসের দ্বারা অপ্রকাশিত থাকে? কিজন্য মিত্রগণকে পরিত্যাগ করে এবং কিজন্যই বা স্বর্গ গমনে অসমর্থ হয়?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, লোক সকল অজ্ঞানে আবৃত, তমোদ্বারা অপ্রকাশিত থাকে, লোভ হেতু মিত্রগণকে পরিত্যাগ করে এবং সঙ্গ-হেতু স্বর্গ গমনে অসমর্থ হয়।

যক্ষ কহিলেন, মৃত পুরুষ কে? মৃত রাষ্ট্র কি? মৃত শ্রাদ্ধ কি এবং মৃত যজ্ঞই বা কি?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, দরিদ্র পুরুষই মৃত পুরুষ, অরাজক রাষ্ট্রই মৃত রাষ্ট্র, অশ্রোত্রিয়-শ্রাদ্ধই মৃত শ্রাদ্ধ এবং অদক্ষিণ যজ্ঞই মৃত যজ্ঞ।

যক্ষ কহিলেন, দিক্ কি? জল কি? অন্ন কি? বিষ কি এবং শ্রাদ্ধের কালই বা কি?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, সাধুগণই দিক্, আকাশই জল, ধেনুই অন্ন, প্রার্থনাই বিষ এবং ব্রাহ্মণই শ্রাদ্ধের কাল।

যক্ষ কহিলেন, তপ, দম, ক্ষমা ও লজ্জার লক্ষণ কি?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, স্বধর্ম্মানুবর্ত্তিত্বই তপ, মনের নিগ্রহই দম, দ্বন্দ্বসহিষ্ণুতাই ক্ষমা এবং অকার্য্য হইতে নিবৃত্তিই লজ্জা।

যক্ষ কহিলেন, জ্ঞান, শম, দয়া এবং আর্জ্জব কাহারে কহে?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, তত্ত্বার্থোপলব্ধিই জ্ঞান, চিত্তের প্রশান্ততাই শম, সকলের সুখ ইচ্ছা করাই দয়া এবং সমচিত্ততাই আর্জ্জব।

যক্ষ কহিলেন, পুরুষের কোন্ শত্রু দুর্জ্জয়? কোন ব্যাধি অনন্ত? কীদৃশ লোক সাধু এবং কীদৃশ লোকই বা অসাধু?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ক্রোধ দুর্জ্জয় শত্রু, লোভ অনন্ত ব্যাধি, সকল প্রাণীর হিতকারী ব্যক্তিই সাধু এবং নির্দ্দয় ব্যক্তিই অসাধু।

যক্ষ কহিলেন, মোহ, মান, আলস্য ও শোকের লক্ষণ কি?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ধর্ম্মবিষয়ে অনভিজ্ঞতাই মোহ, আত্মাভিমানিতাই মান, ধর্ম্মানুষ্ঠান না করাই আলস্য এবং অজ্ঞানই শোক।

যক্ষ কহিলেন, ঋষিগণ স্থৈর্য্য, ধৈর্য্য, স্নান ও দানের কি লক্ষণ করিয়াছেন?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, স্বধর্ম্মে স্থিরতা স্থৈর্য্য, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ধৈর্য্য, মনোমালিন্য পরিত্যাগই স্নান এবং প্রাণিগণকে রক্ষা করাই দান; এই লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট আছে।

যক্ষ কহিলেন, পণ্ডিত কে? নাস্তিক কে? মূর্খ কে? কাম কি এবং মৎসরই বা কি?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি পণ্ডিত, মূর্খই নাস্তিক, নাস্তিকই মূর্খ, সংসারহেতুই কাম ও হৃত্তাপই মৎসর।

যক্ষ কহিলেন, অহঙ্কার, দম্ভ, দৈব্য এবং পৈশুন্য কি?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, অজ্ঞানরাশিই অহঙ্কার, ধর্ম্মধ্বজের উন্নমনই দম্ভ, দানের ফলই দৈব্য এবং পরের প্রতি দোষারোপ করাই পৈশুন্য।

যক্ষ কহিলেন, ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম ইহারা পরস্পর বিরোধী; তবে কি প্রকারে ইহাদিগের একত্র সমাবেশ হয়?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, যখন ধর্ম্ম ও ভার্য্যা পরস্পর বশবর্ত্তী হয়; তখনই ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম, এই তিনের একত্র সমাবেশ হইয়া থাকে।

যক্ষ কহিলেন, হে রাজন্! তুমি শীঘ্র বল, কোন্ কর্ম্ম করিলে অক্ষয় নরকে গমন করিতে হয়?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, যে ব্যক্তি যাচমান অকিঞ্চন ব্রাহ্মণকে স্বয়ং আহ্বান করিয়া পরিশেষে নাই বলিয়া বিদায় করে; যে ব্যক্তি বেদ, ধর্ম্মশাস্ত্র, দ্বিজাতি, দেবতা ও পৈতৃক ধর্ম্ম মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন করে; এবং যে ব্যক্তি ধন বিদ্যমান থাকিতেও নাই বলিয়া দান ও ভোগে পরাঙ্মুখ হইয়া থাকে; তাহাদিগকেই অক্ষয় নরকে গমন করিতে হয়।

যক্ষ কহিলেন, হে রাজন! কুল, বৃত্ত, স্বাধ্যায় এবং শ্রুতি, ইহার মধ্যে কোন্‌টি ব্রাহ্মণত্বের কারণ; তুমি নিশ্চয় করিয়া বল।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে যক্ষ! কুল, স্বা-

ধ্যায় বা শ্রুতি ইহার কিছুতেই ব্রাহ্মণত্ব জন্মে না; কেবল একমাত্র বৃত্তই ব্রাহ্মণত্বের কারণ; অতএব ব্রাহ্মণ যত্নপূর্ব্বক বিশেষ রূপে বৃত্ত রক্ষা করিবেন। অক্ষীণবৃত্ত হইলে ব্রাহ্মণ কদাচ হীন হন না; কিন্তু ক্ষীণবৃত্ত হইলে যথার্থই হীন হইতে হয়। যাঁহারা কেবল অধ্যয়ন, অধ্যাপন বা শাস্ত্র চিন্তা করেন; তাঁহারা সকলেই ব্যসনী ও মূর্খ; যিনি ক্রিয়াবান্; তিনিই যথার্থ পণ্ডিত। চতুর্ব্বেদবেত্তা ব্যক্তিও দুর্বৃত্ত হইলে কখন ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত হন না; কেবল শূদ্র হইতে ভিন্ন এইমাত্র বিশেষ; কিন্তু যিনি অগ্নিহোত্রপরায়ণ; তিনিই যথার্থ ব্রাহ্মণ!

যক্ষ কহিলেন, প্রিয় বচন কহিলে কি লাভ হয়? বিবেচনা পূর্ব্বক কার্য্য করিলে কি লাভ হয়? বহুমিত্র হইলে কি লাভ হয় এবং ধর্ম্মে অনুরক্ত থাকিলেই বা কি লাভ হইয়া থাকে?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, প্রিয়বাদী সকলের প্রিয় হয়; বিমৃষ্যকারী ব্যক্তি অধিকতর জয় লাভ করে; বহুমিত্রশালী ব্যক্তি সতত সুখে বাস করে এবং ধর্ম্মানুগত ব্যক্তি সদ্গতি লাভ করিয়া থাকে।

যক্ষ কহিলেন, সুখী কে? আশ্চর্য্য কি? পথ কি এবং বার্ত্তাই বা কি? এই চারি প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিলে তোমার ভ্রাতৃগণ জীবিত হইবেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, যিনি ঋণশূন্য ও অপ্রবাসী হইয়া দিবসের পঞ্চম বা ষষ্ঠ ভাগে আপন গৃহে শাক পাক করেন; তিনিই সুখী। প্রাণিগণ প্রতিদিন শমনসদনে গমন করিতেছে দেখিয়াও অবশিষ্ট লোকে যে চির জীবন ইচ্ছা করে; ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি আছে! তর্কের স্থিরতা নাই; বেদ সকল ভিন্ন ভিন্ন প্রকার; মুনি এক জন নহেন যে, তাঁহার মতই প্রমাণ করিব; আর ধর্ম্মের তত্ত্বও অজ্ঞানগুহায় বিলীন হইয়াছে; অতএব মহাজন যে পথে গমন করিয়াছেন; সেই পথই পথ। কাল সূর্য্যরূপ অনলে রাত্রিন্দিবস্বরূপ ইন্ধন প্রজ্বলিত করিয়া মহামোহরূপ কটাহে ঋতু ও মাসস্বরূপ দর্ব্বী পরিঘট্টন দ্বারা প্রাণিগণকে যে পাক করিতেছে; ইহাই বার্ত্তা।

যক্ষ কহিলেন, হে রাজন্! তুমি যথার্থ রূপে আমার সমুদায় প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিয়াছ; এক্ষণে পুরুষ কে ও সকলের মধ্যে ধনী কে? ইহা নিরূপণ কর।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, মানবের নাম পুণ্য কর্ম্ম দ্বারা স্বর্গ স্পর্শ করিয়া ভূমণ্ডলে ব্যাপ্ত হয়; সেই নাম যত দিন থাকে; তত দিন সেই পুণ্যকর্ম্মা ব্যক্তি পুরুষ বলিয়া পরিগণিত হন। যে ব্যক্তি অতীত বা অনাগত সুখ দুঃখ ও প্রিয় অপ্রিয় তুল্য জ্ঞান করেন; তিনিই সকলের মধ্যে ধনী।

যক্ষ কহিলেন, তুমি পুরুষ ও সর্ব্বধনী শব্দের অর্থ করিলে; এই জন্য এক্ষণে তোমার ইচ্ছানুসারে ভ্রাতৃগণের মধ্যে এক জনমাত্র জীবিত হইবে।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে যক্ষ! এই শ্যামকলেবর, লোহিতলোচন, বিশালবক্ষ, মহাবাহু নকুল জীবিত হইয়া শাল শাখীর ন্যায় সমুত্থিত হউন।

যক্ষ কহিলেন, হে রাজন! তুমি দশ সহস্র মাতঙ্গসম বলশালী অতিমাত্র প্রীতিপাত্র ভীমসেন অথবা সমস্ত পাণ্ডবগণের একমাত্র আশ্রয় ধনঞ্জয়কে পরিত্যাগ করিয়া কি নিমিত্ত বিমাতৃপুত্র নকুলের প্রাণ দান করিতে ব্যাকুল হইয়াছ?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ধর্ম্মকে বিনষ্ট করিলে ধর্ম্মও আমাদিগকে বিনষ্ট করিবেন; এবং তাঁহারে রক্ষা করিলে তিনিও আমাদিগকে রক্ষা করিবেন; অতএব আমি কদাচ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিব না; এবং ধর্ম্মও যেন আমারে কখন পরিত্যাগ না করেন। হে যক্ষ! আনৃশংস্যই পরম ধর্ম্ম; আমি আনৃশংস্য অবলম্বন

করিতে সতত অভিলাষ করি। সকলে আমারে ধর্ম্মশীল বলিয়া জানেন; অতএব আমি কোন ক্রমে স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পারি না। কুন্তী ও মাদ্রী ইহাঁরা আমার জননী; উভয়েই পুত্রবতী হইয়া থাকুন; এই আমার অভিলাষ। আমার পক্ষে উভয়েই সমান; অতএব আপনি নকুলকে জীবিত করিয়া উভয়কে পুত্রবতী করুন।

যক্ষ কহিলেন, হে রাজন্! আপনি অর্থত ও কামত আনৃশংস্যপরায়ণ; এই নিমিত্ত আপনার ভ্রাতৃগণ পুনর্জীবিত হউক।

ত্রয়োদশাধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, যক্ষবাক্যানুসারে পাণ্ডবগণ সকলেই গাত্রোত্থান করিলেন; তাঁহাদিগের ক্ষুৎপিপাসা ক্ষণমাত্রেই অপনীত হইল। এ দিকে অপরাজিত যক্ষ এক চরণে সরোবরে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন; রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহারে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয়! আপনি কে? আপনারে যক্ষ বলিয়া বোধ হয় না; আপনি বসু, রুদ্র কিম্বা মরুদ্গণের মধ্যে প্রধান এক জন অথবা দেবরাজ হইবেন; সন্দেহ নাই; নতুবা এপ্রকার ব্যাপার ঘটিত না। এই ভূমণ্ডলে এমন যোদ্ধা দৃষ্টিগোচর হয় না যে, ঈদৃশ যুদ্ধকুশল ভ্রাতৃগণকে নিপতিত করে। ইহাঁরা যেরূপ সুখসচ্ছন্দে প্রতিবোধিত হইয়াছেন; এবং ইহাঁদিগের ইন্দ্রিয় সকল যেরূপ অবিকল রহিয়াছে; তাহাতে বোধ হয়, আপনি আমাদিগের সুহৃৎ বা পিতা হইবেন।

যক্ষ কহিলেন, তাত! আমি তোমার পিতা ভীমপরাক্রম ধর্ম্ম; তোমারে দেখিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছি। দম, সত্য, দম, শৌচ, আর্জ্জব, হ্রী, অচাপল্য, দান, তপস্যা ও ব্রহ্মচর্য্য আমার শরীর; অহিংসা, সমতা, শান্তি, তপ, শৌচ ও অমৎসরতা আমার ইন্দ্রিয়। হে যুধিষ্ঠির! তুমি আমার সাতিশয় প্রীতিভাজন; তুমি পঞ্চ যজ্ঞে একান্ত অনুরক্ত হইয়াছ; এবং পাপকারণ কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য পরাজয় করিয়াছ। আমি তোমারে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছিলাম; এক্ষণে তোমার আনৃশংস্য দ্বারা পরম প্রীতি লাভ করিয়াছি। তোমার মঙ্গল হউক; তুমি বর গ্রহণ কর; যে ব্যক্তি আমার ভক্ত; সে কখন দুর্গতি ভোগ করে না।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, যে ব্রাহ্মণের অরণী সহিত মন্থদণ্ড মৃগ কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছে; তাঁহার অগ্নিহোত্র সকল যেন বিলুপ্ত না হয়; ইহাই আমার প্রথম প্রার্থনা।

ধর্ম্ম কহিলেন, আমি তোমারে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত মৃগবেশে ব্রাহ্মণের অরণী সহিত মন্থদণ্ড অপহরণ করিয়াছি; তাহা প্রদান করিতেছি; তুমি এক্ষণে অন্য বর প্রার্থনা কর।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, আমরা অরণ্যে দ্বাদশ বৎসর অতিবাহিত করিয়াছি; এয়োদশ বর্ষ সমুপস্থিত; অতএব এক্ষণে আমরা যে স্থানে বাস করিব; কেহ যেন উহা অবগত হইতে সমর্থ না হয়; এই বর প্রদান করুন।

ভগবান্ ধর্ম্ম প্রদান করিতেছি বলিয়া প্রত্যুত্তর করিলেন এবং আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, তাত! যদ্যপি ছদ্মবেশ পরিগ্রহ না করিয়া সমস্ত ধরামণ্ডল ভ্রমণ কর; তথাপি ত্রিলোকমধ্যে কোন লোকই তোমারে অবগত হইতে সমর্থ হইবে না। হে পাণ্ডবগণ! তোমরা এই ত্রয়োদশ বৎসর আমার প্রসাদে গূঢ় বেশে বিরাট নগরে অজ্ঞাতবাস করিবে। তোমাদিগের মধ্যে যিনি যেরূপ রূপ ধারণ করিতে সংকল্প করিয়াছেন; তিনি সচ্ছন্দে তাদৃশ বেশ পরিগ্রহ করিবেন; আর এই অরণী-

সংযুক্ত মন্থদণ্ড ব্রাহ্মণকে প্রদান কর; আমি তোমারে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত মৃগবেশে ইহা হরণ করিয়াছিলাম। হে প্রিয়-দর্শন! তুমি আমার আত্মজ; বিদুর আমার অংশজ; আমি তোমারে বর প্রদান করিয়াও পরিতৃপ্ত হইতেছি না; অতএব তৃতীয় বর প্রার্থনা কর।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে দেবদেব! আমি সাক্ষাৎ সনাতন দেবতারে দৃষ্টিগোচর করিয়াছি; হে পিতঃ! এক্ষণে আপনি প্রীত হইয়া যে বর প্রদান করিবেন; তাহাই গ্রহণ করিব। হে তাত! আমি যেন লোভ, মোহ ও ক্রোধকে পরাজয় করিতে সমর্থ হই; আমার অন্তঃকরণ যেন তপ, দান ও সত্যে সতত অনুরক্ত থাকে।

ধর্ম্ম কহিলেন, হে পাণ্ডব! তুমি স্বভাবতই ঐ সকল গুণে বিভূষিত আছ; এক্ষণে পুনর্ব্বার যথোক্ত ধর্ম্মভূষণে সমধিক শোভমান হইবে। এই কথা কহিয়া ভূতভাবন ভগবান্ ধর্ম্ম সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। সুখপ্রসুপ্ত পাণ্ডবগণও আশ্রমে আগমনপূর্ব্বক তপস্বী ব্রাহ্মণকে অরণীসনাথ মন্থদণ্ড প্রদান করিলেন। যে জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি পাণ্ডবগণের সমুত্থান এবং ধর্ম্ম ও ধর্ম্মপুত্রের সমাগম অধ্যয়ন করেন; তিনি পুত্রপৌত্রে পরিবৃত হইয়া শত বর্ষ জীবিত থাকেন। এই আখ্যান অবগত হইলে মানবগণের অন্তঃকরণ কদাপি অধর্ম্ম, সুহৃদ্ভেদ, পরস্বাপহরণ, পরদারাভিমর্ষণ ও অন্যান্য কদর্য্য কর্ম্মে অনুরক্ত হয় না।

চতুর্দ্দশাধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! অনন্তর সত্যবিক্রম পাণ্ডবগণকে ধর্ম্মের অনুজ্ঞানুসারে ত্রয়োদশ বর্ষ অজ্ঞাতচারে বাস করিতে হইবে বলিয়া তাঁহারা বনবাসসহচর অনুরক্ত তপস্বিগণের সমীপে উপবেশনপূর্ব্বক তাঁহাদিগের অনুজ্ঞা গ্রহণাভিলাষে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন, হে মুনিগণ! ধার্ত্তরাষ্ট্রেরা ছলপূর্ব্বক যে প্রকারে আমাদিগের রাজ্যাপহরণ ও আমাদিগের সহিত বারংবার অসৎ ব্যবহার করিয়াছে; তাহা আপনাদিগের অবিদিত নাই; আমরা সেই জন্যই অরণ্যে অতি কষ্টে দ্বাদশ বৎসর অতিবাহিত করিলাম; সম্প্রতি অজ্ঞাত বাসের সময় সমুপস্থিত; এক্ষণে প্রচ্ছন্ন বেশে বাস করিতে হইবে; অতএব আপনারা অনুজ্ঞা করুন। দুরাত্মা দুর্য্যোধন, কর্ণ ও শকুনি জানিতে পারিলে বিষম অনর্থ পাত হইবে; আমাদিগের সহিত তাঁহাদের বৈর ভাব বদ্ধমূল হইয়াছে এবং পৌর ও আত্মীয় জন তাহার পক্ষ অবলম্বন করিয়াছে। হে ব্রাহ্মণগণ! আমরা সকলে কি পুনরায় স্বরাজ্যে অধিরোহণ করিয়া আপনাদিগের সহিত একত্র বাস করিব; এই কথা কহিতে কহিতে রাজা যুধিষ্ঠির অশ্রুপূর্ণ লোচনে শোকাভিভূত ও মূর্চ্ছিত হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন। তখন তাঁহার ভ্রাতৃগণ ও ব্রাহ্মণ সকলে আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন।

পুরোহিত ধৌম্য নৃপতিরে সম্বোধন করিয়া মহার্থপরিপূর্ণ বাক্য প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিলেন; হে রাজন্! আপনি বিদ্বান্, দান্ত, সত্যসন্ধ ও জিতেন্দ্রিয়; এবম্বিধ গুণসম্পন্ন ব্যক্তিরা কখন কোন আপদে মুহ্যমান হন না। দেখুন, দেবগণও শত্রু সমূহের নিগ্রহের নিমিত্ত প্রচ্ছন্ন বেশে কত শত বার দুর্ব্বিপাকে নিপতিত হইয়াছেন। দেবরাজ অরাতি বিনিগ্রহের নিমিত্ত প্রচ্ছন্ন বেশে নিষধ দেশে গিরিপ্রস্থাশ্রমে বাস করিয়া স্বকার্য্য সাধন করিয়াছেন। ভগবান্ বিষ্ণু দৈত্যগণকে বধ করিবার নিমিত্ত অশ্বশিরা হইয়া অদিতীগর্ভে অজ্ঞাতসারে দীর্ঘ কাল বাস করিয়াছেন। তিনি প্রচ্ছন্ন রূপে বামন আকার স্বীকার করিয়া যে প্রকার বিক্রমে বলির

রাজ্যাপহরণ করিয়াছেন; হুতাশন জলপ্রবিষ্ট হইয়া যে প্রকারে সুরগণের কার্য্য সাধন করিয়াছেন; নারায়ণ শত্রু দমনার্থ প্রচ্ছন্ন বেশে বজ্রে প্রবিষ্ট হইয়া সুররাজের যে কার্য্য সাধন করিয়াছেন; ব্রহ্মর্ষি ঔর্ব্ব উরুতে প্রচ্ছন্নরূপে বাস করিয়া দেবগণের নিমিত্ত যে কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন; তৎ সমুদায় আপনার শ্রবণগোচর হইয়াছে। এই রূপে মহাতেজা দিবাকর ছদ্মবেশে ভূতলে বাস করিয়া শত্রুগণকে দগ্ধ করিয়াছেন; ভীমকর্ম্মা বিষ্ণু প্রচ্ছন্ন ভাবে দশরথগৃহে বাস করিয়া দশাননকে সমরশায়ী করিয়াছেন এবং সকল মহাত্মাই এই রূপে প্রচ্ছন্ন ভাবে শত্রুগণকে পরাজয় করিয়াছেন; আপনিও তদ্রূপ অরাতিকুল নির্ম্মূল করিবেন; সন্দেহ নাই।

ধর্ম্মপরায়ণ ধর্ম্মরাজ ধৌম্যবাক্যে পরিতুষ্ট হইয়া শাস্ত্রবুদ্ধি ও স্ববুদ্ধিপ্রভাবে প্রকৃতিস্থ হইলে মহাবল ভীমসেন তাঁহার হর্ষোৎপাদনের নিমিত্ত কহিলেন, মহারাজ! গাণ্ডীবধন্বা অর্জ্জুন আপনার ও ধর্ম্মের অনুরোধেই কিঞ্চিন্মাত্র সাহস প্রকাশ করে নাই; শত্রুদলনসমর্থ ভীমবিক্রম নকুল ও সহদেবকে প্রতিদিন আমিই নিবারণ করিয়া রাখিয়াছি। আপনি আমাদিগকে যে বিষয়ে নিয়োগ করিবেন; আমরা তাহা কদাচ পরিত্যাগ করিব না; অতএব আপনি উপায় বিধান করুন; শীঘ্রই অরাতিগণকে পরাজয় করিব।

ভীমসেনের বাক্য অবসান হইলে ব্রাহ্মণগণ পাণ্ডবগণকে আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ ও আমন্ত্রণপূর্ব্বক স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। বেদবেত্তা যতি ও মুনিগণ পাণ্ডবগণের পুনর্দ্দর্শন লালসায় ন্যায়ানুসারে বিহিত স্থানে বাস করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবগণ বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ, ধৌম্য ও পাঞ্চালীরে সমভিব্যাহারে লইয়া কোন কারণবশত সেই স্থান হইতে ক্রোশমাত্র গমনপূর্ব্বক পর দিন অবধি অজ্ঞাত বাস করিতে হইবে বলিয়া তাহার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা সকলে পৃথক্ পৃথক্ শাস্ত্রবেত্তা, মন্ত্রকুশল ও সন্ধিবিগ্রহকালজ্ঞ; অতএব মন্ত্রণা করিবার নিমিত্ত তথায় উপবেশন করিলেন।

আরণেয় পর্ব্ব সমাপ্ত।

বন পর্ব্ব সম্পূর্ণ।

বিজ্ঞাপন।

পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায়ে একোনসপ্তত্যধিক দ্বিশত অধ্যায়ে বন পর্ব্ব সম্পূর্ণ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে; কিন্তু লিপিকরপ্রমাদ বা অন্য কোন কারণবশত চতুর্দ্দশাধিক ত্রিশত অধ্যায় দৃষ্ট হইতেছে; ঐ আধিক্য যে কোন্ স্থানে হইয়াছে; তাহার নিশ্চয় হয় না। আসিয়াটিক সোসাইটীর ব্যয়ে যে মূল মহাভারত মুদ্রিত হয়; তদনুলম্বনে এই গ্রন্থ সঙ্কলিত হইল।